সহীহ
আল বুখারী
১ম খণ্ড
صحيح البخاری
مجلد رقم ١

সহীহ
আল বুখারী

১ম খণ্ড

মূল ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম
ইবনুল মুগিরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী (র)

অনুবাদে

অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক
অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

সম্পাদনায়

মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব

صحيح البخارى
مجلد رقم ١

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০২

১৯তম প্রকাশ

শাবান	১৪৩৬
জ্যৈষ্ঠ	১৪২২
মে	২০১৫

বিনিময় মূল্য ঃ ৪৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخاري -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-1st Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 480.00 Only.

প্রসংগ কথা

ইসলাম একটি জীবন দর্শন, জীবন বিধান ও জীবন ব্যবস্থা। এর সমগ্র ভিতটিই গড়ে উঠেছে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর। কুরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তাঁর দূত জিবরীল আমীনের মাধ্যমে সরাসরি এ বাণী পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর তা অবতীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে একাধারে তেইশ বছর ধরে। আর সুন্নাহ হচ্ছে রসূল স.-এর তরীকা বা পদ্ধতি। কুরআনের নির্দেশগুলো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য রসূলুল্লাহ স. যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা-ই হচ্ছে সুন্নাহ। এজন্য সুন্নাহকে এক পর্যায়ে কুরআনের বিস্তারিত রূপ এবং ব্যাখ্যাও বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ এ দু'টি সম্মিলিতভাবে ইসলামী জীবন দর্শনকে পূর্ণতা দান করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝ ـ التوبة : ٣٣

"তিনি হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার অন্য সমস্ত দীনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।"
–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে শুধুমাত্র হেদায়াত ও সত্য দীন পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং এ হেদায়াত ও সত্য দীনকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে। আবার এ প্রসঙ্গে কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج ـ الحشر : ٧

"রসূল তোমাদের কাছে যাকিছু এনেছে তা গ্রহণ কর আর যাকিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ কর।"–সূরা আল হাশর ঃ ৭

এখানেও মূলত রসূলুল্লাহ স.-কেই আল্লাহর বিধানের একমাত্র মাধ্যম গণ্য করা হয়েছে। এজন্য রসূলের সবরকমের কথা ও কাজকে ইসলামী বিধানের রূপ দেয়া হয়েছে। যা আল্লাহ সরাসরি রসূলের নিকট পাঠিয়েছেন এবং রসূল স. তার যে ব্যাখ্যা করেছেন অথবা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাকে যে কার্যকর রূপ দিয়েছেন, তা সবই ইসলামী জীবন বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে অন্যত্র আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, রসূলকে শুধুমাত্র কুরআন দেয়া হয়নি বরং কুরআনের সাথে সাথে হিকমতও দান করা হয়েছে। এ হিকমতের মাধ্যমে তিনি লোকদেরকে কুরআনের তালীম দেবেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

"নিসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের কাছে নবী করে পাঠিয়েছেন, যে আল্লাহর আয়াতগুলো তাদের সামনে পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিখায়, যদিও ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত ছিল।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪

আয়াতের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, কিতাব ছাড়া আর একটা বিষয়ও নবী স.-কে দান করা হয়, সেটি হিকমত—কিতাবকে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি। সূরা আন নাজমে বলা হয়েছেঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ○ – النجم : ٣-٤

"তিনি [রসূল স.] নিজের ইচ্ছামত কোনো কথা বলেন না। যাকিছু তিনি বলেন তা সবই আল্লাহর অহী।"–সূরা আন নাজ্‌ম ঃ ৩-৪

এসব আলোচনা থেকে যে কথাগুলো সুস্পষ্ট হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহ তাঁর বিধান অর্থাৎ কুরআন মজীদ রসূল স.-এর কাছে পাঠিয়েছেন।

২. রসূল স. সেই বিধানকে পৃথিবীতে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

৩. এ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে রসূল স. যাকিছু করেছেন এবং বলেছেন সবই যেহেতু আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত, তাই তার সবই গ্রহণ করতে হবে।

রসূলের নবুওয়াতী জীবনের তেইশ বছরের এ কাজগুলোকে সুন্নাহ বলা হয়। সুন্নাহর বিস্তারিত চিত্র আমরা হাদীস গ্রন্থগুলোতে পাই।

হাদীস কাকে বলে ?

শাব্দিক অর্থে হাদীস মানে কথা বা যাকিছু প্রাচীন ও পুরাতন তার বিপরীত বস্তু বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ বা বস্তু ইতিপূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা-ই হাদীস।

পারিভাষিক অর্থে হাদীস বলতে বুঝায় রসূলুল্লাহ স. থেকে যাকিছু কথা, কাজ ও বিভিন্ন কথা-কাজের প্রতি তাঁর নীরব সমর্থন এবং তাঁর দৈহিক ও মানসিক কাঠামো সম্পর্কে যাকিছু উদ্ধৃত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, রসূলুল্লাহ স. যাকিছু বলেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে যাকিছু বলা হয়েছে তা-ই হাদীস।

রসূল স.-এর কথা সম্পর্কে বলা যায়, যেমন তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّانَوٰى -

"নিয়াত অনুযায়ী কাজের ফলাফল নির্ধারিত হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিয়াত করবে তেমনি ফল পাবে।"---- রসূল স.-এর কাজের ব্যাপারে বলা যায়, যেমন হযরত আয়েশা রা বলেছেন ঃ "নবী স. যোহরের আগের চার রাকাআত এবং ফজরের আগের দু' রাকাআত কখনো ছাড়তেন না। রসূল স.-এর নীরব সমর্থন প্রসঙ্গে বনী কুরাইযায় গিয়ে আসরের নামায পড়ার ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজতিহাদের কথাটি উল্লেখ করা যায়। রসূলুল্লাহ স. একদল সাহাবাকে কুরাইযা গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে তাদেরকে

বলে দেন لَايُصَلِّيَنَّ اَحَدُ الْعَصْرَ اِلاَّ فِىْ بَنِىْ قُرَيْضَةَ "তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় না পৌঁছে নামায না পড়ে।" পথে আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যেতে দেখে একদল পথেই আসরের নামায পড়ে নেয়। আর অন্য দলটি বনী কুরাইযায় পৌঁছে মাগরিব ও আসর এক সাথে পড়ে নেয়। পরে রসূলুল্লাহ্ স.-এর সামনে এসে একথা বর্ণনা করা হলে তিনি নীরব থাকেন। অর্থাৎ নীরবে উভয় দলের কাজকে সমর্থন করেন।* রসূল স.-এর দৈহিক কাঠামো প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করা যায়। হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, "তিনি [রসূলুল্লাহ্ স.] ছিলেন মধ্যম আকৃতির। বেশী লম্বা নয় আবার বেশী খাটোও নয় -----।"

হাদীসকে সুন্নাত, খবর এবং আসারও বলা হয়। তবে অনেকে আবার হাদীস ও আসারের মধ্যে একটা পার্থক্য করে থাকেন। তাদের মতে যা রসূলুল্লাহ্ স. থেকে উদ্ধৃত হয়েছে তা হাদীস আর সাহাবাদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে আসার। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবাগণের নিজস্ব কোনো বিধান দেবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিগুলো আসলে রসূল স.-এর উদ্ধৃতি ; কিন্তু কোনো কারণে তাঁরা শুরুতে রসূল স.-এর নাম উহ্য রেখেছেন। হাদীসের পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয় হাদীসে মাওকূফ। অর্থাৎ হাদীসগুলোর সাথে রসূল স.-এর নাম জড়িত আছে ঠিকই ; কিন্তু বিশেষ কারণে তা মওকূফ করা হয়েছে।

হাদীসের দুটি অংশ থাকে। একটি অংশকে বলা হয় সনদ এবং অন্য অংশকে বলা হয় মতন। 'মতন' বলা হয় হাদীসের মূল বক্তব্যটিকে। আর 'সনদ' বলা হয় হাদীস বর্ণনাকারীদের সিলসিলাকে। হাদীসের মূল বক্তব্যটি যিনি বর্ণনা করেছেন আর একজনের কাছ থেকে শুনে এবং তিনি বর্ণনা করেছেন অন্য একজনের কাছ থেকে শুনে, এভাবে সর্বশেষ পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্ স. পর্যন্ত এ সিলসিলা গিয়ে পৌঁছায়। এ সিলসিলাটিকেই বলা হয় সংশ্লিষ্ট হাদীসের সনদ।

হাদীস কিভাবে সংরক্ষিত হয়

কুরআনের পর হাদীস ইসলামী বিধানের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন যেভাবে তার নাযিলের সময় নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয় হাদীস ঠিক তেমনিভাবে রসূলের আমলে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও তিনটি শক্তিশালী সূত্র-মাধ্যমে তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ঃ (১) উম্মতের নিয়মিত আমল। (২) রসূলের লিখিত ফরমান, বিভিন্ন সাহাবার নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস কণ্ঠস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা এবং পরে বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

মদীনা ছিল রসূলের জীবনের শেষ দশ বছরের কেন্দ্রস্থল। সেখানে তিনি নিজের হাতে ইসলামী সমাজ গঠন করেন। হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট সীমারেখা কায়েম করেন। মুসলিমদের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগকে শিরক ও জাহেলিয়াতের আবিলতা মুক্ত

* যারা পথে নামায পড়ে নেন তারা রসূল স.-এর কথার অর্থ করেন, চলার গতি এত দ্রুত করতে হবে যাতে আসরের মধ্যে বনী কুরাইযায় পৌঁছে যাওয়া যায়। আর অন্যেরা রসূল স.-এর নির্দেশকে শাব্দিক ও স্থূল অর্থে নেন।

করে নিখাদ ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলেন। রসূলের প্রত্যেকটি নির্দেশ হুবহু মেনে চলার মতো এমন একদল সাহাবা সেখানে তৈরী হয়ে যান যাঁরা জীবন গেলেও তাঁর নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে সামান্যতম হেরফের করা পসন্দ করতেন না। তাই মদীনার মুসলিমদের আমলও সুন্নাত ও হাদীসের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

হাদীস লেখার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. নিয়মিত ব্যবস্থা না করলেও কোনো কোনো সাহাবার জন্য তিনি হাদীস লিখে দেবার ব্যবস্থা করেন। বুখারী, তিরমিযী ও আহমদ হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. আবু শাহ ইয়ামানীকে হাদীস লিখে দেবার ব্যবস্থা করেন। অনেক লেখাপড়া জানা সাহাবা হাদীস লিখে নিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর নিকট রসূল স.-এর হাদীস সম্বলিত একটি নোটবই ছিল। সেটিকে তিনি 'সাদেকাহ' নাম দিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ ও বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া আমার চেয়ে বেশী হাদীস আর কেউ জানে না। এর কারণ হচ্ছে, তিনি হাদীস লিখে নিতেন আর আমি লিখতাম না। তিনি হাদীস লিখে রাখেন শুনে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে নিষেধ করেননি, বরং লিখে রাখার জন্য উৎসাহিত করেন। হযরত আলী রা.-এর কাছেও এমনি কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। সেগুলো ছিল যাকাত, অপরাধ দণ্ডবিধি, হারামে মদীনা এবং এ ধরনের আরো কতিপয় বিষয় সম্বলিত। সমকালীন বাদশাহ ও আরবের আমীরদের কাছে রসূলুল্লাহ স. অনেকগুলো পত্র পাঠান, এসব পত্রে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। মুসলিম সেনাপতি ও গভর্নরদেরকেও তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠাতেন। এসব নির্দেশে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত ও মীরাসের বিধান লিপিবদ্ধ ছিল।

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তবে সাহাবাগণের অধিকাংশ যেহেতু লেখাপড়া জানতেন না, তাই হাদীস কণ্ঠস্থ করার কাজ চলে ব্যাপকভাবে। সেকালে এটিই ছিল আরবের চিরাচরিত রীতি। আরববাসীরা এভাবে হাজার বছর ধরে স্মৃতির মণিকোঠায় তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত করে রেখে আসছিল। রসূলুল্লাহ স. হাদীস কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে সাহাবাগণকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেন। আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, ইবনে মাজা ও দারামীতে যায়েদ ইবনে সাবেত রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., জুবাইর ইবনে মুতআম রা. ও আবু দারদা রা.-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কোনো কথা শুনে তা অন্যের কাছে পৌঁছায় আল্লাহ তাকে সুখে ও শান্তিতে রাখুন। রসূলের তত্ত্বাবধানেই আসহাবে সুফ্ফার বিরাট দল তাঁর হাদীস কণ্ঠস্থ করতে থাকেন। সাহাবাগণ রসূলের প্রত্যেকটি কথা শুনতেন এবং তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। যাঁরা রসূলের নিকটে ছিলেন তাঁরা নিয়মিতভাবে তাঁর কথা শুনতেন ও কণ্ঠস্থ করে নিতেন। আর যাঁরা ছিলেন একটু দূরের, তাঁরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে পালা করে রসূলের মজলিসে আসতেন। একদিন একজন না আসতে পারলে তার সাথী তাকে রসূলের সেদিনের বক্তব্যগুলো শুনিয়ে দিতেন। এভাবে তারা সবাই রসূলের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ সম্পর্কে

অবগত হতেন। যাঁরা ছিলেন ভিন এলাকার বাসিন্দা, তারা রসূলের মজলিস থেকে আগত কোনো ব্যক্তির দেখা পেলে তার চারপাশে জমায়েত হয়ে যেত এবং তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রসূলের সব কথা ও কাজ শুনতো। সেগুলো তারা মনে রাখত এবং সে অনুযায়ী আমল করা দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী মনে করতো। আজ দুনিয়ায় হাদীসের যে ইলম ছড়িয়ে আছে তার সাথে প্রায় দশ হাজার সাহাবার নাম জড়িত দেখা যায়। সাহাবাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

সাহাবীদের নাম	মৃত্যু	বয়স	হাদীস সংখ্যা
১. হযরত আবু হুরাইরা রা.	৫৭ হিজরী	৭৮ বছর	৫,৩৭৪
২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.	৫৮ হিজরী	৬৭ বছর	২,২১০
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.	৬৮ হিজরী	৭১ বছর	১,৬৬০
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.	৭০ হিজরী	৮৪ বছর	১,৬৩০
৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা.	৯৩ হিজরী	১০৩ বছর	১,২৮৬
৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.	৭৪ হিজরী	৯৪ বছর	১,৫৪০
৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.	৪৬ হিজরী	৮৪ বছর	১,১৭০
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.	৩২ হিজরী	৮৪ বছর	৮৪৮
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.	৬৩ হিজরী		৭০০

সাতশর কম এবং একশর বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবাও বেশ কিছুসংখ্যক আছেন। এক থেকে একশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবার সংখ্যা হচ্ছে হাজার হাজার।

হাজার হাজার তাবেঈ এ সাহাবাদের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। একমাত্র হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর কাছ থেকে যেসব তাবেঈ হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় আটশ'। এভাবে প্রত্যেক সাহাবীর কাছ থেকে বহুসংখ্যক তাবেঈ হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন মশহুর বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈর নাম এখানে উল্লেখ করছি, যারা হাদীসের জ্ঞান সংগ্রহ করার এবং তা সংরক্ষণ ও বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, নাফে' মাওলা আবদুল্লাহ, ইবনে উমর, আলী ইবনে হুসাইন (যয়নুল আবেদীন), মুজাহিদ, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, শুরাইহ, মাসরূক, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, মাকহুল, রিজা ইবনে হায়াহ, হাম্মান ইবনে মুনাব্বাহ, সাঈদ ইবনে যুবাইর, সুলায়মানুল আ'মাশ, মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদার, ইবনে শিহাব যুহ্‌রী, সুলাইমান ইবনুল ইয়াসার, ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস, আতা ইবনে আবী রিবাহ, কাতাদাহ ইবনে বিয়ামাহ, আমেরুশ শা'বী, আলকামাহ, ইবরাহীম নখয়ী ও ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব।

উপরোল্লিখিত তাবেঈগণের মধ্যে দু-একজন ছাড়া বাকি সবার জন্ম হিজরী দশম সনের পরে এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে তাঁরা সবাই ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে ১০০

হিজরীর মধ্যে সকল সাহাবার ইন্তেকাল হয়ে যায়। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় তাবেঈগণ সাহাবাগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। তাঁদের অধিকাংশের জন্ম সাহাবীদের গৃহে এবং মহিলা সাহাবীগণের কোলেই তাঁরা লালিত হন। তাঁদের অনেকের সারাজীবন কোনো না কোনো সাহাবীর খেদমতেই ব্যয়িত হয়েছে। তাঁদের জীবনী পড়লে জানা যায়, তাঁদের এক একজন বহুসংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে রসূলে করীম স.-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা পরবর্তী লোকদের নিকট পৌছান।

তাঁদের পর বয়োকনিষ্ঠ তাবেঈ ও তাবে'তাবেঈদের নাম সামনে আসে। তাঁদের সংখ্যাও হাজার হাজার এবং সারা মুসলিম দেশগুলোয় তাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা সাহাবা ও তাবেঈদের নিকট থেকে হাদীসের ইলম সংগ্রহ করে সমগ্র উম্মতের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন।

হাদীস লেখার সূচনা ঃ প্রথম যুগ

রসূলুল্লাহ স.-এর আমল থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। হিজরী প্রথম শতকের শেষ অবধি যে রচনাগুলো পাওয়া যায় তার বর্ণনা নীচে দেয়া হলো ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. যে নোট বইতে রসূলে করীম স.-এর হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেন তিনি তার নাম দেন 'সহীফায়ে সাদেকাহ'। এতে প্রায় এক হাজারটি হাদীস ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর পরিবারবর্গের কাছে তা সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মধ্যে এর সবগুলো হাদীসই পাওয়া যাবে।

২. হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (মৃত্যু ঃ ১০১ হিজরী) তাঁর রেওয়ায়াতগুলো লিখে নিয়েছিলেন। এ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'সহীফায়ে সহীহা'। তাঁর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বর্তমানে দামেশক ও বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে 'আবু হুরাইরা রেওয়ায়াত' শিরোনামায় এর সবগুলোই উদ্ধৃত করেছেন। এ সহীফাটি হচ্ছে হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত হাদীসসমূহের একটি অংশ। এর অধিকাংশ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে পাওয়া যাবে।

৩. হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর আর একজন ছাত্র বশীর ইবনে নুহাইকও তাঁর বর্ণিত হাদীসের আর একটি সংকলন করেন। বিদায় নেবার সময় তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর সামনে তা সম্পূর্ণ পাঠ করে তাঁর কাছ থেকে সত্যায়িত করে নেন।

৪. সাহাবীদের আমলেই 'আবু হুরাইরার মুসনাদ' নামে আর একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের পিতা মিসরের গভর্নর আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ানের (মৃত্যু ঃ ৮৬ হিজরী) কাছেও তাঁর একটি কপি ছিল। আবদুল আযীয কাসীর ইবনে মুররাকে লিখেন, "তোমার কাছে সাহাবায়ে কেরামের যে হাদীসগুলো আছে তা লিখিত আকারে আমার কাছে পাঠাও, তবে হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর রেওয়ায়াতগুলো ছাড়া। কারণ সেগুলো আমার কাছে লিখিত আকারে আছে।"—তাবাকাতে

ইবনে সা'দ, ৭ম খণ্ড, ১৫৭, পৃষ্ঠা উদ্ধৃতি ইন্তিখাবে হাদীস, আবদুল গাফ্‌ফার হাসান, ১৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হাতে লেখা 'মুসনাদে আবু হুরাইরা'-এর একটি কপি জার্মানীর লাইব্রেরীতেও সংরক্ষিত আছে।

৫. হযরত আলী রা. যে হাদীসগুলো লিখে রাখেন তার নাম দেয়া হয় 'সহীফায়ে আলী'।

৬. রসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়ের সময় যে দীর্ঘ ভাষণ দান করেন আবু শাহ ইয়ামানীর আবেদনক্রমে তা লিখিত আকারে তাঁকে দেয়ার নির্দেশ দেন। মানবতার অধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর রেওয়ায়াতগুলো তাঁর দু ছাত্র ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (মৃত্যু ঃ ১১০ হিজরী) ও সুলাইমান ইবনে কায়েস লশকরী লিপিবদ্ধ করেন। এতে ছিল হজ্জের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিদায় হজ্জের ভাষণ।

৮. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর রেওয়ায়াতগুলো তাঁর ভাগ্নে ও ছাত্র উরওয়া ইবনে যুবাইর লিপিবদ্ধ করে নেন।

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদীসগুলো বিভিন্নভাবে সংকলিত হয়। সাঈদ ইবনে যুবাইর তাবেঈর কাছে এর একটি সংকলন ছিল।

১০. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর কাছে হাদীসের একটি লিখিত সংকলন ছিল। সাঈদ ইবনে হিলাল বলেন, হযরত আনাস রা. নিজের হাতে লেখা সংকলনটি বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন ঃ এগুলো আমি নিজে রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনেছি এবং এগুলো লিখে নেবার পর তাঁকে শুনিয়ে সত্যায়িত করেছি।

১১. হযরত আমর ইবনে হাযম রা.-কে ইয়ামনে গভর্নর করে পাঠাবার সময় রসূলুল্লাহ স. তাঁকে একটি লিখিত হেদায়াতনামা দেন। এটি তিনি সংরক্ষিত করেন এবং এর সাথে রসূলুল্লাহ স.-এর আরো ২১টি ফরমান সংযুক্ত করে বেশ বড় কিতাব বানিয়ে ফেলেন।

১২. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা.-ও তাঁর রেওয়ায়াতগুলো লিপিবদ্ধ করে ফেলেন। তাঁর পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে তা লাভ করেন। এটি ছিল হাদীসের একটি বিরাট সংকলন। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

১৩. হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ রা. জাহেলী যুগ থেকে লেখাপড়া জানতেন। তিনিও তাঁর রেওয়ায়াতগুলো লিপিবদ্ধ করে ফেলেন। এটির নাম 'সহীফায়ে সা'দ ইবনে উবাদাহ'।

১৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ সুলাইমান মূসার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলে যেতেন এবং নাফে' রা. তা লিখে নিতেন। হাদীসের এ সংকলনটির নাম 'মাকতুবাতে হযরত নাফে'।

১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাঁর রেওয়ায়াতগুলো লিখে ফেলেন। মা'আন বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে কিতাব বের করে কসম খেয়ে বলেন, এ হাদীসগুলো আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের লেখা।

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগে হাদীস নিয়মিতভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু না হলেও আসলে যেসব সাহাবায়ে কেরামের কাছে হাদীস লিখিত আকারে ছিল না তাঁরা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈগণ তাঁদের জানা হাদীসগুলো লিখে ফেলেন এবং সেগুলোর পঠন-পাঠনের সিলসিলা চলতে থাকে।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে এ প্রচেষ্টা একটা নতুন মোড় নেয়। তাবেঈদের একটা বিরাট দল হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা সাহাবা ও বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈগণের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। হাদীস সংকলনের এ ধারা চলে প্রায় হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বশীলদের কাছে হাদীস একত্র করার ফরমান পাঠান। ফলে হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর অনেক কপি করে সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেন। এ যুগেই ইমাম মালেক (জন্ম ৯৩ হিজরী, মৃত্যু ১৭৯ হিজরী) মদীনায় বসে তাঁর 'মুআত্তা' হাদীসগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটিকে প্রথম বলা যায়। ইমাম মালেক প্রায় ৯শত উস্তাদের কাছ থেকে হাদীসের ইল্‌ম লাভ করেন। তাঁর 'মুআত্তা' গ্রন্থে ১৭০০ হাদীস লিপিবদ্ধ হয়। এ যুগের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ 'জামে' সুফিয়ান সূরী' (মৃত্যু ১৬১ হিজরী), 'জামে' ইবনে মুবারক' (১৮১ হিজরী), 'জামে ইমাম আওযাঈ' (১৫৭ হিজরী), 'জামে' ইবনে জুরাইজ' (১৫০ হিজরী), কাযী আবু ইউসুফের (১৮৩ হিজরী) 'কিতাবুল খারাজ' ও ইমাম মুহাম্মদের (১৮৯ হিজরী) 'কিতাবুল আসার'। এ যুগে রসূলের হাদীস, সাহাবীগণের বাণী ও তাবেঈদের ফতওয়া সবই একসাথে লিপিবদ্ধ করা হতো। কিন্তু সেখানে হাদীস, সাহাবীদের বাণী ও ফতওয়া প্রত্যেকটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকতো।

তৃতীয় যুগ

তবে নিয়মিতভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজটি ব্যাপকভাবে চলে তৃতীয় যুগে। এ যুগটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত।

এ যুগে রসূলের উক্তি এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের উক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত হাদীসের পৃথক সংকলন করা হয়। এ তৃতীয় যুগে সংগৃহীত হাদীসের বিপুল স্তুপ থেকে সহীহ ও নির্ভুল হাদীস ছাঁটাই-বাছাইয়ের কাজও শুরু হয়ে যায়। এ ছাঁটাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন বিশেষ

করে এজন্য দেখা দেয় যে, ইতিমধ্যেই একদল লোক মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেছিল। মনগড়া হাদীস বর্ণনার পেছনে নিম্নোক্ত কারণসমূহ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়।

এক. বেদীন ও ফাসেক ধরনের লোকেরা এভাবে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল।

দুই. অনেক মূর্খ, সূফী ও আবেদ প্রকৃতির লোক নেকী ও দীনদারী মনে করে ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ও ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস তৈরী করতেন।

তিন. অযোগ্য ও সংকীর্ণমনা কিছু লোক সহজ খ্যাতি লাভ করার পদ্ধতি হিসেবে মনগড়া হাদীস তৈরীর প্রচেষ্টা চালান।

চার. বিদআত সৃষ্টিকারী ও বিশেষ মাযহাবী মতের অনুসারীরা নিজেদের মতের সমর্থনে হাদীস তৈরী করতো।

পাঁচ. অনেক লোক একটি দুর্বল 'মতন'-এর জন্য সর্বজন পরিচিত ও স্বীকৃত 'সনদ' তৈরী করতো। আবার অনেকে সনদের মধ্যে ওলট-পালট করে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতো। এর উদ্দেশ্য হতো তাদের কথাই সত্য এবং এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ আনা যেতে পারে না। এছাড়া তাদের নতুন আবিষ্কারে লোকদেরকে চমকিত করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ছয়. অনেক লোক সাহাবীদের উক্তি, আরবী প্রবাদ, জ্ঞানী ও মনীষীদের বাণীকেও রসূলের সাথে সম্পর্কিত করে।

সাত. হাদীস ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হবার কারণে একদল দরবারী আলেম দরবারের প্রয়োজনমতো হাদীস তৈরী করার প্রচেষ্টা চালায়।

তবে এ ধরনের মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। রসূলের যুগের নিকটবর্তী এবং মিথ্যা হাদীস তৈরীর বিরুদ্ধে রসূলের কঠোর হুঁশিয়ারীর এবং জাহান্নামের কঠিন আযাবের ভয় থাকার কারণে এ ধরনের ভণ্ড, নির্বোধ ও কুচক্রীর সংখ্যা সীমিত পর্যায়েই ছিল। এদের তুলনায় সঠিক ইসলামী বোধসম্পন্ন, অনুভূতিশীল এবং যথার্থ ইসলামী ভাবধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী মুসলিমের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। তবে মিথ্যা হাদীস তৈরীর প্রচেষ্টা তাদের কাজকে অনেক কঠিন করে দেয়। এজন্য সহীহ হাদীস ছাঁটাই বাছাইয়ের কাজকে তাঁরা নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ থেকে এ ছাঁটাই বাছাইয়ের কাজ শুরু হয় এবং তৃতীয় যুগে এ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

ছাঁটাই বাছাইয়ের এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ও মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী। এঁরা দু'জন ছাড়াও আরো শত শত মুহাদ্দিস তাঁদের সমগ্র জীবন এ কাজে ব্যয় করেন। সহীহ হাদীস বাছাই ও হাদীস যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ যুগে মুহাদ্দিসগণ একশটিরও বেশী ইল্‌মের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইল্‌ম হচ্ছে ঃ

ইল্‌মে আসমাউর রিজাল ঃ এখানে হাদীসের রাবী, অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, তাঁদের লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্য, তাঁদের শিক্ষকদের ইল্‌মী অবস্থা,

তাঁদের ছাত্রদের অবস্থা, জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁদের পরিশ্রম ও সফর, তাঁদের নৈতিক চরিত্র, তাঁদের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হবার ব্যাপারে ইল্‌মে হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতামত ইত্যাদি বহুতর বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ শাস্ত্রে শত শত গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এভাবে কয়েক লক্ষ লোকের জীবনধারা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

এমনকি স্প্রিংগারের ন্যায় বিদ্বেষভাবাপন্ন প্রাচ্যবিদও 'আল ইসাবা'-এর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ ইল্‌মটির মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ রাবীর জীবনী সংরক্ষিত হয়ে গেছে এবং এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা মুসলিম জাতি ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে পাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

এ ইল্‌মটির মাধ্যমে রাবীদের যাঁচাই-বাছাইয়ের কাজটি অতি সূচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে। এমনকি আজও কোনো রাবী সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে এ ইল্‌মটির মাধ্যমে তাঁর সমগ্র জীবনের পর্যালোচনা করা যায় এবং এভাবে তাঁর বর্ণনার সত্যতা-অসত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব। রাবীদেরকে এভাবে পর্যালোচনা করাকে ইল্‌মে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় 'জারাহ্ ও তা'দীল'। জারাহ্ ও তা'দীলের মানদণ্ডে অনেক রাবীকে পাওয়া যায় একশ ভাগ খাঁটি। তাঁদের নিখাদ হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এ ধরনের রাবীর রেওয়ায়াতের মর্যাদা সবার ওপরে। কিছু রাবী আছেন যাঁদের চরিত্রের কিছু দুর্বলতার কারণে তাঁদের রেওয়ায়াতকেও দুর্বল মনে করার ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে গেছেন। আবার কিছু রাবীর ব্যাপারে সবাই একমত নয়। এভাবে এ ইল্‌মটি হাদীস যাঁচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইল্‌ম হচ্ছে ঃ ইল্‌মু মুসতালিহুল হাদীস (হাদীসের পরিভাষা), ইল্‌মু তাখরীজুল আহাদীস (হাদীসের সূত্র অনুসন্ধান), ইল্‌মু গারীবুল হাদীস (হাদীসের কঠিন শব্দগুলোর শাব্দিক গবেষণা), ইল্‌মু আহাদীসুল মওদূআহ (মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস) ইত্যাদি।

এসব শাস্ত্রে শত শত নয়, হাজার হাজার কিতাব লেখা হয়েছে এবং এখনো এ কিতাব লেখার সিলসিলা অব্যাহত রয়েছে।

এ তৃতীয় যুগে একদিকে যেমন হাদীস যাঁচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছিল তেমনি অন্যদিকে চলছিল সহীহ হাদীসগুলো নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ। এ যুগে এ কাজটি হয় অত্যন্ত ব্যাপক আকারে। শত শত মুহাদ্দিস নিজেদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করেন, হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁরা হাজার হাজার মাইল সফর করেন। শত শত উস্তাদের কাছে পাঠ নেন। রাবীদের অবস্থা জানার জন্যও অমানুষিক পরিশ্রম করেন। এভাবে তাঁরা নিজেদের মান অনুযায়ী হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

প্রধান হাদীস সংকলকবৃন্দ

তবে আমরা এ যুগের হাদীস সংকলকদের শীর্ষস্থানে পাই নিম্নোক্ত সাতজনকে। (১) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (জন্ম ১৬১, মৃত্যু ২৪১ হিজরী), (২) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী), (৩) ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (২০২-২৬১ হিজরী), (৪) ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী (২০২-২৬১ হিজরী),

(৫) ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিজরী), (৬) ইমাম আহমদ ইবনে শো'আইব নাসাই (মৃত্যু ৩০৩ হিজরী), (৭) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ কাযবীনী (মৃত্যু ২৭৩ হিজরী)। এঁদের মধ্যে একমাত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ ছাড়া বাকি ছ'টি হাদীস গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তা অর্থাৎ ছ'টি নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ

মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রন্থগুলোকে রেওয়ায়াতের নির্ভুলতা ও শক্তিমত্তার দিক দিয়ে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে 'মুআত্তা ইমাম মালেক, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে নির্ভুল সনদ ও উন্নত পর্যায়ের রাবীদের কারণে সর্বোচ্চ আসন দান করেছেন।

হাদীসের বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়

মুহাদ্দিসগণ নিজস্ব মানদণ্ডে হাদীসের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এজন্য একজন যে হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন অন্যজনের মানদণ্ডে হয়তো কোনো একদিক দিয়ে তা ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। তাই তিনি সেটিকে সহীহ্ বলে গ্রহণ করেননি। এ তো সনদের বিচারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য হবার কারণ। কিন্তু এর কোনো প্রভাব 'মতনের' ওপর পড়ে না। এতদসত্ত্বেও হাদীসের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা যায়। এ বিরোধগুলোর মূল কারণ চারটি ঃ

এক. বিভিন্ন রাবী একটি কথা বা একটি ঘটনাকে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে কোনো গুরুতর অর্থগত পার্থক্য দেখা যায় না। অথবা কোনো ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, বিভিন্ন রাবী একটি ঘটনা বা বক্তৃতার বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

দুই. রসূলুল্লাহ্ স. নিজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বিষয়কে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

তিন. রসূলুল্লাহ স. নিজেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমল করেছেন।

চার. একটি হাদীস পূর্বের এবং একটি হাদীস পরবর্তী কালের। এক্ষেত্রে শেষেরটি পূর্বেরটিকে বাতিল করে দিয়েছে।

এভাবে হাদীসের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারলে আসলে সহীহ্ হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইমাম বুখারী ও বুখারী শরীফ

ইমাম বুখারীর আসল নাম ইমাম মুহাম্মদ। পিতার নাম ইসমাঈল। ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ। পূর্বপুরুষ ইরানের অধিবাসী। প্রপিতা মুগীরা ইসমাঈল জুফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমআর নামাযের পর বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁর অদ্ভুত মেধা ও স্মৃতি শক্তি সবাইকে চমৎকৃত করে। দশ বছর বয়স হয়নি তখনই তিনি কয়েক হাজার হাদীস মুখস্ত করে ফেলেন। আর হাদীস মুখস্ত করা কুরআন মুখস্ত করার মতো ব্যাপার নয়। কারণ হাদীসের মধ্যে শুধু 'মতন' বা বিষয়বস্তুই নেই, সনদেরও বিরাট সিলসিলা রয়েছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নাম একটার সাথে আরেকটার পার্থক্যসহ মুখস্ত করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু ইমাম বুখারীর পক্ষে এটাও সম্ভবপর হয়েছিল।

তাঁর ছোটবেলাকার একটি ঘটনা অত্যন্ত চমকপ্রদ। তখন তিনি দশ বছরের কিশোর। সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস দাখেলীর শিক্ষায়তনে হাদীসের পাঠ নিচ্ছেন। একদিন দাখেলী একটি হাদীস শুনালেন ঃ سفيان عن ابى الزبير عن ابراهيم 'সুফিয়ান আবু যুবাইর থেকে এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন।' বুখারী প্রতিবাদ করলেন ঃ আবু যুবাইর ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেননি। দাখেলী তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। তবুও তিনি উস্তাদকে বললেন, মেহেরবাণী করে আপনার বক্তব্যটি একবার মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখুন। অতিরিক্ত জোর দেয়ার কারণে উস্তাদের মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি ভিতরে গিয়ে মূল পাণ্ডুলিপি দেখলেন। ফিরে এসে বললেন, তাহলে তুমিই বল সনদ কেমন হবে। বুখারী বললেন ঃ ইবরাহীম থেকে আবু যুবাইর নয়, আদীর পুত্র যুবাইর বর্ণনা করেছেন। উস্তাদ সংগে সংগেই কলম নিয়ে তাঁর সামনের কপিটি সংশোধন করে নিলেন এবং বললেন, তোমার কথাই ঠিক।

ষোল বছর বয়সে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম ওকী' সংগৃহীত সমুদয় হাদীস কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। হাদীস শেখার জন্য তিনি সিরিয়া, মিসর, খোরাসান, আল জাযীরা, ইরাক ও হেজায সফর করেন। আঠার বছর বয়সে তিনি গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। এ সময় সাহাবী ও তাবেঈদের বাণী সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একই সময়ে একটি ইতিহাস গ্রন্থও রচনা করেন।

তিনি প্রায় এক হাজার উস্তাদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাদের থেকে হাদীস শুনেন। বুখারীর ব্যাখ্যাতা শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ আল কাসতালানীর মতে তিনি ৬ লক্ষের মত হাদীস সংগ্রহ করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি হাদীস গ্রন্থ রচনায় হাত দেননি। বুখারী শরীফ রচনার প্রেরণা তিনি ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ-এর কাছ থেকে পান। এ প্রসংগে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ "একদিন ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ-এর মজলিসে বসেছিলাম, ইমাম বললেন, তোমরা কেউ যদি হাদীসের এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে যাতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসগুলোই সন্নিবেশিত হতো, তাহলে কতইনা ভাল

হতো।" ইমাম ইসহাকের একথা মজলিসের সবাই শুনলেন। কারোর সাহস হলো না এ কাজে অগ্রসর হবার। কিন্তু বুখারীর মনে একথা দাগ কেটে বসল গভীরভাবে। সেদিন থেকেই তিনি মনস্থির করলেন এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য।

এ কাজ সম্পাদন করার জন্য তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসলেন। মসজিদে নববীতে বসে তিনি সহীহ হাদীসগ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করলেন। শুধু নিজের স্মরণশক্তি ও লিখিত নথিপত্রের ওপর নির্ভর করে তিনি অগ্রসর হননি, নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতার সাথে সাথে তাকওয়া ও তাহারাতের ওপরও নির্ভর করেন একান্তভাবে। অর্থাৎ কোনো হাদীস লিখতে বসার আগে গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে নিতেন, দু' রাকআত নফল নামায পড়ে নিতেন তারপর যথাযথভাবে ইস্তেখারা করে হাদীস সন্নিবেশ করতেন। নতুন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ সংযোজনের সময়ও এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। নির্ভুল হাদীস সংযোজন ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এভাবে একাধারে ১৬ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি সহীহ বুখারী রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। সমকালীন শত শত, হাজার হাজার মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশেষজ্ঞ গ্রন্থটির চুলচেরা পর্যালোচনা করেন। সমগ্র উম্মত সম্মিলিতভাবে এটিকে اصح الكتب بعد كتب الله। (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদের পরে দুনিয়ার বুকে মানুষের লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে নির্ভুলতম গ্রন্থ) উপাধি দান করে। সহীহ বুখারীর এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অনুমান করার জন্য শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইমাম বুখারী র. থেকে প্রায় ৯০ হাজার মুহাদ্দিস গ্রন্থটি শ্রবণ করেন।

সাহাবীগণের মাওকূফ রেওয়ায়াত ও তাবেঈগণের উক্তি ছাড়াও এ গ্রন্থে ৯,০৮২টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে তাকরার বা পুনরুক্তি বাদ দিলে মূল হাদীস দাঁড়ায় ২,৫১৩টি। এ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত রেওয়ায়াতের সংখ্যা ৪৪৬, হযরত আনাস রা.-এর রেওয়ায়াতের সংখ্যা ২৬৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর রেওয়ায়াতের সংখ্যা ২৭০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ২১৭, হযরত আয়েশা রা.-এর ৪২, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ৬০, হযরত আলী রা.-এর ৪৯, হযরত আবু বকর রা.-এর ২২ ও হযরত উসমান গনী রা.-এর ৯টি। অবশিষ্ট রেওয়ায়াতগুলো অন্যান্য অসংখ্য সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

বাংলায় বুখারী শরীফ

বাংলায় এ পর্যন্ত বুখারী শরীফের কোনো প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। শুধু তাই নয়, হাদীসের চর্চাই বাংলা ভাষায় অত্যন্ত সীমিত। অথচ কুরআন ও হাদীসই হচ্ছে জ্ঞানের দু'টি নির্ভুল উৎস। এক্ষেত্রে কুরআন চর্চার পাশাপাশি হাদীসের চর্চা সমান পর্যায়ে না থাকলে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব নয়।

এসব গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১৯৭৮ সালে বুখারী শরীফ অনুবাদের পরিকল্পনা হাতে নেয়। এ উদ্দেশ্যে '৭৮-এর মার্চ মাসে সেন্টারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বাংলা ভাষায় পারদর্শী মুহাদ্দিসগণের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বুখারী শরীফ অনুবাদের মূলনীতি প্রণীত হয়। এ মূলনীতি

অনুযায়ী জুলাই মাস থেকে অনুবাদের কাজ শুরু হয়ে যায়। এক বছরের মধ্যে প্রথম জিলদের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। অনুবাদের সাথে সাথে সম্পাদনার কাজও চলতে থাকে।

অনুবাদের ভাষাকে সহজ ও প্রাঞ্জল রাখার সাথে সাথে মূল আরবীর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে হাদীসের বক্তব্যকে আরো ভারাক্রান্ত করার চেষ্টা না করে পাঠকের সুবিধার জন্য শুধুমাত্র জরুরী টীকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাবীদের দীর্ঘ সিলসিলার উল্লেখ না করে শুধুমাত্র শেষ রাবী অর্থাৎ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, আসলে হাদীসের বাংলা অনুবাদ রাবীদের ওপর গবেষণা বা অনুসন্ধানের কোনো ক্ষেত্র নয়। এ কাজ করতে হলে অবশ্যই মূল অর্থাৎ আরবী গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হবে। তাই বাংলা অনুবাদে এর প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। ইমাম বুখারীর 'তরজমাতুল বাবে'র (অর্থাৎ অনুচ্ছেদের শিরোনামা) মধ্যে কোনো প্রকার কাটছাঁট না করে তাকে পুরোপুরি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কারণ ইমাম বুখারী র. নিজেও একজন মুজতাহিদ এবং ফিক্হের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব মতের অধিকারী। তাই তাঁর মতের ওপর হস্তক্ষেপ করাকে আমরা সমীচীন মনে করিনি। তবে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে টীকার মাধ্যমে হানাফী মতটাকে ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফিক্হের বিস্তারিত আলোচনা এবং তার ভিত্তি হিসেবে অন্যান্য হাদীসের উল্লেখের আমরা এজন্য প্রয়োজন বোধ করিনি যে, এজন্য আসলে স্বতন্ত্র পরিসরের প্রয়োজন এবং সে পরিসরটি হাদীসের নয়, ফিক্হের।

আশা করি পাঠক সমাজ আমাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে সক্ষম হবেন। বাংলা ভাষায় সমগ্র অনুবাদে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, মাওলানা আফলাতুন কায়সার, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা আতিকুর রহমান, অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক, অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন ও অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক। বুখারী অনুবাদের পেছনে আমাদের যে উদ্দেশ্য কাজ করছে তা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার প্রসার। এ অনুবাদের মাধ্যমে আমরা সে উদ্দেশ্য কতটুকু সফলকাম হয়েছি বাংলার পাঠক সমাজই তা বিচার করবেন। অনুবাদ, তথ্য পরিবেশন বা গ্রন্থ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদগ্ধ সমাজের যে কোনো ত্রুটি নির্দেশ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো। পরবর্তী সংস্করণে তা গ্রন্থটিকে অধিকতর ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

আবদুল মান্নান তালিব
১ রমযান, ১৪০১/৪ জুলাই, ১৯৮১

সম্পাদনায়

আবদুল মান্নান তালিব

অনুবাদে

অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, এম. এম ; এম. এ ;
ভূতপূর্ব অধ্যাপক আরবী বিভাগ, সাদাত করোটিয়া কলেজ, টাঙ্গাইল।

অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এম. এম ; এম. এ ;
ভূতপূর্ব অধ্যাপক আরবী বিভাগ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক এম. এম ; এম. এ ;
ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস পাবনা শিবপুর তাহা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা,
অধ্যাপক রাষ্ট্রনীতি বিভাগ, আদর্শ কলেজ, ধানমন্ডী, ঢাকা।
অধ্যক্ষ পাবনা ইসলামিয়া কলেজ।

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক, এম. এম ; এম. এ ;
অধ্যাপক আরবী বিভাগ, আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।

অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, এম. এম ; এম. এ ;
অধ্যক্ষ, শহীদ জিয়া ডিগ্রী কলেজ, বরিশাল।

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১
কিতাবুল ওহী ঃ ৪৫
(ওহীর বর্ণনা ঃ ৪৫)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি ওহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থা	৪৫

অধ্যায় ঃ ২
কিতাবুল ঈমান ঃ ৩১
(ঈমানের বর্ণনা ঃ ৩৩)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত	৫৭
২-ঈমান	৫৯
৩-ঈমানের বিভিন্ন বিষয়	৫৯
৪-ঐ ব্যক্তিই মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে	৬০
৫-সবচেয়ে ভাল ইসলাম কোন্‌টি	
৬-লোকজনকে খাওয়ান ইসলামের কাজ	৬০
৭-মুসলমান নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, তার অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তাই পসন্দ করবে	৬০
৮-রসূলুল্লাহ স.-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ	৬০
৯-ঈমানের মিষ্টি স্বাদ	৬১
১০-আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ	৬১
১১-অনুচ্ছেদ ঃ	৬১
১২-ফেতনা থেকে দূরে থাকা দীনের কাজ	৬২
১৩-রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ঃ আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি	৬৩
১৪-মানুষ আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন চায় না, তেমনই কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে চায় না, তার এ অবস্থা ঈমানের অংশ	৬৩
১৫-কার্যকলাপে ঈমানদারদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব	৬৩
১৬-লজ্জা ঈমানের অঙ্গ	৬৪
১৭-আল্লাহর বাণী ঃ যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়	৬৫
১৮-যে ব্যক্তি বলে ঈমান হচ্ছে কাজ	৬৫
১৯-প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গ্রহণ না করে শুধু বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার	৬৫
২০-সালামের ব্যাপক প্রচলন ইসলামের অঙ্গ	৬৭
২১-স্বামীর প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রকার অকৃতজ্ঞতা	৬৮
২২-গুনাহের কাজ মূর্খতা	৬৮
২৩-যুলুমের প্রকারভেদ	৭০
২৪-মুনাফিকের আলামত	৭০
২৫-কদরের রাতে ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ	৭১
২৬-জিহাদ করা ঈমানের অঙ্গ	৭১
২৭-রমযানে নফল ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ	৭২
২৮-সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা ঈমানের অঙ্গ	৭২
২৯-দীন সহজ	৭২
৩০-নামায ঈমানের অংশ	৭৩
৩১-সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ	৭৪
৩২-যে কাজ সর্বদা করা হয় তা আল্লাহর কাছে প্রিয়তম	৭৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৩-ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি	৭৫
৩৪-যাকাত ইসলামের অংশ	৭৬
৩৫-জানাযার পেছনে চলা ঈমানের অংশ	৭৭
৩৬-মুমিনের আমল তার অজ্ঞাতসারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা	৭৭
৩৭-নবী স.-এর নিকট ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামত সম্পর্কে জিবরাঈল আ.-এর প্রশ্ন এবং নবী স.-এর উত্তর	৭৯
৩৮. অনুচ্ছেদ :	৮১
৩৯-নিজের দীন রক্ষাকারীর মর্যাদা	৮১
৪০-গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ঈমানের একটি বিষয়	৮১
৪১-সব কাজই নিয়ত ও সংকল্প অনুযায়ী হয়	৮২
৪২-নবী স.-এর বাণী : 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে নসীহত	৮৩

অধ্যায় : ৩
কিতাবুল ইলম ৮৫
(জ্ঞানের বর্ণনা : ৮৫

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-জ্ঞানের মর্যাদা	৮৫
২-কেউ কোনো ব্যক্তিকে তার কথাবার্তায় মগ্ন থাকা অবস্থায় জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে	৮৫
৩-উচ্চস্বরে জ্ঞানের কথা বলা	৮৬
৪-'হাদ্দাসানা' ও 'আখবারানা' শব্দগুলোর অর্থ	৮৬
৫-ইসলামী নেতার কোনো বিষয় সম্পর্কে তার সাথীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিষয়টি তাদের নিকট পেশ করা	৮৭
৬-মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং পেশ করা	৮৭
৭-শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে নিজ কিতাব দিয়ে তদনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দান	৯০
৮-মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা	৯১
৯-রসূলের বাণী : যাদের কাছে কারো মাধ্যমে রসূল স.-এর বাণী পৌঁছেছে তাদের অনেকে এমন কোনো কোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশী সংরক্ষণ করতে পারে যারা তা তাদের কাছে বহন করে এনেছে	৯২
১০-কোনো কিছু বলা ও করার পূর্বে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা	৯৩
১১-সাহাবীগণ যাতে বিরক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নবী স. তাদেরকে শিক্ষাদান	৯৪
১২-কোনো ব্যক্তি দ্বারা জ্ঞান চর্চাকারীদের জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা	৯৪
১৩-আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন	৯৪
১৪-বিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধি অপরিহার্য	৯৫
১৫-জ্ঞান বিজ্ঞান লাভের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক আকাংখা	৯৫
১৬-সমুদ্রের কূলে খিযিরের নিকট মূসার গমন	৯৬
১৭-নবী স.-এর বাণী : "হে আল্লাহ তুমি তাকে কিতাব শিক্ষা দাও"	৯৭
১৮-কখন ছোট ছেলের শোনা কথা সঠিক বলে গৃহীত হয়	৯৭
১৯-জ্ঞান লাভের জন্য বের হওয়া	৯৮
২০-যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞানদান করে তার মর্যাদা	৯৯
২১-জ্ঞানের বিদায় এবং মূর্খতার আগমন	৯৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২২-জ্ঞানের মর্যাদা	১০০
২৩-জানোয়ারের পিঠে অথবা অন্য কিছুর ওপর চড়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ফতওয়া দান	১০০
২৪-মাথা ও হাতের সাহায্যে ইঙ্গিত করে ফতওয়া দান	১০১
২৫-আবদুল কায়েস গোত্রের দূতকে ঈমান ও জ্ঞান সংরক্ষণ করার এবং অন্যান্য লোকদেরকে খবর দেয়ার জন্য নবী স.-এর উৎসাহ দান ...	১০২
২৬-কোনো বিশেষ ব্যাপারে সফর করা	১০৩
২৭-পালাক্রমে জ্ঞান অর্জন করা	১০৪
২৮-আপত্তিকর কোনো কিছু দেখলে উপদেশ ও শিক্ষাদানের সময় রাগান্বিত হওয়া	১০৪
২৯-ইমাম ও মুহাদ্দিসের কাছে জানু পেতে বসা	১০৬
৩০-বুঝবার জন্য কথা তিনবার বলা	১০৬
৩১-নিজের দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান করা	১০৭
৩২-নেতা কর্তৃক মহিলাদেরকে উপদেশ ও শিক্ষাদান	১০৭
৩৩-হাদীসের প্রতি লোভ	১০৮
৩৪-দীনি জ্ঞান কিভাবে উঠিয়ে দেয়া হবে	১০৮
৩৫-মহিলাদের জ্ঞান লাভের জন্য পৃথকভাবে কোনো একদিন ধার্য করা যাবে কিনা	১০৯
৩৬-কোনো কিছু শুনে না বুঝলে তা বার বার আলোচনা করে জেনে নেয়া	১০৯
৩৭-উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে জ্ঞানের কথা পৌছে দেয়	১১০
৩৮-যে ব্যক্তি নবী স.-এর ওপর মিথ্যারোপ করবে সে গুনাহগার হবে	১১১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৯-জ্ঞানের কথা লিখে রাখা	১১২
৪০-রাতে জ্ঞান চর্চা করা এবং উপদেশ দান করা	১১৪
৪১-রাতে জ্ঞানের কথা বলা	১১৪
৪২-জ্ঞান সংরক্ষণ করা	১১৫
৪৩-জ্ঞানীদের জন্য লোকদেরকে চুপ করানো	১১৬
৪৪-কোনো আলেমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কে বেশী জ্ঞান রাখে তবে জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা তার জন্য উত্তম	১১৭
৪৫-কোনো আলেমকে যদি বসা অবস্থায় কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করার বর্ণনা	১২০
৪৬-হজ্জে কংকর নিক্ষেপের সময় প্রশ্ন করা এবং ফতওয়া দান করা	১২০
৪৭-আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদেরকে খুব কমই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"	১২০
৪৮-কোনো ব্যক্তি অনেক কথা কম মেধাবী লোকদের কাছে এ আশংকায় বলেননি যে, তারা তা বুঝতে পারবে না	১২১
৪৯-এক সম্প্রদায়কে ছেড়ে অপর সম্প্রদায়কে এ ধারণায় বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা যে, তা না করলে তারা বুঝতে পারবে না	১২২
৫০-জ্ঞানার্জনে লজ্জা	১২৩
৫১-নিজে লজ্জাবোধ করে অন্যকে প্রশ্ন করার হুকুম করা	১২৪
৫২-মসজিদে জ্ঞানের কথা ও ফতওয়া বর্ণনা করা	১২৪
৫৩-প্রশ্নকারীকে তার প্রশ্নের চেয়ে বেশী জবাব দান করা	১২৪

অধ্যায় ঃ ৪
কিতাবুল অযু ঃ ১২৫
(অযুর বর্ণনা ঃ ১২৫)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-অযুর বর্ণনা	১২৫
২-পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না	১২৫
৩-অযুর ফযিলত এবং অযুর জন্য 'গুররাম-মুহাজ্জালিন'-এর ফযীলত	১২৫
৪-ইয়াকীন ছাড়া সন্দেহের দরুন অযুর প্রয়োজন হয় না	১২৫
৫-হাল্কা অযু করা	১২৬
৬-পূর্ণাঙ্গ অযু করা	১২৭
৭-এক আঁজলা পানি দ্বারা হাত-মুখ ধোয়া	১২৭
৮-প্রত্যেক অবস্থায় বিসমিল্লাহ পড়া উচিত, এমন কি স্ত্রীসহবাসের সময়ও	১২৮
৯-পায়খানায় যাওয়ার সময় কি পড়া উচিত	১২৮
১০-পায়খানায় যাওয়ার সময় পানি রেখে দেয়া	১২৮
১১-পেশাব-পায়খানার সময় কেবলামুখী না হওয়া	১২৮
১২-যে ব্যক্তি দুটি ইটের ওপর বসে পায়খানা করলো	১২৯
১৩-মেয়েদের পেশাব-পায়খানার জন্য বাইরে যাওয়া	১২৯
১৪-বসতবাড়িতে পেশাব-পায়খানা করা	১৩০
১৫-পানি দ্বারা শৌচ কাজ করা	১৩০
১৬-কোনো ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের জন্য তার সাথে পানি বহন করে নিয়ে যাওয়া	১৩০
১৭-শৌচ কাজের জন্য পানিসহ লাঠি বহন করা	১৩১
১৮-ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ নিষেধ	১৩১
১৯-কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ছোঁয়	১৩১
২০-পাথর দ্বারা শৌচ কাজ করা বৈধ	১৩১
২১-কেউ যেন গোবর দ্বারা শৌচ কাজ না করে	১৩২
২২-অযুর এক একটি অঙ্গ একবার করে ধোয়া	১৩২
২৩-অযুর এক একটি অঙ্গ দুবার করে ধোয়া	১৩২
২৪-অযুর এক একটি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া	১৩২
২৫-অযুর সময় নাক ঝাড়া	১৩৩
২৬-বেজোড় ঢিলা নেয়া	১৩৩
২৭-দু'পা ধোয়া, মাসেহ না করা	১৩৪
২৮-অযুর সময় কুল্লি করা	১৩৪
২৯-গোড়ালী ধোয়া	১৩৪
৩০-জুতা পরিহিত থাকলে পা ধুতে হবে, জুতার ওপর মাসেহ করা যাবে না	১৩৫
৩১-অযু এবং গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা	১৩৬
৩২-নামাযের সময় হলে অযুর পানি তালাশ করা উচিত	১৩৬
৩৩-মানুষের চুল ভিজা পানি পাক	১৩৭
৩৩ক-কুকুর যদি কারোর পাত্র থেকে পানি পান করে	১৩৭
৩৪-পেশাব-পায়খানার রাস্তা থেকে কিছু বের না হলে অযু করা	১৩৮
৩৫-নিজের সঙ্গীকে অযুর পানি দেয়া	১৪০
৩৬-পেশাব-পায়খানার পর অযু ছাড়া কুরআন পড়া	১৪০
৩৭-পূর্ণ বেহুঁশ না হলে, কেবল মাথা চক্কর দিলে অযু নষ্ট হয় না	১৪১
৩৮-সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা উচিত	১৪২

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা

৩৯-দুপায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধোয়া ১৪৩
৪০-অযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা ১৪৪
৪১-এক আঁজলা পানি দ্বারা কুল্লি করা ও নাকে পানি দেয়া জায়েয ১৪৫
৪২-একবার মাথা মাসেহ করা ১৪৫
৪৩-নারী ও পুরুষের একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে অযু করা ১৪৬
৪৪-রসূলুল্লাহ স. বেহুঁশ ব্যক্তির ওপর অযুর অবশিষ্ট পানি নিক্ষেপ করেছেন ১৪৬
৪৫-কাঠ ও পাথরের পাত্রে অযু ও গোসল করা ১৪৬
৪৬-গামলা থেকে অযু করা ১৪৮
৪৭-এক মুদ পানি দিয়ে অযু করা ১৪৮
৪৮-মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েয ১৪৯
৪৯-পাক অবস্থায় মোজা পরিধান করা ১৪৯
৫০-বকরীর গোশত এবং ছাতু খেলে অযু করার প্রয়োজন নেই ১৫০
৫১-ছাতু খেয়ে অযু করার দরকার নেই, কেবল কুল্লি করলে চলবে ১৫০
৫২-দুধ পান করে কি কুল্লি করা দরকার ? ১৫১
৫৩-ঘুমালে অযু করতে হবে ১৫১
৫৪-হদস না হলেও অযু করা চলে ১৫১
৫৫-পেশাবের ছিঁটে থেকে নিজেকে রক্ষা না করা কবীরা গুনাহ ১৫২
৫৬-পেশাব থেকে পবিত্র হওয়া ১৫২
৫৭-নবী স. একজন বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করা সত্ত্বেও কিছু বললেন না ১৫৩
৫৮-মসজিদে পেশাবের ওপর পানি ঢালা ১৫৩
৫৮ক-পেশাবের ওপর পানি প্রবাহিত করা ১৫৩
৫৯-শিশুদের পেশাব সম্পর্কীয় হাদীস ১৫৪
৬০-বসা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করা ১৫৪
৬১-নিজের সাথীর নিকট পেশাব করা এবং দেয়াল দ্বারা পর্দা করা ১৫৫
৬২-লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় পেশাব করা ১৫৫
৬৩-রক্ত ধুয়ে ফেলা ১৫৫
৬৪-বীর্য এবং নারী সম্পর্কীয় অন্যান্য নাপাকি ধোয়া সম্বন্ধে ১৫৬
৬৫-নাপাকি ধোয়ার পরও কাপড়ে পানির দাগ রয়ে গেলে ১৫৬
৬৬-উট, চতুষ্পদ জন্তু এবং ছাগলের পেশাব ও তাদের খোয়াড় সম্বন্ধে হাদীস ১৫৭
৬৭-ঘি এবং পানিতে নাপাকি পড়লে কি করতে হবে ১৫৭
৬৮-বন্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ ১৫৮
৬৯-নামাযীর পিঠের ওপর নাপাকি ও মৃত জন্তু নিক্ষেপ করলে তার নামায নষ্ট হয় না ১৫৮
৭০-কাপড়ে থুথু ফেলা ইত্যাদি ১৬০
৭১-নাবীয এবং এমন পানি যার দ্বারা মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়, তা দিয়ে অযু করা জায়েয নয় ১৬০
৭২-পিতার চেহারা থেকে কন্যার রক্ত ধোয়া ১৬০
৭৩-মেসওয়াক সম্বন্ধীয় হাদীস ১৬০
৭৪-বড়জনকে মেসওয়াক দেয়া উচিত ১৬১
৭৫-অযুসহ ঘুমানোর ফযীলত ১৬১

অধ্যায় ঃ ৫
কিতাবুল গোসল ১৬৩
(গোসলের বর্ণনা ঃ ১৬৩)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-গোসলের পূর্বে অযু সম্পর্কে আলোচনা	১৬৩
২-স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে গোসলের বর্ণনা	১৬৪
৩-সা' এবং এ পরিমাণের পানি দ্বারা গোসল সম্পর্কে আলোচনা	১৬৪
৪-যে ব্যক্তি নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢালল	১৬৫
৫-শরীরের অঙ্গ একবার করে ধোয়া	১৬৬
৬-যে ব্যক্তি গোসলের সময় হেলাব বা খোশবু ব্যবহার করেন	১৬৬
৭-ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া	১৬৬
৮-হাত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করার জন্য মাটিতে রগড়ানো	১৬৭
৯-জুনুবী ব্যক্তি হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে পারে কিনা	১৬৭
১০-যে ব্যক্তি গোসলের সময় ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের ওপর পানি ফেলেছেন	১৬৮
১১-গোসল এবং অযু পৃথক পৃথকভাবে করা	১৬৮
১২-একবার স্ত্রীসহবাস করার পর দ্বিতীয়বার স্ত্রীসহবাস করা এবং একই গোসলে সব স্ত্রীর সাথে সহবাস করা	১৬৮
১৩-শুক্র ধোয়া এবং তার কারণে অযু করা	১৬৯
১৪-যে ব্যক্তি খুশবু লাগাবার পর গোসল করলেন	১৬৯
১৫-চামড়া ভেজা পর্যন্ত চুল খেলাল করা	১৭০
১৬-যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় অযু করে, তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলে কিন্তু পুনরায় অযু করে না	১৭০
১৭-মসজিদে যদি কারোর স্মরণ আসে যে, সে জুনুবী, তাহলে সেই মুহূর্তে বাইরে চলে আসবে এবং তায়াম্মুম করবে না	১৭১
১৮-জানাবাতের গোসলের পর হাত ঝাড়া	১৭১
১৯-যে ব্যক্তি মাথার ডান দিক থেকে গোসল আরম্ভ করলো	১৭১
২০-যে ব্যক্তি নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করলো এবং যে পর্দা করলো	১৭২
২১-লোকদের নিকট গোসল করার সময় পর্দা করা	১৭৩
২২-মেয়েদের ইহ্‌তিলাম (স্বপ্নদোষ) সম্পর্কে বর্ণনা	১৭৩
২৩-জুনুবীর ঘাম এবং মুসলমানের অচ্ছুত না হবার বর্ণনা	১৭৪
২৪-জুনুবী বাজারে যেতে এবং বাইরে চলাফেরা করতে পারে	১৭৪
২৫-গোসলের পূর্বে অযু করার পর জুনুবীর ঘরে অবস্থান করা	১৭৪
২৬-জুনুবী ব্যক্তির নিদ্রার বর্ণনা	১৭৫
২৭-জুনুবী অযু করে তারপর ঘুমাবে	১৭৫
২৮-স্বামী-স্ত্রীর যৌনঅঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে কি করতে হবে	১৭৫
২৯-নারীর যৌন অঙ্গ থেকে অপবিত্রতা লাগলে ধোয়া	১৭৬

অধ্যায় ঃ ৬
কিতাবুল হায়েয ঃ ১৭৭
(হায়েযের বর্ণনা ঃ ১৭৭)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-ঋতু কিভাবে শুরু হল	১৭৭
২-ঋতু অবস্থায় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া এবং তার চুল আঁচড়ান	১৭৭
৩-ঋতুমতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করা	১৭৮
৪-হায়েযকে নেফাস বলা চলে	১৭৮
৫-ঋতুমতী নারীর সাথে মিশামিশি করা	১৭৮
৬-ঋতুমতী নারীর রোযা না রাখা	১৭৯
৭-ঋতুবর্তী নারী কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া হাজ্জব্রতের অবশিষ্ট কাজ পালন করতে পারে	১৮০
৮-রক্তপ্রদর রোগ সম্পর্কে বর্ণনা	১৮০
৯-ঋতুর রক্ত ধোয়া সম্পর্কে বর্ণনা	১৮১
১০-রক্তপ্রদর রোগগ্রস্তা নারীর এ'তেকাফ সম্পর্কে বর্ণনা	১৮২
১১-রক্তস্রাব কালের কাপড় পরিধান করে নামায পড়া যায় কিনা ?	১৮২
১২-ঋতুর গোসলের সময় সুগন্ধি ব্যবহার	১৮২
১৩-ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর কিভাবে গোসল ও শরীর মর্দন করবে	১৮৩
১৪-ঋতুর গোসলের বর্ণনা	১৮৩
১৫-মেয়েদের ঋতুর গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো	১৮৩
১৬-ঋতুর গোসলের সময় স্ত্রীলোকের মাথার চুল খোলার বর্ণনা	১৮৪
১৭-আল্লাহ্ বাণী ঃ 'মুখাল্লাকাহ্' এবং 'গায়রে মুখাল্লাকাহ্'-এর অর্থ কি ?	১৮৫
১৮-ঋতুমতী নারী কিভাবে হজ্জ এবং উমরার ইহ্রাম বাঁধবে ?	১৮৫
১৯-ঋতু কখন আসে এবং কখন শেষ হয় ?	১৮৬
২০-ঋতুমতী নারীর নামায কাযা পড়তে হবে না	১৮৬
২১-ঋতুবর্তী নারীর সাথে ঋতুর কাপড় পরা অবস্থায় ঘুমানো	১৮৭
২২-যে ঋতুকালের জন্য স্বতন্ত্র বস্ত্র নির্ধারণ করল	১৮৭
২৩-ঋতুমতী নারীর ঈদগাহে ও মুসলমানদের দোআয় উপস্থিত হওয়া এবং মুসাল্লা হতে দূরে থাকা	১৮৭
২৪-এক মাসে তিনবার ঋতু আসার বর্ণনা	১৮৮
২৫-ঋতু ছাড়াই হলুদ ও মেটে রং দেখা	১৮৯
২৬-রক্তপ্রদর শিরার বর্ণনা	১৮৯
২৭-তাওয়াফে ইফাযার পর ঋতু আসা	১৮৯
২৮-রক্তপ্রদর রোগগ্রস্তা নারী পাক হওয়ার পর কি করবে	১৯০
২৯-নেফাসবিশিষ্ট মেয়েদের জানাযার নামায কিভাবে পড়তে হবে	১৯০

অধ্যায় ঃ ৭
কিতাবুত তায়াম্মুম ঃ ১৯১
(তায়াম্মুমের বর্ণনা ঃ ১৯১)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা পানি না পাও	১৯১
২-যদি কেউ পানি কিংবা মাটি না পায় তাহলে কি করবে ?	১৯২
৩-দেশে অবস্থানকালে পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায কাযা হওয়ার ভয় থাকলে	১৯৩
৪-তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মেরে তা ফুঁ দিয়ে ঝাড়া জায়েয কি না ?	১৯৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৫-কেবল মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় তায়াম্মুম করার বর্ণনা	১৯৪
৬-পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পানি দ্বারা অযু করার পর্যায়ভুক্ত	১৯৪
৭-যদি রোগ হওয়ার, মারা যাওয়ার কিংবা তৃষ্ণার্ত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে জুনুবী ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারে	১৯৭
৮-তায়াম্মুমে কেবল একবার হাত মারতে হবে	১৯৮

অধ্যায় ঃ ৮
কিতাবুস সালাত ঃ ২০১
(নামাযের বর্ণনা ঃ ২০১)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-শবে মেরাজে কিভাবে নামায ফরয হলো	২০১
২-কাপড় পরে নামায পড়া ফরয	২০৪
৩-নামাযে পিঠের ওপর তহবন্দ পরার বর্ণনা	২০৪
৪-কেবলমাত্র কাপড় জড়িয়ে নামায পড়ার বর্ণনা	২০৫
৫-যখন একটি মাত্র কাপড় পরে নামায আদায় করবে, তখন যেন সে তার কিছু অংশ দু কাঁধের ওপর ফেলে রাখে	২০৬
৬-কাপড় সংকীর্ণ হলে কি করবে?	২০৭
৭-শামী জুব্বা পরে নামায পড়া	২০৭
৮-নামায এবং নামাযের বাইরে উলঙ্গ হওয়া অপসন্দনীয়	২০৮
৯-জামা, পায়জামা, তুব্বান এবং কুবা পরে নামায পড়ার বর্ণনা	২০৮
১০-সতর ঢাকা	২০৯
১১-চাদর ছাড়া নামায পড়ার বর্ণনা	২১০
১২-উরু সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়	২১০
১৩-মেয়েরা কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়বে	২১২
১৪-ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া এবং নামায পড়া অবস্থায় ছবির প্রতি নজর পড়া	২১২
১৫-ক্রুশ বা অন্য ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া যায় কি না	২১৩
১৬-রেশমী জুব্বা পরে নামায পড়া, তারপর তা খুলে ফেলা	২১৩
১৭-লাল কাপড় পরে নামায পড়া	২১৪
১৮-ছাদ, মিম্বর ও কাঠের ওপর নামায পড়া	২১৪
১৯-সিজদা করার সময় নামাযীর কাপড় তার স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করা	২১৬
২০-চাটাইয়ের ওপর নামায পড়া	২১৬
২১-জায়নামাযের ওপর নামায পড়া	২১৬
২২-বিছানায় নামায পড়া	২১৬
২৩-অতিশয় গরমের সময় কাপড়ের ওপর সিজদা করা	২১৭
২৪-জুতা পরে নামায পড়া	২১৭
২৫-মোজা পরা অবস্থায় নামায পড়া	২১৮
২৬-সিজদা পুরোপুরি না করা	২১৮
২৭-সিজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত করা	২১৮
২৮-কেবলামুখী হওয়ার ফযীলত	২১৮
২৯-মদীনাবাসী এবং সিরিয়াবাসীদের কেবলা	২১৯
৩০-আল্লাহর বাণী ঃ 'মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও'	২২০
৩১-যেখানেই অবস্থান করো না কেন কেবলার দিকে মুখ করতে হবে	২২১
৩২-কেবলা সম্পর্কে বর্ণনা	২২৩
৩৩-হাত দিয়ে মসজিদ হতে থুথু পরিষ্কার করা	২২৪
৩৪-কাঁকর দিয়ে মসজিদ হতে শিকনি পরিষ্কার করার বর্ণনা	২২৫
৩৫-নামাযের মধ্যে কেউ যেন ডান দিকে থুথু না ফেলে	২২৫

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৬-যদি করোর নামাযের মধ্যে থুথু ফেলার প্রয়োজন হয়	২২৬
৩৭-মসজিদে থুথু ফেলার কাফ্ফারা	২২৬
৩৮-মসজিদে কফ দাফন করার বর্ণনা	২২৬
৩৯-কেউ থুথু ফেলতে বাধ্য হলে সে তা কাপড়ের খুঁটে নিয়ে নেবে	২২৭
৪০-ইমামের লোকদেরকে নামায পরিপূর্ণ করার উপদেশ দেয়া এবং কেবলার বর্ণনা	২২৭
৪১-অমুক গোত্রের মসজিদ বলা জায়েয কি না	২২৮
৪২-মসজিদে কোনো কিছু ভাগ করা এবং কাঁদি ঝুলান	২২৮
৪৩-মসজিদে যাকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলো এবং যিনি তা কবুল করলেন	২২৮
৪৪-মসজিদে বিচার-আচার করা এবং পুরুষ ও নারীদের মধ্যে লেআন করান	২২৯
৪৫-কারোর বাড়ীতে গেলে যথাইচ্ছা সেখানে কিংবা যেখানে নির্দেশ দেয়	২২৯
৪৬-বাড়ীতে মসজিদ তৈরী করা	২২৯
৪৭-মসজিদের ডান দিক হতে প্রবেশ করা ...	২৩১
৪৮-জাহেলিয়াত যুগের মুশরিকদের কবরস্থান এবং সেখানে মসজিদ তৈরী করা কি জায়েয ?	২৩১
৪৯-ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা	২৩৩
৫০-উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা	২৩৩
৫১-এমন ব্যক্তি যে চুলা, আগুন অথবা এমন জিনিস যার ইবাদাত করা হয়	২৩৩
৫২-মাযারে নামায পড়া মাকরূহ	২৩৩
৫৩-ধ্বংস ও আযাবের জায়গায় নামায পড়া	২৩৪
৫৪-গীর্জায় নামায পড়া	২৩৪
৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ	২৩৪
৫৬-নবী স.-এর বাণী ঃ 'আমার জন্য মাটিকে মসজিদ	২৩৫
৫৭-মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো	২৩৫
৫৮-মসজিদে পুরুষদের নিদ্রা যাওয়া	২৩৬
৫৯-সফর হতে ফিরে আসার পর নামায পড়া	২৩৭
৬০-কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে সে যেন দু' রাকআত নামায পড়ে নেয়	২৩৮
৬১-মসজিদে বে-অযু হওয়া	২৩৮
৬২-মসজিদ তৈরী করা	২৩৮
৬৩-মসজিদ তৈরী করার কাজে একে অপরকে সাহায্য করা	২৩৯
৬৪-মসজিদ ও মিম্বরের কাঠের ব্যাপারে মিস্ত্রী ও কারীগরের নিকট সাহায্য চাওয়া	২৩৯
৬৫-এমন ব্যক্তি যে মসজিদ তৈরী করলো	২৪০
৬৬-মসজিদের মধ্য দিয়ে চলার সময় যেন তীরের ফলা ধরে থাকে	২৪০
৬৭-মসজিদে কিভাবে চলাফেরা করা উচিত	২৪০
৬৮-মসজিদে কবিতা পড়া	২৪১
৬৯-বর্শা-বল্লম সহ মসজিদে প্রবেশ করা	২৪১
৭০-মসজিদের মিম্বরের ওপর কেনাবেচা	২৪১
৭১-মসজিদের মধ্যে লেন-দেনের তাগাদা করা	২৪২
৭২-মসজিদ ঝাড়ু দেয়া	২৪২
৭৩-মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার কথা মসজিদে গিয়ে বলা	২৪৩
৭৪-মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করা	২৪৩
৭৫-কয়েদী ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা	২৪৩
৭৬-ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা ও মসজিদে কয়েদী বাঁধার বর্ণনা	২৪৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৭৭-মসজিদে রোগী ও অন্যদের জন্য তাঁবু তৈরী করা	২৪৪
৭৮-প্রয়োজনে মসজিদে উট বাঁধার বর্ণনা	২৪৫
৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ	২৪৫
৮০-মসজিদে জানালা ও পথ রাখা	২৪৫
৮১-কা'বা এবং মসজিদে দরজা রাখা ও তা বন্ধ করা	২৪৭
৮২-মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ করা	২৪৭
৮৩-মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা	২৪৭
৮৪-মসজিদে গোল হয়ে বসা	২৪৮
৮৫-মসজিদে চিত হয়ে শোয়া	২৪৯
৮৬-মসজিদ যদি রাস্তার ওপর নির্মিত হয়ে থাকে	২৫০
৮৭-বাজারের মসজিদে নামায পড়া	২৫০
৮৮-মসজিদ ও মসজিদের বাইরে আঙুলের সাহায্যে পাঞ্জা কষা	২৫১
৮৯-মদীনার রাস্তায় অবস্থিত মসজিদগুলো এবং যে সকল স্থানে নবী স. নামায পড়েছেন	২৫২
৯০-ইমামের সুতরাহ তার পেছনের লোকদের জন্য যথেষ্ট	২৫৬
৯১-নামাযী ও সুতরাহর মধ্যে কতটুকু ব্যবধান হওয়া উচিত	২৫৭
৯২-বল্লমের দিকে মুখ করে নামায পড়া	২৫৭
৯৩-বর্শার দিকে মুখ করে নামায পড়া	২৫৮
৯৪-মক্কা ও অন্যান্য জায়গায় সুতরাহ	২৫৮
৯৫-স্তম্ভের দিকে মুখ করে নামায পড়া	২৫৮
৯৬-জামায়াত ছাড়া একা স্তম্ভের মাঝখানে নামায পড়া	২৫৯
৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ	২৬০
৯৮-উট, উষ্ট্রী, গাছ ও হাওয়ার ওপর নামায পড়া	২৬০
৯৯-চৌকির দিকে মুখ করে নামায পড়ার বর্ণনা	২৬০
১০০-নামাযীর উচিত যে ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে যাবে তাকে বাধা দেয়া	২৬১
১০১-নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর গুনাহ	২৬১
১০২-নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির অন্যের দিকে মুখ করার বর্ণনা	২৬২
১০৩-নিদ্রিত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া	২৬২
১০৪-স্ত্রীলোক সামনে রেখে নামায পড়া	২৬২
১০৫-সেই ব্যক্তির দলিল যিনি বলেন কোনো কিছু নামায নষ্ট করতে পারে না	২৬৩
১০৬-নামাযের মধ্যে ছোট মেয়েকে ঘাড়ে তোলা	২৬৩
১০৭-এমন বিছানার দিকে মুখ করে নামায পড়া যার ওপর ঋতুবতী নারী শুয়ে আছে	২৬৪
১০৮-সিজদার সময় সিজদা করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে খোঁচা দেয়া জায়েয কিনা	২৬৪
১০৯-নামাযীর শরীর হতে একজন নারীর অপবিত্রতা পরিষ্কার করা	২৬৪

অধ্যায় ঃ ৯
কিতাবু মাওয়াকীতুস সালাত ২৬৬
(নামাযের সময়ের বর্ণনা ঃ ২৬৬)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-নামাযের সময় এবং তার মর্যাদা	২৬৬
২-মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী ঃ 'আল্লাহর দিকে অভিমুখী'..	২৬৭
৩-নামায কায়েম করার ব্যাপারে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা	২৬৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৪-নামায গুনার কাফ্‌ফারা হয়ে যায়	২৬৮
৫-ঠিক সময়ে নামায আদায় করার মর্যাদা	২৬৯
৬-জামাআতে বা জামায়াতের বাইরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক সময়ে আদায় করলে ....।	২৭০
৭-ঠিক সময়ে নামায আদায় না করে, অসময়ে আদায় করা	২৭০
৮-নামায আদায়কারী (মুসল্লি) তার প্রভুর সাথে গোপন কথা বলেন	২৭০
৯-প্রচণ্ড গরমের সময় বিলম্ব করে যোহরের নামায ঠাণ্ডায় আদায় করা	২৭১
১০-সফরে বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় যোহরের নামায আদায় করা	২৭২
১১-সূর্য যখন ঢলে পড়ে তখন যোহরের নামাযের সময় হয়	২৭৩
১২-আসরের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত যোহরের নামায আদায়ে বিলম্বিত করা	২৭৪
১৩-আসরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত	২৭৫
১৪-আসরের নামায কাযা হলে যে গুনাহ্ হয়	২৭৭
১৫-আসরের নামায পরিত্যাগ করার গুনাহ্	২৭৭
১৬-আসরের নামাযের মর্যাদা	২৭৮
১৭-সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত নামায আদায় করতে সক্ষম হল	২৭৮
১৮-মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত	২৮০
১৯-যে ব্যক্তি মাগরিবকে 'এশা বলা অপসন্দ করে থাকে	২৮১
২০-এশা ও আতামা সম্পর্কে	২৮২
২১-এশার নামাযের ওয়াক্ত	২৮২
২২-এশার নামাযের মর্যাদা	২৮৩
২৩-এশার নামাযের পূর্বে ঘুমান মাকরূহ	২৮৪
২৪-ঘুমের ভাব হলে এশার নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমাবে না	২৮৪
২৫-অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশার নামাযের সময়	২৮৬
২৬-ফজরের নামাযের মর্যাদা	২৮৬
২৭-ফজরের নামাযের সময়	২৮৭
২৮-বেলা উঠার পূর্বে কেউ যদি ফজরের নামাযের এক রাকআত	২৮৮
২৯-কোনো নামাযের এক রাকআত পেলে (অর্থাৎ সময়মত এক রাকআত) তা আদায় করার হুকুম	২৮৮
৩০-ফজরের নামাযের পর বেলা কিছু ওপরে ওঠা পর্যন্ত নামায নেই	২৮৯
৩১-সূর্যাস্তের পূর্বে নামাযের জন্য মনস্ত করবে না	২৯০
৩২-যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আসর ও ফজরের ফরয নামাযের পর ছাড়া অন্য কোনো সময় নামায পড়াকে মাকরূহ	২৯১
৩৩-আসরের নামাযের পর কাযা আদায় করা	২৯১
৩৪-বাদলা দিনে সকাল সকাল নামায পড়া	২৯২
৩৫-নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আযান দেয়া	২৯২
৩৬-ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর জামায়াতে নামায আদায় করা	২৯৩
৩৭-কেউ কোনো নামায আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তা আদায় করে নেবে	২৯৪
৩৮-কাযা নামাযসমূহ পরম্পরা বজায় রেখে আদায় করতে হবে	২৯৪
৩৯-এশার নামাযের পর কথাবার্তা বা গল্প-গুজব করা মাকরূহ	২৯৪
৪০-এশার নামাযের পর জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণকর বিষয়ে কথাবার্তা বলা	২৯৫
৪১-নিজ পরিবারের লোক ও মুসাফিরের সাথে এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা	২৯৬

অধ্যায় ঃ ১০
কিতাবুল আযান ঃ ২৯৯
(আযানের বর্ণনা ঃ ২৯৯)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-আযানের সূত্রপাত	২৯৯
২-আযানের বাক্য জোড়ায় জোড়ায়	৩০০
৩-কাদকামাতিস সালাত বাক্য ছাড়া ইকামাতের বাকী অংশগুলো একবার করে বলা	৩০০
৪-আযানের ফযীলত	৩০০
৫-উচ্চৈস্বরে আযান দেয়া	৩০১
৬-আযান শুনা গেলে লড়াই ও রক্তপাত বন্ধ করা	৩০১
৭-আযানের শব্দ শুনলে কি বলবে	৩০২
৮-আযানের সময়কার দোআ	৩০২
৯-আযান দেয়ার ব্যাপারে লটারীর সাহায্য নেয়া	৩০৩
১০-আযানের মাঝখানে কথা বলা	৩০৩
১১-কেউ সময় বলে দিলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে	৩০৩
১২-ফজরের সময় হলে আযান দেয়া	৩০৪
১৩-ফজর হবার পূর্বে আযান	৩০৪
১৪-আযান ও ইকামাতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু এবং ইকামাতের জন্য অপেক্ষা করা	৩০৫
১৫-যে ব্যক্তি ইকামাতের অপেক্ষা করবে	৩০৬
১৬-আযান ও ইকামাতের মাঝখানে নামায পড়া যায়	৩০৬
১৭-সফরের সময় এক একজন মুয়াজ্জিনই আযান দেবে	৩০৬
১৮-মুসাফিরদের নামাযের জামাআতের জন্য আযান ও ইকামাত	৩০৭
১৯-মুয়াজ্জিন কি (আযানের সময়) এদিক-ওদিক তাকাবে ?	৩০৮
২০-"আমাদের নামায ছুটে গেছে" কারোর পক্ষে এরূপ বাক্য বলা	৩০৯
২১-যতখানি নামায পাবে ততখানি পড়ে নেবে	৩০৯
২২-ইকামাতের সময় ইমামকে দেখে লোকেরা কখন দাঁড়াবে	৩০৯
২৩-নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করে দাড়াবে না বরং ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে	৩১০
২৪-প্রয়োজনবোধে মসজিক থেকে বাইরে যেতে পারবে কি ?	৩১০
২৫-ইমাম যদি (মুকতাদীদেরকে) বলেন আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর ...	৩১০
২৬-"আমি নামায পড়িনি" কোনো ব্যক্তির একথা বলা	৩১০
২৭-ইকামাতের পর যদি ইমামের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়	৩১১
২৮-ইকামাত হয়ে যাবার পর কথা বলা	৩১১
২৯-জামাআতে নামায পড়া ওয়াজিব	৩১১
৩০-জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত	৩১২
৩১-ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত	৩১৩
৩২-ওয়াক্তের প্রথম ভাগে যোহরের নামায পড়ার ফযীলত	৩১৪
৩৩-ভাল কাজের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে সওয়াব	৩১৪
৩৪-এশার নামায জামাআতে পড়ার সওয়াব	৩১৫
৩৫-দুজন ও তদ্দুর্ধ লোকের জামাআত	৩১৫
৩৬-নামাযের অপেক্ষায় অবস্থানরত ব্যক্তি ও মসজিদের ফযীলত	৩১৫
৩৭-সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাবার ফযীলত	৩১৬
৩৮-নামাযের ইকামাত হয়ে গেলে ফরয নামায ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া যাবে না	৩১৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৯-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ রোগ নিয়ে জামাআতের নামাযে শরীক হবে	৩১৭
৪০-বৃষ্টি এবং ওযর বশত ঘরে নামায পড়ার অনুমতি	৩১৮
৪১-যত সংখ্যক লোকই উপস্থিত হবে তাদেরকে নিয়েই কি ইমাম নামায পড়বেন ?	৩১৯
৪২-খাবার এসে যাবার পর যদি ইকামাত হয়	৩২০
৪৩-ইমাম হাতে নিয়ে কিছু খাচ্ছেন এমন সময় তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলে	৩২১
৪৪-ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামাত হলে নামাযে চলে যাবে	৩২১
৪৫-যে ব্যক্তি লোকদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়া ও নিয়মনীতি শিখাবার জন্য নামায পড়ে দেখায়	৩২২
৪৬-শরীয়াতের জ্ঞানের অধিকারী বিদ্যান ব্যক্তিই ইমামতীর অধিক যোগ্য	৩২২
৪৭-ওযর বশত মুকতাদী ইমামের পাশে দাঁড়াবে	৩২৫
৪৮-কোনো এক ব্যক্তি লোকদের ইমামতী করার জন্য এগিয়ে গেলে যদি প্রথম ইমাম এসে যায়	৩২৫
৪৯-কয়েক ব্যক্তি কেরাত পাঠে সমান হলে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ইমাম হবেন	৩২৬
৫০-ইমাম কোথাও পরিদর্শনে গেলে নামাযে সে এলাকার লোক ইমামতী করবেন	৩২৭
৫১-ইকতেদার জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়	৩২৭
৫২-মুকতাদীগণ কখন সিজদা করবে ?	৩৩০
৫৩-ইমামের পূর্বে মাথা উঠানোর গুনাহ	৩৩১
৫৪-ক্রীতদাস বা আযাদকৃত ক্রীতদাসের ইমামতী	৩৩১
৫৫-ইমামের নামায শেষ না হতেই যদি মুকতাদী নামায শেষ করে	৩৩১
৫৬-ফেতনাবাজ ও বেদআতী ব্যক্তির ইমামতী করা	৩৩২
৫৭-দু'জন নামায আদায়কালে মুকতাদী ইমামের কাঁধ বরাবর ডান দিকে দাঁড়াবে	৩৩২
৫৮-কোনো ব্যক্তি ইমামের বাম পাশে দাঁড়ালে ইমাম যদি তাকে ধরে	৩৩৩
৫৯-লোকদের ইকতেদা করার কারণে ইমামতীর নিয়ত ছাড়াই যদি ইমাম নামায পড়েন	৩৩৩
৬০-ইমাম নামায দীর্ঘ করায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনের জন্য ইমামের পিছনে নামায ছেড়ে একাকী নামায আদায় করা	৩৩৩
৬১-নামাযের কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকূ' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা ইমামের কর্তব্য	৩৩৪
৬২-একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কেরায়াত দীর্ঘ করা যায়	৩৩৪
৬৩-ইমামের বিরুদ্ধে নামায দীর্ঘ করার অভিযোগ	৩৩৫
৬৪-নামায সংক্ষিপ্ত ও পুরোপুরি আদায় করা	৩৩৬
৬৫-শিশুদের ক্রন্দনের কারণে নামায সংক্ষিপ্ত করা	৩৩৬
৬৬-নিজে নামায আদায় করে পুনরায় অন্যদের ইমামতী করা	৩৩৭
৬৭-যে মুকতাদীদেরকে ইমামের তাকবীর শুনতে সাহায্য করে	৩৩৭
৬৮-এক ব্যক্তির ইমামের ইকতেদা করা এবং অবশিষ্ট মুকাতাদীদের	৩৩৭
৬৯-ইমামের সন্দেহ হলে কি তিনি মুকতাদীদের কথা গ্রহণ করবেন ?	৩৩৮
৭০-নামাযের মধ্যে ইমামের ক্রন্দন করা	৩৩৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৭১-ইকামাতের সময় কিংবা তার পরপরই কাতার সোজা করে দাঁড়ানো	৩৪০
৭২-কাতার ঠিক করার সময়ে ইমামের মুকতাদীদের সামনে...	৩৪০
৭৩-প্রথম কাতারের গুরুত্ব	৩৪০
৭৪-কাতার ঠিক করাই নামাযের পূর্ণাঙ্গতা	৩৪১
৭৫-কেউ কাতার পুরা না করলে সে গুনাহর কাজ করলো	৩৪১
৭৬-কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার ঠিক করা	৩৪২
৭৭-কোনো ব্যক্তি ইমামের বাম পাশে ইকতেদা করলে ইমাম তাকে ধরে	৩৪২
৭৮-নারী একই এক কাতারে দাঁড়াবে	৩৪২
৭৯-ইমাম ও মসজিদের ডান দিকের বর্ণনা	৩৪৩
৮০-ইমাম ও মুকতাদীদের মধ্যে কোনো দেয়াল বা পর্দা থাকা	৩৪৩
৮১-রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)	৩৪৩
৮২-নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলা ওয়াজিব	৩৪৪
৮৩-নামায আরম্ভ করার সময় প্রথম তাকবীরে দু হাত সমভাবে উঠান	৩৪৫
৮৪-তাকবীরে তাহরীমার ..... সময় দু' হাত ওপরে উঠানো	৩৪৬
৮৫-তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত যে পর্যন্ত উঠাতে হবে	৩৪৬
৮৬-দু' রাকআত পড়ে উঠার সময় দু' হাত উঠানো	৩৪৭
৮৭-নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর বাঁধার বর্ণনা	৩৪৮
৮৮-নামাযে একাগ্রতা রক্ষা করা	৩৪৯
৮৯-তাকবীরের পর কি পড়তে হবে ?	৩৫০
৯০-অনুচ্ছেদ ঃ	৩৫০
৯১-নামাযের মধ্যে ইমামের দিকে তাকানো	৩৫১
৯২-নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করা	৩৫৩
৯৩-নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা	৩৫৩
৯৪-নামাযের মধ্যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে ..... সেদিকে লক্ষ্য রাখা যাবে কি না ?	৩৫৩
৯৫-সফরে কিংবা বাড়ীতে, নীরবে কিংবা সরবে পাঠ করার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সকল নামাযেই ইমাম ও মুকতাদীদের জন্য কেরায়াত ওয়াজিব	৩৫৪
৯৬-যোহরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৫৭
৯৭-আসরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৫৮
৯৮-মাগরিবের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৫৮
৯৯-এশার নামাযে উচ্চৈস্বরে কেরায়াত পাঠ করা	৩৫৯
১০০-এশার নামাযে উচ্চৈস্বরে কেরায়াত করা	৩৫৯
১০১-এশার নামাযে সিজদা বিশিষ্ট আয়াত পাঠের বর্ণনা	৩৫৯
১০২-এশার নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৬০
১০৩-চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দু' রাকআতকে	৩৬০
১০৪-ফজরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৬১
১০৫-ফজরের নামাযের কেরায়াত উচ্চৈস্বরে পড়ার বর্ণনা	৩৬১
১০৬-নামাযের একই রাকআতে দু' সূরা পাঠ করা	৩৬৩
১০৭-চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষের দু রাকআত শুধু মাত্র...	৩৬৪
১০৮-যোহর এবং আসরের নামাযে চুপে চুপে কেরায়াত পড়া	৩৬৪
১০৯-ইমাম কর্তৃক মুকতাদীদেরকে আয়াত শোনানো	৩৬৫

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১১০-প্রথম রাকআত দীর্ঘ করা	৩৬৫
১১১-ইমামের উচ্চৈস্বরে আমীন বলা	৩৬৫
১১২-আমীন বলার মর্যাদা	৩৬৬
১১৩-মুকতাদীদের উচ্চৈস্বরে আমীন বলা	৩৬৬
১১৪-কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকূ' করা	৩৬৬
১১৫-রুকূ'তে তাকবীর পূর্ণাঙ্গ, দীর্ঘ ও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা	৩৬৬
১১৬-সিজদায় পূর্ণাঙ্গ তাকবীর বলা	৩৬৭
১১৭-সিজদা শেষে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা	৩৬৮
১১৮-রুকূ'র সময় হাতের তালু হাটুর ওপর স্থাপন করা	৩৬৮
১১৯-যদি কোনো ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ' আদায় না করে	৩৬৯
১২০-রুকূ'কালে পিঠ সোজা হওয়ার বর্ণনা	৩৬৯
১২১-পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ' করা এবং রুকূ'তে বিলম্ব ও আরামের সীমা	৩৬৯
১২২-কেউ পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ' না করলে নবী স. তাকে	৩৬৯
১২৩-রুকূ' অবস্থায় দোআ	৩৭০
১২৪-ইমাম এবং তাঁর পেছনে নামায আদায়কারী ..... কি বলবে ?	৩৭০
১২৫-(রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পর) আল্লাহুম্মা রাব্বানা .... বলার মর্যাদা	৩৭১
১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ --	৩৭১
১২৭-রুকূ' থেকে উঠে আরামে দাঁড়ানো	৩৭১
১২৮-সিজদার সময় তাকবীর বলতে বলতে ঝুঁকবে	৩৭৩
১২৯-সিজদা করার মর্যাদা	৩৭৪
১৩০-নামাযে সিজদার সময় পুরুষেরা ..... পৃথক রাখবে	৩৭৮
১৩১-সিজদাকালে পায়ের আঙ্গুলসমূহও কেবলামুখী রাখতে হবে	৩৭৮
১৩২-পূর্ণাঙ্গ সিজদা না করা	৩৭৮
১৩৩-সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে হবে	৩৭৮
১৩৪-নাক দ্বারা সিজদা করা	৩৭৯
১৩৫-মাটির ওপরেও নাক দ্বারা সিজদা করতে হবে	৩৭৯
১৩৬-কাপড়ে গিরা লাগানো বা বেঁধে নেয়া এবং লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে ..	৩৮০
১৩৭-নামাযের মধ্যে চুল ঠিক করবে না	৩৮০
১৩৮-নামাযরত অবস্থায় কাপড় টেনে না তোলা	৩৮১
১৩৯-সিজদার দোআ ও তাসবীহ পাঠ	৩৮১
১৪০-দু' সিজদার মাঝে বসে কিছুটা অপেক্ষা করা	৩৮১
১৪১-সিজদার সময় দু' বাহু বিছিয়ে না দেয়া	৩৮২
১৪২-নামাযের বেজোড় রাকআতে সিজদা থেকে	৩৮৩
১৪৩-রাকআত শেষ করে উঠে কিভাবে বসতে হবে ?	৩৮৩
১৪৪-দু' সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলতে হবে	৩৮৩
১৪৫-তাশাহুদে বসার নিয়ম	৩৮৪
১৪৬-প্রথম তাশাহুদ ওয়াজিব নয় বলে	৩৮৫
১৪৭-প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা	৩৮৬
১৪৮-শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া	৩৮৬
১৪৯-সালামের পূর্বে দোআ করা	৩৮৭
১৫০-তাশাহুদের পর কি দোআ পড়বে ?	৩৮৮
১৫১-নামায শেষ হওয়ার পূর্বে ,...... ঝেড়ে ফেলবে না	৩৮৮
১৫২-নামাযে সালাম ফিরানো	৩৮৯
১৫৩-ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীগণও	৩৮৯
১৫৪-যারা নামাযে ইমামের সালামের জবাব দেয়	৩৮৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৫৫-নামাযের পর যিকির বা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা	৩৯০
১৫৬-সালাম ফেরানোর পর ইমাম ...	৩৯২
১৫৭-নামায শেষে ইমামের জায়নামাযে কিছুক্ষণ বসে থাকা	৩৯৩
১৫৮-নামায শেষে কারো কারো কোনো প্রয়োজনীয় কথা মনে হলে তার লোকদেরকে ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে যাওয়া ?	৩৯৩
১৫৯-নামায শেষে ডান অথবা বাঁ দিকে মুখ ফিরানো	৩৯৪
১৬০-কাঁচা ও অপরিপক্ক রসুন, পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসা	৩৯৪
১৬১-শিশুদের অযু করা	৩৯৫
১৬২-রাত্রিকালে অন্ধকারে নারীদের মসজিদে গমনের বর্ণনা	৩৯৮
১৬৩-[জ্ঞানী] আলেমের জন্য মানুষের (মুসল্লীদের) অপেক্ষা করা	৩৯৯
১৬৪-পুরুষদের পেছনে নারীদের নামায পড়ার বর্ণনা	৪০০
১৬৫-ফজরের নামায শেষে নারীদের দ্রুত	৪০০
১৬৬-নামায আদায়ের নিমিত্তে মসজিদে যাওয়ার জন্য নারীদের নিজ নিজ স্বামীদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা	৪০১

অধ্যায় ঃ ১১
কিতাবুল জুমআ ৪০২
(জুমআর বর্ণনা ঃ ৪০২)

১-জুমআর নামায ফরয হওয়ার বিবরণ	৪০২
২-জুমআর দিন গোসল করার ফযীলত	৪০২
৩-জুমআর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার	৪০৩
৪-জুমআর ফযীলত	৪০৪
৫-অনুচ্ছেদ ঃ --	৪০৪
৬-জুমআর জন্য তেলের ব্যবহার	৪০৪
৭-(জুমআর দিন) যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পরিধান করা	৪০৫
৮-জুমআর দিনে মেসওয়াক করা	৪০৬
৯-অন্যের মেসওয়াক ব্যবহার করা	৪০৬
১০-জুমআর দিন ফজরের নামাযে কি পড়বে ?	৪০৭
১১-গ্রামে ও শহরে জুমআর নামায	৪০৭
১২-স্ত্রীলোক, বালক বা অন্য যারা জুমআয় হাজির হয় না তাদের কি গোসল প্রয়োজন ?	৪০৮
১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ---	৪০৯
১৪-বৃষ্টির কারণে জুমআর নামাযে হাজির না হওয়ার অবকাশ দান	৪০৯
১৫-জুমআয় কতদূর থেকে আসতে হবে	৪১০
১৬-সূর্য হেলে গেলে জুমআর ওয়াক্ত হয় ---	৪১০
১৭-জুমআর দিন তাপ যখন বেড়ে যেত	৪১১
১৮-জুমআর জন্য পথ চলা	৪১১
১৯-জুমআর দিন নামাযে প্রতি দু'জনের মধ্যে কোনো ফাঁক না রাখা	৪১২
২০-জুমআর দিনে (মসজিদে) কোনো ব্যক্তি তার এক ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে বসবে না	৪১৩
২১-জুমআর দিনে আযান দেয়া	৪১৩
২২-জুমআর দিনে একজন মুয়াজ্জিনের আযান দেয়া	৪১৩
২৩-আযানের আওয়ায শুনলে	৪১৩
২৪-আযানের সময় মিম্বরের ওপর বসা	৪১৪
২৫-খুতবার সময় আযান	৪১৪
২৬-মিম্বর থেকে খুতবা দান	৪১৫
২৭-দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া	৪১৬
২৮-খুতবার সময় লোকদের ইমামের দিকে মুখ করা	৪১৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২৯-খুতবায় আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মাবাদ' বলা	৪১৬
৩০-জুমআর দিন দু' খুতবার মাঝে বসা	৪২০
৩১-খুতবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা	৪২০
৩২-খুতবা দেয়ার সময় ইমাম কাউকে যখন আসতে দেখবে	৪২১
৩৩-ইমামের খুতবা দেয়ার সময়ে যে আসবে	৪২১
৩৪-খুতবায় দু' হাত তোলা	৪২১
৩৫-জুমআর দিনে খুতবায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা	৪২২
৩৬-জুমআর দিনে ইমামের খুতবা দেয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো	৪২৩
৩৭-জুমআর দিনের একটি মুহূর্ত	৪২৩
৩৮-জুমআর নামাযে কিছু লোক যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যায় ...	৪২৩
৩৯-জুমআর ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে নামায পড়া	৪২৩
৪০-আল্লাহর বাণী ----	৪২৪
৪১-জুমআর পরেই কাইলুলা	৪২৪

অধ্যায় ঃ ১২
আবওয়াবু সালাতুল খাওফ ঃ ৪২৬
(ভয়ের নামাযের বর্ণনা ঃ ৪২৬)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১. ভয়ের নামায মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন	৪২৬
২-পায়ে হাঁটা অবস্থায় ভয়ের নামায পড়া	৪২৭
৩-ভয়ের নামাযে নামাযীদের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দেবে	৪২৭
৪-দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় নামায	৪২৭
৫-শত্রুর পশ্চাধাবনকারী ও শত্রু তাড়িত পশ্চাদাপসরণকারীর আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় নামায পড়া	৪২৮
৬-আল্লাহু আকবার বলা, ভোরের অন্ধকারে নামায পড়া এবং	৪২৯

অধ্যায় ঃ ১৩
কিতাবুল ঈদাইন ঃ ৪৩০
(দু' ঈদের বর্ণনা ঃ ৪৩০)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-দু' ঈদ ও তাতে সাজসজ্জার বর্ণনা	৪৩০
২-ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা	৪৩১
৩-দু' ঈদে মুসলমানদের রীতি-নীতি	৪৩১
৪-ঈদুল ফিতরের দিনে (নামাযের জন্য) বের হওয়ার পূর্বে আহার করা	৪৩২
৫-কুরবানীর দিন খাদ্য গ্রহণ করা	৪৩২
৬-মিম্বরে না গিয়ে ঈদগাহে গমন	৪৩২
৭-পায়ে হেঁটে ঈদের জামায়াতে যাওয়া এবং	৪৩৪
৮-ঈদের নামাযের পর খুতবা দান	৪৩৫
৯-ঈদের জামায়াতে ও হারাম শরীফে অস্ত্রবহন ঘৃণিত কাজ	৪৩৬
১০-ঈদের নামাযের জন্য ভোরে রওয়ানা হওয়া	৪৩৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১১-তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের মাহাত্ম	৪৩৭
১২-মিনার দিনগুলোতে এবং আরাফাতে খুব সকালে যাওয়ার সময়ে পড়ার তাকবীর	৪৩৮
১৩-ঈদের দিন যুদ্ধের হাতিয়ারের কাছে নামায	৪৩৮
১৪-ঈদের দিন ইমামের সামনে ছোট বর্শা ও যুদ্ধের হাতিয়ার বহন করা	৪৩৯
১৫-পবিত্র ও ঋতুবর্তী মহিলাদের ঈদগায় গমন	৪৩৯
১৬-বালকদের ঈদগায় গমন	৪৩৯
১৭-ঈদের ভাষণ (খুতবা) দেয়ার সময় ইমাম লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়ান	৪৩৯
১৮-ঈদগাহে নিশান দেয়া	৪৪০
১৯-ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি ইমামের উপদেশ ও নিসহত	৪৪০
২০-ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য মহিলাদের ওড়না না থাকলে	৪৪২
২১-ঈদগাহে ঋতুবর্তী মহিলাদের পৃথক অবস্থান	৪৪২
২২-কুরবানীর দিন ঈদগাহে কুরবানী	৪৪২
২৩-ঈদের ভাষণে ইমাম ও (উপস্থিত) লোকদের কথা বলা এবং	৪৪৩
২৪-ঈদের দিন (বাড়ী) ফিরে আসার সময়ে যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসবে	৪৪৫
২৫-কেউ ঈদ না পেলে সে দু' রাকআত নামায আদায় করবে	৪৪৫
২৬-ঈদের নামাযের আগে ও পরে নামায পড়া	৪৪৬

অধ্যায় ঃ ১৪

আবওয়াবুল বিতর ঃ ৪৪৭

(বিতর নামাযের বর্ণনা ঃ ৪৪৭)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-বিতর সংক্রান্ত কথা	৪৪৬
২-বিতরের সময় ঃ আবু হুরাইরা বলেছেন, আল্লাহর রসূল স. আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ার নির্দেশ	৪৪৮
৩-বিতরের সময়ে নবী স. কর্তৃক তাঁর পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দেয়া	৪৪৯
৪-(রাতে) নামাযের শেষে বিতরের নামায পড়া উচিত	৪৪৯
৫-সওয়ারীর জন্তুর ওপর বিতরের নামায	৪৪৯
৬-সফর অবস্থায় বিতরের নামায	৪৫০
৭-রুকূ'র আগে ও পরে কুনূত পাঠ	৪৫০

অধ্যায় ঃ ১৫

আবওয়াবুল ইসতেসকা ঃ ৪৫২

(বৃষ্টি প্রার্থনার বর্ণনা ঃ ৪৫২)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ও বৃষ্টি প্রার্থনায় নবী স.-এর গমন	৪৫২
২-নবী স.-এর প্রার্থনা	৪৫২
৩-দুর্ভিক্ষের সময়ে ইমামের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য	৪৫৩
৪-বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে চাদর উল্টানো	৪৫৪
৫-আল্লাহর সম্মানীর জিনিসের যখন অসম্মান করা হয়	৪৫৪
৬-জামে মসজিদে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা	৪৫৪
৭-কেবলার দিকে না ফিরে জুমআর খুতবায়	৪৫৫
৮-মিম্বরে থাকা অবস্থায় বৃষ্টি প্রার্থনা	৪৫৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৯-যে ব্যক্তি বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য শুধু	৪৫৭
১০-অতি বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে দোআ করা	৪৫৮
১১-নবী স. সম্পর্কে বলা হয়েছে ...	৪৫৮
১২-মানুষ যখন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ইমামকে অনুরোধ করত	৪৫৮
১৩-দুর্ভিক্ষের সময়ে মুশরিকরা যখন মুসলমানদের কাছে	৪৫৯
১৪-অতি বর্ষার সময়ে 'আমাদের এলাকায় নয়, বরং	৪৬০
১৫-বৃষ্টি প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে দোআ করা	৪৬১
১৬-বৃষ্টি প্রার্থনার উচ্চৈস্বরে কেরায়াত পাঠ	৪৬১
১৭-নবী স. মানুষের দিকে কিরূপে তাঁর পিঠ ফিরিয়েছেন	৪৬১
১৮-বৃষ্টি প্রার্থনার নামায দু' রাকআত	৪৬২
১৯-নামাযের ময়দানে বৃষ্টি প্রার্থনা	৪৬২
২০-বৃষ্টি প্রার্থনায় কেবলামুখী হওয়া	৪৬২
২১-বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের সাথে লোকদের হাত ওঠান	৪৬৩
২২-বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের হাত ওঠান	৪৬৩
২৩-বৃষ্টিপাতের সময় কি বলা হবে	৪৬৩
২৪-যে ব্যক্তি এমনভাবে বৃষ্টিতে ভেজে যে তার	৪৬৩
২৫-যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়	৪৬৪
২৬-নবী স.-এর বাণী ঃ "আমাকে	৪৬৫
২৭-ভূমিকম্প ও আয়াত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে	৪৬৫
২৮-আল্লাহ পাকের বাণী ঃ	৪৬৫
২৯-মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ-ই জানে না যে, কবে বৃষ্টি হবে	৪৬৬

অধ্যায় ঃ ১৬

কিতাবু আবওয়াবুল কুসুফ ঃ ৪৬৭
(সূর্যগ্রহণের বর্ণনা ঃ ৬৬৭)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-সূর্যগ্রহণের সময়ে নামায	৪৬৭
২-সূর্যগ্রহণের সময়ে দান	৪৬৮
৩-সূর্যগ্রহণের নামাযে 'আসসালাতু জামেয়া' বলে আহ্বান জানান	৪৬৯
৪-সূর্যগ্রহণের সময়ে ইমামের খুতবা দান	৪৬৯
৫-'কাছাফাতিশ্ শামসু' বা খাসাফাত বলবে কি না ?	৪৭০
৬-নবী স.-এর বাণী ঃ আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ দ্বারা	৪৭১
৭-সূর্যগ্রহণের সময়ে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৪৭১
৮-সূর্যগ্রহণের সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদা করা	৪৭২
৯-সূর্যগ্রহণের সময় জামায়াতে নামায পড়া	৪৭২
১০-সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সাথে নারীদের নামায	৪৭৪
১১-সূর্যগ্রহণের সময় যে দাসমুক্ত করতে পসন্দ করে	৪৭৪
১২-মসজিদে সূর্যগ্রহণের নামায	৪৭৪
১৩-কারো মৃত্যু অথবা বাঁচার কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না	৪৭৬
১৪-ইবনে আব্বাস রা. থেকে সূর্যগ্রহণের সময়ে	৪৭৭
১৫-আবু মূসা ও আয়েশা রা. সূর্যগ্রহণের সময়ে	৪৭৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৬-আবু উসামা রা. সূর্য গ্রহণের খুতবায় ইমামের 'আম্মাবাদ' বলার কথা বর্ণিত হয়েছে	৪৭৮
১৭-চন্দ্রগ্রহণের নামায	৪৭৮
১৮-সূর্যগ্রহণের নামাযের প্রথম রাকআত অধিকতর দীর্ঘ	৪৭৮
১৯-সূর্যগ্রহণের নামাযে উচ্চৈস্বরে কেরায়াত করা	৪৭৯

অধ্যায় ঃ ১৭
আবওয়াবু সুজুদুল কুরআন ওয়া সুন্নাতুহা ঃ ৪৮০
(তেলাওয়াতে সিজদা ও সুন্নাতের বর্ণনা ঃ ৪৮০)

১-কুরআনের সিজদা ও তার সুন্নাত হবার বর্ণনা ৪৮০
২-'তানযীলুস সাজদা' সূরায় সিজদা ৪৮০
৩-'ছাদ'-এর সিজদা ৪৮০
৪-'আন-নাজমের' সিজদা ৪৮০
৫-মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সিজদা দেয়া অথচ মুশরিকরা ... ৪৮১
৬-যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পড়ল কিন্তু সিজদা দেয় না ৪৮১
৭-'ইযায সামউন শাককাত' সূরায় সিজদা ৪৮১
৮-তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াত শুনে যে সিজদা করা হয় ৪৮১
৯-যারা মনে করেন যে, আল্লাহ তায়ালা সিজদা ৪৮২
১০-যারা মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা সিজদা অপরিহার্য করেননি ৪৮২
১১-যে নামাযে সিজদার আয়াত পড়ে এবং সে কারণে সিজদা দেয় ৪৮৩
১২-যে ব্যক্তি ভীড়ের কারণে সিজদা দেয়ার জায়গা পায় না ৪৮৩

অধ্যায় ঃ ১৮
আবওয়াবুত তাকসীর ঃ ৪৮৪
(নামায কসর করার বর্ণনা ঃ ৪৮৪)

১-কসর সম্বন্ধীয় কথা এবং কতদিন কসর করবে ৪৮৪
২-মিনায় নামায ৪৮৪
৩-নবী স. হজ্জে কতদিন ইকামত (অবস্থান) করেছিলেন ? ৪৮৫
৪-কি পরিমাণ দূরত্বের সফরে নামায কসর করতে হবে ৪৮৫
৫-যখন নিজ স্থান থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে ৪৮৬
৬-সফরে মাগরিবের নামায তিন রাকআতই পড়া হয় ৪৮৬
৭-সওয়ারীর জন্তু যেদিকে ফিরুক না কেন সেদিকে ফিরেই ৪৮৭
৮-সওয়ারীর জন্তুর ওপর থাকা অবস্থায় ইশারা করা ৪৮৭
৯-ফরয নামাযের জন্য "সওয়ারী থেকে) অবতরণ করা ৪৮৮
১০-গাধার পিঠে নফল নামায পড়া ৪৮৮
১১-সফরে যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পরে বা আগে নফল নামায পড়ে না ৪৮৯
১২-যে ব্যক্তি সফরে ফরয নামাযের পূর্বে বা পরবর্তী সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে ৪৮৯
১৩-সফরে মাগরিব ও এশা'র নামায একত্রে পড়া ৪৮৯

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

১৪-যখন মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে পড়বে তখন ৪৮৯
১৫-সূর্য ঢলার আগেই সফর শুরু করলে যোহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করবে ৪৯১
১৬-সূর্য ঢলে পড়ার পর যখন সফর শুরু করবে তখন প্রথমে যোহর আদায় করবে ৪৯১
১৭-উপবিষ্ট ব্যক্তির নামায ৪৯১
১৮-উপবিষ্ট অবস্থায় ইশারায় নামায আদায় করা ৪৯২
১৯-যখন বসে নামায পড়তে অক্ষম হবে তখন কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে ৪৯৩
২০-বসে বসে নামায পড়ার সময়ে রোগ সেরে গেলে কিংবা হালকাবোধ করলে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে ৪৯৩

অধ্যায় ঃ ১৯
কিতাবুত তাহাজ্জুদ ঃ ৪৯৫
(তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা ঃ ৪৯৫)

১-রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের নামায পড়া ৪৯৫
২-রাতের বেলায় নামায আদায়ের মর্যাদা ৪৯৬
৩-রাতের নামাযে দীর্ঘস্থায়ী সিজদা করা ৪৯৬
৪-পীড়িত অবস্থায় রাতের নামায পরিত্যাগ করা ৪৯৭
৫-রাতের বেলা নামায আদায় করা এবং ওয়াজিব নয় এমন ৪৯৭
৬-রাতের বেলা নবী স.-এর নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনা ৪৯৯
৭-রাতের শেষ দিকে ঘুমান ৪৯৯
৮-সেহরী খাওয়ার পর ফজরের নামায না পড়ে যে ঘুমায় না ৫০০
৯-রাতের নামায দীর্ঘ করা ৫০০
১০-নবী স.-এর নামায কিরূপ ছিল এবং ৫০১
১১-রাত জেগে নবী স.-এর নামায আদায় করা ও নিদ্রা যাওয়া ৫০১
১২-রাতের বেলায় নামায না পড়লে শয়তান ঘাড়ে গিরা লাগায় ৫০৩
১৩-কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয় ৫০৩
১৪-রাতের শেষ ভাগে নামায পড়া ও দোআ করা ৫০৪
১৫-যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমায় এবং শেষাংশে ঘুম ত্যাগ করে উঠে ৫০৪
১৬-রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময়ে নবী স.-এর রাতের নামায ৫০৪
১৭-রাতে ও দিনের বেলা পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ এবং ৫০৫
১৮-ইবাদাত বন্দেগীতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয় ৫০৬
১৯-রাত জেগে নামায আদায় করতে অভ্যস্ত ব্যক্তির ৫০৭
২০-অনুচ্ছেদ ঃ ৫০৭
২১-যে ব্যক্তি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করে তার মর্যাদা ৫০৭
২২-ফজরের ফরয নামাযের আগেই দু রাকআত নামায নিয়মিত আদায় করা ৫০৯
২৩-ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করা ৫০৯
২৪-ফজরের ফরযের পূর্বে দু' রাকআত (সুন্নাত) আদায়ের পর ৫০৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২৫-নফল নামায দু' দু' রাকআত করে আদায় করা সম্পর্কে হাদীসে যাকিছু আছে	৫১০
২৬-ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর কথাবার্তা বলা	৫১২
২৭-ফজরের ফরয ছাড়া অপর দু' রাকআত নামায যথাযথ পড়া আর যারা	৫১৩
২৮-ফজরের দু' রাকআত নামাযে কি পড়তে হবে	৫১৩
২৯-ফরয নামাযের পর (নফল) নামায আদায় করা	৫১৩
৩০-যে ব্যক্তি ফরয নামায আদায়ের পরে নফল আদায় করে না	৫১৪
৩১-সফরে চাশতের নামায আদায় করা	৫১৪
৩২-যে ব্যক্তি চাশতের নামায আদায় করেনি এবং	৫১৪
৩৩-বাড়ীতে অবস্থানকালে চাশতের নামায আদায় করা	৫১৫
৩৪-যোহরের ফরযের আগে দু' রাকআত নামায আদায় করা	৫১৬
৩৫-মাগরিবের আগে নামায পড়া	৫১৬
৩৬-নফল নামায জামায়াতে আদায় করা	৫১৭
৩৭-বাড়ীতে নফল নামায পড়া	৫১৯

অধ্যায় ঃ ২০

কিতাবু ফাদলুস সালাতা ফি মাসজিদি মাক্কা ওয়াল মাদীনা ঃ ৫২০
(মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায় করার ফযিলত ঃ ৫২০)

১-মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায় করার মর্যাদা	৫২০
২-মসজিদে কুবা	৫২০
৩-যে ব্যক্তি কুবা মসজিদে প্রতি শনিবারে গমন করে	৫২১
৪-কখনো সওয়ারীতে আরোহণ করে .... মসজিদে কুবায় আগমন করা	৫২১
৫-[নবী স.-এর] কবর ও মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানের মর্যাদা	৫২১
৬-বায়তুল মাকদিসের মসজিদ	৫২২

অধ্যায় ঃ ২১

আবওয়াবুল আমালি ফিস সালাত ঃ ৫২৩
(নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজসমূহ)

১-নামাযরত অবস্থায় হাতের দ্বারা সাহায্য নেয়া	৫২৩
২-নামাযে কথা-বার্তা বলা নিষেধ	৫২৪
৩-পুরুষের জন্য নামাযে যে ধরনের তাসবীহ্ ও তাহমীদ পড়া জায়েয	৫২৪
৪-যে ব্যক্তি নামাযে কোনো কওমকে নামকরণ করে সালাম করলো অথবা	৫২৫
৫-নারীদের জন্য হাত তালি দেয়া	৫২৬
৬-নামাযরত অবস্থায় ইমামের পিছিয়ে আসা অথবা	৫২৬
৭-মা যদি নামাযরত ছেলেকে আহ্বান করে তাহলে সেই মুহূর্তে ছেলের করণীয়	৫২৭
৮-নামাযের মধ্যে কংকর অপসারণ করা	৫২৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৯-নামাযরত অবস্থায় সিজদার জন্য কাপড় বিছান	৫২৮
১০-নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয	৫২৮
১১-নামায অবস্থায় কারো পশু ছাড়া পেয়ে পালাতে থাকলে তাকে ...	৫২৯
১২-নামাযের মধ্যে যেভাবে থুথু নিক্ষেপ বা ফুঁক দেয়া জায়েয	৫৩০
১৩-অজ্ঞতাবশত যে ব্যক্তি নামাযে তালি বাজাবে তার নামায নষ্ট হবে না	৫৩১
১৪-কোনো মুসল্লীকে যদি বলা হয়, এগিয়ে যাও, অথবা	৫৩১
১৫-নামাযরত অবস্থায় সালামের জবাব দিবে না	৫৩১
১৬-কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণে নামাযে হাত উঠানো	৫৩২
১৭-নামাযের মধ্যে কোমরের ওপর হাত রাখা	৫৩৩
১৮-নামাযে দাঁড়িয়ে কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা	৫৩৩

অধ্যায় ঃ ২২
কিতাবুস সুহু ঃ ৫৩৫
(সাজদাহ সুহুর বর্ণনা ঃ ৫৩৫)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-দু' রাকআত ফরয নামায আদায় করে তাশাহুদ না পড়েই দাঁড়িয়ে গেলে	৫৩৫
২-যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া	৫৩৫
৩-দু' রাকআতে বা তিন রাকআতে সালাম ফিরিয়ে ফেললে নামাযের	৫৩৬
৪-যারা সিজদায়ে সুহুতে তাশাহুদ পড়েনি	৫৩৬
৫-সিজদায়ে সুহুতে তাকবীর বলা	৫৩৭
৬-কয় রাকআত নামায আদায় করা হলো তা যদি মনে না থাকে	৫৩৮
৭-ফরয ও নফল নামাযে সিজদায়ে সুহু	৫৩৮
৮-নামাযরত ব্যক্তির সাথে কেউ কথা বললে সে	৫৩৯
৯-নামাযরত অবস্থায় ইশারা করা	৫৪০

অধ্যায় ঃ ২৩
কিতাবুল জানায়েয ঃ ৫৪৩
(জানাযার বর্ণনা ঃ ৫৪৩)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-জানাযা সংক্রান্ত যাকিছু বর্ণিত হয়েছে	৫৪৩
২-জানাযার পেছনে পেছনে চলা	৫৪৩
৩-কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির নিকট যাওয়া	৫৪৪
৪-মৃতের পরিজনের কাছে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা	৫৪৬
৫-সন্তান মারা গেলে সে জন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত	৫৪৭
৬-সন্তান মারা গেলে সে জন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত	৫৪৭
৭-কবরের পাশে কোনো ব্যক্তির কোনো নারীকে সবর করার নসীহত করা	৫৪৭
৮-মৃতকে কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে গোসল ও অযু করান	৫৪৮
৯-বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মুস্তাহাব	৫৪৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১০-মৃতের গোসল ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে	৫৪৯
১১-মৃতের অযুর স্থানগুলো প্রথমে ধুয়ে দেয়া	৫৫০
১২-পুরুষের তহবন্দ দিয়ে নারীকে কাফন দেয়া যাবে কি ?	৫৫০
১৩-গোসলের শেষভাগে কর্পূর মিশান	৫৫০
১৪-স্ত্রীলোকের চুল খুলে দেয়া	৫৫১
১৫-মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ান হবে ?	৫৫১
১৬-মেয়েদের চুলগুলো কি তিন গোছায় ভাগ করা হবে ?	৫৫২
১৭-স্ত্রীলোকের চুলগুলো তিন গোছায় বিভক্ত করে পেছনের দিকে ছেড়ে দেয়া হবে	৫৫২
১৮-কাফনের জন্য সাদা কাপড়	৫৫২
১৯-কাফনে দু' কাপড়ও যথেষ্ট	৫৫৩
২০-মৃতের দেহে খোশবু লাগান	৫৫৩
২১-মোহরেমকে কিভাবে কাফন দেয়া হবে ?	৫৫৩
২২-সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন জামায় কাফন দেয়া	৫৫৪
২৩-পিরহান (জামা) ছাড়াও কাফন দেয়া যায়	৫৫৫
২৪-পাগড়ীবিহীন কাফন দেয়া	৫৫৫
২৫-মৃতের সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দাফন সম্পন্ন করতে হবে	৫৫৬
২৬-যখন একখানা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না	৫৫৬
২৭-যখন কেবলমাত্র মৃতের মাথা বা পা দু'টি ঢেকে দেবার মতো কাফন পাওয়া যায়	৫৫৭
২৮-যে ব্যক্তি নবী স.-এর যুগেই কাফন প্রস্তুত করে রেখেছে	৫৫৭
২৯-জানাযায় মেয়েদের অংশগ্রহণ	৫৫৮
৩০-মেয়েদের স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করা	৫৫৮
৩১-কবর যিয়ারত করা	৫৫৯
৩২-নবী স. বলেছেন, পরিজনের কারো কোনো কোনো কান্না মৃতের আযাবের কারণ হয়	৫৬০
৩৩-মৃতের জন্য বিলাপ-ক্রন্দন নিষিদ্ধ	৫৬৩
৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ --	৫৬৪
৩৫-যে ব্যক্তি শোকার্ত হয়ে বক্ষের জামা ছেঁড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়	৫৬৪
৩৬-সাআদ ইবনে খাওলার প্রতি রসূল স.-এর শোক প্রকাশ	৫৬৫
৩৭-শোকাতুর অবস্থায় মাথা মুড়ানো নিষিদ্ধ	৫৬৬
৩৮-সে আমাদের দলে নয় যে মাথা চাপড়ায়	৫৩১
৩৯-বিপদকালে ধ্বংস ডাকা ও শরীয়ত বিরোধী জাহেলী বিলাপ করা নিষিদ্ধ	৫৬৬
৪০-যে ব্যক্তি বিপদকালে বিষণ্ন বসে থাকে	৫৬৭
৪১-বিপদকালে যে ব্যক্তি তার দুঃখ প্রকাশ করে না	৫৬৮
৪২-দুঃসংবাদ শুনার প্রারম্ভে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য	৫৬৮
৪৩-নবী স. তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে বলেছিলেন	৫৬৯
৪৪-পীড়িতদের নিকট কান্নাকাটি করা	৫৬৯
৪৫-যে সমস্ত বিলাপ ও কান্নাকাটি করা নিষেধ করা হয়েছে	৫৭০
৪৬-জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়াবার নির্দেশ	৫৭১
৪৭-জানাযার জন্য দাঁড়ালে কখন বসবে ?	৫৭১
৪৮-যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে	৫৭২
৪৯-ইয়াহুদীদের জানাযা গমন দর্শনে যিনি দাঁড়িয়েছেন	৫৭২
৫০-জানাযা বহন করার দায়িত্ব কেবল পুরুষদের, নারীদের নয়	৫৭৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৫১-জানাযা তাড়াতাড়ি সমাধিস্থ করার নির্দেশ	৫৭৩
৫২-খাঁটিয়ার মধ্য থেকে মৃতের আবেদন, তোমরা আমাকে সামনে নিয়ে চল	৫৭৩
৫৩-জানাযার জন্য ইমামের পেছনে দু' অথবা তিন সারি করা	৫৭৪
৫৪-জানাযার জন্য কয়েক কাতারে সারিবদ্ধ হওয়া	৫৭৫
৫৫-জানাযায় পুরুষদের সাথে বালকদের সারি	৫৭৫
৫৬-জানাযার নামাযের নিয়মাবলী	৫৭৫
৫৭-জানাযার পেছনে পেছনে চলার ফযীলত	৫৭৬
৫৮-লাশ দাফন করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি অপেক্ষা করেছে	৫৭৬
৫৯-লোকদের সাথে বালকদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা	৫৭৬
৬০-ঈদগাহ এবং মসজিদে জানাযার নামায পড়া	৫৭৭
৬১-কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ অপসন্দনীয় প্রসঙ্গে	৫৭৭
৬২-প্রসূতির জন্য জানাযা পড়তে হবে, যখন প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে	৫৭৮
৬৩-নারী এবং পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?	৫৭৮
৬৪-জানাযায় তাকবীর চারটি	৫৭৮
৬৫-জানাযায় সূরা ফাতেহা পাঠ করা	৫৭৯
৬৬-দাফন করার পর কবরের ওপর জানাযা আদায় করা	৫৭৯
৬৭-মৃত ব্যক্তি জুতার আওয়াজ শুনতে পায়	৫৮০
৬৮-যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিস বা অনুরূপ কোনো পবিত্র ভূমিতে সমাহিত হতে পসন্দ করে	৫৮০
৬৯-রাত্রিকালে লাশ দাফন করার বর্ণনা	৫৮১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৭০-কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ	৫৮১
৭১-যারা নারীদের কবরে নামতে পারবে	৫৮২
৭২-শহীদদের নামাযে জানাযা আদায়ের বর্ণনা	৫৮২
৭৩-একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করার বর্ণনা	৫৮৩
৭৪-যিনি শহীদদেরকে গোসল দিতে দেখেননি	৫৮৩
৭৫-লাহাদ বা কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে ?	৫৮৩
৭৬-কবরে ইযখির বা অন্য কোনো ঘাস দেয়ার বর্ণনা	৫৮৪
৭৭-লাশ কোনো কারণে কবর বা লাহাদ থেকে উঠানো যাবে কিনা ?	৫৮৫
৭৮-কবরে লাহাদ বা গর্ত করা	৫৮৬
৭৯-কোনো বালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায়	৫৮৬
৮০-মুশরিক মৃত্যুর সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললে	৫৮৯
৮১-কবরের ওপর তাজা ডাল বা শাখা গেড়ে দেয়া	৫৯০
৮২-কবরের পাশে মুহাদ্দিসের নসীহত প্রদান	৫৯১
৮৩-আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে	৫৯২
৮৪-মুনাফিকদের নামাযে জানাযা পড়া	৫৯৩
৮৫-মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা	৫৯৪
৮৬-কবরের আযাব সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে	৫৯৫
৮৭-কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৫৯৮
৮৮-গীবত ও পেশাব থেকে অসাবধান থাকার কারণে কবর আযাব	৫৯৮
৮৯-সকাল-সন্ধা মৃত ব্যক্তির আবাস প্রদর্শন	৫৯৯
৯০-জানাযার সময় বা পরে মৃত ব্যক্তির কথা বলা	৫৯৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৯১-মুসলমানদের নাবালেগ মৃত সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে	৫৯৯
৯২-মুশরিকদের নাবালেগ সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে	৬০০
৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ --	৬০১
৯৪-সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করলে	৬০৪
৯৫-আকস্মিক মৃত্যু	৬০৪
৯৬-নবী স., আবু বকর ও উমরের কবর সম্পর্কে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে	৬০৫
৯৭-মৃত ব্যক্তিদের গাল-মন্দ দেয়া নিষিদ্ধ	৬০৮
৯৮-মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বিষয়গুলো আলোচনা করা	৬০৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায়-১

كِتَابُ الْوَحْيِ

(ওহীর বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.[১]-এর প্রতি ওহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ

"আমি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছিলাম, তেমনি আপনার প্রতিও ওহী পাঠিয়েছি।"[২]

١. عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

১. আলকামা ইবনে ওয়াককাস আল লাইসী র. বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে[৩] মসজিদের মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি ঃ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ সব কাজই নিয়াত (অভিপ্রায়) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়াত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো মেয়েকে বিবাহ করার নিয়াতে হয়েছে তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।[৪]

٢. عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا يَأْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِيْ فَاَعِيْ مَا يَقُوْلُ، قَالَ عَائِشَةُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

---

১. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁকে শান্তি দিন।
২. সূরা আন নিসা, আয়াত-১৬৩।
৩. রাযি-আল্লাহু আনহু—আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।
৪. হিজরাত অর্থ ত্যাগ করা। এখানে নবী স.-এর মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গমনকে হিজরাত বলা হয়েছে।

২. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। হারিস ইবনে হিশাম রা. রসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে ? রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'ওহী কোনো সময় ঘণ্টা ধ্বনির মতো আমার নিকট আসে। আর এটা আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টদায়ক। (ফেরেশতা) যা বলে তা শেষ হতেই আমি তার কাছ থেকে আয়ত্ত করে নেই। আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের বেশে এসে আমার সাথে কথা বলেন, আমি তা সাথে সাথে আয়ত্ত করে নেই। আয়েশা রা. বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও রসূলুল্লাহ্ স.-এর উপর ওহী নাযিল হওয়াকালে তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে দেখেছি।

٣. عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَ اَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مِنَ الْوَحيِ الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤيَا الاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ وَكَانَ يَخْلُوا بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيْ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَن يَّنْزِعَ اِلَى اَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقرَأْ قَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقرَأْ قُلتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اقرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِي فَقَالَ : اِقرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنسَانَ مِن عَلَقٍ - اقرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ -(العلق : ١-٣) فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاَخبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ فَقَالَ خَدِيْجَةُ كَلاَّ وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الكَلَّ وتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوفَلَ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّكتُبَ وَكَانَ شَيخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اِسْمَع مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِي مَاذَا تَرَى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ خَبَرَ مَا رَأى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِيْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلَى مُوْسَى يَا لَيْتَنِيْ فِيهَا جَذَعًا يَا

لَيْتَنِى اَكُوْنُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلاَّ عُوْدِىَ وَاِن يُدْرِكْنِى يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَن تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِى اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ فَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا اَنَا اَمْشِى اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِى جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ الى قوله : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (المدثر : ١-٥) فَحَمِىَ الْوَحْىُ وَتَوَاتَرَ ـ

৩. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে যে ওহী রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসতো তাহলো ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই উদ্ভাসিত হতো। এরপর তাঁর নিকট নির্জন জীবনযাপন ভাল লাগলো। তাই তিনি একাধারে কয়েক রাত পর্যন্ত নিজ পরিবারের নিকট না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। পরে তিনি খাদীজা রা.-এর নিকট ফিরে এসে আবার ঐরূপ কয়েকদিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর নিকট সত্য (ওহী) এলো। জিব্‌রাঈল ফেরেশতা সেখানে এসে তাঁকে বললেন, 'পড়ুন'। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি বলেন ঃ ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এত জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, এতে যেন আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি পুনরায় আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হলো। এরপর আমাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে পড়তে বললেন। আমি বললাম ঃ আমি পড়তে পারি না। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ ফেরেশতা পুনরায় আমাকে ধরে জোরে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○

"আপনার রব-এর নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার রব মহা সম্মানিত।"–সূরা আল আলাক ঃ ১-৩

রসূলুল্লাহ স. এ আয়াতগুলো আয়ত্ত করে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের নিকট এসে বললেন ঃ "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি খাদীজা রা.-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা

করে বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি আমার জীবনের আশংকা করছি। খাদীজা রা. বললেন, কখনো নয়, আল্লাহর কসম ! তিনি কখন আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বল ও দুঃখীদের খেদমত করেন, বঞ্চিত ও অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন এবং সত্যপথের বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। খাদীজা রা. তাঁকে সাথে নিয়ে রওয়ানা করে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্‌যার কাছে এলেন। অরাকা জাহিলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আল্লাহর মর্জি মাফিক তিনি ইনজীলের হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করতেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে ছিলেন। খাদীজা রা. তাঁকে বলেন, হে চাচাত ভাই! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাকে বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি দেখেছ? রাসূলুল্লাহ্ স. তাকে তাঁর দেখা সব ঘটনা শুনালেন। ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, ইনি সেই জিবরাঈল ফেরেশতা যাঁকে মূসা আ.-এর কাছে আল্লাহ্ নাযিল করেন। হায় ! আমি যদি তোমার নবুওয়াতের সময় বলবান যুবক থাকতাম ! হায় !! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবে !! রসূলুল্লাহ্ স. জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবে? ওরাকা বললেন, হাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, তদ্রূপ কোনো কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছেন, তার সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। তারপর ওয়ারাকা অচিরেই ইন্তেকাল করেন এবং ওহী আগমনও স্থগিত রইল।

ইবনে শিহাব যুহ্‌রী বলেন, আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী রা. ওহী বিরতি বর্ণনা তাঁর হাদীসে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ আমি পথ চলাকালে আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি উপরে তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসেছিলেন সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে উপবিষ্ট। আমি ভীত হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম এবং আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে বললাম। তখন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ .... وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○

"হে চাদর জড়ানো ব্যক্তি! উঠো, আর সতর্ক করে দাও। আর তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার কাপড় পবিত্র করো এবং অপবিত্রতা ত্যাগ করো।"

—সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ১-৫

এরপর থেকে অব্যাহতভাবে ওহী নাযিল হতে থাকে।[৫]

---

৫. হাদীসটি বুখারী র. নিম্নোক্ত সনদসহ তাঁর মূল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ

حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين-

তিনি হাদীসটি বর্ণনা করে শেষে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ এবং আবু সালেহও হাদীসটির সনদে উল্লেখিত ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়েরের ন্যায় লাইস থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হেলাল ইবনে রবীয়াও সনদে উল্লেখিত ওকায়েলের ন্যায় ইবনে শিহাব যুহ্‌রী থেকেএ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন, ইউনুস ও মা'মার মূল হাদীসের মধ্যে فواده শব্দের পরিবর্তে بوادره বর্ণনা করেছেন

٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَنَا اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : لاَ تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ○ اِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ○: قَالَ جَمْعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَن تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ

৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে আল্লাহর বাণী لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ "ওহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না" সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. ওহী আয়ত্ত করার জন্য খুব কষ্ট করে বারবার পড়তেন এবং তাঁর দুই ঠোঁট বেশী করে নাড়াতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি তোমাকে (সাঈদকে) বুঝাবার জন্য রাসূলুল্লাহ স. যেভাবে তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়াতেন, সেভাবে ঠোঁট দু'টি নাড়াচ্ছি। সাঈদ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে যেভাবে ঠোঁট নাড়াতে দেখেছি সেভাবে নিজের ঠোঁট নাড়াচ্ছি। তারপর তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়ালেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ○ط اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ○ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ○ج ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ○ط -

"দ্রুত ওহী আয়ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বাকে সঞ্চালন করো না। তা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো। অতপর এর বিশদ বর্ণনার দায়িত্ব আমারই।"

—সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৯

ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন ঃ "তোমার মনে ওহী বদ্ধমূল করে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার (আল্লাহর)। তুমি শুধু মনোযোগ দিয়ে চুপ করে শুনতে থাকো। আর তোমাকে পুনর্বার পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই।"

এরপর থেকে জিবরাঈল (ওহী নিয়ে) এলে রাসূলুল্লাহ স. খুব মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন এবং তিনি চলে গেলে পর তাঁর মতই তিনি আবার পড়তেন।

٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا

يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ۔

৫. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. সমস্ত মানুষের চেয়ে বড় দাতা ছিলেন। আর তিনি বেশী দাতা হতেন রমযান মাসে, যখন জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। রমযানের প্রতি রাতে জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করে পরস্পর কুরআন পড়ে শুনাতেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ স. মুক্ত বায়ুর চেয়েও বেশী দানশীল হয়ে যেতেন।

٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِيْ رَكْبٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَادَّ فِيْهَا اَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَاَتَوْهُ وَهُمْ بِاِيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِيْ مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ اَيُّكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا بِهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ اَدْنُوْهُ مِنِّيْ وَقَرِّبُوا اَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوْهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُلْ لَّهُمْ اِنِّيْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ فَاِنْ كَذَبَنِيْ فَكَذِّبُوْهُ فَوَ اللّٰهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ اَنْ يَّاْثِرُوْا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ كَانَ اَوَّلَ مَا سَاَلَنِيْ عَنْهُ اَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ اَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَاَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ قُلْتُ بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ مُدَّةٍ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيْهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّيْ كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَاْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعِفَافِ وَالصِّلَةِ

فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ اَنَّهُ فِيكُمْ ذُوْ نَسَبٍ فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَتَاَسَّى بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ قُلتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَّلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَّطْلُبُ مُلْكَ اَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ فَقَدْ اَعْرِفُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبُ عَلَى اللّٰهِ وَسَأَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبِعُوْهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ اَنَّ ضُعَفَاءَ هُمْ اتَّبَعُوْهُ وَهُمْ اِتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ فَذَكَرْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ اَمْرُ الْاِيْمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ اَيَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَن يَّدْخُلَ فِيْهِ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَوَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ اَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَاِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّ اَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ اَنِّىْ اَعْلَمُ اَنِّىْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِىْ بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ اِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ اِلَى هِرَقْلَ فَقَرَاَهُ فَاِذَا فِيْهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ اِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلاَمِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنَّ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَ: يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم اَن لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّن دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ،

قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وفَرَغَ مِنْ قِرَاءَ ةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخْبُ فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِىْ حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمرُ ابْنِ اَبِى كَبْشَةَ اِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِى الْاَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا اَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى اَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ الْاِسْلاَمَ،

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُوْرِ صَاحِبُ اِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ اَنَّ هِرَقْلَ حِيْنَ قَدِمَ اِيلِيَاءَ اَصبَحَ يَومًا خَبِيْثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدِ اسْتَنْكَرنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُوْرِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِى النُّجُوْمِ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ سَاَلُوْهُ : اِنِّىْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرْتُ فِى النُّجُوْمِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَّخْتَتِنُ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالُوْا لَيْسَ يَخْتَتِنُ اِلاَّ الْيَهُوْدُ فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَاْنُهُمْ وَاكْتُبْ اِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوْا مَنْ فِيْهِمْ مِنَ الْيَهُوْدِ

فَبَيْنَمَاهُمْ عَلَى اَمْرِهِمْ اُتِىَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ اَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرقْلُ قَالَ اذهَبُوْا فَانْظُرُوْا اَمُخْتَتِنٌ هُوَ اَمْ لاَ فَنَظَرُوْا اِلَيْهِ فَحَدَّثُوْهُ اَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَاَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُوْنَ فَقَالَ هِرَقْلُ هٰذَا مَلِكُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ اِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُوْمِيَةَ وَكَانَ نَظِيْرَهُ فِى الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ اِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى اَتَاهُ كِتَابٌ مِّنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَاىَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَّهُ نَبِىٌّ فَاَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّوْمِ فِىْ دَسكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ اَمَرَ بِاَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ :

يَامَعْشَرَ الرُّوْمِ هَلْ لَّكُمْ فِى الْفَلاَحِ وَالرُّشْدِ وَاَنْ يَّثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوْا هٰذَا النَّبِىَّ فَحَاصُوْا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ اِلَى الْاَبْوَابِ فَوَجَدُوْهَا قَدْ غُلِّقَ فَلَمَّا رَاىَ هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَاَيِسَ مِنَ الْاِيْمَانِ قَالَ رُدُّوْهُمْ عَلَىَّ وَقَالَ اِنِّىْ قُلْتُ مَقَالَتِىْ اَنِفًا اَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ فَقَدْ رَاَيْتُ فَسَجَدُوْا لَهُ وَرَضُوْا عَنْهُ فَكَانَ ذٰلِكَ آخِرَ شَاْنِ هِرَقْلَ ٠

৬. আবু সুফিয়ান ইবনে হরব আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জানান যে, হিরাক্‌ল (হিরাক্লিয়াস) তাকে একদল কুরাইশসহ ডেকে পাঠান। তারা তখন সিরিয়ায় ব্যবসা করতে গিয়েছিল। এ সময় রসূলুল্লাহ স. আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের সাথে (হুদাইবিয়ার) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তারা হিরাকলের নিকট এলো। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীগণসহ ঈলিয়াতে (জেরুজালেম) ছিলেন। তিনি তাদেরকে দরবারে ডাকলেন। তাঁর পাশে ছিল রোমের প্রধানগণ। তিনি কুরাইশদেরকে এবং তাঁর দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে কে তার নিকটতম ?" আবু সফিয়ান বলেন, আমি তখন বললাম, আমি বংশের দিক দিয়ে তাঁর নিকটতম ব্যক্তি। হিরাকল হুকুম দিলেন, 'তাকে আমার কাছে আন এবং তার সঙ্গীদেরকেও কাছে এনে তার পিছনে রাখ। এরপর তিনি তার দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল, আমি একে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, যদি সে মিথ্যা বলে তবে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। আল্লাহর কসম, লোকেরা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে বলে যদি আমার লজ্জা না হতো, তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁর (রসূলুল্লাহর) সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।'

"তিনি প্রথমে এই বলে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ কেমন ?' আমি বললাম, 'তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি তাঁর পূর্বে কখনও এমন কথা বলেছে ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কি ?' আমি বললাম 'না'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না দুর্বল লোকেরা ?' আমি বললাম, 'দুর্বল লোকেরা।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে ?' আমি বললাম, 'বরং বাড়ছে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের মধ্যে কেউ কি উক্ত দীনে প্রবেশ করার পর তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি তাঁকে তাঁর একথা বলার পূর্বে মিথ্যা অপবাদ দিতে ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি ওয়াদা খেলাফ করেন ?' আমি বললাম, 'না' ; তবে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সাথে এক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ আছি, জানি না তিনি এ সময়ে কি করবেন।' আবু সুফিয়ান বলেন, এই শেষোক্ত কথা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ কি ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে ?' আমি বললাম, "তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে বালতিতে পালা করে পানি তোলার মত, কখনও সে পায়, কখনও আমরা পাই।"[৬] তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি তোমাদেরকে কি হুকুম দেন ?" আমি বললাম ঃ "তিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। তোমাদের বাপ-দাদারা যা বলে তা ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদেরকে নামায আদায় করতে, সত্য বলতে, নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকতে এবং আল্লাহর নির্দেশিত সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হুকুম দেন।"

---

৯. 'আরবে কুয়া থেকে পানি তোলার জন্য রশির দু'দিকে বালতির ন্যায় দুটি পাত্র বাধা থাকতো। একবার একজন একদিক থেকে পানি পেত, আর একবার অন্যজন অপরদিক থেকে পানি পেত। অর্থাৎ যুদ্ধে কখনও নবী স. জয়লাভ করতেন কখনও কাফেররা জয়লাভ করতো।

তারপর তিনি দোভাষীকে বললেন, তাকে বল ঃ আমি তোমাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম আর তুমি উত্তরে বললে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। নবীদেরকে এরূপই তাদের জাতির উচ্চবংশে পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি একথা (নবী হওয়ার পূর্বে) বলেছে? তুমি বললে, 'না'। আমি বলি তাঁর পূর্বে কেউ যদি একথা বলে থাকত, তবে আমি বুঝতাম, এ ব্যক্তি পূর্বের কথার অনুবৃত্তি করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ ছিল কি? তুমি বললে, 'না'। আমি বলি, যদি তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ্ থাকতো, তবে আমি বলতাম, সে এমন এক ব্যক্তি, যে তার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা তাঁর একথা বলার পূর্বে তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতে কি? তুমি বললে, 'না'। অতএব আমি বুঝি তিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করেন আর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলেন—এরূপ হতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকেরা। তুমি বললে, 'দুর্বল লোকেরা।' এরূপ লোকেরাই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা সংখ্যায় বাড়ছে কি কমছে। তুমি বললে, বাড়ছে। ঈমানের ব্যাপারটি পূর্ণতা লাভের সময় পর্যন্ত এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বললে, 'না'। ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি ওয়াদা খেলাফ করেন? তুমি বললে, 'না'। রসূলগণ এরূপই ওয়াদা খেলাফ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তোমাদেরকে কি হুকুম করেন? তুমি বললে, তিনি তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করার হুকুম করেন। তিনি মূর্তিপূজা করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন। তোমাদেরকে নামায আদায় করার, সত্য বলার এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে পবিত্র থাকার হুকুম দেন। তুমি যা বলছ, তা যদি সত্য হয় তবে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আমার এ দু' পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন। আমি জানতাম তিনি বের হবেন। কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে তিনি হবেন এরূপ ধারণা করিনি। আমি যদি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব বলে জানতাম, তবে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য কষ্টভোগ করতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁর পা দু'খানা ধুয়ে দিতাম। তারপর রসূলুল্লাহ্ স. যে পত্রখানা দিহ্ইয়া কালবী মারফত বসরার শাসনকর্তার কাছে পাঠিয়েছিলেন তা তিনি আনতে বললেন। এ পত্রখানা বসরার শাসনকর্তা হিরাকলের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হিরাকল পত্রখানা পড়লেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

দয়ালু ও দাতা আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ থেকে রোমের শাসনকর্তা হিরাকলের নিকট। সঠিক পথের অনুসারীর উপর শান্তি হোক। অতপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। তবে যদি আপনি (এ আহ্বানে) সাড়া না দেন, তাহলে সমস্ত প্রজাদের পাপের ভাগী হবেন আপনি।"আর হে কিতাবীগণ[৭] তোমরা সেই বাণীর দিকে চলে এসো, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান (তা এই), আমরা

৭. যারা কোনো নবী ও তাঁর নিকট অবতীর্ণ কোনো কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তারা ইসলামের পরিভাষায় 'আহ্‌লে কিতাব' বা কিতাবী বলে বিবেচিত। ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে আহ্‌লে কিতাব বলা হয়।

(সকলে) একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করবো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবো না। আমাদের কেউ এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে রব বলে গ্রহণ করবে না, তবে যদি তারা (এ বাণী) গ্রহণ না করে, তাহলে তোমরা (মুসলিমগণ) বলে দাও—তোমরা সাক্ষী থাক আমরা আল্লাহর অনুগত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

(ইবনে আব্বাস বলেন) আবু সুফিয়ান বলেছেন ঃ যখন হিরাকল তার বক্তব্য বলে পত্র পাঠ শেষ করলেন, তখন তার সামনে খুব কোলাহল ও শোরগোল হতে লাগলো এবং আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। আমি তখন আমার সাথীদেরকে বললাম, 'আবু কাবশার ছেলের ব্যাপারটা তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।[৮] তাকে বনুল আসফারের (রোমের) বাদশাহও ভয় করে। তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

ইবনে নাতুর ছিলেন তখন ঈলিয়ার শাসনকর্তা, আর হিরাকল ছিলেন সিরিয়ার খৃস্টানদের পাদরী। ইবনে নাতুর বলেন ঃ হিরাকল ঈলিয়ায় এসে একদিন ভোরে বিমর্ষ অবস্থায় উঠলেন। তখন তার এক বিশিষ্ট পার্শ্বচর বললো, আপনার আকৃতি যেন কেমন দেখছি। ইবনে নাতুর বলেন ঃ হিরাকল জ্যোতিষী ছিলেন, তারকারাজির দিকে তাকাতেন। তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আমি আজ রাতে তারকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, খাতনাওয়ালাদের বাদশাহ্ আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ যুগের কোন্ লোকেরা খাতনা করে? তারা বললো, ইয়াহুদী ছাড়া তো কেউ খাতনা করে না, তবে তাদের বর্তমান অবস্থায় আপনার কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আপনি আপনার রাজ্যের সমস্ত শহরে আদেশ লিখে পাঠিয়ে দিন যেন তারা তাদের মধ্যকার সব ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে। এসব কথা আলোচনাকালে হিরাকলের নিকট এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো। তাকে গাস্সানের রাজা পাঠিয়েছিলেন, সে রসূলুল্লাহ্ স. সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাকল তার নিকট থেকে সব খবর নিয়ে বললেন, 'যাও দেখতো তার খাতনা হয়েছে কিনা?' তাঁরা তাকে দেখে এসে বললো যে, 'তার খাতনা হয়েছে।' হিরাকল তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আরবরা খাতনা করে। তখন হিরাকল বললেন, এ ব্যক্তিই [নবী স.] এ যুগের বাদশাহ্। তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। তারপর হিরাকল রুমিয়াবাসী তার এক বন্ধুর কাছে পত্র লিখলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় তার সমকক্ষ ছিলেন। তারপর হিরাকল হিম্স গেলেন। সেখানে থাকাকালেই তার বন্ধুর পত্র

---

৮. আবু কাবশা একটি বিদ্রূপাত্মক শব্দ। আবু কাবশা নামে খুজাআ গোত্রের এক লোক প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন বলে নবী স.-কে তার ছেলে বলা হয়েছে। অথবা নবী স.-এর এক নানার নাম ছিল আবু কাবশা। অথবা নবী স.-এর দুধ মা বিবি হালিমার স্বামীকে আবু কাবশা বলা হতো। ইমাম বুখারী বলেন, এরূপ হাদীস সালেহ ইবনে কাইসান, ইউনুস ও মুয়াম্মার ইমাম যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নববী র. সহীহ্ মুসলিম শরীফের ভূমিকার ভাষ্যে বলেছেন, 'ইমাম বুখারী একই হাদীস বিভিন্ন সনদসহ বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের অনেক জায়গায় দেখা যায়, যে অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে উক্ত হাদীসের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। এরূপ হাদীস যে অনুচ্ছেদে পাওয়া যেতে পারে বলে স্বাভাবিকভাবে ধারণা হয়, তা অনেক ক্ষেত্রে সেখানে পাওয়া যায় না।"

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে উক্ত সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলেও কোনো না কোনো ইঙ্গিত দ্বারা একটা দূর সম্পর্ক খুঁজে বের করা যায়। যেমন এখানে অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে আলোচ্য হাদীসটির এ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় যে, এতে নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থার অনেক কথার আলোচনার উল্লেখ আছে। নবী স. নবুওয়াতের প্রথম যুগে মানুষকে কি শিক্ষা দিতেন, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা শত্রুকেও কেমন মোহিত করে রাখতো এবং কেমন সংঘাতময় পরিবেশে তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন। সুতরাং অনুচ্ছেদের শিরোনাম ওহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থা এর সাথে এ হাদীস সম্পর্কহীন নয়।

এলো যে, তিনি নবী স.-এর আবির্ভাব সম্পর্কে তার সাথে একমত এবং তিনিই সেই নবী। অতপর হিরাকল তার হিমসস্থিত দরবার কক্ষে রোমের প্রধানদেরকে আহ্বান করলেন। তাঁর হুকুমে কক্ষের দরজা বন্ধ করা হলো। এরপর তিনি (দরবার কক্ষে) এসে বললেন যে, হে রোমবাসীগণ, তোমরা কি কল্যাণ, সুপথ ও তোমাদের রাজ্যের স্থায়িত্ব চাও? যদি তাই চাও, তাহলে এ নবীর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করো। তারা একথা শুনে বন্য গাধার মতো দরজার দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখল। হিরাকল যখন তাদেরকে এভাবে ভাগতে দেখলেন এবং তাদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হলেন, তখন সকলকে তার নিকট ফিরিয়ে আনতে বললেন। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি এই মাত্র তোমাদেরকে যাকিছু বলেছি তা দিয়ে আমি তোমাদের ধর্মে বিশ্বাস কতটা মযবুত তাই পরীক্ষা করছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।" তখন তারা তাকে সিজদা করলো এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো। এটাই ছিল হিরাকলের শেষ অবস্থা।

সালেহ ইবনে কায়সান, ইউনুস ও মা'মার যুহুরী র. থেকে বর্ণনা করেন।

✪

অধ্যায়–২

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

(ঈমানের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ

রসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী ঃ

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

ঈমান হচ্ছে দীন ইসলামের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দান করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা। আর এরূপ ঈমান বাড়ে ও কমে।[১]

আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ـ

"তাদের ঈমানের সাথে যেন ঈমান আরো বেড়ে যায়।"[২]

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ـ

"আর আমি তাদের হেদায়াত (ঈমান) বৃদ্ধি করে দিয়েছি।"[৩]

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ـ

"আর যারা সঠিক পথে থাকে তাদের হেদায়াত আল্লাহ্ আরো বৃদ্ধি করে দেন।"[৪]

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ـ

"যারা সঠিক পথে থাকে তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে খোদাভীতি দান করেন।"[৫]

وَيَزْدَادُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا ـ

---

১. ইমাম বুখারী র. তার এ মতের সমর্থনে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও বিভিন্ন মনীষীর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ঈমান ও আমল দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হলেও মূলতঃ এক ও অভিন্ন। যেহেতু দুটি বিষয় পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বিভিন্ন কাজও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ; কাজেই আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিকে যেমন ঈমান বলা যায়, তেমনি তদনুযায়ী কাজ করাকেও ঈমান বলা চলে। অতএব যত বেশী কাজ করা যাবে, ঈমান তত বৃদ্ধি হবে। আবার কাজ যত কম করা হবে ঈমান তত কম হবে। ঈমানের এরূপ ধারণা অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই ঈমান বাড়ে ও কমে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও আওজাঈ র. প্রমুখ হাদীসবিদগণের মতে, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিসহ কাজ করার নাম ঈমান। কাজেই এদের মতেও ঈমান বাড়ে ও কমে।

অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে, নিছক ঈমান হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাসসহ মৌখিক স্বীকৃতি। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ঈমান বাড়েও না কমেও না।

২. সূরা আল ফাত্হ। ৩. সূরা আল কাহ্ফ। ৪. সূরা মারইয়াম। ৫. সূরা মুহাম্মাদ।

"আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান তিনি আরো বৃদ্ধি করে দেন।"[৬]

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ـ

"এটা তোমাদের কারোর ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় কাজেই যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয়।"[৭]

وَّقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

"তাদেরকে ভয় কর ; অতপর তাদের ঈমান বেড়ে গেল।"[৮]

وَّقَوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

"এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণকেই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।"[৯]

রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ

وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ مِنَ الْاِيْمَانِ

"আর আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা ঈমানের অংশ।"

উমর ইবনে আবদুল আযীয র. আদী ইবনে আদীর নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন, ঈমানের কতগুলো মৌলিক বিশ্বাস, ওয়াজিব, নিষিদ্ধ ও সুন্নাত কাজ রয়েছে। যে ব্যক্তি এসব পরিপূর্ণভাবে পালন করে তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি এসবগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করে না, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। আমি জীবিত থাকলে সেসব তোমাদের কাজের জন্য শীগগিরই বুঝিয়ে বলে দেব। আর মারা গেলে (তা পারবো না)। তবে তোমাদের সাথে থাকতে আমি আকাঙ্ক্ষী নই।

হযরত ইবরাহীম আ. বলেছেন ঃ وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ "তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য।" অর্থাৎ আমার মনের বিশ্বাস বেড়ে যায়।

মুআয ইবনে জাবাল রা. আসওয়াদ ইবনে হেলালকে বলেন ঃ "আমাদের সাথে বসুন, কিছুক্ষণ ঈমান আনি।"

ইবনে মাসউদ বলেন ঃ ইয়াকীন সবটাই ঈমান।

ইবনে উমর রা. বলেন ঃ "যা অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত বান্দা মূল তাকওয়া (ঈমান) লাভ করতে পারে না।"

মুজাহিদ র. বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا - এর অর্থ হচ্ছে, "হে মুহাম্মাদ ! আমি তোমাকে এবং নূহকে একই দীনের হুকুম করেছি।"

ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ আল্লাহর বাণী ঃ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا -এর অর্থ হচ্ছে পন্থা ও রাস্তা।

---

৬. সূরা আল মুদ্দাস্সির। ৭. সূরা আত তাওবাহ। ৮. সূরা আলে ইমরান। ৯. সূরা আল আহযাব

২. অনুচ্ছেদ ঃ

তিনি আল্লাহর বাণী ঃ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلاَ دُعَاءُ كُمْ **-এর** دُعَاءُ كُمْ **শব্দের অর্থ 'ঈমান' বলেছেন।**

٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ·

৭. ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল ; (২) নামায কায়েম করা ; (৩) যাকাত দেয়া ; (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের বিভিন্ন বিষয়

আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ. وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ. وَالْمُوفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ. اُوْلٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوْا وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ-سورة البقرة : ١٧٧ ـ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরালে তাতে কোনো নেকী হয় না। বরং নেকী হচ্ছে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ, শেষ দিন, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে। আর আল্লাহর ভালবাসার খাতিরে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও দানপ্রার্থীকে এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে দান করবে। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করবে এবং দারিদ্র, কষ্ট ও জিহাদের সময় ধৈর্যধারণ করবে। এই সমস্ত লোকই সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।"[১০] অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ[১১]

٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ·

---

১০. সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭
১১. সূরা আল মুমিনূন ঃ ১

৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ ঈমানের শাখা হচ্ছে ষাটের কিছু বেশী এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ ব্যক্তিই মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ،

৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে-ই মুসলিম। আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সবচেয়ে ভাল ইসলাম কোন্‌টি।

١٠. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ٠

১০. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্‌ (মুসলিমের) ইসলাম সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন, ঐ মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভাল যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ লোকজনকে খাওয়ানো ইসলামের কাজ।

١١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ٠

১১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্‌ কাজ সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন ঃ খাদ্য খাওয়ানো (অভুক্তকে) এবং চেনা-অচেনা ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, তার অপর মুসলিম ভাই-এর জন্যও তাই পসন্দ করবে।

١٢. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ٠

১২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তাই পসন্দ করে।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ।

١٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর কসম, তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও পুত্রের চেয়েও প্রিয়তর হই।

١٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

১৪. আনাস রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না ; যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও প্রিয়তর হই।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের মিষ্টি স্বাদ।

١٥. عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ.

১৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ পায়। (১) তার নিকট অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রিয়তর হয়। (২) কাউকে ভালবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে। (৩) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরীতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় জ্ঞান করে।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের[১২] প্রতি ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ।

١٦. عَنْ اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ.

১৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের প্রতি ভালবাসা এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ[১৩]

١٧. اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَّتُشْرِكُوْا

---

১২. যেসব মদীনাবাসী রসূল স. এবং মুহাজিরদের সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।
১৩. এ অনুচ্ছেদে মূল গ্রন্থে কোন শিরোনাম লিখিত নেই।

بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

১৭. উবাদা ইবনে সামেত রা. যিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং আকাবাহ রাতের[১৪] একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত, একবার একদল সাহাবী রসূলুল্লাহ স.-এর আশেপাশে বসে আছেন এমন সময় তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট এ বিষয়ের বাইয়াত[১৫] গ্রহণ করো যে, তোমরা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। কাউকেও মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো ন্যায় কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না। তোমাদের যে কেউ এ ওয়াদা পালন করবে, সে আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর কোনো কিছু করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পায়, তার জন্য এ শাস্তি কাফফারা[১৬] হবে। আর যে ব্যক্তি ওগুলোর কোনো কিছু করে এবং তা আল্লাহ ঢেকে রাখেন, সে ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। তখন আমরা (সাহাবীগণ) ঐ শর্তে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলাম।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফেতনা থেকে দূরে থাকা দীনের কাজ।

١٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ

১৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ এমন যুগ নিকটবর্তী হচ্ছে, যখন ছাগল হবে মুসলিমের উত্তম সম্পদ। এটা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টির পানির স্থানে চলে যাবে—নিজের দীন নিয়ে সে ফেতনা বা গোলযোগ থেকে দূরে পালিয়ে যাবে।[১৭]

১৪. নবুওয়াতের বার সনে হজ্জের মওসুমে মদীনা থেকে ৭২ জন লোক মক্কা গিয়েছিল। তারা রাতে গোপনে 'আকাবাহ' নামক স্থানে মিলিত হয় এবং রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ (স) তাদের ভেতর থেকে ১২ জনকে নকীব অর্থাৎ প্রতিনিধি ও নেতা নিযুক্ত করেন। এ রাতের নাম 'আকাবাহ' রাত।

১৫. 'বাইয়াত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, বিক্রয়। এখানে প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

১৬. 'কাফফারা' শব্দের অর্থ হচ্ছে যে বস্তু কোনো কিছুকে ঢেকে দেয়। যেহেতু ভাল কাজ গোনাহকে ঢেকে ফেলে, এজন্য তাকে ইসলামের পরিভাষায় কাফফারা বলা হয়। এখানে ইসলামের ফৌজদারী আইনের শাস্তিকে অপরাধীর গোনাহের কাফফারা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ শাস্তিতে তার গোনাহ দূর হয়ে যায় এবং সে পবিত্র হয়ে আখেরাতেও মুক্তি পায়। এটাই হচ্ছে ইমাম বুখারীর মত। অধিকাংশ ইসলামবিদগণ উক্ত মতই পোষণ করেন। এ হাদীসই তাঁদের দলীল।

১৭. একথা এমন যুগ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন কোনোক্রমেই দুনিয়ার কোথাও আল্লাহর দীনকে কায়েম করার জন্য কোনো চেষ্টা করার ক্ষমতা ও সুযোগই থাকবে না এবং মুসলিমের পক্ষে নিজের ঈমান রক্ষা করার জন্য এ পন্থা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না। নতুবা আল্লাহর দীনকে কায়েম করার চেষ্টার মাধ্যমেই তো নিজের ঈমান রক্ষা করা সম্ভব। আর এ চেষ্টা বাদ দিয়ে বৈরাগ্য জীবনযাপন করলে সমাজ আরও গোমরাহ হওয়ার সুযোগ পাবে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দীনের দায়িত্ব পালন না করলে গোনাহগার হবে। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট দলীল আছে।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ঃ 'আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি।' আর আল্লাহকে জানা ও চেনা মনের কাজ। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ·

"কিন্তু তিনি তোমাদের মনের কৃতকর্মের দরুন তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।"[১৮]

١٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَهُمْ اَمَرَهُمْ مِّنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ قَالُوْا اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتّٰى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا ·

১৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন লোকদেরকে হুকুম দিতেন, তখন এমন কাজের হুকুম দিতেন যা করার সাধ্য তারা রাখত। (একবার) তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সব ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। (কাজেই আপনার চেয়ে বেশী ইবাদাত করা আমাদের কর্তব্য) এতে রসূলুল্লাহ স. রেগে গেলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্নও দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, "আমিই তো তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি।"

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন চায় না, তেমনই কুফরির মধ্যে ফিরে যেতে চায় না, তার এ অবস্থা ঈমানের অংশ।

٢٠. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ·

২০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে, সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ পেয়েছে। (১) আল্লাহ ও রসূলই অন্য সব কিছুর চেয়ে তার নিকট প্রিয়তর। (২) সে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই কোনো বান্দাকে ভালবাসে। (৩) সে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন রাযী হয় না, তেমনই আল্লাহ তাকে (ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে) কুফরী থেকে মুক্তিদানের পর (পুনর্বার) কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে সে রাযী হয় না।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কার্যকলাপে ঈমানদারদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব।

٢١. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِاسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهَرِ الْحَيَا اَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَ اَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ـ

১৮. সূরা আল বাকারা ঃ ২২৫

২১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পরে আল্লাহ বলবেন ঃ যার দিলে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে (জাহান্নাম থেকে) বের কর। তখন তাদেরকে কালো অবস্থায় বের করে হায়া (বৃষ্টি) কিংবা হায়াতের[১৯] (নবজীবন) নদীতে ফেলে দেয়া হবে। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি (সুন্দর হয়ে) উঠবে। তুমি কি দেখনি উক্ত বীজের গাছগুলো হলুদ রং-এর তাজা ও ঘন হয়ে অংকুরিত হয় ?

٢٢. عَنْ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِّنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَادُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الدِّيْنَ ٠

২২. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, লোকদেরকে জামা পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট আনা হচ্ছে। তাদের কারও জামা বুক পর্যন্ত লম্বা, আবার কারও জামা তার চেয়ে ছোট। তবে উমর ইবনে খাত্তাবকে আমার নিকট উপস্থিত করা হলো এমন অবস্থায় যে তার (লম্বা) জামা সে টেনে ধরে চলছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এ স্বপ্নের কি অর্থ করলেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ '(জামার অর্থ) দীন।'[২০]

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

٢٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ ٠

২৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার পিতা থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ স. এক আনসারীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল।[২১] রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ .

---

১৯. হাদীসটির বর্ণনাকারী মালেক এখানে সন্দেহ পোষণ করে বলেছেন, শব্দটি حيا কিংবা حياة হবে। হায়া অর্থ বৃষ্টি। আর হায়াত অর্থ জীবন। মূল অর্থ হচ্ছে, এমন পানিতে তাদেরকে গোসল করানো হবে যে, তাতে তারা সুন্দর, সুশ্রী ও সুঠাম দেহী হয়ে উঠবে। বর্ণনাকারী উহায়েব র. আমরের বরাত দিয়ে حيا শব্দটির স্থলে حياة এবং خردل من ايمان -এর স্থলে خردل من خير বলেছেন।

২০. লম্বা জামা যে অধিক দীনদারীর আলামত এখান থেকে তা প্রমাণ হয় না। বরং রসূলুল্লাহ স. লম্বা জামাকে এখানে একটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। একদিকে অনেকে দীনকে খাটো করে ফেলেছেন বা ফেলবেন কিন্তু হযরত উমর রা. তাঁর জামা টান করে চলছেন অর্থাৎ দীনকে হুবহু মেনে চলছেন। তার মধ্যে কিছু বাড়াচ্ছেন না, কিছু কমাচ্ছেনও না।

২১. এ লোকটির ভাই অতীব লজ্জাশীল ছিল। তাই সে তাকে অত লজ্জা ত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছিল।

"যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের ছেড়ে দাও।"[২২]

٢٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ.

২৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) হুকুম করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল ; আর নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। তারা যখন ওগুলো করবে, তখন আমার (হাত) থেকে তারা ইসলামের হক বাদে[২৩] নিজেদের রক্ত ও ধন বাঁচাতে পারবে। আর তাদের (কাজের) হিসাব আল্লাহর নিকট থাকবে।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বলে ঈমান হচ্ছে কাজ ঃ

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"আর তোমরা (দুনিয়ায়) যে কাজ করছিলে, তারই বদলে সেই জান্নাত তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।"[২৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"তোমার রবের কসম তারা যাকিছু করছে সে সম্পর্কে আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবো।"[২৫]

কতিপয় ইসলামবিদের মতে, উপরোক্ত আয়াতে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের কথাই আল্লাহ বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ .

"এরূপ সাফল্যের জন্যই কর্মীদের কাজ করা উচিত।"[২৬]

---

২২. সূরা আত তাওবা ঃ ৫

২৩. এখানে ইসলামের হক রক্ত সম্বন্ধে তিনটি। (১) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে। (২) বিবাহের মাধ্যমে যৌন মিলন হওয়ার পর যিনা করলে এবং (৩) ইসলাম ত্যাগ করলে মৃত্যুর শাস্তি দেয়া ইসলামের হক। ধন সম্বন্ধে ইসলামের হক হচ্ছে যাকাত।

২৪. সূরা আয্ যুখরুফঃ ৭২। ২৫. সূরা আল হিজর ঃ ৯২-৯৩। ২৬. সূরা আস্ সাফ্ফাত ঃ ৬১।

٢٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ ايْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজ সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারপর কী ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, 'ত্রুটিহীন হজ্জ।'

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গ্রহণ না করে শুধু বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার করলে অথবা হত্যার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে মুমিন হওয়া যায় না এবং এরূপ ইসলাম আখেরাতে কোনো কাজে লাগবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ .

"গ্রাম্য লোকেরা বলে, তারা ঈমান এনেছে।' আপনি বলুন, 'তোমরা ঈমান আননি', বরং বল, 'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি।' আসলে তোমাদের অন্তরে ঈমান মোটেই প্রবেশ করেনি।"[২৭]

প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ○ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ○

"নিসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র দীন। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দীন চায়, তার সে দীন কখনও গ্রহণ করা হবে না।"[২৮]

٢٦. عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى رَهْطًا وَّسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً هُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَىَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ اَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِىْ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ اَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِىْ وَعَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ اِنِّىْ لَاُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يَّكُبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ـ

---

২৭. সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৪। ২৮. সূরা আলে ইমরান।

২৬. সা'দ রা. থেকে বর্ণিত[২৯] আছে, রসূলুল্লাহ্ স. একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাদ সেখানে ছিলেন। রসূলুল্লাহ স. একজনকে বাদ দিলেন। আমার মতে সে ব্যক্তি ছিল সবচেয়ে যোগ্য। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন ? আল্লাহ্র কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। তিনি বললেন, 'না, মুসলিম বল।'[৩০] তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, 'আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন ? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি।' তিনি বললেন, 'না, মুসলিম বল।' এতে আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম এবং রসূলুল্লাহ্ স. আবার পূর্বের জবাব দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'হে সা'দ! আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি; অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয়। এ আশংকায় (এরূপ করি) যে, পাছে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে) আল্লাহ্ তাকে উল্টোমুখে আগুনে ফেলে দেবেন।[৩১]

২০. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের ব্যাপক প্রচলন ইসলামের অঙ্গ।

وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلاَثٌ مَّنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الاِيْمَانَ الاِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ، وَالاِنْفَاقُ مِنَ الاِقْتَارِ -

আম্মার রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি গুণ হাসিল করে সে পূর্ণ ঈমান লাভ করে। (১) তোমার নিজের সম্পর্কে ইনসাফ করা, (২) সকলকে ব্যাপকভাবে সালাম দেয়া এবং (৩) অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দান করা।

٢٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ٠

২৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজ সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন ঃ 'অভুক্তকে খাওয়ানো এবং চেনা ও অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।'

---

২৯. ইউনুস, সালেহ, মুয়াম্মার ও ইবনে আলী যুহ্রীও এ হাদীসটি যুহ্রী থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩০. অন্তরে বিশ্বাসীকে মুমিন বলে। কাজেই ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে মূলতঃ অন্তরের সাথে। আর বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পণ করে ইসলামের কাজ করলে তাকে মুসলিম বলা হয়। কাজেই বাহ্যিক অবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক। এ কারণে এখানে নবী স.-এর কথার তাৎপর্য এই, 'তুমি তো তার অন্তরের খবর রাখ না। কাজেই তাকে মুমিন না বলে মুসলিম বলাই তোমার উচিত।'

৩১. একথার অর্থ এই যে, যার ঈমান সবল তাকে তো রসূলুল্লাহ স. বেশী ভালবাসেন, কিন্তু তাকে না দিলে সে মন খারাপ করে কোনো গুনাহ অথবা কুফরীর দিকে যাবে না। অপর দিকে দুর্বল ঈমানদারকে না দিলে সে হয়ত গুনাহ অথবা কুফরীর দিকে চলে যেতে পারে। তাই তিনি তার ঈমান রক্ষা করার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে তার মুক্তি লাভের জন্য তাকে দান করেছেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রকার অকৃতজ্ঞতা।[৩২]

এ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরীও নবী স.-এর নিম্নোক্ত হাদীসের অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرِيْتُ النَّارَ فَاذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيْلَ : اَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

২৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো। আমি দেখলাম, তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারা কি আল্লাহর প্রতি কুফরী করে ?' তিনি বললেন ঃ 'তারা স্বামী এবং উপকারের প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি তুমি এক যুগ ধরে তাদের কারও উপকার কর, তারপরও সে তোমার কোনো ত্রুটি দেখলে বলে, 'আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভাল কিছু পাইনি।'

২২. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহের কাজ মূর্খতা। কেউ শির্ক ছাড়া অন্য গুনাহ্ করলে তাকে কাফের বলা হয় না।

এ ব্যাপারে নবী স. বলেন ঃ "তুমি এমন লোক যে, তোমার মধ্যে মূর্খতা রয়ে গিয়েছে।" আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শির্ক করলে তিনি তা ক্ষমা করেন না। আর তিনি যাকে চান তার অন্য সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।"[৩৩]

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا.

"আর মুমিনদের দুটি দল সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"[৩৪]

শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ সংঘর্ষে লিপ্ত লোকদের মুমিন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৫]

---

৩২. আল্লাহকে অবিশ্বাস করাকে যেমন কুফরী বলা হয়, তেমনি অকৃতজ্ঞতা অর্থেও কুফরী শব্দ ব্যবহৃত হয়; এখানেও এ শব্দটি দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ বুঝানো হয়েছে। কেউ আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অথবা কারও উপকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ইসলামের পরিভাষায় কাফের হয়ে যায় না। তথাপি এটাও একটা কুফরী পর্যায়ের গুনাহ্ তা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। এভাবে কুফরী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। ইমাম বুখারী এখানে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর আনুগত্যকে যেমন ঈমান বলা যায়, তেমনি কোনো গুনাহের কাজকেও কুফরী বলা যায়। তবে এরূপ কুফরী দ্বারা কেউ একেবারে দীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে কাফের হয়ে যায় না। কাজেই সব কুফরী এক পর্যায়ের নয়। তার মধ্যে অবশ্য ছোট-বড়র প্রকারভেদ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কুফরী হলো আল্লাহর উপকার ভুলে গিয়ে তাকে অমান্য করা। কেননা আল্লাহর উপকারই সবচেয়ে বড় ও বেশী।

৩৩. সূরা আন নিসা ঃ ৪৮। ৩৪. সূরা আল হুজুরাত ঃ ৯

৩৫. অতএব পরস্পর মারামারি করা বড় গোনাহ হলেও এতে ঈমান একেবারে চলে যায় না। এরূপ গোনাহগারকে কাফের বলা যায় না। কিন্তু শির্ক করলে কাফের হয়ে যায়। উল্লেখ্য, এটা খারেজীদের প্রতিবাদে বলা হয়েছে।

আহনাফ ইবনে কায়েস হযরত আলী রা.-এর সাহায্যের জন্য বের হওয়াই সঠিক কথা—অতএব হযরত ওসমান না বলাই ভাল।

٢٩. عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِاَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ اَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ ۔

২৯. আহনাফ ইবনে কায়েস রা. বর্ণনা করেন ঃ আমি এ ব্যক্তিকে [আলী রা. অথবা উসমান রা.] সাহায্য করতে চললাম। পথিমধ্যে আবু বকরা রা.-এর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যেতে চাও ?' আমি বললাম, 'এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'ফিরে যাও', কারণ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ "যখন দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হয়।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতো হত্যাকারীর কথা, কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটি কেমন হলো ? তিনি বললেন, "সে তার সাথীকে হত্যা করতে লালায়িত ছিল।"[৩৬]

٣٠.عَنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَّعَلٰى غُلَامِهٖ حُلَّةٌ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِاُمِّهٖ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهٖ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَاتُكَلِّفُوْهُمْ مَايَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ۔

৩০. মা'রূর রা. বর্ণনা করেন, আমি একবার আবু যারের সাথে রাবাযা নামক স্থানে দেখা করেছিলাম। তিনি এবং তাঁর খাদেম উভয়ই তখন এক একটি চাদর ও লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি একবার কোনো একজন (নিজের ক্রীতদাস)-কে গালি দিয়েছিলাম। আমি তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম। এতে নবী স. আমাকে বললেন, হে আবু যার ! তুমি তাকে তার মায়ের নিন্দা করে লজ্জা দিলে ? তুমি তো এমন লোক যার মধ্যে এখনো মূর্খতা রয়ে গেছে।[৩৭] তোমাদের চাকররা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরে তাকেও যেন

৩৬. অন্তরে কোনো গুনাহের কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করাও গুনাহ। কাজেই নিহত ব্যক্তিকে ও তার সাথীকে হত্যা করার লালসা ও সংকল্পের কারণে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। এটাই অধিকাংশ আলেমদের অভিমত।

৩৭. এখানে মূর্খতার অর্থ হচ্ছে জাহেলী যুগের অভ্যাস। ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে গালি দেয়া বা কারো মায়ের নিন্দা করে লজ্জা দেয়া অজ্ঞানতার পরিচয়। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রসূলুল্লাহ স.-এর একথা থেকে বুঝা যায়, সমস্ত গুনাহের কাজই মূর্খতার অন্তর্ভুক্ত।

তাই খাওয়ায় ও পরায়। আর তাদেরকে বেশী কষ্টকর কাজ করতে দিও না। এরূপ কাজ করতে দিলে তাদেরকে সাহায্য করো।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যুলুমের প্রকারভেদ।[৩৮]

٣١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

৩১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ -

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশায়নি, তাদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।"[৩৯] তখন রসূলুল্লাহ স-এর সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোনো যুলুম করেনি ? মহান আল্লাহ তখন নাযিল করলেন ঃ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "শিরক অবশ্যই বিরাট যুলুম।"[৪০]

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকের আলামত।[৪১]

٣٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (৩) আর তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।

٣٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

---

৩৮. কুফরীর মত যুলুমও ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের। যুলুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'কোনো কিছুকে যথাস্থানে না রাখা।' যে কোনো গুনাহের কাজে এ অর্থ পাওয়া যায় বলে প্রত্যেক গুনাহই যুলুম। আর গুনাহ ছোট ও বড় এবং বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কাজেই যুলুমও বিভিন্ন প্রকার।

৩৯. সূরা আল আনয়াম

৪০. সূরা লুকমান। এ আয়াত দ্বারা প্রথমত আয়াতে উল্লেখিত যুলুম শব্দের অর্থ শিরক বুঝানো হয়েছে। শিরক দ্বারা আল্লাহর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ক্ষুণ্ন করা হয়। আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শিরক করা মানে তাকে তার স্থান থেকে উপরে উঠিয়ে আল্লাহর স্থানে নিয়ে আসার অপচেষ্টা করা। এতে আল্লাহকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয় না। এজন্য শিরক হচ্ছে বৃহত্তম যুলুম। এতে ঈমান থাকে না। অন্য প্রকার যুলুম করলে ঈমান কমে যায় বটে, কিন্তু একেবারে চলে যায় না। এভাবে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা সাহাবীগণের উদ্বিগ্নতা দূর হলো।

৪১. মুনাফেকী অর্থ বাইরের সাথে ভেতরের গরমিল। এরূপ গরমিল আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপার হলে কুফরী হয়ে যায়। এছাড়া কাজের মধ্যেও মুনাফেকী হয়ে থাকে। সেটিই এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস দু'টিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেনঃ চারটি (দোষ) যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়।

(এ হাদীসটির সনদে আ'মাশের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এ আ'মাশ থেকে শো'বাও অনুরূপ আরো[৪২ক] অনেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কদরের রাতে ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ।

٣٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৩৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেনঃ যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান সহকারে[৪২খ] সওয়াবের আশায় ইবাদাত করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়।[৪৩]

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ করা ঈমানের অঙ্গ।

٣٥. عَنْ اَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْتَدَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ اِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ اَنْ اَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُّ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْىَ ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْىَ ثُمَّ اُقْتَلُ٠

৩৫. আবু যুরআহ রা. বলেছেন, আমি আবু হুরাইরাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী স. বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে যায়, সর্বশক্তিমান ও মহামহিম আল্লাহ তার দায়িত্ব এই বলে গ্রহণ করেন ঃ 'শুধু আমার প্রতি বিশ্বাস[৪৪] অথবা আমার রসূলগণের সত্যতা স্বীকারের দাবীই তাকে এ পথে বের করে, যাতে আমি যেন তাকে তার পুরস্কার অথবা গণীমাতের মালসহ (বাড়ীতে) ফিরিয়ে আনি অথবা জান্নাতে

৪২ ক. এ সমস্ত কাজে যে কোনো মুনাফেকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইমাম বুখারীর মতে, এ সমস্ত কাজের দরুন ঈমান কমে যায়।

৪২ খ. রমযান মাসে লাইলাতুল কদরের কথা কুরআন শরীফের সূরা 'কদরে' উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও বেশী। তাই এ রাতে ইবাদত করলে অশেষ সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু এজন্য মজবুত ঈমান থাকা অপরিহার্য। কাজেই কদরের রাতে ইবাদত করার সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

৪৩. এখানে সগিরা বা ছোট ছোট গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে, কবিরা বা বড় বড় গুনাহের কথা নয়। কারণ কবিরা গুনাহ মাফের জন্য তওবা ও অনুরূপ বিশিষ্ট কার্যক্রমের প্রয়োজন।

৪৪. আল্লাহর প্রতি ঈমানের তাগিদেই মুমিন জিহাদ করতে যায়। কাজেই ঈমান ও জিহাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক বুঝা যায়।

প্রবেশ করিয়ে দেই।' [রসূলুল্লাহ্ স. বলেন] আমি যদি আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন মনে না করতাম, তবে আমি কোনো ক্ষুদ্র সেনাদলেরও পেছনে থাকতাম না।[৪৫] আমি অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই।[৪৬]

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রমযানে নফল ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ।

٣٦.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৩৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদাত করে, তার পূর্বের (সগিরা) গুনাহ্ মাফ করা হয়।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা ঈমানের অঙ্গ।

٣٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের গুনাহ্ মাফ করা হয়।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ দীন সহজ। নবী স. বলেছেন ঃ একমুখী হয়ে[৪৭] সহজভাবে দীনের কাজ করাই আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।

٣٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ٠

৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, দীন সহজ। যে কেউ দীনের কাজে বেশী কড়াকড়ি করে, তাকে দীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়।[৪৮] কাজেই তোমরা

---

৪৫. রসূলুল্লাহ্ স.-কে অগ্রগামী দেখলে সাহাবীগণ আরও উৎসাহিত হয়ে সকলেই জিহাদে যেতে চাইতেন। এমতাবস্থায় সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় সকলের পক্ষে জিহাদে যাওয়া সম্ভবপর হতো না। এতে তাঁরা মনঃকষ্ট পেতেন। আবার সকলের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জিহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করাও উম্মতের পক্ষে কঠিন হতো।

৪৬. এ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা জিহাদ ও শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা বুঝান হয়েছে.

৪৭. মূল শব্দ 'হানিফিয়াত'। এর মানে, গোটা মানব জাতির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত মুক্তি ও যাবতীয় কল্যাণ শুধু দীন ইসলামে রয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে পূর্ণ আস্থা সহকারে ইসলামের নির্দেশিত পথে চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজের একই পন্থা অবলম্বন করা এবং অন্য কোনো দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করা এবং ইসলাম বিরোধী মত ও পথের সাথে কোনো অবস্থাতেই আপোষ না করা।

৪৮. দীন ইসলামের অনেক কাজই বেশ সহজ ও আনন্দময়। এগুলো পরিহার না করে যথারীতি করতে থাকলে কঠিন কাজগুলো করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া যেসব কঠিন কাজে পরিশ্রম, ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, সেগুলোও অল্প অল্প করে সহজ ও স্বাভাবিক পন্থায় নিয়মিতভাবে করতে থাকলে সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু যে ব্যক্তি সহজ কাজকে অস্বাভাবিক পন্থায় করতে গিয়ে কঠিন করে তোলে এবং সব ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে অভ্যস্ত হয়, তার জীবন নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সে এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, সহজ ও কঠিন কোনোটাই ঠিকমত করতে পারে না। এভাবে সে বাস্তব ক্ষেত্রে দীনের কাজ করার ব্যাপারে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

মধ্যমপথ অবলম্বন কর এবং (দীনের) কাছাকাছি হও, আর হাসিমুখে থাক।[৪৯] আর সকালে, বিকেলে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদাতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ নামায ঈমানের অংশ।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ -

"আল্লাহ তোমাদের ঈমান—অর্থাৎ তোমাদের নামায, যা তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে পড়েছ—নষ্ট করে দেবেন না।" (এ আয়াতে নামাযকে ঈমান বলা হয়েছে।)

٣٩. عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى اَجْدَادِهِ اَوْ قَالَ اَخْوَالِهِ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَاَنَّهُ صَلَّى اَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى اَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ فَقَالَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوْا كَمَاهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُوْدُ قَدْ اَعْجَبَهُمْ اِذْ كَانَ يُصَلِّيْ قِبَلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَاَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ اَنْكَرُوْا ذٰلِكَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِيْ حَدِيْثِهِ هٰذَا اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ اَنْ تَحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوْا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُوْلُ فِيْهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ -

৩৯. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. মদীনায় এসে প্রথমে আনসারদের মধ্যে তাঁর নানা বাড়ী বা মামা বাড়ীতে নামেন। আর তিনি ষোল কি সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। (এ সময়) তিনি তাঁর কা'বা ঘরের দিকে কিবলা হওয়াটাই কামনা করতেন। যে নামায তিনি প্রথমে কা'বা ঘরের দিকে পড়েন, তা ছিল আসরের নামায ; এবং একদল (সাহাবীও) তাঁর সাথে এ নামায পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন সেখান থেকে বের হয়ে এক মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেখানে মুসল্লীগণ রুকূ'তে ছিলেন। তিনি (তাদেরকে) বললেন, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এলাম।' (এ খবর শুনে) তাঁরা উক্ত অবস্থাতেই কা'বা ঘরের দিকে ঘুরে গেলেন। রসূলুল্লাহ স. যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেন, ইয়াহুদী ও অপর আহলে কিতাবদের তা ভাল লাগত। কিন্তু তিনি যখন কা'বা ঘরের দিকে মুখ ঘুরালেন, তখন তারা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করলো।

৪৯. এর মানে, সব ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করে মধ্যম পন্থায় দীনের কাজ করতে থাকো। বাহানাবাজী, অলসতা ও উদাসীনতা পরিহার করে যথাসাধ্য কাজের মাধ্যমে অন্ততঃ দীনের মূল দাবীর কাছাকাছি থাকো। আর যতটুকু যা করতে পারো তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়ার সুখবরে সন্তুষ্ট থাকো।

যুহায়ের র. বলেন, আবু ইসহাক এ হাদীসে বারাআ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে কতিপয় সাহাবী ইন্তেকাল করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। তাদের (নামাযের) ব্যাপারে আমরা কি বলবো তা জানতাম না। আল্লাহ্ তাআলা তখন নাযিল করলেন ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান (অর্থাৎ নামায) বৃথা যেতে দেবেন না।" মানে কিবলা পরিবর্তনের পূর্বেকার নামায বৃথা যাবে না। আল্লাহ্ তার প্রতিদান দেবেন।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ।[৫০]

আবু সাঈদ খুদরী রা. রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলামটা সুন্দর হয়, আল্লাহ্ তার পূর্বেকার প্রত্যেকটি গুনাহ্ ঢেকে (মাফ করে) দেন। তারপর (ভাল-মন্দ কাজের এরূপ) প্রতিদান দেয়া হয়। ভালোর বদলে দশগুণ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত ; আর মন্দের বদলে ঠিক ততটুকু মন্দ, তবে আল্লাহ্ তাও মাফ করে দিতে পারেন।[৫১]

٤٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشَرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.

৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তাঁর ইসলামকে সুন্দর করে তোলে, তখন সে যে ভাল কাজ করে তার বিনিময় দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। কিন্তু সে যে মন্দ কাজ করে তার বিনিময় তার জন্য (কেবলমাত্র) ততটুকুই লেখা হয়।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে কাজ সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করা হয় তা সর্বশক্তিমান ও মহামহিম আল্লাহর কাছে প্রিয়তম।[৫২]

٤١. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَ اللّٰهِ لاَيَمَلُّ اللّٰهُ حَتَّى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

৫০. পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সমগ্র চিন্তা-বিশ্বাস ও কাজে আল্লাহর পরিপূর্ণ দীনকে গ্রহণ করলে তবেই হয় সুন্দর ইসলাম। এরূপ সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কথাই বলা হয়েছে।

৫১. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে আসলে শাস্তি দিতে চান না। তাই সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দেন। তাছাড়া ভাল কাজ করলে তার মান অনুযায়ী দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেবেন। কিন্তু মন্দ কাজের বেলায় তা নয়। এক্ষেত্রে বান্দা যতটুকু মন্দ কাজ করবে, ঠিক ততটুকুই তার শাস্তি দেবেন। তবে যদি তাও তিনি মাফ করে দেন তাহলে কোনো শাস্তিই হবে না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫২. মুমিনের সমস্ত কাজই একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন হওয়া উচিত। আল্লাহর দীনের সমস্ত কাজই বেশ সাজানো গোছানো। আল্লাহর নিজের সমস্ত কাজের মধ্যেও পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজমান। দীনের কাজ কখনো খুব বেশী করা কখনো খুব কম করা অথবা মোটেই না করা আল্লাহ পছন্দ করেন না। অল্প হলেও সব কাজ সাজিয়ে গুছিয়ে রুটিন অনুযায়ী সর্বদা নিয়মিতভাবে করা আল্লাহ পছন্দ করেন। এতে তিনি বরকত দেন। আর এভাবে বাস্তব জীবন সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

৪১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (একবার) তাঁর কাছে এলেন তখন তাঁর নিকট একটি মেয়ে (বসে) ছিল। তিনি [নবী স.] জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে?' আয়েশা রা. বললেন, 'অমুক' এই বলে তিনি মেয়েটির নামাযের কথা উল্লেখ করলেন। [নবী স.] বললেন ঃ থাম যতটা তোমাদের সাধ্যে কুলায়, ততটা করা উচিত। আল্লাহর কসম, তোমরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ ক্লান্ত হন না।[৫৩] আর যে কাজ কেউ সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করে, সেটিই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

وَزِدْنٰهُمْ هُدًى - وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا -

"আর আমি তাদের হেদায়াত (ঈমান) বৃদ্ধি করে দিয়েছি।[৫৪] আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের ঈমান তিনি আরো বৃদ্ধি করে দেন।"[৫৫]

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"[৫৬]

পূর্ণ বস্তুর কোনো অংশ ত্যাগ করলে সেটা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।[৫৭]

٤٢. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِىْ قَلْبِهٖ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِىْ قَلْبِهٖ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِىْ قَلْبِهٖ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اِيْمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ -

৪২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** বলে এবং তার অন্তরে একটা যব পরিমাণ সততা থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে একটা গম পরিমাণ সততা থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ সততা থাকে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) আ'বান এর বরাত দিয়ে বলেন, আবান র. ..... কাতাদা র. ..... আনাস রা. নবী স. থেকে সততা (خير) শব্দটির স্থানে ঈমান বলেছেন।[৫৮]

٤٣. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُوْدِ قَالَ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰيَةٌ فِىْ

৫৩. অর্থাৎ তোমরা তো কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়। কিন্তু কাজের প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ক্লান্তি নেই। তোমরা যত কাজ করো, তিনিও ততই তার প্রতিদান দেন। আর তোমরা যখন ক্লান্ত হয়ে কাজ করতে পারো না, তখন আল্লাহও প্রতিদান দেন না।

৫৪. সূরা আল কাহ্ফ। ৫৫. সূরা আল মুদ্দাস্‌সির। ৫৬. সূরা আল মায়েদা।

৫৭. এতে ঐ বস্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার কোনো বস্তুতে আর কিছু যোগ দিলে, সেটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এভাবে ইমাম বুখারীর মতে, যেহেতু দীন ও ঈমান অভিন্ন, কাজেই দীনের হ্রাস ও বৃদ্ধি হলে ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

৫৮. ঈমানকে যব, গম ও অণু পরিমাণ বলায় বুঝা গেল যে, ঈমান কমে যায়।

كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ اَىُّ اٰيَةٍ قَالَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا. قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

৪৩. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। কোনো একজন ইয়াহুদী তাকে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, আপনারা তা পড়ে থাকেন। যদি তা আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ওপর নাযিল হতো, তবে আমরা উক্ত দিনকে ঈদের (আনন্দোৎসব) দিন করে নিতাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কোন্ আয়াত ?' ইয়াহুদী বললো, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا. "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" উমর রা. বললেন, যে দিন এবং যে স্থানে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা আমরা জানি। (ঐ সময় বিদায় হজ্জে) নবী স. শুক্রবারে আরাফাতে দাঁড়ান ছিলেন।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ইসলামের অংশ।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ .

"আর তাদেরকে তো এ হুকুমই করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে ; দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদিত করে একমুখী হয়ে নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর এটাই হচ্ছে মজবুত দীন।[৫৯]

٤٤.عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْاَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ.

---

৫৯. সূরা আল বাইয়েনাহ ঃ ৫

৪৪. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক নজদ্‌বাসী রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুনগুন আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল তা বুঝছিলাম না। শেষে সে কাছে এসেই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে বললো, এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? তিনি বললেন, 'না' ; 'তবে অতিরিক্ত (নফল) পড়তে পারো।' রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'আর রমযানের রোযা।' সে বললো, এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? তিনি বললেন, 'না' ; 'তবে নফল (রোযা) রাখতে পারো।' রাবী[৬০] বলেন, রসূলুল্লাহ স. তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে জিজ্ঞেস করলো, 'এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? 'রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'না'; তবে নফল দান করতে পারো।' রাবী বলেন, এরপর সে ব্যক্তি একথা বলতে বলতে ফিরে গেল ঃ 'আল্লাহর কসম, আমি এর বেশীও করবো না, কমও করবো না।'[৬১] তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, "লোকটি যদি সত্য কথা বলে থাকে তাহলে সফলকাম হয়েছে।"

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার (মৃতদেহ) পেছনে চলা ঈমানের অংশ।

٤٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغُ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ٠

৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যে কেউ ঈমানসহ সওয়াবের আশায় কোনো মুসলিম ব্যক্তির জানাযার (মৃতদেহের) পেছনে চলে এবং তার নামায পড়া ও দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে, সে দুই কীরাত[৬২] সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। এর প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের মত। আর যে ব্যক্তি নামায শেষ করে দাফনের পূর্বে ফিরে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে আসে।

ইমাম বুখারী বলেন, এ হাদীসের ন্যায় বসরার জামে মসজিদের মুয়ায্‌যিন উসমান ও আউফ, মুহাম্মাদ ও আবু হুরাইরা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ (ক) মুমিনের আমল তার অজ্ঞাতসারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা। ইবরাহীম তাইমী র. বলেন ঃ "আমি আমার কথাকে আমার কাজের সাথে মিলাতে গিয়েই মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয় পেয়েছি।"

---

৬০. 'রাবী' শব্দটি হাদীস বিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। এর মানে 'হাদীস বর্ণনাকারী'। এখানে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।

৬১. এটিই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ইসলামের বিধানে কোনো কমবেশী না করে যথাযথভাবে তা পালন করার প্রতিজ্ঞা করাই যথার্থ মুমিনের পরিচায়ক।

৬২. কীরাত ঃ তখনকার আরবী দিরহামের ১৪ অংশ পরিমাণ বিশেষ। এটা চার গ্রেনের সমতুল্য পরিমাণ হতে পারে। এখানে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উহুদ পাহাড়ের সমান বলে খুব বেশী পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।

ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, "আমি নবী স.-এর তিরিশজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে মুনাফেকীর ভয় করতেন। তাদের কেউই জিবরাঈল আ. ও মীকাঈল আ.-এর মত ঈমানদার হওয়ার দাবীও করতেন না।

হাসান বসরী থেকে কথিত আছে, ঈমানদারই মুনাফেকীর ভয় করে। আর এ ব্যাপারে মুনাফেকই নিশ্চিন্ত থাকে।

(খ) তাওবা না করে পরস্পর মারামারি ও গুনাহের কাজে পূর্ববৎ লিপ্ত থাকা থেকে বিরত রাখা। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ঃ

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ·

"তারা (পূর্বে) যেসব (গুনাহের) কাজ করেছে তা জ্ঞাতসারে আর করেনি।"

٤٦.عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ·

৪৬. যুবায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে মুরজিআ[৬৩] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ রা. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বলেন ঃ মুসলমানকে গালাগালি করা বড় গুনাহ্‌, আর তার সাথে মারামারি করা কুফরী।[৬৪]

٤٧.عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ اِنِّىْ خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَّفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمُ الْتَمِسُوْهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ·

৪৭. আনাস রা. বলেন, উবাদা ইবনে সামেত আমাকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ স. একবার শবে কদর সম্পর্কে অবগত করার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলিম ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছিল। এতে তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ঝগড়া করলো। এ কারণে এর জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হলো।[৬৫] তবে এতে তোমাদের জন্য ভালই হবে বলে আশা করা যায়। তোমরা এটাকে (রমযানের) সাতাশ, উনত্রিশ ও পঁচিশ তারিখে অনুসন্ধান করো।"[৬৬]

---

৬৩. 'মুরজিআ' একটি সম্প্রদায়ের নাম। তারা ঈমানের সাথে আমল বা কাজকে জরুরী মনে করে না। তাদের মতে গুনাহের কাজে ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। এমনকি কবিরা গুনাহ্‌ করলেও কেউ ফাসেক হয় না।

৬৪. এ কথায় মুরজিআদের মত বাতিল প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ মুসলমানকে গালি দেয়া এবং তাদের সাথে মারামারি করা ফাসেকী ও কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৬৫. পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করার দরুন আল্লাহ্‌ রমযান মাসের কোন্‌ তারিখে শবে কদর হয় তার জ্ঞান উঠিয়ে নিলেন। একথা দ্বারা অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক বের করা যায়।

৬৬. এভাবে শবে কদর অনুসন্ধান করতে গিয়ে মুমিনগণ কয়েকটি রাতে ইবাদত করে বেশী সওয়াব লাভ করার সুযোগ পাবে। ফলে তার জন্য ভালই হবে।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর নিকট ঈমান, ইসলাম, ইহ্সান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে জিবরাঈল আ.-এর প্রশ্ন এবং নবী স.-এর উত্তর। এরপর তিনি বলেন, জিবরাঈল এসে তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দান করেন। অতএব বুঝা গেল যে, তিনি উক্ত বিষয়গুলোকে দীন বলে গণ্য করেছেন। এছাড়া আবদুল কাইস্ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট নবী স. যাকিছু বলেছেন তাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (আর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ও দীন একই জিনিস।) আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ٠

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন সন্ধান করে তার সে দীন কখনোই গ্রহণ করা হবে না।"৬৭

٤٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ مَا الْاِسْلاَمُ، قَالَ اَلْاِسْلاَمُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ ، وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ، قَالَ مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْاِبِلِ الْبُهْمِ فِى الْبُنْيَانِ فِىْ خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ، ثُمَّ تَلاَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ-الاٰيَةَ، ثُمَّ اَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ جَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْاِيْمَانِ.

৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. লোকদের সামনে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঈমান কি ?' তিনি বললেন ঃ ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, (পরকালে) তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে, তাও বিশ্বাস করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, 'ইসলাম কি ?' তিনি বললেন ঃ ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকবে এবং তাঁর সাথে (কাউকে) শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত দেবে এবং রমযানে রোযা রাখবে।" সে জিজ্ঞেস করলো, 'ইহ্সান কি ?' তিনি বললেন ঃ (ইহসান এই যে) তুমি (এমনভাবে আল্লাহর) ইবাদাত করবে যেন তাঁকে দেখছ ; যদি তাকে না দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে)। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কিয়ামত কখন হবে ?' তিনি বললেন, এ

৬৭. সূরা আলে ইমরান।

ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানেন না। তবে আমি তোমাকে তার (কিয়ামতের) শর্তগুলো (লক্ষণ) বলে দিচ্ছি, "যখন বাঁদী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং কাল উটের রাখালরা যখন দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে।" যে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। এরপর নবী স. এ আয়াত পড়লেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔

"আল্লাহর নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো জীবই আগামীকাল কী উপার্জন করবে তা জানে না এবং কোন্ যমীনে সে মরবে তাও জানে না। আল্লাহই সব জানেন ও খবর রাখেন।"[৬৮]

এরপর লোকটি চলে গেল। তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন। কিন্তু সাহাবীগণ দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, "ইনি (ছিলেন) জিবরাঈল আ.; লোকদেরকে তাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।"

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ এ হাদীসে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, সেসবগুলোকে রসূলুল্লাহ স. (শেষ বাক্যে) ঈমান বলে গণ্য করেছেন।[৬৯]

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ[৭০]

٤٩.عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَّ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهُ اَحَدٌ ۔

৪৯. উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের বরাত দিয়ে বলেন ঃ বাদশাহ হিরাকল আবু সুফিয়ানকে বলেন, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা সংখ্যায় বাড়ছে কি কমছে ? তুমি মন্তব্য করেছ, তারা

---

৬৮. সূরা-লুকমান। এ আয়াতগুলোতে যে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এসব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না।

৬৯. ইমাম বুখারী র.-এর মতে ঈমান, ইসলাম ও দীন এক ও অভিন্ন। কারণ সব বিষয় বলার পর রসূলুল্লাহ স. জিবরাঈল আ.-এর দীন শিক্ষাদানের কথা বলায় বুঝা গেল যে, এ হাদীসে উল্লেখিত বিষয়গুলো যার মধ্যে ঈমানের কথাও রয়েছে, দীন বলে গণ্য করা হয়েছে। অতএব দীনকে ঈমানও বলা যায়। এভাবে দীন, ইসলাম ও ঈমান এক ও অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়।

৭০. মূল গ্রন্থে কোনো শিরোনাম লিখিত নেই।

বাড়ছে। ঈমানের ব্যাপারটা পূর্ণতা লাভের সময় পর্যন্ত এরূপই হয়। আমি তোমাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে ? তুমি মন্তব্য করলে 'না'। ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে এরূপই হয়। তার প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হয় না।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের দীন রক্ষাকারীর মর্যাদা।

٥٠.عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَّقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلاَ اِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِىْ اَرْضِهِ مَحَارِمُهُ اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ .

৫০. নু'মান ইবনে বাশীর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মত হয়ে যায়, যে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশংকা সৃষ্টি হয়। শোন, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আরো শোন, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর। একথাও শোন, মানবদেহে একটি মাংসখণ্ড আছে। তা ভাল থাকলে গোটা দেহ ভাল থাকে। আর তা খারাপ হলে গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটা হচ্ছে 'কল্‌ব'।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ঈমানের একটি বিষয়।

٥١.عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِىْ عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ اَقِمْ عِنْدِىْ حَتّٰى اَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَالِىْ فَاَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَنَسْتَطِيْعُ اَنْ نَاْتِيَكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَاَلُوْهُ عَنِ

الْاَشْرِبَةِ فَـاَمَـرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَـاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ، اَمَـرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْـدَهُ ، قَـالَ اَتَـدْرُوْنَ مَـا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَـالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُـوْلُـهُ اَعْـلَمُ ، قَـالَ شَـهَـادَةُ اَنْ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُـحَـمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَاِيْـتَـاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَاَنْ تُعْطُـوْا مِنَ الْـمَـغْنَمِ الْخُـمُسَ، وَنَـهَـاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، عَنِ الْحَنْـتَمِ وَالـدُّبَّاءِ وَالـنَّقِيْرِ وَالْـمُزَفَّتِ ، وَرُبَّمَا قَالَ الْـمُقَيَّرِ ، وَقَالَ اِحْفَظُـوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَ كُمْ.

৫১. আবু জামরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। তিনি একবার আমাকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে একটা অংশ দেব।' আমি তখন তাঁর কাছে দু' মাস থাকলাম। তারপর তিনি বললেন, যখন 'আবদুল কায়েস গোত্রের দূত নবী স.-এর কাছে এলো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোন্ গোত্রের লোক ? অথবা কোন্ দূত ?" তারা বললো, রবীআ গোত্রের। তিনি বললেন, ঐ গোত্রের অথবা দূতের শুভাগমন হোক, যারা বিনা লাঞ্ছনায় ও বিনা অনুতাপে এসেছে। তারা বললো, "হে আল্লাহর রসূল ! আমরা সম্মানিত মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। কারণ আমাদের ও আপনাদের মাঝখানকার এলাকায় কাফের মুদার গোত্র বাস করে। কাজেই আমাদেরকে আপনি সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোনো হুকুম দিন। আমরা তা অন্যদেরকে জানিয়ে দেব। আর তার মাধ্যমে আমরা যেন জান্নাতে যেতে পারি।" তারা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পানীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ের হুকুম দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার আদেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমানটা কি ?" তারা বললো, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর রসূল। আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং রমযানে রোযা রাখা। আর তোমরা গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তিনি সবুজ কলসী, শুকনা লাউয়ের খোল, খেজুর কাণ্ডের কাষ্ঠপাত্র এবং আলকাতরা মাখান বাসন—এ চারটি (জিনিসের ব্যবহার) নিষেধ করলেন।[৭১] তারপর তিনি বললেন, এসব কথা তোমরা মনে রেখে অন্য সকলকে জানিয়ে দাও।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ সব কাজই নিয়ত ও সংকল্প অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তা-ই পায়। ঈমান, অযু, নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা এবং অন্যান্য নির্দেশগুলো [রসূলুল্লাহ স.-এর] উপরোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

---

৭১. এগুলো ছিল মদের পাত্র। মদ সংরক্ষণ ও পানের জন্য এ পাত্রগুলো ব্যবহার করা হতো। এ পাত্রগুলো হারাম করার কারণ স্বরূপ বলা যায়, প্রথমতঃ মদ হারাম হবার পর তখন বেশী দিন অতিক্রান্ত হয়নি, তাই এ পাত্রগুলো দেখলে আবার মদের স্মৃতি জেগে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। ফলে মদ পানের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠাও অস্বাভাবিক ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তখনো পর্যন্ত এ পাত্রগুলোতে মদের কিছুটা প্রভাব মিশ্রিত থাকাও অসম্ভব ছিল না।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ٠

"বলে দাও, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী কাজ করে।" (এ আয়াতে شَاكِلَتِهٖ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিয়ত)। (এছাড়া) কোনো ব্যক্তি সওয়াবের আশায় নিজের পরিবারের জন্য খরচ করলে সেটাও সদকা বলে গণ্য হয়। আর নবী স. বলেছেন ঃ (মক্কা বিজয়ের পর কোনো হিজরত নেই)। তবে জিহাদ ও নিয়ত বাকী রয়েছে।

٥٢. عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُّصِيْبُهَا اَوِامْرَاَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

৫২. উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সব কাজই নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হয়েছে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে, তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।

٥٣. عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ ٠

৫৩. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, কোনো ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবারের জন্য খরচ করলে তা তার জন্য সদকা হবে।

٥٤. عَنْ سَعَدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ اِمْرَاَتِكَ٠

৫৪. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোনো খরচ করলে তার পুরস্কার তোমাকে অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে (তারও সওয়াব পাবে)।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের জন্য 'নসীহত' (কল্যাণ কামনার পথ) অবলম্বন করা হচ্ছে দীন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ٠

"যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য নসীহত অবলম্বন করো।"

٥٥.عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ۔

৫৫. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ আল বাজালী রা. বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে রীতিমত নামায পড়ার, যাকাত দেয়ার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার (ওয়াদার) বাইআত করেছি।'

٥٦.عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللّٰهِ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتّٰى يَاتِيَكُمْ اَمِيْرٌ فَاِنَّمَا يَاْتِيْكُمُ الْاٰنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُوْا لاَمِيْرِكُمْ فَاِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْاِسْلاَمِ فَشَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلٰى هٰذَا وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ اِنِّىْ لَنَاصِحٌ لَّكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ ۔

৫৬. যিয়াদ ইবনে আলাকা রা. বলেন, মুগীরা ইবনে শু'বার মৃত্যুর দিনে জারীর ইবনে আবদুল্লাহকে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতির পর বলেন, আল্লাহকে ভয় করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। তোমাদের (মৃত আমীরের বদলে অন্য) আমীর আসা পর্যন্ত শান্ত ও নিশ্চিন্তভাবে থাকা উচিত। সে আমীর এখনই আসবেন। তারপর তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের আমীরের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাছে এসে বললাম ঃ 'আমি আপনার কাছে ইসলামের ব্যাপারে বাইআত গ্রহণ করতে চাই। তখন তিনি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার শর্ত লাগালেন। আমি সেই শর্তেই বাইআত গ্রহণ করলাম। আর এ মসজিদের রব আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কল্যাণকামী।' এরপর (জারীর) আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

❐

অধ্যায়-৩

كِتَابُ الْعِلْمِ

(জ্ঞানের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের মর্যাদা।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"তোমাদের ভেতর থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেশ খবর রাখেন।"[১]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ـ

"আর বলো, প্রভু আমার! তুমি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।"[২]

২. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোনো ব্যক্তিকে তার কথাবার্তায় মগ্ন থাকা অবস্থায় জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে উক্ত কথা শেষ করে প্রশ্নকারীকে তার জবাব দান করা।

٥٧. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ فِى مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ اِعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتّٰى اِذَا قَضٰى حَدِيْثَهُ قَالَ اَيْنَ اُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَااَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ كَيْفَ اُضَاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ـ

৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স. এক মজলিসে বসে লোকদেরকে কিছু বলছিলেন। এমন সময় জনৈক বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কিয়ামত কখন হবে ?' রসূলুল্লাহ স. তাঁর কথা বলতে থাকলেন। এতে কেউ কেউ বললো, 'তিনি লোকটির কথা শুনেছেন, কিন্তু তা তাঁর ভালো লাগেনি।' কেউ কেউ বললো, 'না; তিনি শুনেননি।' অবশেষে তিনি তাঁর কথা শেষ করে বললেন ঃ কোথায় ? রাবী বলেন, আমার

---

১. সূরা আল মুজাদালা। ২. সূরা ত্ব-হা।

মনে হয় তিনি বলেছেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বললো, 'এই যে আমি হে আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, 'আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে ?' তিনি বললেন, 'কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর।'

৩. অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে জ্ঞানের কথা বলা।

٥٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِىُّ ﷺ فِى سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَادْرَكْنَا وَقَدْ اَرْهَقْنَا الصَّلٰوةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّاءُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا ـ

৫৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে নবী স. পিছনে পড়লেন। আমরা নামায পড়তে দেরী করে ফেলেছিলাম এবং আমরা অযু করছিলাম, আর (তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে) পা উপরে উপরে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদের কাছে এসে উচ্চস্বরে দু' তিনবার বললেন, এ গোড়ালিগুলোর জন্য আগুনের শাস্তি রয়েছে।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ اَخْبَرَنَا ـ حَدَّثَنَا اَنْبَانَا শব্দগুলোর অর্থ। হুমাইদী বলেন, ইবনে উয়ায়নার মতে উক্ত তিনটি শব্দের সাথে আরবী শব্দটিও সমার্থবোধক।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ [রসূলুল্লাহ স. আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি সত্যবাদী ও সত্য স্বীকৃত।] শকীক রা.-এর বর্ণনানুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, ঃ سَمِعْتُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً كَذَا [নবী স.-এর নিকট এরূপ কথা আমি শুনেছি।] হুযাইফা বলেন,

حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ ـ

[রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দুটি হাদীস বলেছেন।] আবুল আলিয়া রা.-এর বর্ণনানুযায়ী ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ স. থেকে বলেন, يروى عن ربه (তিনি তাঁর রব আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন।) আনাস রা. বলেন,

يُرْوِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ رَبِّهِ ـ

[নবী স. তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন।] আবু হুরাইরা রা. বলেন,

يُرْوِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ رَبِّكُمْ ـ

[নবী স. তোমাদের প্রভু থেকে বর্ণনা করেন।][৩]

---

৩. ইমাম বুখারী র. এখানে উল্লেখিত উক্তি দ্বারা বুঝাতে চান যে, হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবীগণ কোনো সময় حَدَّثَنَا (আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন) কোনো সময় اَخْبَرَنَا (আমাদেরকে তিনি খবর দিয়েছেন) এবং কোনো সময় اَنْبَانَا (আমাদেরকে তিনি জানিয়েছেন) বলেছেন। আবার কোনো সময় ঃ سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) বলেছেন। কিন্তু এসব শব্দই তাঁদের ব্যবহারে একই অর্থবোধক ছিল। عَنْ বলে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাক্ষাত হওয়ার অর্থ বুঝানো হয়েছে। এছাড়া, সাহাবী বলুন আর নাই বলুন, নবী স.-এর বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ থেকে হয়েছে বলে বুঝানো হয়েছে।

٥٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ

৫৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা হচ্ছে মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলতো, সেটা কি ? তখন সাহাবীগণ বনের গাছপালার চিন্তায় পড়লেন। আবদুল্লাহ্ রা. বলেন, আমার মনে হলো সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তো বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। অবশেষে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনিই বলে দিন, সেটা কি গাছ ?' তিনি বললেন, 'সেটা খেজুর গাছ।'

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামী নেতার কোনো বিষয় সম্পর্কে তার সাথীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিষয়টি তাদের নিকট পেশ করা।

٦٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُوْنِيْ مَا هِيَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيْ شَجَرِ الْبَوَادِيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا هِيَ ، قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ.

৬০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা হচ্ছে মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলতো, সেটা কি ? তখন সাহাবীগণ বনের গাছপালার চিন্তায় পড়লেন। আবদুল্লাহ্ রা. বলেন, আমার মনে হলো সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। অবশেষে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনিই বলে দিন, সেটা কি গাছ। তিনি বললেন, 'সেটা খেজুর গাছ।'

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং পেশ করা।

হাসান বসরী, সুফিয়ান সওরী ও ইমাম মালেক র.-এর মতে মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা জায়েব। কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করার ব্যাপারে যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি এই ঃ

যিমাম ইবনে সা'লাবা নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদেরকে নামায আদায় করতে হবে এমন হুকুম আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন কি ?' রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, 'হ্যা'। ইমাম হুমাইদী বলেন, এটি নবী স.-এর নিকট হাদীস পাঠের একটি ঘটনা।

যিমাম তাঁর গোত্রীয় লোকদেরকে এ খবর দিলে তারা তা অনুমোদন করলেন। ইমাম মালেক র. তাঁর মতের পক্ষে লিখিত এমন কোনো কিছুকে দলীলরূপে পেশ করেন যা লোকদের নিকট পড়লে তারা বলে, অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছে ; আর তা শিক্ষকের নিকট পড়লে শিক্ষার্থী বলে, অমুক ব্যক্তি আমাকে পড়িয়ে দিয়েছে।'

٦١. عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَ ةِ عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ اَن يَّقُوْلَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ اَبَا عَاصِمٍ يَقُوْلُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَ تُهُ سَوَاءٌ .

৬১. হাসান বসরী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করায় কোনো দোষ নেই। সুফিয়ান সওরী র. বলেন, মুহাদ্দিসের নিকট কেউ হাদীস পাঠ করলে সে حدثني বললে কোনো দোষ হয় না। (অর্থাৎ সে একথা বলতে পারে যে, অমুক আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।) উবাইদুল্লাহ্ ইবনে মূসা বলেন, আমি আবু আসিম যিহাক ইবনে মুখাল্লিদকে মালেক ও সুফিয়ানের বরাত দিয়ে বলতে শুনেছি, 'আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং স্বয়ং আলেমের হাদীস পাঠ করা উভয়ই সমান কথা।'

٦٢. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْنَا هٰذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلاَ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْ نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَالَكَ فَقَالَ اَسْئَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِم فَقَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تُصَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَن تَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَاْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِن اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَّرَائِي مِنْ قَوْمِيْ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ رَوَاهُ مُوْسٰى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا

৬২. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেছেন ঃ আমরা নবী স.-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম এমন সময় একটি লোক উটে চড়ে এলো। সে উটটিকে মসজিদ (প্রাঙ্গণে) বসিয়ে তার হাঁটু বাঁধল। এরপর সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের মধ্যে কে মুহাম্মাদ ?' তখন নবী স. সাহাবীদের মধ্যে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমরা বললাম, 'এই যে হেলান দিয়ে বসা সাদা লোকটি।' লোকটি তাঁকে বললো, 'হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)।' নবী স. তাকে বললেন, 'বল, আমি তোমার কথা শুনছি।' লোকটি তাঁকে বললো, 'আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্নের ব্যাপারে আমি আপনার প্রতি কঠোর হবো। আপনি আমার সম্পর্কে কিছু মনে করবেন না।' তিনি বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো।' সে বললো, 'আমি আপনাকে আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে গোটা মানব জাতির নিকট রসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন ?' বললেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ। সে বললো, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিন রাতে পাঁচবার নামায আদায় করতে হুকুম দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ'। সে বললো, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের এই মাসে রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ'। সে বললো, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনীদের কাছ থেকে এই সদকা (যাকাত) আদায় করে আমাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন ?' নবী স. বললেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ'। এরপর লোকটি বললো, 'আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তাতে ঈমান আনলাম। আমি আমার জাতির অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে প্রেরিত। আমি যিমাম ইবনে সা'লাবা, সা'দ ইবনে বকর গোত্রের একজন।'

٦٣.عَنْ اَنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا فِى الْقُرَانِ اَنْ نَّسْئَلَ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَّجِئَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْئَالُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَاَخْبَرَنَا اَنَّكَ تَزْعَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَبِالَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ زَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكٰوةً فِى اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِى اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِىْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ

فَبِالَّذِي اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلاَ اَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ ٠

৬৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কোনো বুদ্ধিমান গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলে আমরা তা শুনে আশ্চর্যান্বিত হতাম। পরে একজন গ্রাম্য লোক এসে রসূলুল্লাহ স.-কে বললো, আপনার প্রেরিত দূত আমাদের কাছে এসে খবর দিল যে, আপনি নাকি মনে করেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন ? তিনি বললেন, 'সে সত্যই বলেছে।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন ?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'পৃথিবী ও পাহাড় কে সৃষ্টি করেছেন ?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'সেখানে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু কে তৈরী করেছেন ?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে বললো, 'যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করে পাহাড়গুলোকে স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু দিয়েছেন, তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ সত্যিই কি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে, আমাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা এবং আমাদের সম্পদের যাকাত দেয়া ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, 'যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে এসবের নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে আমাদের ওপর বছরে এক মাস রোযা রাখা ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, 'যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনাকে আল্লাহ কি এর হুকুম দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে, আমাদের কারো সামর্থ হলে কা'বা ঘরের হজ্জ করা তার ওপর ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, 'আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সে বললো, যিনি আপনাকে সত্য (দীন) দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, 'আমি উক্ত নির্দেশগুলোর সাথে আর কোনো কিছু বৃদ্ধি করবো না এবং কোনো কিছু কমও করবো না।' তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ 'এ ব্যক্তি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।'

৭. অনুচ্ছেদ ঃ শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে নিজ কিতাব দিয়ে তদনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দান এবং জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের কথা লিখে দেশে দেশে পাঠান।

এ সম্পর্কে আনাস রা. বলেছেন যে, উসমান কুরআনের কপি তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও মালেক প্রমুখগণ এরূপ করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

হেজাযের জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি (হুমাইদী) মুনাওয়ালার বৈধতার ব্যাপারে নবী স.-এর একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। একবার নবী স. কোনো যুদ্ধের সৈন্যবাহিনীর

আমীরকে একখানা পত্র লিখে দিয়েছিলেন এবং তাকে কোনো একটা বিশেষ স্থানে পৌছার পূর্বে তা পড়তে তাকে নিষেধ করেছিলেন। সে ব্যক্তি উক্ত স্থানে পৌছে পত্রখানা সমস্ত লোককে পড়ে শুনালেন এবং নবী স.-এর নির্দেশ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন।

٦٤.عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلاً وَاَمَرَهُ اَنْ يَدفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَاَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ

৬৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ স. তাঁর একখানা পত্রসহ একজন লোককে পাঠালেন। তাকে তিনি পত্রটি বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা পত্রখানা খসরুর (ইরানের বাদশাহ) নিকট দিলেন। সে (খসরু) তা পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল। (হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন,) আমার মনে হয় ইবনে মুসাইয়েব (এরপর আমাকে) বলেন যে, রসূলুল্লাহ স. এতে তাদেরকে একেবারে টুকরো টুকরো করে দেয়ার জন্য বদদোয়া করলেন।

٦٥.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا اَوْ اَرَادَ اَن يَّكْتُبَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَيَقْرَءُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ ٠

৬৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একখানা পত্র লিখেছিলেন অথবা লেখার সংকল্প করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, তারা (ইরান ও রোম সম্রাটগণ) কোনো পত্র সিলমোহরযুক্ত না হলে পড়ে না। তাই তিনি রূপার একটি আংটি তৈরী করালেন। এতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' (শব্দদ্বয়) অংকিত ছিল। (আনাস বলেন) আমি যেন এখনও তাঁর হাতের আংটির উজ্জ্বলতা দেখছি। আমি (বর্ণনাকারী শু'বা) কাতাদাকে (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম, সে আংটির উপর 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' অংকিত থাকার কথা কে বলল ? তিনি বললেন, 'একথা আনাস বলেছেন।'

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের মধ্যে কোনো খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়া।

٦٦. عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَاَقْبَلَ اِثْنَانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ

قَالَ فَوَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ، اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوٰى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيٰى فَاسْتَحْيَى اللّٰهُ مِنْهُ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৬৬. আবু ওয়াকিদ লাইসী রা. থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ স. লোকজনসহ মসজিদে বসেছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক এলো। তাদের দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর দিকে এগিয়ে গেল এবং আর একজন চলে গেল। আবু ওয়াকিদ বলেন ঃ ঐ দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে দাঁড়িয়ে রইল। পরে একজন সভা বৃত্তের মধ্যে খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়ল। আর অপরজন লোকদের পিছনে বসল। তৃতীয় ব্যক্তি পিছন ফিরে চলেই গেল। রসূলুল্লাহ স. অবসর পেয়ে বললেন, 'আমি ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না কি ? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় চাইল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয়জন লজ্জা করল। আল্লাহও তার প্রতি (অনুগ্রহ করে) লজ্জা করলেন। (অর্থাৎ তাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করলেন না) আর তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (অথাৎ তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।)

৯. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলের বাণী ঃ যাদের কাছে কারো মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী পৌঁছেছে তাদের অনেকে এমন কোনো কোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশী সংরক্ষণ করতে পারে যারা তা তাদের কাছে বহন করে এনেছে।

٦٧.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ ذَكَرَ النَّبِىَّ ﷺ قَعَدَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَاَمْسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ اَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا فَسَكَتْنَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ سِوٰى اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا فَسَكَتْنَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُم وَاَعَرَاضَكُم بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَاِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰى اَن يُّبَلِّغَ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهُ مِنْهُ.

৬৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু বাকরা) রসূলুল্লাহ স.-এর উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি [রসূলুল্লাহ স.] তাঁর উটের উপর বসলে একজন লোক তাঁর উটের লাগামের রশি ধরে থামিয়ে দিল। তিনি [রসূলুল্লাহ

স.] জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন্ দিন'? আমরা চুপ করে থাকলাম, আর ধারণা করলাম যে, তিনি শীঘ্রই এ দিনের অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কুরবানীর দিন নয় কি?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন মাস?' আমরা চুপ থাকলাম, আর ভাবলাম যে তিনি শীঘ্রই এর অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি বললেন, 'এটা জিলহজ্জ মাস নয় কি?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত (জান), তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের এ দিনের এ মাসের ও এ শহরের মতই মর্যাদাসম্পন্ন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত লোকদের নিকট যেন এসব কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত তার চেয়ে বেশী সংরক্ষণকারীর নিকট পৌঁছাতে পারে।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো কিছু বলা ও করার পূর্বে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

এ সম্পর্কে সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

"জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই।"

আল্লাহ জ্ঞান দিয়েই সূচনা করেছেন। আর আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। তারা জ্ঞানের ওয়ারিস হয়েছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করে সে প্রচুর সম্পদ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি কোনো পথে চলাকালে জ্ঞান লাভ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাঁকে ভয় করে।"

وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ،

"আলেমগণই তা বুঝে।"

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِى اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ،

"আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তবে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে গণ্য হতাম না।"

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

"যারা জানে আর যারা জানে না, উভয়ই কি সমান ?" নবী স. বলেন, আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তিনি তাকে দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়।

আবু যর তার ঘাড়ের দিক ইংগিত করে বলেছেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী রাখ, তারপর আমি নবী স. থেকে শুনেছি এমন কোনো কথা তোমাদের তরবারী চালিয়ে দেয়ার পূর্বেই বলতে পারব বলে মনে করি, তবে তা অবশ্যই আমি বলে ফেলবো।

এ ব্যাপারে নবী স.-এর এ বাণীও রয়েছে ঃ

"উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে সব কথা পৌছিয়ে দেয়।"

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, কুরআনে বর্ণিত كُـونُوا رَبَانِيِّينَ-এর رَبَانِيِّينَ অর্থ জ্ঞানী, আলেম ও ইসলামী আইন বিশারদ। একথাও বলা হয়ে থাকে যে, যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দেন, তিনি রব্বানী।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সাহাবীগণ যাতে বিরক্ত না হয়ে যান সেদিকে লক্ষ্য রেখে নবী স. তাদেরকে শিক্ষা দান ও উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে বিরতি দিতেন।

٦٨. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْاَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

৬৮. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদেরকে ক্লান্তি থেকে বাঁচাবার জন্য উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কয়েকদিনের বিরতি দিতেন।

٦٩. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا.

৬৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন করে তুলো না। আর সুখবর দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি দ্বারা জ্ঞানচর্চাকারীদের জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা।

٧٠. عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبدُ اللّٰهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِى كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِن ذٰلِكَ اَنِّى اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّى اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

৭০. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ লোকদেরকে প্রতি বৃহস্পতিবার নসিহত করতেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আবু আবদুর রহমান (ইবনে মাসউদ)! আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে নসিহত করবেন বলে আমি আশা করি। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে এ বিষয়টা বাধা দেয় যে, আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না। নবী স. যেমন আমাদের ক্লান্তির ভয়ে বিরতি দিতেন, তেমনই আমিও তোমাদেরকে নসিহত করার ব্যাপারে বিরতি দিয়ে থাকি।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন।

٧١. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَّقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ، وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ،

وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ ·

৭১. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমি মুআবিয়া রা.-কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, আমি (মুআবিয়া) নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান তাকে দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন। আর আমি বিতরণ করি এবং আল্লাহ্ দেন। আর এ উম্মত সর্বদা আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়েম থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা কিয়ামতের আগমন পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধি অপরিহার্য।

٧٢.عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ حَدِيْثًا وَّحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاُتِىَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَّثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِىَ النَّخْلَةُ فَاِذَا اَنَا اَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هِىَ النَّخْلَةُ ·

৭২. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরের সাথে মদীনা যাই। তখন আমি তাঁকে রসূলুল্লাহ্ স.-এর মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় খেজুর গাছের 'জুম্মার' আনা হলো। তিনি বললেন, এমন এক প্রকার গাছ আছে যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের মত। আমি তখন এটাকে খেজুর গাছ বলতে চাইলাম। কিন্তু আমি ছিলাম সকলের ছোট। তাই চুপ করে থাকলাম। নবী স. বললেন, সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক আকাংখা।

উমর রা. বলেছেন, নেতা হওয়ার পূর্বে জ্ঞান অর্জন কর।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, নেতা হওয়ার পরও (জ্ঞান অর্জন কর)। (কারণ) নবী স.-এর সাহাবীগণ তাঁদের বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞান অর্জন করেছেন।

٧٣.عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِى اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ·

৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, নবী স. বলেন ঃ শুধু দুটি ব্যাপারে হিংসা করা যায়। (এক) এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করার (লোকদেরকে) ক্ষমতা দেয়। (দুই) এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর সে তার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের কূলে খিযিরের নিকট মূসার গমন।

মহান কল্যাণময় আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ -

"আমি (মূসা) কি তোমার (খিযির) সাথে থাকবো, যাতে করে আমাকে তোমার জ্ঞান শিক্ষা দেবে ?"

٧٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِى صَاحِبِ مُوْسٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّى تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِىْ هٰذَا فِى صَاحِبِ مُوْسَى الَّذِىْ سَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَذْكُرُ شَاْنَهُ قَالَ نَعَم سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِىْ مَلاَءٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى لاَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَاَلَ مُوْسَى السَّبِيْلَ اِلَيْهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسٰى فَتَاهُ اَرَاَيتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَنِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطٰنُ اَن اَذْكُرَهُ ... قَالَ ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهِ.

৭৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিস্ন্ আল-ফাজারীর মধ্যে মূসার সাথী সম্পর্কে মতভেদ হলো। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তিনি হচ্ছেন 'খিযির'। এমন সময় উবাই ইবনে কাআব তাঁদের দুজনের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে ডেকে বললেন, আমার এবং আমার এ সাথীর মধ্যে মূসার সাথী—যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান করেছিলেন—মতভেদ দেখা দিয়েছে। আপনি কি তাঁর সম্পর্কে নবী স.-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, "মূসা আ. বনী ইসরাঈলের কোনো এক সমাবেশে থাকাকালীন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি আপনার চেয়ে কাউকে বেশী জ্ঞানী বলে জানেন ?' মূসা আ. বললেন, 'না'। তখন আল্লাহ্ মূসা আ.-এর কাছে অহী পাঠালেন, হ্যাঁ (তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী হচ্ছে) আমার বান্দা 'খিযির'। মূসা আ. তাঁর সাথে দেখা করার জন্য পথের খোঁজ চাইলেন। আল্লাহ্ তাঁর জন্য মাছকে পথচিহ্ন স্বরূপ ঠিক করে দিলেন। আর তাঁকে বলে দেয়া হলো, যখন তুমি মাছটিকে হারিয়ে ফেলবে, তখন তার চলা পথের দিকে ফিরে আসবে; তাহলে তুমি তার সাক্ষাত পাবে। (এ নির্দেশ অনুযায়ী) মূসা

আ. সাগরে মাছটির পথচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর (এ অভিযানের) সাথী (ইউশা ইবনে নূন) তাঁকে বললো, 'দেখুন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আর তার স্মরণ থেকে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।' তিনি [মূসা আ.] বললেন, ওটিই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা দুজন তাঁদের পথচিহ্ন অনুসরণ করে এ সম্পর্কে বলাবলি করতে করতে ফিরে এলেন। তখন তাঁরা খিযিরকে পেলেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁর কিতাব আল কুরআনে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তদনুযায়ী তাঁদের দুজনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটল।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দাও।"

৭৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ

৭৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ্ স. আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হে আল্লাহ ! তুমি তাকে কিতাব শিক্ষা দাও।'

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কখন ছোট ছেলের শোনা কথা সঠিক বলে গৃহীত হয় ?[৪]

৭৬. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ.

৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে রসূলুল্লাহ্ স. একবার মিনায় নামায আদায় করছিলেন। তাঁর সামনে কোনো আড় ছিল না। আমি সেই অবস্থায় এক গর্ধভীর ওপর চড়ে সেখানে এলাম। তারপর (নামাযের জামাআতের) কোনো এক সারির সামনে দিয়ে চলে গিয়ে গর্ধভীটিকে ছেড়ে দিলাম। ওটা ঘাস খেতে লাগল, আর আমি এক সারিতে ঢুকে পড়লাম। এরূপ কাজ করতে কেউ আমাকে নিষেধ করেনি।

৭৭. عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِى وَجْهِىْ وَاَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ .

৭৭. মাহমুদ ইবনে রবী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার স্মরণ আছে যে, নবী স. একটি বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে তা আমার মুখমণ্ডলের ওপর কুল্লি করে ফেলেছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।

---

৪. এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোনো লোক তার বাল্যকালের কোনো কথা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বর্ণনা করলে তা সঠিক বলে গৃহীত হয়। কারণ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর বাল্যকালের ঘটনা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন এবং তা গৃহীত হয়েছে। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামার সাথে হাদীসটির সম্পর্ক পাওয়া যায়। যদিও ইবনে আব্বাস রা. কোনো শোনা কথা এখানে বলেননি, তবে হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় এ ধরনের বর্ণনাকে শোনা কথা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞান লাভের জন্য বের হওয়া। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ এই যে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ মাত্র একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আনিসের নিকট (মদীনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত) এক মাসের পথ সফর করেন।

٧٨.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِىُّ فِىْ صَاحِبِ مُوْسٰى فَمَرَّ بِهِمَا اُبَىُّ بْنِ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّى تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِى هٰذَا فِى صَاحِبِ مُوْسَى الَّذِى سَاَلَ السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ فَقَالَ اُبَىٌّ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِى مَلَاءٍ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَاَلَ السَّبِيْلَ اِلَى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوْسٰى يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ فَتٰى مُوْسٰى لِمُوْسٰى اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسٰنِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ، قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ.

৭৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিস্ন্ আল ফাজারীর মধ্যে মূসা আ.-এর সাথী সম্পর্কে মতভেদ হলো। এ সময় উবাই ইবনে কাআব তাঁদের দুজনের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে ডেকে বললেন, 'আমার এবং এই আমার সাথীর মধ্যে মূসার সাথী—যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান করেছিলেন—সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আপনি কি তাঁর সম্পর্কে নবী স.-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন?' তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি—'মূসা আ. বনী ইসরাঈলের কোনো এক সমাবেশে থাকাকালীন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি কাউকে আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী বলে জানেন?' মূসা আ. বললেন, 'না'। তখন আল্লাহ মূসার কাছে অহী পাঠালেন, 'হ্যাঁ (তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী আছে) আমার বান্দা 'খিযির'।' মূসা আ. তাঁর সাথে দেখা করার জন্য পথের সন্ধান চাইলেন। আল্লাহ তাঁর জন্য মাছকে পথচিহ্ন স্বরূপ ঠিক করে দিলেন। আর তাঁকে বলে দেয়া হলো, 'যখন তুমি মাছটিকে হারিয়ে ফেলবে, তখন তার চলা পথের দিকে ফিরে আসবে ; তাহলে তুমি তার সাক্ষাত পাবে।' (এ নির্দেশ অনুযায়ী) মূসা আ. সাগরে মাছটির পথচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর (এ অভিযানের) সাথী (ইউশা ইবনে নূন) তাঁকে বললো, 'দেখুন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আর তার স্মরণ থেকে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।'

তিনি [মূসা আ.] বললেন, ওটিই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। তারপর তারা দুজন তাদের পথচিহ্ন অনুসরণ করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে ফিরে এলেন। তখন তারা খিযিরকে পেলেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁর কিতাব আল কুরআনে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তদনুযায়ী তাদের দুজনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটল।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞান লাভ করে এবং (অপরকে) জ্ঞান দান করে, তার মর্যাদা।

٧٩. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرَى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لاَتُمْسِكُ مَاءً وَلاَتُنْبِتُ كَلاَءً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهِ ـ

৭৯. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত মাটির ওপর বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মত। যে মাটি পরিষ্কার ও উর্বর, তা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শক্ত, তা ঐ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ্ তার সাহায্যে মানবজাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজেরা পান করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। আর কিছু অনুর্বর মাটি থাকে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে না এবং ঘাসও উৎপন্ন করে না। এটাই হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয়। আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আর এটা সেই লোকেরও দৃষ্টান্ত, যে তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহর যে পথনির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাও গ্রহণ করে না।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের বিদায় এবং মূর্খতার আগমন। রবীআহ্ বলেছেন, যার কিছুটা জ্ঞান আছে (তা অন্যকে দান না করে) নিজের অনিষ্ট করা তার পক্ষে শোভা পায় না।

٨٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا ـ

৮০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে কয়েকটি এই ঃ (আলেমগণের ইন্তেকালের মাধ্যমে) জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা জেঁকে বসবে, মদ পান করা হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।

٨١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لاَيُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، اَن يَّقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرُ الزِّنَاء ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتّٰى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاةً اَلْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

৮১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস বলবো যা আমার পরে কেউ তোমাদেরকে বলবে না। (সেটা এই যে) আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞান কমে যাওয়া, মূর্খতা ও ব্যভিচার চালু হওয়া, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের মর্যাদা।

٨٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتّٰى اِنِّى لاَرَى الرِّىَّ يَخْرُجُ فِى اَظْفَارِىْ، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ

৮২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি—আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় (স্বপ্নে) আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেয়া হলো। আমি তা পান করলাম। এমনকি আমার নখের ভেতর থেকে তৃপ্তি বের হতে দেখলাম। তারপর আমি আমার বাকী দুধটুকু উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এ স্বপ্নের কি অর্থ করেছেন ? তিনি বললেন, 'জ্ঞান'।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জানোয়ারের পিঠে অথবা অন্য কিছুর ওপর চড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফতওয়া দান করা।

٨٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ الاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জে মিনাতে লোকদের সামনে দাঁড়ালেন। তারা তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, আমি না জেনে কুরবানী করার আগেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেন, (এখন) যবেহ করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর অপর একজন এসে বললো, 'আমি না জেনে কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করেছি।' তিনি বললেন, এখন নিক্ষেপ

করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর (ঐদিন) কোনো কাজ আগে বা পরে করার ব্যাপারে যে কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (এখন) করো, কোনো ক্ষতি নেই।[৫]

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মাথা ও হাতের সাহায্যে ইংগিত করে ফতওয়া দান।

٨٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ فَاَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَاَوْمَاءَ بِيَدِهِ وَلاَ حَرَجَ ٠

৮৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-কে তাঁর হজ্জের সময় একটি প্রশ্ন করা হলো। প্রশ্নকারী বললো, 'আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বেই কুরবানী করেছি।' (এটা ঠিক হয়েছে কিনা ?) রসূলুল্লাহ স. তাঁর হাতের সাহায্যে ইংগিত করে বললেন, 'কোনো ক্ষতি নেই।' (আর একজন) প্রশ্নকারী বললো, 'আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি।' (এটা ঠিক হয়েছে কিনা ?) রসূলুল্লাহ স. তাঁর হাতের সাহায্যে ইংগিত করে বললেন, 'কোনো ক্ষতি নেই।'

٨٥.عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهلُ وَالْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْهَرْجُ ، فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَاَنَّهُ يُرِيْدُ الْقَتْلَ۔

৮৫. সালেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-এর কাছে নবী স. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফেতনা দেখা দেবে এবং 'হরজ' বেশী হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে রসূলুল্লাহ! 'হরজ' কি ?' তিনি হাত দিয়ে (ইংগিতে) বললেন, 'এরূপ'। তিনি নিজের হাত এমনভাবে চালালেন যেন তিনি হত্যা বুঝাতে চাচ্ছিলেন।

٨٦.عَنْ اَسْمَاءَ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَاشَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ قُلْتُ اٰيَةٌ۔ فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتّٰى عَلاَنِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلٰى رَأْسِيْ الْمَاءَ فَحَمِدَ اللّٰهَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُن أُرِيْتُهُ اِلاَّ رَأَيْتُهُ فِيْ مَقَامِي هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَأُوْحِيَ اِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيْبَ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤْقِنُ لاَ أَدْرِيْ اَيَّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ

৫. হানাফী মতে এ ধরনের কাজে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। 'ক্ষতি নেই' অর্থ 'গুনাহ নেই'।

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاَثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِىْ أَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

৮৬. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা রা.-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকদের কি হয়েছে?' তিনি আকাশের দিকে ইংগিত করলেন। (উদ্দেশ্য সূর্যগ্রহণ হচ্ছে দেখ) দেখলাম লোকেরা তখন দাঁড়িয়ে (সূর্যগ্রহণের) নামায পড়ছে! তিনি [আয়েশা রা. বললেন, 'সুবহানাল্লাহ'।] আমি বললাম, 'এটা কি কোনো (শাস্তির) আলামত?' 'তিনি মাথা নেড়ে ইংগিত করলেন। অর্থাৎ 'হ্যাঁ'। আমি (নামাযে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন কি (অত্যধিক গরমের মধ্যে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে) আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলাম। তাই মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। (নামায শেষে) নবী স. আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ আমাকে যা (পূর্বে) দেখান হয়নি তা এ জায়গায় দেখলাম। এমন কি জান্নাত এবং জাহান্নামও। এরপর আমার কাছে অহী এলো,—তোমাদেরকে কানা দাজ্জালের বিপদের অনুরূপ অথবা তার কাছাকাছি কোনো বিপদ দিয়ে কবরে পরীক্ষা করা হবে। আসমা থেকে হাদীসটির বর্ণনাকারিণী ফাতেমা ('অথবা' বলে সন্দেহ প্রকাশ করে) বলেছেন, কোন্ কথাটা তিনি বলেছিলেন অনুরূপ না কাছাকাছি তা আমি জানি না। বলা হবে, তুমি এ লোকটি [অর্থাৎ মুহাম্মাদ স.] সম্পর্কে কি জান? তখন মুমিন বা নিশ্চিত বিশ্বাসী ব্যক্তি বলবে, ইনি মুহাম্মাদ স., ইনি আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ ও সঠিক পথনির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। আর আমরা তাঁকে মেনে নিয়েছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। ইনি মুহাম্মাদ, ইনি মুহাম্মাদ, ইনি মুহাম্মাদ।" তখন তাকে বলা হবে, "আরামে ঘুমাও ; আমরা পূর্বেই জানতাম, তুমি এতে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে।" আর মুনাফিক বা সন্দেহপরায়ণ লোক বলবে, "আমি জানি না; লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।"

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের দূতকে ঈমান ও জ্ঞান সংরক্ষণ করার এবং তাদের অন্যান্য লোকদেরকে খবর দেয়ার জন্য নবী স.-এর উৎসাহ প্রদান। মালেক ইবনে হুয়ায়রিস বলেন, নবী স. আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দাও।

٨٧. عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَنِ الْوَفْدُ اَوْ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى، قَالُوْا اِنَّا نَأْتِيْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلاَنَسْتَطِيْعُ اَنْ نَأْتِيَكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ

اَرْبَعٍ ، اَمَرَهُمْ بِالْاِيمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ، قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ، قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيْرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ احْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْهُ مَنْ وَّرَاءَ كُمْ .

৮৭. আবু জামরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছিলাম। তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের দূত নবী স.-এর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ দূত বা এ কোন্ গোত্রের লোক ? তারা বললো, 'রবীআ'। তিনি বললেন, শুভাগমন হোক এ গোত্রের দূতের যারা (যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নয়, বরং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করায়) লাঞ্ছিত নয়, অনুতপ্তও নয়।" তারা বললো, আমরা দূর থেকে সফর করে আপনার কাছে আসি। আর আমাদের ও আপনার মাঝপথে রয়েছে এ কাফের গোত্র মুদার। আর আমরা আপনার কাছে পবিত্র মাস ছাড়া (অন্য সময়) আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে এমন কাজের হুকুম দেন, যা আমাদের অন্যান্য লোকদেরকে জানাতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো। তিনি তাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিলেন এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার হুকুম দিয়ে বললেন, তোমরা কি জান একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানটা কী ? তারা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল। আর যথারীতি নামায আদায় করা, যাকাত দেয়া এবং রমানের রোযা রাখার (হুকুম দিলেন)। এছাড়া গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী) এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তিনি লাউয়ের শুকনা খোল, সবুজ কলসী ও আলকাতরা মাখান বাসন (ব্যবহার করতে) নিষেধ করলেন।

বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, (বর্ণনাকারী) আবু জামরা কখনও কাষ্ঠপাত্রের কথা বলেছেন আবার কখনও 'মুযাফ্‌ফাত' শব্দের স্থলে 'মুকাইয়ার' শব্দ বলেছেন।

রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা এ বাণী সংরক্ষণ কর এবং তোমাদের অন্যান্য লোকদেরকে জানিয়ে দাও।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো বিশেষ ব্যাপারে (জানবার জন্য) সফর করা।

٨٨.عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِبْنَةً لِاَبِىْ اِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَاَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِىْ تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اَنَّكِ اَرْضَعْتِنِىْ وَلاَ اَخْبَرْتِنِىْ فَرَكِبَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

৮৮. উকবা ইবনে হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। জনৈক মহিলা তার কাছে এসে বললো, আমি উকবাকে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে দুধ খাইয়েছি। উকবা তাকে বললেন, আমি তো জানি না যে, তুমি আমাকে দুধ খাইয়েছ এবং তুমিও তা আমাকে জানাওনি। তখন তিনি উট চড়ে মদীনায় গিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, একথা যখন বলাই হয়েছে, তখন কি করে (তাকে রাখবে ?) উকবা তখন স্ত্রীকে পৃথক করে দিলেন। আর সে অপর এক ব্যক্তিকে বিয়ে করলো।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পালাক্রমে জ্ঞান অর্জন করা।

٨٩.عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِّيْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْاَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا فَقَالَ اَثَمَّ هُوَ ؟ فَفَزِعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لاَ أَدْرِي ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

৮৯. উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসার প্রতিবেশী বনু উমাইয়া ইবনে যাইদের পল্লীতে বাস করতাম। উক্ত পল্লী ছিল মদীনার আওয়ালী অঞ্চলে। আমরা পালাক্রমে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসতাম। একদিন সে আসত, একদিন আমি আসতাম। যে দিন আমি আসতাম সেদিনের অহী ইত্যাদির খবর আমি তাকে দিতাম। আর যেদিন সে আসতো, সেও ঐরূপ করতো। একবার আমার আনসার বন্ধু তার পালার দিন এসে আমার দরজায় জোরে ঘা দিল আর (আমার নাম নিয়ে) বললো, তিনি কি ওখানে আছেন ? আমি ভয় পেয়ে তার সামনে বেরিয়ে এলাম। সে বললো, বিরাট ব্যাপার ঘটে গেছে। [রসূলুল্লাহ স. তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।] আমি তখন হাফসার কাছে গিয়ে দেখলাম সে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ স. কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন ? সে বললো, আমি জানি না। তারপর আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন, 'না'। তখন আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার'।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আপত্তিকর কোনো কিছু দেখলে উপদেশ ও শিক্ষাদানের সময় রাগান্বিত হওয়া।

٩٠. عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ اَلْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ أَكَادُ اُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْ

يَوْمَئِذٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مُنَفِّرُوْنَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ ٠

৯০. আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, 'হে আল্লাহর রসূল ! অমুক লোক আমাদের (ইমামতি করতে গিয়ে) নামায দীর্ঘ করায় আমি (বিরক্ত হয়ে দেরী করে জামাআতে যোগদান করি বলে) নামায পাই না।' এতে নবী স.-কে উপদেশ দানকালে সেদিনের চেয়ে বেশী রাগান্বিত হতে আমি আর দেখিনি। তিনি বললেন ঃ 'হে লোকেরা ! তোমরা (নামাযের জামাআতে যোগদান করার ব্যাপারে) বিরক্তি সৃষ্টি করে থাক। যে ব্যক্তিই লোকদের নামাযে ইমামতি করবে সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও প্রয়োজনশীল লোক আছে।'

٩١. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ وِكَاءَهَا اَوْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْنَتَاهُ اَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ ٠

৯১. যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ তার রশির পরিচয় ঘোষণা করো (বর্ণনাকারী বলেন,) অথবা তিনি রশির স্থলে পাত্রের কথা বলেছেন। তারপর একবছর পর্যন্ত তার পরিচয় ঘোষণা করতে থাক। এরপর (তুমি যদি অভাবগ্রস্ত হও তবে) তা ভোগ কর। (অভাবী না হলে দান করে দাও।) তবে যদি তার মালিক এসে পড়ে তাহলে তাকে তা দিয়ে দাও। সে বললো, হারানো উটের ব্যাপারে কি করতে হবে ? এ প্রশ্নে তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর গাল দু'খানা লাল হয়ে গেল। (বর্ণনাকারী বলেন,) অথবা তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ 'তোমার কি হয়েছে ? আরে তার তো (পেটের ভেতর) পানির থলে আছে এবং পায়ের আবরণী আছে। সে পানি পান করতে থাকবে এবং গাছ খেতে থাকবে। কাজেই তাকে ছেড়ে দাও, এ সময়ের মধ্যে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। সে বললো, হারানো ছাগলের ব্যাপারে কি করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ সেটা (তুমি নিলে) তোমার হবে অথবা তোমার (মালিক ভাই কিংবা অন্য) ভাই-এর হবে ; অথবা (কেউ না নিলে) তা বাঘের পেটে যাবে।

٩٢.عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا اُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِىْ عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأٰى عُمَرُ مَا فِىْ وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ٠

৯২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স.-কে তাঁর অপসন্দনীয় কতিপয় বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। যখন তাঁকে বেশী বেশী প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে সব লোকদেরকে বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞেস করো। এতে একজন লোক বললো, আমার পিতা কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা হচ্ছে হুযাফা। অন্য আর একজন দাঁড়িয়ে বললো, হে রসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতা কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা হচ্ছে শায়বার দাস সালেম। উমর তাঁর চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা (অশালীন প্রশ্ন থেকে) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।'

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুহাদ্দিসের কাছে জানু পেতে বসা।

৯৩. عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ فَقَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَكْثَرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِىْ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، فَسَكَتَ .

৯৩. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইবনে মালেক আমাকে খবর দিলেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ্ স. (বাড়ী থেকে) বের হলেন। (এমন সময়) আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে' ? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। এরপর বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'আমাকে প্রশ্ন করো, আমাকে প্রশ্ন করো'। তখন উমর জানু পেতে বসে বললেন, আমরা আল্লাহকে 'রব' হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছি। অতপর তিনি চুপ করলেন।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ বুঝবার জন্য কথা তিনবার বলা। এ ব্যাপারে নবী স. বলেছেন ঃ জেনে রাখ, আর (কবীরা গুনাহ) হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। একথা তিনি বার বার বলতে লাগলেন।

ইবনে উমর রা. বলেছেন, নবী স. (বিদায় হজ্জে) তিনবার বলেন ঃ 'আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি ?'

৯৪. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلٰثًا ـ

৯৪. আনাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি [নবী স.] যখন কোনো কথা বলতেন, তা বুঝাবার জন্য তিনবার বলতেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন, তাদেরকে সালাম দিতেন। (জবাব না পেলে দ্বিতীয়বার) সালাম দিতেন। এভাবে তিনবার করতেন।

৯৫. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَاَدْرَكْنَا وَقَدْ اَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا.

৯৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ স. আমাদের কোনো এক সফরে পিছনে রয়ে গেলেন। তিনি পরে এসে আমাদেরকে ধরলেন। আমরা আসরের নামায পিছিয়ে দিয়েছিলাম এবং অযু করতে গিয়ে পা মাসেহ্ করছিলাম। তখন তিনি উচ্চৈস্বরে বললেন, পায়ের গোড়ালীর জন্য আগুনের শাস্তি হোক। একথাটা তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেন।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান করা।

٩٦.اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ اَمَةٌ يَطَاءُ هَا فَأَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ اَعْطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْئٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيْمَا دُوْنَهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ

৯৬. আবু বুরদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তিন প্রকার লোকের জন্য দুটি করে পুরস্কার রাখা হয়েছে। (১) আহলে কিতাবের (যারা তাদের নবী ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখে) যে ব্যক্তি তার নবীর প্রতি ও মুহাম্মাদের প্রতি বিশ্বাস রাখে। (২) যে অধীনস্থ দাস আল্লাহ্ ও তার প্রভুর হক আদায় করে। (৩) আর যে ব্যক্তি তার কৃতদাসীর সাথে যৌন মিলন করে, তাকে সুন্দরভাবে সৎগুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তোলে এবং সুন্দরভাবে তাকে সুশিক্ষা দান করে ; তারপর তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য দুটি করে পুরস্কার রয়েছে। তারপর (বর্ণনাকারী) আমের বলেন, 'আমি কোনো কিছু বিনিময় না নিয়ে তোমাকে তা দিয়েছি।'

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কর্তৃক মহিলাদেরকে উপদেশ ও শিক্ষাদান।

٩٧.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَالَ عَطَاءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتِمَ وَبِلاَلٌ يَاْخُذُ فِيْ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ اِسْمعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৯৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে সাক্ষী রেখে বলছি; অথবা বর্ণনাকারী আতা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী স. বেলালকে সাথে নিয়ে বের হলেন। তিনি ভাবলেন যে, মহিলাদেরকে তিনি তার বাণী শুনাননি। তাই তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং সদকা করতে হুকুম দিলেন। মহিলাগণ এতে তাদের কানের অলংকার ও হাতের আংটি খুলে ফেলতে লাগল, আর বেলাল সেগুলো তার কাপড়ের অগ্রভাগে নিতে লাগলেন।

বর্ণনাকারী ইসমাঈল আইউব থেকে এবং আইউব আতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন ঃ আমি নবী স.-কে সাক্ষী রেখে বলছি।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ হাদীসের প্রতি লোভ।

٩٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَنْ لاَيَسْأَلُنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ .

৯৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বলা হলো, হে রসূলুল্লাহ ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআত পাওয়ার ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান ? রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা! আমি মনে করি, তোমার পূর্বে আর কেউ আমাকে এ ব্যাপারে কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীসের প্রতি তোমার লোভ রয়েছে। আমার শাফায়াত লাভের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান যে তার অন্তর অথবা মন থেকে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ দীনি জ্ঞান কিভাবে উঠিয়ে দেয়া হবে।

আবু বকর ইবনে হাযম এর কাছে উমর ইবনে আবদুল আযীয লিখেন ঃ রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসগুলো লক্ষ্য করে লিখে ফেল। কারণ আমি দীনি জ্ঞান প্রকাশিত না হওয়া এবং দুনিয়া থেকে দীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিদায় নেয়ার ভয় করি। আর শুধু নবী স.-এর হাদীস গ্রহণ করা হবে। তারা যেন জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে এবং (জ্ঞান চর্চার) বৈঠক করে। এর ফলে যে জানে না তাকে যেন শিক্ষা দেয়া হয়। কেননা জ্ঞান গোপন না থাকলে নষ্ট হয় না। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকেও উল্লেখিত উমর ইবনে আবদুল আযীযের হাদীসটি জ্ঞানীজনদের বিদায় নেয়ার কথা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

٩٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِعِلْمٍ فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا.

৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে দীনি জ্ঞান নিয়ে নেন না, কিন্তু দীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের ইন্তেকালের মাধ্যমে জ্ঞান নিয়ে নেন। এমন কি যখন একজন জ্ঞানী লোকও থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে (নিজেদের) নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর তাদেরকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করা হলে তারা না জানা সত্ত্বেও রায় দিয়ে দেয়। এতে তারা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে।

জারীরও অনুরূপ একটি হাদীস হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জ্ঞান লাভের জন্য পৃথকভাবে কোনো একদিন ধার্য করা যাবে কিনা।

١٠٠.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِىِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَ هُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَامِنْكُنَّ اِمْرَاَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا اِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ .

১০০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মহিলাগণ নবী স.-কে বললো, (আপনার কাছে সুবিধা আদায় করার ব্যাপারে) পুরুষেরা আমাদেরকে পরাজিত করে রেখেছে। কাজেই আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদেরকে একটি দিনের ওয়াদা করেন। সেই দিনে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে উপদেশ ও আদেশ দিতেন। (একবার) তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের যে কোনো মহিলার তিনটি সন্তান হলে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে (বাঁচবার) পর্দা স্বরূপ হবে।" এতে একজন মহিলা বললো, 'যদি দুটি সন্তান হয় ? রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ "দুটি হলেও।"

আবু হুরাইরা রা. বলেন ঃ (উল্লেখিত হাদীসে যে তিনটি সন্তানের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে) এমন তিনটি—যারা গুনাহ করার বয়স প্রাপ্ত হয়নি (অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা গিয়েছে।)

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো কিছু শুনে না বুঝলে তা বার বার আলোচনা করে জেনে নেয়া।

١٠١. اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ لاَتَسْمَعُ شَيْئًا لاَتَعْرِفُهُ اِلاَّ رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتّٰى تَعْرِفَهُ، وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَن حُوْسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَوَ لَيْس يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا، قَالَتْ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ .

১০১. (ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন ঃ) নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. কোনো অজানা বিষয় শুনে তা (ভাল করে) না জানা পর্যন্ত বার বার সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন। (একবার) নবী স. বললেন ঃ "যে ব্যক্তির কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।" আয়েশা রা. বললেন ঃ "আমি (একথা শুনে) বললাম, মহামহিম আল্লাহ কি একথা বলেননি যে—তার কাছ থেকে সহজ হিসেব নেয়া হবে।" তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'সেটা হচ্ছে (গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য তার হিসেব) প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসেব পুংখানুপুংখরূপে কঠোরভাবে ধরা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে জ্ঞানের কথা পৌছিয়ে দেয়। ইবনে আব্বাস রা. একথা নবী স. থেকে (শুনে) বলেছেন।

١٠٢. عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلَى مَكَّةَ اِيْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ، وَوَعَاهُ قَلْبِى، وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ، حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدُ بِهَا شَجَرَةً، فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِيْلَ لاَبِىْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو، قَالَ اَنَا اَعْلَمُ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ لاَ تُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ ٠

১০২. আবু শুরাইহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে সাঈদকে বলেন, তিনি তখন (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে লড়াই করার জন্য) মক্কায় সৈন্য পাঠাচ্ছিলেন—হে আমীর ! আমাকে অনুমতি দিলে আমি আপনাকে এমন একটি কথা বলবো যা রসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়ের দিন সকালে বলেছিলেন। আমার দুটি কান তা শুনেছে, আমার হৃদয় সেটাকে সুসংরক্ষিত করেছে এবং যখন তিনি সে কথা বলছিলেন তখন আমার চোখ দুটি সে দৃশ্য দেখেছে। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি করার পর বললেন ঃ আল্লাহই মক্কাকে নিষিদ্ধ এলাকা করে সম্মান দান করেছেন—মানুষ নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে কোনো রক্তপাত করা এবং কোনো গাছ কাটা বৈধ নয়। যদি কেউ আল্লাহর রসূল সেখানে লড়াই করেছেন বলে এর অনুমতি দেয়, তবে বলে দাও যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে নয়। আর আল্লাহ্‌ আমাকে সেখানে দিনের এক ঘণ্টাকাল লড়াই করার অনুমতি দিয়েছেন। তারপর মক্কার নিষিদ্ধ এলাকা হওয়ার সম্মান গতকালের মত আজ আবার ফিরে এসেছে। আর উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে কথাগুলো যেন পৌছিয়ে দেয়।

আবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, 'আমর কি বলেছেন' ? তিনি বললেন, আমর বলেছেন, "হে আবু শুরাইহ ! আমি তোমার চেয়ে বেশী জানি। হেরেম কোনো পাপী এবং হত্যা ও চুরি করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না।"

١٠٣. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسَبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلاَ

لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُوْلُ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ ذٰلِكَ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ ۔

১০৩. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল"।—মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বলেন, আমি ধারণা করি যে তিনি বলেছেন ঃ "এবং তোমাদের বংশ তোমাদের এ শহরে তোমাদের এ দিনের মত মর্যাদাপূর্ণ। ওহে! তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে কথাগুলো পৌছিয়ে দাও।" আর মুহাম্মাদ বলতেন, রসূলুল্লাহ স. সত্য বলেছেন। তাঁর কথা ছিল— "ওহে আমি কি (সত্য) পৌছিয়ে দিয়েছি ?" (একথা তিনি দু'বার বলেছেন)।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নবী স.-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করবে সে গুনাহগার হবে।

١٠٤. رِبْعِيْ بْنِ حِرَاشٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ ۔

১০৪. রিবঈ ইবনে হারাশ বলতেন যে, তিনি আলী রা.-কে বলতে শুনেছেন, নবী স. বলেছেন ঃ তোমরা আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করো না। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তাকে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করতে হবে।

١٠٥. عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ اِنِّيْ لاَاَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ قَالَ اَمَا اِنِّي لَمْ اُفَارِقْهُ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ۔

১০৫. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বলেন ঃ আমি যুবায়েরকে বললাম, অমুক অমুক লোক যেমন হাদীস বর্ণনা করে, তোমাকে তো আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে তেমন হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন, দেখ, আমি তাঁর (সংসর্গ) থেকে পৃথক হইনি। (কাজেই হাদীস তো আমি জানি) কিন্তু তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তাকে তার আসন আগুনের বানাতে হবে।"

١٠٦. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَنَسٌ اِنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

১০৬. আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত। আনাস রা. বলেছেন, আমাকে তোমাদের কাছে বেশী হাদীস বর্ণনা করতে বাধা দেয় নবী স.-এর একটি বাণী ঃ "যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে।"

١٠٧. عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُلْ عَلَيَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ۔

১০৭. আকওয়ার পুত্র সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ "আমি যা বলিনি তা আমার ওপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে সে যেন আগুনের আসন ঠিক করে নেয়।"

١٠٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِىْ ، وَمَنْ رَاٰنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَتِىْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

১০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াত (আবুল কাসেম) অনুযায়ী তোমাদের কুনিয়াত রেখ না। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে অবশ্যি আমাকেই দেখেছে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের কথা লিখে রাখা।

١٠٩. عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

১০৯. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আলী রা.-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি (বিশেষ) কোনো কিছু লিখিত আছে ? তিনি বললেন, না—তবে আল্লাহর কিতাব অথবা মুসলিম ব্যক্তিকে দেয়া জ্ঞান অথবা এ পুস্তিকার মধ্যে যা কিছু আছে। তিনি (আবু জুহাইফা) বললেন ঃ আমি বললাম, এ পুস্তিকায় কি আছে ? তিনি [আলী রা.] বললেন, হত্যার ক্ষতিপূরণ (দীয়াত) ও বন্দী মুক্তি সম্পর্কীয় বিষয়, আর (একথা যে) কোনো মুসলিমকে (দারুল হরবের) কোনো কাফেরের হত্যার বদলে হত্যা করা হবে না।

١١٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوْا رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيْلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوْهُ فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاجْعَلُوْهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْقَتْلَ اَوِ الْفِيْلَ وَغَيْرُهُ يَقُوْلُ الْفِيْلَ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِىْ اَلاَ وَاِنَّهَا حَلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ اَلاَ وَاِنَّهَا سَاعَتِىْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَيُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلاَيُعْضَدُ

شَجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا الاَّ لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ امَّا اَنْ يُعْقَلَ، وَامَّا اَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ أَكْتُبْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لاَبِيْ فُلاَنٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ الاَّ الاْذْخِرَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانَّا نَجْعَلُهُ فِيْ بُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الاَّ الاْذْخِرَ الاَّ الاْذْخِرَ.

১১০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। বনী লাইস গোত্র খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করায় তারা (খুযাআ) তাদের (বনু লাইস) একজনকে মক্কা বিজয়ের বছরে হত্যা করলো। এ খবর নবী স. পেয়ে তার বাহনে চড়ে বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি বলেন, "আল্লাহ্ মক্কা (হারাম শরীফ) থেকে হত্যা অথবা হাতী রোধ করেছেন।"

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেন ঃ আবু নাঈম (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) বলেছেন যে, বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া সন্দেহ করে বলেন, হত্যা অথবা হাতী তিনি ছাড়া অন্য সব বর্ণনাকারী 'হাতী' বলেন, 'হত্যা' বলেন না।

কিন্তু মক্কাবাসীদের ওপর রসূলুল্লাহ্ স.-কে ও মুমিনদেরকে জয়ী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারও জন্য মক্কা (শহরে যুদ্ধ) বৈধ ছিল না। আর আমার পরেও কারও জন্য বৈধ হবে না। শোন, আমার জন্য ওটা একদিনের এক ঘণ্টাকাল বৈধ করা হয়েছিল। শোন, ওটা এ সময় অবৈধ—তথাকার কাঁটা ছাটা হবে না এবং গাছও কাটা হবে না। আর সেখানে পতিত বস্তু ঘোষণাকারী ছাড়া কারও পক্ষে কুড়ান হবে না। আর যদি কেউ নিহত হয়, তার সম্পর্কে দুই-এর কোনো একটা ব্যবস্থা করা হবে। হয় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্তপণ দেয়া হবে অথবা তাদেরকে কিসাসের (হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড) অধিকার দেয়া হবে। তখন ইয়ামনবাসী এক ব্যক্তি এসে বললো, হে রসূলুল্লাহ্ ! আমাকে একথা লিখে দিন। তিনি [রসূলুল্লাহ্ স.] বললেন, তোমরা অমুকের বাপকে লিখে দাও। এরপর কুরাইশদের একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল স. ! ইযখির (ঘাস) বাদে। কারণ আমরা ওটা আমাদের ঘরে ও কবরে লাগাই। নবী স. বললেন, (আচ্ছা) ইযখির বাদে। (অর্থাৎ ইযখির ঘাস কাটা যাবে)।.

١١١.اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَحَدٌ اَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّيْ الاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَانَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ اَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ·

১১১. আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী স.-এর সংগীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. ছাড়া অন্য কেউ তাঁর থেকে আমার চেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনাকারী নেই। কেননা তিনি (আবদুল্লাহ্) লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না।

সনদে উল্লেখিত বর্ণনাকারী ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ এর ন্যায় মা'মারও হাম্মাম থেকে আবু হুরাইরা রা-এর বরাত দিয়ে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ ائْتُونِي بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللّٰهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوْا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قُوْمُوْا عَنِّيْ وَلاَ يَنْبَغِيْ عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ ٠

১১২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স.-এর রোগ যখন কঠিন হয়ে পড়লো তিনি বললেন ঃ আমাকে লিখবার উপকরণ এনে দাও, আমি তোমাদের জন্য এমন এক লিপি লিখে দেই যার পরে তোমরা পথ হারাবে না। তখন উমর রা. বললেন, নবী স.-এর রোগ প্রবল হয়েছে। আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাবই রয়েছে। সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হলো এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া করা উচিত নয়।

ইবনে আব্বাস রা. তখন বলতে বলতে বের হলেন, আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাবের মাঝে উদ্ভূত পরিস্থিতি একটা বিপদই বিপদ।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে জ্ঞান চর্চা করা এবং উপদেশ দান করা।

١١٣. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ اَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ٠

১১৩. উম্মে সালামা রা. বলেন, এক রাতে নবী স. ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ (মহিমাময় আল্লাহ)! কত না গোলযোগ এ রাতে নাযিল করা হলো, আর কত ভাণ্ডারই না খোলা হলো। ঘরের মহিলাদেরকে জাগিয়ে দাও। কেননা দুনিয়াতে পোশাক পরিহিতা বহু নারী আখেরাতে উলঙ্গিণী হবে।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে জ্ঞানের কথা বলা।

١١٤.اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ فِيْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَيَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ٠

১১৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নবী স. তাঁর শেষ জীবনে একবার আমাদের এশার নামায পড়ালেন। সালাম ফিরায়ে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ দেখো ! বর্তমানে যারা দুনিয়ায় আছে, তোমাদের এ রাত থেকে একশ বছরের মাথায়, তাদের কেউ বেঁচে থাকবে না।'

١١٥.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِى بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا فِىْ لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيِّمُ اَوْ كَلِمَةً تَشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ .

১১৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি আমার খালা নবী স.-এর স্ত্রী মাইমুনা বিনতে হারিসের ঘরে শুয়ে ছিলাম। আর নবী স. ঐ রাতে তাঁর কাছে ছিলেন। নবী স. এশার নামায পড়ে তাঁর ঘরে গেলেন এবং সেখানে চার রাকআত নামায পড়লেন। তারপর তিনি ঘুমালেন। এরপর তিনি উঠে বললেন, 'বাচ্চাটা (বা ঐরূপ কোনো শব্দ) ঘুমিয়ে পড়েছে'। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানদিকে সরিয়ে এনে পাঁচ রাকআত নামায পড়লেন। তারপর দুই রাকআত পড়লেন। তারপর তিনি ঘুমালেন। এমনকি আমি তাঁর সামান্য নাক ডাকা শুনলাম। তারপর তিনি (ফজরের) নামায পড়তে বের হয়ে গেলেন।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞান সংরক্ষণ করা।

١١٦.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ : أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلَوْلاَ اٰيَتَانِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيْثًا ثُمَّ يَتْلُوْ اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى اِلٰى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ (البقرة : ١٥٩-١٦٠) اِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَاِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِىْ اَمْوَالِهِمْ وَاِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَالاَ يَحْضُرُوْنَ وَيَحْفَظُ مَالاَ يَحْفَظُوْنَ .

১১৬. আবু হুরাইরা রা. বলেছেন ঃ লোকে বলে; আবু হুরাইরা বহু হাদীস বর্ণনা করে। যদি আল্লাহর কুরআনে দুটি আয়াত না থাকতো তবে আমি একটা হাদীসও বর্ণনা করতাম না। তারপর তিনি পড়েন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُوْلٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ - اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُوْلٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"আমি যেসব সুস্পষ্ট যুক্তি ও পথনির্দেশ নাযিল করেছি সে সবগুলো কিতাবে (কুরআনে) লোকের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করার পরেও যারা সেগুলো গোপন রাখে, তাদেরকেই আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন এবং অভিসম্পাতদানকারীগণ অভিসম্পাত দেয়। কিন্তু যারা তাওবা করে, আত্মসংশোধন করে এবং (সব কথা) প্রকাশ করে দেয় আমি তাদের (ক্ষমার) উদ্দেশ্যে ফিরে আসি। আর আমি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।" আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে বেচা-কেনায় মগ্ন থাকতেন, আর আনসার ভাইয়েরা তাদের আর্থিক কাজ-কারবারে মশগুল থাকতেন। কিন্তু আবু হুরাইরা পেট ভরলেই সবসময় রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে থাকতো। যে ব্যাপারে অপর লোকেরা হাযির থাকতো না, সে তাতে হাজির থাকতো এবং অন্যরা যা মুখস্ত করতো না সে তা মুখস্ত করতো।

١١٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّىْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاءُ قَالَ : اُبْسُطْ رِدَائَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ : فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ضُمَّ فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

১১৭. আবু হুরাইরা রা. বলেছেন ঃ আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই'। তিনি বললেন, 'তোমার চাদর মেলে ধর'। আমি তা মেলে ধরলাম। তারপর তিনি দু' হাত দিয়ে অঞ্জলী করে (চাদরের মধ্যে) ঢাললেন। এরপর তিনি বললেন, 'ওটাকে (বুকে) লাগাও'। আমি তা লাগালাম। এরপর থেকে আমি আর কিছুই ভুলিনি।

ইমাম বুখারী তাঁর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে মুনযিরের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, ইবনে আবু ফুদাইক এ হাদীসটিকে ইবনে আবী যিব থেকে বর্ণনা করে فغرف بيديه এর فغرف بيده فيه বলেছেন।

١١٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وِعَائَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُلْعُوْمُ مَجْرَى الطَّعَامِ.

১১৮. আবু হুরাইরা রা. বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ স. থেকে দু'পাত্র জ্ঞান স্মরণ রেখেছি। তার একটি আমি প্রকাশ করেছি, আর অপর পাত্রের কথা এমন যে, যদি আমি তা প্রকাশ করি তবে এই গলা কাটা যাবে।

ইমাম বুখারী র. বলেন ঃ মূল হাদীসের بلعوم শব্দের অর্থ 'খাদ্য নালী'।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানীগণের জন্য লোকদেরকে চুপ করানো।

١١٩.عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

১১৯. জারীর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তাকে বিদায় হজ্জে বললেন, 'লোকদেরকে চুপ করাও'। তারপর তিনি বললেন, 'আমার পরে তোমরা একে অপরের গলা কাটা-কাটি করে আবার কাফের হয়ে যেও না'।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো আলেমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কে বেশী জ্ঞান রাখে ? তবে জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়া তার জন্য উত্তম।

١٢٠.عَنْ سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفَا الْبَكَالِىَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى لَيْس بِمُوْسٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ اِنَّمَا هُوَ مُوْسٰى اٰخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَامَ مُوْسَى النَّبِىُّ خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : اَنَا اَعْلَمُ فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يُرِدِ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلَيْهِ اِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ : قَالَ، يَارَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ احْمِلْ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ فَاِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ وَحَمَلاَ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ حَتّٰى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا فَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوْتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوْسٰى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ لِمُوْسٰى لِفَتٰهُ أٰتِنا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسٰى مَسًا مِنَ النَّصَبِ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِى اُمِرَبِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ : اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ، قَالَ مُوْسٰى: ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى أٰثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ اِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ، اَوْ قَالَ : تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ: وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ اَنَا مُوسٰى ؟ فَقَالَ مُوسٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ، قَالَ هَل اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِىْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ: اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا، يَا مُوْسٰى! اِنِّى عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ، لاَ تَعْلَمُهُ اَنْتَ وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لاَ اَعْلَمُهُ قَالَ : سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمْ اَن

يَحْمِلُوْهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوْسٰى مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلاَّ كَنَقْرَةِ هٰذِهِ الْعُصْفُوْرِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ اِلٰى لَوْحٍ مِنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوْسٰى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا قَالَ فَكَانَتِ الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا ، فَانْطَلَقَا فَاِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسٍ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهٰذَا أَوْكَدُ ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ نِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَاَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى لَوْشِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا.

১২০. সাঈদ ইবনে যুবাইর রা. বলেছেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে বললাম, নউফ আল বাকালী মনে করে যে, [খিযির আ.-এর এ কাহিনীতে বর্ণিত] মূসা বনী ইসরাঈলের কথিত মূসা নয়, সে অন্য মূসা। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনে কাআব আমার কাছে নবী স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [নবী স.] বলেন ঃ মূসা আ. বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী ?' তিনি বললেন, আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। এতে আল্লাহ্ তাঁকে তিরস্কার করলেন। কারণ তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেননি, তারপর আল্লাহ্ তাঁকে ওহী যোগে জানালেন, সাগরের সংগমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, তিনি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। মূসা আ. বললেন, প্রভু আমার ! আমি কিভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে পারি ? তখন তাঁকে বলা হলো, একটি থলীতে একটি মাছ রাখ। যেখানে তুমি ঐ মাছ হারাবে সেখানেই সে থাকবে। তারপর তিনি তাঁর সাথী ইউশা ইবনে নূনকে সাথে নিয়ে চললেন। আর থলেতে একটি মাছ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে বড় পাথরের চটানে পৌঁছলেন এবং সেখানে মাথা রেখে ঘুমালেন। মাছটি থলি থেকে বের হয়ে সাগরে সুড়ঙ্গ করে সোজা পথ ধরলো। মূসা আ. ও তাঁর সাথীর জন্য এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিল। তারপর তাঁরা বাকী দিন ও রাতভর চললেন। পরের দিন ভোরে মূসা আ. তাঁর সাথীকে বললেন, নাশতা আনতো ; আমাদের এ সফরে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মূসা আ.-কে যে

স্থানের কথা বলা হয়েছিল সেই স্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি। তাঁর সাথী তাঁকে বললো, দেখুন আমরা যখন পাথরের চটানে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি তখন মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মূসা আ. বললেন, ঐ স্থানই তো আমরা খোঁজ করছিলাম। তারপর তারা উভয়ে নিজের পদচিহ্ন ধরে ফিরে এলেন। যখন তাঁরা ঐ পাথরের চটানে পৌঁছলেন, দেখলেন এক ব্যক্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা আ. সালাম দিলেন। খিযির আ. বললেন, তোমার এদেশে সালাম কোথায় ? মূসা আ. বললেন, আমি মূসা। খিযির আ. বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি [মূসা আ.] বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছুটা আমাকে শিক্ষা দেবেন, এ উদ্দেশ্যে আমি কি আপনার অনুসরণ করবো ?' তিনি (খিযির) বললেন, 'তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা আমাকে আল্লাহ্ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আমি তার জ্ঞান রাখি। তুমি তা জান না। আর তোমাকে আল্লাহ্ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আমি তা জানি না। মূসা আ. বললেন, আল্লাহ্ চাহেতো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো ব্যাপারে আপনার অবাধ্য হবো না। তারপর তারা দু'জনে সাগরের পাড় দিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁদের কোনো নৌকা ছিল না। ঐ সময় তাদের কাছ দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাতে তাঁদেরকে তুলে নেয়ার জন্য নৌকার লোকদেরকে বললেন। খিযির আ. পরিচিত ছিলেন বলে তারা বিনা ভাড়ায় তাঁদেরকে তুলে নিল। তারপর একটা চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারায় বসলো এবং একবার কি দু'বার সাগরে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। তখন খিযির আ. বললেন, হে মূসা ! তোমার ও আমার জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় এ চড়ুই পাখীর ঠোঁটে সাগরের পানির চেয়েও কম। খিযির আ. নৌকাটির একখানা তক্তার দিকে গেলেন এবং তা টেনে খুলে ফেললেন। মূসা আ. বললেন, এরা বিনা পারিশ্রমিকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে এলো ; আর আপনি তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য তাদের নৌকা ছিদ্র করে দিলেন। তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না ? মূসা আ. বললেন, আমি ভুল করেছি বলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর আমার ব্যাপারে আপনি আমার প্রতি বেশী কঠোর হবেন না। মূসা আ.-এর প্রথম প্রতিবাদটা ভুলবশতঃ হয়েছিল। তারা আবার চললেন, দেখলেন একটি ছেলে অন্য ছেলেদের সাথে খেলা করছে। তখন খিযির আ. তার মাথার উপরের দিক নিজ হাতে ধরে তা (শরীর থেকে) ছিন্ন করে ফেললেন। এতে মূসা আ. বললেন, আপনি কোনো জীব হত্যার বিনিময় ছাড়া একটা নিরপরাধ জীবকে হত্যা করলেন ? তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকতে পারবে না ?'

ইবনে উয়াইনা বলেন ঃ খিযির আ.-এর একথার মধ্যে 'তোমাকে' শব্দ থাকায় এটা বেশী জোরাল হয়েছে।

তারা আবার চলতে চলতে এক গ্রামে পৌঁছলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খাদ্য চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, একটা দেয়াল খসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। খিযির আ. নিজ হাতে সেটাকে সোজাভাবে খাড়া করে দিলেন। মূসা আ. বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তো এর জন্য মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন, এবার আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ। নবী স. বললেন, "মূসাকে আল্লাহ্ রহম করুক। আমাদের কতই না ভাল লাগত যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন। আর আল্লাহ্ আমাদের কাছে তাঁদের দুজনের আরও ব্যাপার বর্ণনা করতেন।"

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বলেন ঃ এ হাদীসটি আমার কাছে আলী ইবনে খাশরাম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো আলেমকে বসা (অবস্থায়) কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করার বর্ণনা।

١٢١.عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْقِتَالُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ اَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ اِلَيْهِ رَاْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ اِلَيْهِ رَاْسَهُ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১২১. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর পথে লড়াইটা কি ? আমাদের কেউ তো রাগের বশবর্তী হয়ে লড়াই করে, আবার কেউ (নিজ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের) জিদ্ ধরে লড়াই করে।

রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ স. তার দিকে মাথা উত্তোলন করে তাকালেন। তিনি মাথা উত্তোলন করে তার দিকে তাকাতেন না যদি লোকটি দাঁড়ানো না থাকতো। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহর বাণী বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যে লড়াই করে তার লড়াই আল্লাহর পথে হয়।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে কংকর নিক্ষেপের সময় প্রশ্ন করা এবং ফতওয়া দান করা।

١٢٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْئَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ اٰخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ اَنْحَرْ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

১২২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী স.-কে হজ্জে কংকর নিক্ষেপের সময় দেখলাম তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কংকর নিক্ষেপ করো, কোনো ক্ষতি নেই। আর একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেন, কুরবানী করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর কোনো কাজ আগে বা পরে করার যে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, করো, কোনো ক্ষতি নেই।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, "তোমাদেরকে খুব কমই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

١٢٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ خَرْبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَسٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ

الرُّوْحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوْهُ لاَ يَجِيءُ فِيْهِ بِشَيءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ انَّهُ يُوْحى اِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً قَالَ الْاَعْمَشُ هِىَ كَذَا فِىْ قِرَئَتِنَا وَمَا اُوْتُوْا.

১২৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার মদীনার পতিত জায়গার মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে চলছিলাম। তিনি খেজুরের একটা ডালের উপর ভর দিয়ে চলতে চলতে কয়েকজন ইয়াহুদীর কাছ দিয়ে গেলেন। তারা একে অপরকে বললো, তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তাদের কেউ কেউ বললো, 'তাঁকে জিজ্ঞেস করো না'। যা তোমরা পসন্দ করো না—এমন কোনো কিছু হয়ত তিনি বলে ফেলতে পারেন। আবার কেউ বললো, 'আমরা তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো'। তখন তাদের একজন উঠে জিজ্ঞেস করলো, 'হে আবুল কাসেম ! রূহ কি জিনিস' ? তিনি চুপ থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, নিশ্চয়ই তাঁর নিকট অহী আসছে। কাজেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন অহীর অবস্থা চলে গেল, তিনি বললেন ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ .... الاَّ قَلِيْلا ي এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলো, "রূহ আমার রবের হুকুমের সৃষ্টি বিশেষ। আর তাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

আমাস বলেন ঃ এ আয়াতে وَمَا اُوْتِيْتُمْ এর স্থলে وَمَا اُوْتُوْا শব্দ আমাদের কিরাআতে পড়া হয়।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ব্যক্তি অনেক কথা কম মেধাবী লোকদের কাছে এ আশংকায় বলেননি যে, তারা তা বুঝতে পারবে না। আরও বেশী ভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারে।

١٢٤.عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ اِلَيْكَ كَثِيْرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَ لِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

১২৪. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইবনে যুবাইর আমাকে বললেন যে, আয়েশা তো তোমার কাছে অনেক হাদীস গোপনে বলে থাকেন। আচ্ছা তিনি তোমার কাছে কা'বা সম্পর্কে কি হাদীস বর্ণনা করেছেন ? আমি বললাম, তিনি (আয়েশা) আমাকে বলেছেন যে, নবী স. বললেন, 'হে আয়েশা ! যদি তোমার বংশীয় লোকেরা কুফরের নিকটবর্তী যুগের (নও-মুসলিম) না হতো, ইবনে যুবাইর বলেন, কুফরী থেকে সবেমাত্র ফিরে না আসতো, তাহলে আমি কা'বা ঘর ভেঙ্গে দুটি দরজা তৈরী করে দিতাম। যাতে

করে এক দরজা দিয়ে লোকেরা প্রবেশ করতো এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হতো। [আয়েশা রা. বলেন,] ইবনে যুবাইর এ কাজ করেছেন।

রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ এর পরে بِكُفْرٍ শব্দটিও আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসওয়াদ শব্দটি ভুলে যাওয়ায় ইবনে যুবাইর রা. তা বলে দিয়েছেন।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ এক সম্প্রদায়কে ছেড়ে অপর সম্প্রদায়কে এ ধারণায় বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা যে, তা না করলে তারা বুঝতে পারবে না। আলী রা. বলেছেন, তোমরা লোকদেরকে এমন কথা বলো যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি ভাল মনে করো যে, আল্লাহ ও রসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হোক ?

١٢٥.عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَن لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِن قَلْبِهِ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْنَ قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا وَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

১২৫. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইবনে মালেক রা. হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী স.-এর সাথে মুআয একবার এক উটের পালানের ওপর পিছন ধারে বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার খেদমতে এবং সাহায্যে হাযির আছি। আবার তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, হে মুআয ! তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার খেদমতে ও সাহায্যে হাযির আছি। তিনি বললেন, হে মুআয ! তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার খেদমতে ও সাহায্যে হাযির আছি। তিনবার (এরূপ বলা হলো)। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, যে কেউ সত্যিকারভাবে অন্তর দিয়ে একথা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ (বা মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম হারাম করে দেন। তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি কি একথা লোকদের জানিয়ে দেব না ? তারা এ সুখবরে আনন্দ পাবে। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, তাহলে তো তারা এর ওপরই ভরসা করবে। মুআয তাঁর মৃত্যুকালে (জ্ঞান গোপন রাখার গুনাহের ভয়ে) এ হাদীসটি (বিশেষ মহলে) প্রকাশ করেন।

١٢٦.عَنْ اَنَسٍ قَالَ ذُكِرَلِىْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اَلاَ اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ اِنِّى اَخَافُ اَنْ يَتَّكِلُوا.

১২৬. আনাস রা. বলেন ঃ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী স. মুআয রা.-কে বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করে যে, সে তাঁর সাথে কোনো

কিছুকে শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করে। মুআয বললেন, আমি কি লোকদের এ সুখবর দেব না ? তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, 'না', তারা একথার ওপর ভরসা করবে বলে আমি ভয় করছি।'

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানার্জনে লজ্জা।

এ ব্যাপারে মুজাহিদ বলেন, লাজুক ও অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। আয়েশা রা. বলেন, আনসারী মহিলাবৃন্দ কত চমৎকার ! দীন ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভের ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা বাধা দেয় না।

١٢٧ .عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَيَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِيْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا .

১২৭. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মে সুলাইম রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ সত্যের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। আচ্ছা, স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে তার ওপর গোসল ফরয হয় কি ? নবী স. বললেন, হ্যাঁ, যখন সে পানি দেখে। উম্মে সালামা রা. (লজ্জায়) নিজের মুখ ঢেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল। স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'—তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক—(তাদের স্বপ্নদোষ না হলে) তাদের সন্তান তাদের মতো কিরূপে হয় ?

١٢٨ .عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَيَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُوْنِيْ مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِيْ أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَاسْتَحْيَيْتُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَحَدَّثْتُ أَبِيْ بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِيْ فَقَالَ لَأَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ كَذَا وَكَذَا .

১২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, এমন গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা মুসলিমের উদাহরণ। আমাকে বলতো সেটা কী গাছ ? লোকেরা জঙ্গলের গাছপালা সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলো, আর আমার মনে উদয় হলো যে, সেটা খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি লজ্জাবোধ করছিলাম।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! সে (গাছ) সম্পর্কে আমাদেরকে বলে দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার মনের উক্ত কথা আমার পিতার কাছে বললাম। তিনি বললেন, আমার এত এত সম্পদ হওয়ার চেয়ে তোমার ঐ কথাটা বলে দেয়াই আমার কাছে বেশী প্রিয় ছিল।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজে লজ্জাবোধ করে অন্যাকে প্রশ্ন করার হুকুম করা।

١٢٩. عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ اَنْ يَّسْاَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ ۔

১২৯. আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার (যৌন উত্তেজনার দরুন) বেশী মযি বের হতো। তাই মিকদাদ রা.-কে নবী স.-এর নিকট (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করতে হুকুম দিলাম। তিনি তাঁকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলে তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন ঃ ও ব্যাপারে অযু করতে হবে।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে জ্ঞানের কথা ও ফতওয়া বর্ণনা করা।

١٣٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيْنَ تَاْمُرُنَا اَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ اَفْقَهُ هٰذِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ۔

১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! হজ্জের জন্য কোন্ স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে আপনি আমাদেরকে আদেশ করেন? রসূলুল্লাহ স. বললেন, মদীনাবাসী যুল হুলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসী জুহফা থেকে এবং নজদবাসী করন্ থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইবনে উমর বলেন ঃ সাহাবীগণ বলে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন যে, ইয়ামনবাসী ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইবনে উমর রা. বলেন ঃ কিন্তু একথা আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে বুঝে নেইনি।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশ্নকারীকে তার প্রশ্নের চেয়ে বেশী জবাব দান করা।

١٣١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَيَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ اَوِ الزَّعْفَرَانُ فَاِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.

১৩১. ইবনে উমর রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে [রসূলুল্লাহ স.-কে] জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম কি পরবে? তিনি বললেন, সে কুর্তা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি বিশিষ্ট লম্বা জামা ও অরস বা জাফরান রঞ্জিত কাপড় পরবে না। আর যদি জুতা না পায় তবে চামড়ার মোজা পরবে এবং তা এমনভাবে কেটে নিবে যেন তা পায়ের পিঠের উঁচু হাড়ের নীচে থাকে।

অধ্যায়-৪
كِتَابُ الْوُضُوْءِ
(অযুর বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর বর্ণনা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে (মু'মিনগণ!) যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে ও তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গিরা পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৬

আবু 'আবদুল্লাহ্ বুখারী র. বলেন, নবী স. বর্ণনা করেছেন ঃ উযূর ফরয হ'ল এক–একবার করে ধোয়া। তিনি দু'–দু'বার করে এবং তিন–তিনবার করেও উযূ করেছেন, কিন্তু তিনবারের বেশী ধৌত করেননি। পানির অপচয় করা এবং নবী স.-এর আমলের সীমা অতিক্রম করাকে উলামায়ে কিরাম মাকরূহ্ বলেছেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না।

١٣٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! قَالَ فُسَاءٌ اَوْ ضُرَاطٌ.

১৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি হদস করে তার নামায কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে অযু করে। হাযরা মাউতের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হুরাইরা! হদস কি ? তিনি বললেন ঃ শব্দহীন বা স্বশব্দে বায়ু ছাড়া।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর ফযীলত এবং অযুর জন্য গুররাম-মুহাজ্জালীন-এর ফযীলত লাভ।

١٣٣.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

১৩৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন তাদের অযুর চিহ্ন হেতু গুররাম মুহাজ্জালীন বলে ডাকা হবে। কাজেই তোমাদের যার যার পক্ষে সম্ভব হয় সে তার জ্যোতি বিস্তৃত করুক।[১]

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াকীন ছাড়া সন্দেহের দরুন অযুর প্রয়োজন হয় না।

١٣٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىْ اَنَّهُ شَكَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ

১. গুররাম-মুহাজ্জালীন বলে এখানে মুমিনদের দু' হাত, দু'পা ও মুখমণ্ডলের (অযুর স্থানগুলোর) ঔজ্জ্বল্য বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের শরীরের এ অঙ্গগুলো থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে।

الَّذِىْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ لاَيَنْفَتِلْ اَوْلاَيَنصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

১৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করলেন, যার নামাযের মধ্যে কোনো কিছু হওয়ার (বায়ু নির্গত হওয়ার) ধারণা হয়। তিনি বললেন, সে যতক্ষণ শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায় ততক্ষণে নামায ছাড়বে না।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ হালকা অযু করা।

١٣٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِىْ بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوأً خَفِيْفًا وَقَامَ يُصَلِّىْ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِى فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِىْ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ اِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ قُلْنَا لِعَمْرٍو اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ رُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ وَحْىٌ، ثُمَّ قَرَأَ اِنِّىْ أَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ .

১৩৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ঘুমালেন, এমন কি নাক ডাকলেন, তারপর নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না। ইবনে আব্বাস কখনও কখনও বলতেন, নবী স. শয়ন করলেন, এমন কি নাক ডাকলেন ; তাঁরপর উঠে নামায পড়লেন।

অতপর ইবনে আব্বাস থেকে পুনর্বার বলেছেন, আমি একদা আমার খালা মায়মুনার নিকট শয়ন করলাম। নবী স. রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি রাতের এক অংশে ঘুম থেকে উঠে ঝুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে হালকা ধরনের অযু করলেন এবং নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তারপর আমি তাঁর মত অযু করে তাঁর বাঁ পাশে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। [সুফিয়ান (এ হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী) মাঝে মাঝে বলতেন বাঁ-দিকে (মিসাল) ।] তিনি আমাকে ধরে ডান দিকে দাঁড় করে দিলেন। তারপর তিনি যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক নামায পড়লেন। অতপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি নাক ডাকলেন। তারপর তাঁর নিকট ঘোষণাকারী আসলেন এবং তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর সাথে নামাযের জন্য চলে গেলেন এবং অযু না করে নামায পড়লেন। আমরা আমরকে (এ

হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা বলে, রসূলুল্লাহ স.-এর চোখ ঘুমাতো কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকতো। আমর বলেন, আমি উবাই ইবনে উমাইরকে বলতে শুনেছি, নবীদের স্বপ্ন অহী তুল্য। তারপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পড়লেন, "আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবাই করছি।"

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গ অযু করা।

١٣٦.عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ اَلصَّلاَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّاجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بِعِيْرَتَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

১৩৬. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আরাফাত থেকে ফিরলেন এবং উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে নেমে পেশাব করলেন। তারপর অযু করলেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অযু করলেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! নামাযের সময় হয়ে গেছে, তিনি বললেন ঃ নামায তোমার সামনে (পড়া হবে)। তারপর তিনি সওয়ার হলেন ও মুযদালিফায় এসে নামলেন এবং পূর্ণাঙ্গ অযু করলেন। অতপর নামাযের ইকামত বলা হলে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। তারপর প্রত্যেকেই নিজের উট নিজ নিজ স্থানে বসালেন। তারপর এশার ইকামত দেয়া হলে তিনি নামায পড়লেন। এ দুয়ের মধ্যে রসূল স. অন্য কোনো নামায পড়েননি।[২]

৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক আঁজলা পানি দ্বারা হাত-মুখ ধোয়া।

١٣٧.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هٰكَذَا اَضَافَهَا اِلٰى يَدِهِ الْاُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرٰى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُمْنٰى حَتّٰى غَسَلَهَا ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً أُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا يَعْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

১৩৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি অযু করতে গিয়ে মুখমণ্ডল ধুলেন। এক আঁজলা পানি নিয়ে কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর এক আঁজলা পানি

২. আরাফাতের দিন যোহর ও আসরের নামায একত্রে যোহরের সময় আরাফাতের ময়দানে পড়া হয়। এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে এশার সময় মুযদালিফায় পড়া হয়।

নিয়ে অনুরূপ করলেন। অর্থাৎ অপর হাতের সাথে মিলালেন এবং মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান হাত ধুলেন এবং আর এক আঁজলা পানি নিয়ে বাম হাত ধুলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন। অতপর এক আঁজলা ডান পায়ের ওপর ঢেলে দিয়ে তা ধীরে ধীরে ধুলেন। তারপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে বাঁ পা ধুলেন। আর বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে এভাবে অযু করতে দেখেছি।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক অবস্থায় বিস্‌মিল্লাহ পড়া উচিত। এমন কি স্ত্রী সহবাসের সময়ও।

١٣٨.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ أَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِىَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ ٠

১৩৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের সময় এ দোয়া পড়ে, বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব নাশ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা-রাযাকতানা'[৩] তাহলে শয়তান তাদের দ্বারা উৎপাদিত সন্তানের ক্ষতি করতে পারবে না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় যাওয়ার সময় কি পড়া উচিত।

١٣٩.عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

১৩৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন পায়খানায় যেতেন, তখন বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবায়িস।"[৪]

১০. অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় যাওয়ার সময় পানি রেখে দেয়া।

١٤٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوأً فَقَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا ؟ فَاُخْبِرَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ٠

১৪০. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন যে, নবী স. পায়খানায় গেলে আমি তাঁর অযুর পানি এনে রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে রেখেছে? সুতরাং তাঁকে এ বিষয়ে অবগত করা হলো। অতপর রসূল স. এই বলে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! একে দীনের গভীর জ্ঞান দান করো।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার সময় কেবলামুখী না হওয়া। তবে প্রাচীর অথবা এর ন্যায় অন্য কোনো আড়াল ছাড়া।

---

৩. এ দোয়াটির অর্থ হচ্ছে, "আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ ! আমাদের এবং আমাদের জন্য তুমি যা নির্ধারিত করেছ (সন্তান) তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ।"

৪. এ দোয়াটির অর্থ হচ্ছে, 'হে আল্লাহ ! আমি অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্রতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

١٤١.عَنْ اَبِىْ اَيُّوبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا ·

১৪১. আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে, সে যেন কেবলার দিকে মুখ না করে বা পিঠ না ফিরে। বরং সে যেন পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করে।[৫]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দু'টি ইটের ওপর বসে পায়খানা করলো।

١٤٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَبَيْتَ الْمَقْدِسِ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ·

১৪২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, যখন তুমি পেশাব-পায়খানায় বসবে, তখন তুমি কিবলার দিকে, কিংবা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করো না। আমি একদিন আমাদের ঘরের ছাদে উঠলাম, দেখলাম, রসূলুল্লাহ স. দুটি ইটের উপর বসে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাবের জন্য বসে আছেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের পেশাব-পায়খানার জন্য বাইরে যাওয়া।

١٤٣.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ اِذَا تَبَرَّزْنَ اِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيْدٌ اَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اُحْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِىْ عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ اَلاَ قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى اَنْ يُّنَزَّلَ الْحِجَابُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الْحِجَابَ ·

১৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর স্ত্রীগণ পেশাব-পায়খানার জন্য রাতের বেলায় মানাসিয়ি নামক বিস্তৃত পার্বত্য টিলার দিকে বের হতেন। উমর রসূলুল্লাহ স.-কে তাঁর স্ত্রীদের পর্দায় রাখার কথা বলতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. তা করতেন না। একদিন রাতে এশার সময় সওদা বিনতে যাময়াহ নাম্নী রসূলুল্লাহ স.-এর এক স্ত্রী প্রয়োজনে বের হন। তিনি ছিলেন, দীর্ঘাঙ্গী রমণী। উমর তাকে দেখে ডাক দিলেন, হে সওদা ! আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি। উদ্দেশ্য হলো যেন পর্দার হুকুম নাযিল হয়। অতপর আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।

৫. এটা মদীনাবাসীদের জন্য ; কেননা তাদের কিবলা দক্ষিণ দিকে। কাজেই যাদের কিবলা পশ্চিম দিকে তাদের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে মুখ করার কথা বলা যেতে পারে।

١٤٤. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ فِىْ حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامُ تَعْنِى الْبَرَازَ.

১৪৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। হিশাম বলেন, এটা পায়খানা-পেশাবের বেলায় প্রযোজ্য।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বসতবাড়িতে পেশাব-পায়খানা করা।

١٤٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِىْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.

১৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা কোনো দরকার বশতঃ আমার বোন হাফসার ঘরের ছাদের ওপর উঠলাম। সেখান থেকে আমি রসূলুল্লাহ স.-কে কিবলার দিকে পিঠ এবং সিরিয়ার (বায়তুল মোকাদ্দাস) দিকে মুখ করে পায়খানা করতে দেখলাম।

١٤٦. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .

১৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদা আমাদের (বোন হাফসার) ঘরের ছাদের উপর উঠে দেখি যে, রসূলুল্লাহ স. দুটি ইটের ওপর বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসে আছেন।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পানি দ্বারা শৌচ কাজ করা।

١٤٧. عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ اَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَعْنِىْ يَسْتَنْجِىْ بِهِ .

১৪৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সাথে বের হতাম। তিনি তা দিয়ে শৌচ কাজ সমাধা করতেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের জন্য তার সাথে পানি বহন করে নিয়ে যাওয়া। আবুদ দারদা (ইরাকবাসীদেরকে) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি সাহেবুন না'লাইন ওয়াত তুহুর ওয়াল ওয়াসাদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) নেই ?[৬]

৬. আরবী ভাষায় না'লাইন বলতে জুতা বুঝায়, তুহুর বলতে বুঝায় অযুর পানি এবং ওয়াসাদ বলা হয় বালিশকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট রসূলুল্লাহ স.-এর জুতা ও বালিশ সংরক্ষিত ছিল এবং অধিকাংশ সময় তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর অযুর পানি বহন করতেন। তাই তাঁকে রসূলুল্লাহ স.-এর জুতা, বালিশ ও অযুর পানি বহনকারী উপাধি দেয়া হয়।

١٤٨.عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ اَنَا وَغُلاَمٌ مِنَّا مَعَنَا اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ٠

১৪৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি ও আমাদের মধ্যকার একটি বালক (আমরা দু'জন) তাঁর পিছনে পিছনে যেতাম। আমাদের সাথে থাকতো পানির একটি পাত্র।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ শৌচ কাজের জন্য পানিসহ লাঠি বহন করা।

١٤٩.عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ اَنَا وَغُلاَمٌ اِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ .

১৪৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র ও লাঠিসহ তাঁর সাথে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা শৌচ কাজ সমাধা করতেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ নিষেধ।

١٥٠. عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَاءِ، وَاِذَا اَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ ٠

১৫০. আবু কাতাদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন পানি পান করার সময় পাত্রে নিশ্বাস না ফেলে। আর পায়খানায় থাকাকালে কেউ যেন ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ছোঁয় এবং সে যেন ডান হাত দিয়ে মাসেহ (শৌচ কাজ) না করে।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ছোঁয়।

١٥١.عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِيْ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَاءِ ٠

১৫১. আবু কাতাদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেন, তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ না করে। আর সে যেন (পানির) পাত্রে নিশ্বাস না ফেলে।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ পাথর দ্বারা শৌচ কাজ করা বৈধ।

١٥٢.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لاَيَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِيْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا اَوْ نَحْوَهُ وَلاَ تَأْتِنِيْ بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِيْ فَوَضَعْتُهَا اِلَى جَنْبِهِ وَاَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اَتْبَعَهُ بِهِنَّ

১৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। (তাঁর অভ্যাস ছিল) তিনি কোনো দিকে তাকাতেন না, আমি তাঁর নিকটবর্তী হলে, তিনি আমাকে বললেন ঃ কয়েকটি কংকর চাই। ওটা দিয়ে আমি শৌচ কাজ করবো (রাবী বলেন, অথবা এরূপ অন্য কথা বললেন।) কিন্তু হাড় কিংবা গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের খুঁটে করে কয়েকটি কংকর এনে তাঁর পাশে রেখে চলে গেলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করে সেগুলো ব্যবহার করলেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন গোবর দ্বারা শৌচ কাজ না করে।

١٥٣.عَنْ عَبْدُ اللّٰه بْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِىْ اَنْ اَتِيَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ اَجِدْهُ فَاَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ هٰذَا رِكْسٌ .

১৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. পায়খানায় গেলেন এবং আমাকে তিনটি কংকর আনার আদেশ করলেন। আমি দুটি কংকর পেলাম এবং তৃতীয়টি তালাশ করলাম। কিন্তু তা না পেয়ে একখণ্ড (শুষ্ক) গোবর নিয়ে আসলাম। তিনি পাথরের টুকরো দুটি নিলেন এবং গোবর খণ্ডটি ফেলে দিয়ে বললেন, এটা নাপাক।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর এক একটি অংগ একবার করে ধোয়া।

١٥٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً .

১৫৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. অযুর অংগগুলো একবার একবার করে ধৌত করেছেন।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর এক একটি অঙ্গ দু'বার করে ধোয়া।

١٥٥. عَنْ عَبْدِاللّٰه بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

১৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. বলেন ঃ নবী স. অযুর অংগগুলো দু'বার করে ধুয়েছেন।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর এক একটি অংগ তিনবার করে ধোয়া।

١٥٦.عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ اَنَّهُ دَعَا بِاِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ اِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلٰكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ

عُثْمَانُ قَالَ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا لَوْلاَ آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهُ وَيُصَلِّى الصَّلاَةَ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الآيَةُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ .

১৫৬. উসমান ইবনে আফ্‌ফান রা. থেকে বর্ণিত। একদা তিনি একটি পানির পাত্র আনিয়ে দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দু' হাতের কনুই পর্যন্ত ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন। দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তিনবার ধুইয়ে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযু করার পর একাগ্রচিত্তে দু রাকআত নামায পড়বে, কিন্তু মাঝখানে সে নাপাক হবে না। আল্লাহ পাক তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।

ইবরাহীম র. ... ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওরওয়া হুমরান থেকে বর্ণনা করেন। অযু শেষে উসমান বললেন ঃ আমি কি তোমাদের একটি হাদীস শুনাব না? যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমি তোমাদেরকে তা শুনাতাম না। আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উক্ত নামাযের পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। উক্ত আয়াতটি হলো, "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশসমূহ গোপন করে।"

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর সময় নাক ঝাড়া। উসমান, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ স. থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

١٥٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.

১৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করবে, সে যেন নাক ঝাড়ে এবং যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করে।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ বেজোড় ঢিলা নেয়া।

١٥٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهَا فِىْ وَضُوْئِهِ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

১৫৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ অযু করার সময় যেন নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে এবং ঢিলা ব্যবহার করার সময় যেন বেজোড় ঢিলা

ব্যবহার করে। আর ঘুম থেকে ওঠার সময় অযুর পাত্রে (পানি) হাত প্রবেশ করার পূর্বে যেন হাত ধুয়ে নেয়; কেননা সে জানে না নিদ্রার সময় তার হাত কোথায় পড়েছিল।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ দু'পা ধোয়া, [দু' পা মাসেহ না করা]।

١٥٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِيْ سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِأَعْلٰى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. সফরে আমাদের থেকে একা দূরে রয়ে গেলেন এবং আসরের সময় তিনি আমাদের সাথে মিলিত হলেন। আমরা অযু করতে লাগলাম এবং (তাড়াহুড়োর মধ্যে) পা মাসেহ শুরু করলাম। এ সময় তিনি উচ্চস্বরে দু'বার কিংবা তিনবার আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, গোড়ালী জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হবে।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর সময় কুল্লি করা। ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রসূলুল্লাহ স. থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

١٦٠. عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّهُ رَأٰى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْ اِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْوَضُوْءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوْئِيْ هٰذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৬০. হুমরান থেকে বর্ণিত। তিনি একদা উসমান ইবনে আফ্ফানকে দেখলেন যে, একটি পানির পাত্র আনিয়ে সে পানি দ্বারা দু'হাত তিনবার ধুলেন। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দু' হাতের কনুই পর্যন্ত ধুলেন। অতপর মাথা মাসেহ করলেন। তারপর দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতপর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে আমার এ অযুর ন্যায় অযু করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযু করার পর একাগ্রচিত্তে দু' রাকআত নামায পড়বে, কিন্তু মাঝখানে সে নাপাক হবে না। আল্লাহ তার পূর্বকৃত সকল গোনাহ মাফ করে দেবেন।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ গোড়ালী ধোয়া। ইবনে সিরীন অযুর সময় আংটির নীচের জায়গা ধুতেন।

١٦١ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُوْنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

১৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আমাদের সাথে যাচ্ছিলেন, লোকেরা তখন পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে অযু করছিল। তিনি বললেন, ঠিকমত অযু করো। কেননা আমি আবুল কাসেম স.-কে বলতে শুনেছি, ধ্বংস শুষ্ক গোড়ালীর লোকদের জন্য, তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরিহিত থাকলে পা ধুতে হবে, জুতার ওপর মাসেহ করা যাবে না।

١٦٢ـ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةَ فَإِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

১৬২. ইবনে জুরাইজ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বললেন, হে আবদুর রহমান-এর পিতা ! আমরা আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোনো সাথীকে করতে দেখি না। তিনি বললেন, হে ইবনে জুরাইজ সেগুলো কি ? জুরাইজ বললেন, তাহলো ঃ (১) আপনি (হজ্জের সময়) দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করেন না। (২) আপনি সিবতী জুতা (লোমশূন্য চামড়ার জুতা) পরিধান করেন। (৩) আপনি হলদে রং ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনার মক্কা থাকা অবস্থায় লোকেরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধলো, কিন্তু আপনি তালবিয়ার দিন না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধলেন না। তিনি এসব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে দু'টি রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি। সিবতী জুতার কথা হলো, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে লোমবিহীন জুতা পরতে দেখেছি এবং তিনি তা পরা অবস্থায় অযু করতেন। কাজেই আমি তা পরা পছন্দ করি। আর

হলদে রঙের কথা হলো, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে (হলদে কাপড়) ব্যবহার করতে দেখেছি। কাজেই আমি তা পছন্দ করি। আর ইহরাম বাঁধার ব্যাপারটি হচ্ছে, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে ততক্ষণ ইহরাম বাঁধতে দেখিনি যতক্ষণ তাঁর সওয়ারী সফরের উদ্দেশ্যে না দাঁড়াচ্ছে।[৭]

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ অযু এবং গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা।

١٦٣. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ أَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

১৬৩. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর (মৃত) কন্যার গোসল দেয়া সম্পর্কে তাদেরকে বলেছেন, তারা যেন ডান দিক থেকে এবং অযুর অঙ্গ থেকে গোসল দেয়া শুরু করে।

١٦٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

১৬৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন করা (অযু-গোসল) এবং এ ধরনের প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সময় হলে অযুর পানি তালাশ করা উচিত। আয়েশা রা. বলেন, একদা ফজরের নামাযের সময় অযুর পানি তালাশ করার পর তা না পাওয়ায় তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

١٦٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْا فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ الْاِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَتَوَضَّؤُا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ.

১৬৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী স.-কে দেখলাম, আসরের নামাযের সময় হলে, লোকেরা অযুর পানি তালাশ করলো। কিন্তু তারা তা পেল না। তারপর রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এক পাত্র অযুর পানি নিয়ে আসা হলো। তিনি সেই পাত্রে হাত রাখলেন এবং লোকদেরকে তা থেকে অযু করার নির্দেশ দিলেন। আনাস রা. বলেন, আমি দেখলাম, তাঁর (রসূলুল্লাহর) আঙুলের নীচ থেকে পানি উপচে পড়ছে। এমনকি তারা সকলেই তা থেকে অযু করলো।

---

৭. তারবিয়ার অর্থ হলো পরিতৃপ্ত করে পানি পান করান। যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে উটদের পানি পান করিয়ে প্রস্তুত রাখা হয় বলে ঐ তারিখকে তারবিয়ার দিন বলা হয়।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের চুল ভিজা পানি পাক।

١٦٦.عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنَسٍ اَوْ مِنْ قِبَلِ اَهْلِ اَنَسٍ فَقَالَ لاَنْ تَكُوْنَ عِنْدِىْ شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

১৬৬. ইবনে সিরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবিদাহকে বললাম, আমরা আনাস কিংবা তার পরিবারের নিকট থেকে রসূলুল্লাহ স.-এর একটি চুল পেয়েছি। একথা শুনে আবিদাহ বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর একটি চুল পেলে সমস্ত দুনিয়া ও তার ধন দৌলত অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করতাম।

١٦٧.عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَوَّلَ مَنْ اَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ ·

১৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখন মাথা কামালেন, তখন আবু তালহা সর্বপ্রথম তাঁর চুল নিলেন।

৩৩-ক. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর যদি কারোর পাত্র থেকে পানি পান করে।

١٦٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا·

১৬৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারোর পাত্র থেকে পানি পান করবে, তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।

١٦٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً رَاَى كَلْبًا يَاْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ فَاَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى اَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ ·

১৬৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আগেকার এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে এ অবস্থায় দেখতে পায় যে, সে পিপাসায় কাতর হয়ে ভিজা মাটি চাঁটছে। এই দেখে সে নিজের (চামড়ার) মোজার সাহায্যে পানি তুলে তা পান করিয়ে তার পিপাসা দূর করে। আল্লাহ তার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জান্নাতে দাখিল করেন।

আবদুল্লাহ র. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর যামানায় কুকুর মসজিদে যাতায়াত করতো। কিন্তু তারা (সাহাবীগণ) সেজন্য মসজিদের কোনো কিছু ধুতেন না।

١٧٠.عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَاِذَا اَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَانَّمَا اَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا اٰخَرَ قَالَ فَلاَ تَأْكُلْ فَانَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ اٰخَرَ .

১৭০. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি তোমার ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে এবং সে তা হত্যা করে তোমার জন্য নিয়ে আসবে, তা তুমি ভক্ষণ করো। আর যখন সে (কুকুর) তা নিজে খাবে, তা তুমি ভক্ষণ করো না। কেননা সে তা নিজের জন্য পাকড়াও করেছে। আমি (আদী) বললাম, অনেক সময় আমি কুকুর শিকারের জন্য পাঠাই এবং তার সাথে অন্য কুকুর মিলিত হয়। (এমতাবস্থায় আমি কি করবো ?) তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, তা তুমি খেও না। কেননা তুমি নিজের কুকুরটি 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে প্রেরণ করেছো। অথচ অন্যের কুকুরটি সেভাবে প্রেরণ করা হয়নি।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার রাস্তা থেকে কিছু বের না হলে অযু করার দরকার নেই বলে অনেকে মনে করেন। এর প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা কুরআনের اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ আয়াতটি পেশ করেন। আতা রা. বলেছেন, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে যদি কোনো পোকা বের হয়, তাহলে পুনরায় অযু করতে হবে। জাবির রা. বলেছেন, নামাযের মধ্যে দাঁত বের করে হাসলে নামায পুনরায় পড়তে হবে, অযুর প্রয়োজন হবে না। হাসান বসরী রা. বলেছেন, চুল, নখ কাটলে কিংবা মোজা খুললে অযু নষ্ট হয় না। আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, হদস না হলে অযু করার প্রয়োজন নেই। জাবির থেকে বর্ণনা করা হয় যে, রিকা' যুদ্ধকালে নবী স.-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হয়। তার আহত স্থান থেকে রক্ত বের হতে থাকে এ অবস্থায় সে রুকূ সিজদা করে নিজের নামায পড়তে থাকে। হাসান বসরী র. বলেন, মুসলমানরা সবসময় যখম ইত্যাদি নিয়ে নামায পড়তো। তাউস, মুহাম্মাদ ইবনে আলী, আতা এবং হেজাযবাসীরা বলে থাকেন, রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হয় না। ইবনে উমর রা. একদা তাঁর একটি ফুসকুড়ি দাবিয়ে দিলেন এবং তা থেকে রক্ত বের হয়ে পড়লো। কিন্তু তিনি অযু করলেন না। ইবনে আবু আওফা থুথু ফেললেন, তাতে রক্ত দেখা গেল, কিন্তু তিনি অযু না করে নামায পড়লেন। ইবনে উমর ও হাসান বসরী বলেছেন, শিঙা লাগালে কেবলমাত্র ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেললে চলবে। অযু করার দরকার হবে না।[৮]

١٧١.عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ ، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ.

৮. ইমাম আবু হানীফার মতে, নামাযের মধ্যে শব্দ করে হাসলে এবং থুথু লাল বর্ণ ধারণ করলে অযু করতে হবে।

১৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, বান্দা যতক্ষণ মসজিদে নামাযের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যে থাকে, যে পর্যন্ত না সে হদস করে। এ সময় জনৈক আজমী (অনারব) জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হুরাইরা ! হদস কি ? তিনি বললেন, মলদ্বার দিয়ে বায়ু বের হওয়া।

١٧٢.عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ٠

১৭২. আব্বাদ ইবনে তামীম রা. তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেছেন, কেউ যেন শব্দ শোনা কিংবা গন্ধ পাওয়ার পূর্বে নামায ত্যাগ না করে।

١٧٣.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ،

১৭৩. মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া থেকে বর্ণিত। আলী রা. বলেছেন, আমার খুব ধাতু পাত হতো। আমি উক্ত বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। সেহেতু আমি মেকদাদ ইবনে আসওয়াদকে উক্ত বিষয়ে তাঁকে (রসূল) জিজ্ঞেস করতে অনুরোধ করি। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ এ অবস্থায় কেবল অযু করলে চলবে।

١٧٤.عَنْ زَيْدَ بْنِ خَالِدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ اِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ ٠

১৭৪. যায়েদ ইবনে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফানকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করলো। কিন্তু বীর্যপাত হলো না। তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি জবাব দিলেন, সে নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে। তিনি আরও বললেন, আমি একথা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে শুনেছি। যায়েদ বলেন, আমি আলী, যুবাইর, তালহা এবং উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তাঁরা সবাই আমাকে একই কথা বলেন।[৯]

١٧٥.عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَم فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

৯. এ নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগের। প্রথমদিকে ইসলামী নির্দেশের ব্যাপারে বেশী কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে শরীআতের বিধানও পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে থাকে। বর্তমানে এ বিষয়টির ওপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, স্ত্রীসহবাস করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক গোসল ফরয হয়ে যায়। সামনের দিকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হবে।

ﷺ اذا أعجلت او قحطت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء .

১৭৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. একদা জনৈক আনসারীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এমন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট আসলেন যে, তার মাথা থেকে পানি টপকাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, আমার জন্য বোধ হয় তোমাকে তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে ? তিনি বললেন, জী হাঁ। তদুত্তরে রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, যখন তাড়াহুড়ো (কিংবা অন্য কোনো কারণ) বশতঃ বীর্যপাত না হবে, তখন কেবল অযু করে নিলে চলবে।[১০]

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সাথীকে অযুর পানি দেয়া।

١٧٦. عن أسامة بن زيد ان رسول الله ﷺ لما افاض من عرفة عدل الى الشعب فقضى حاجته قال اسامة فجعلت اصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله اتصلى قال المصلى امامك .

১৭৬. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে শোয়াবের (গিরিপথ) দিকে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করলেন। উসামা বলেন, তৎপর আমি পানি ঢালতে লাগলাম এবং রসূলুল্লাহ্ স. অযু করতে থাকলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি এখন নামায পড়বেন ? তিনি বললেন ঃ নামাযের স্থান সামনে। (অর্থাৎ মুযদালিফা)।

١٧٧. عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله ﷺ في سفر وانه ذهب لحاجة له وان مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين .

১৭৭. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে এক সফরে রওয়ানা করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন, সেখান থেকে ফিরে আসলে মুগীরা পানি ঢালতে লাগলেন এবং তিনি অযু করতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর দু হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং মস্তক ও মোজাদ্বয় মাসেহ করলেন।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার পর অযু ছাড়া কুরআন পড়া। মনসুর ইবরাহীম নাখয়ী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গোসলখানায় অযু ছাড়া কুরআন পাঠ করা ও চিঠি লেখা বৈধ। হাম্মাদ ইবরাহীম র. থেকে বর্ণনা করেছেন, কাপড় পরা অবস্থায় গোসলখানায় সালাম দেয়া যায়। অন্যথায় নয়।

١٧٨. عن ابن عباس اخبره انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي ﷺ وهي

১০. এ আদেশ বাতিল হয়ে গেছে।

خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِى طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِى وَاَخَذَ بِاُذُنِى الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ‏.‏

১৭৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তার খালা ও রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী মায়মুনার ঘরে এক রাত কাটান। তিনি বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুলাম এবং রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি শুলেন। রসূলুল্লাহ স. অর্ধরাত্রি কিংবা তার কিছু কম-বেশী সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর তিনি ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে চোখ-মুখ মলতে মলতে বসে গেলেন। অতপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন এবং ঝুলন্ত মশকের নিকট গিয়ে উত্তমরূপে অযু করলেন। তারপর নামায পড়তে দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমিও উঠে গিয়ে তাঁর মত করলাম। তারপর তাঁর (বাম) পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার ওপর ডান হাত রেখে আমার ডান কানটি ধরে মললেন (এবং আমাকে ডান পাশে আনলেন)। তারপর দু রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত নামায পড়লেন। (মোট বার রাকাআত) তারপর বেতের পড়লেন। তারপর মুয়াযযিন তাঁর নিকট আসা পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে দু' রাকআত হালকা নামায (সুন্নত) পড়লেন। তারপর বের হয়ে (মসজিদে) ফজরের (ফরয) নামায আদায় করলেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণ বেহুশ না হলে, কেবল মাথা চক্কর দিলে অযু নষ্ট হয় না।

١٧٩.عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ وَاِذَا هِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ فَاَشَارَ اَىْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلَّانِى الْغَشْىُ وَجَعَلْتُ اَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِىْ مَاءً فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَىْءٍ كُنْتُ لَمْ اَرَهُ اِلَّا قَدْ

رَأَيْتُهُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ يُؤْتَى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُؤْقِنُ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِيْ اَيَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

১৭৯. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী ও আমার বোন আয়েশার নিকট আসলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হচ্ছিল। দেখি লোকেরা সবাই নামায পড়ছে। আয়েশাও নামাযে শরীক হয়েছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকদের কি হলো? (অসময়ে নামায কেন?) তিনি 'সুবহানাল্লাহ' পড়লেন এবং হাত দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, (এই সূর্যগ্রহণ কি) কোনো নিশানী (আযাব না অন্য কিছুর)? তিনি আমাকে ইতিবাচক ইংগিত দিলেন। কাজেই আমিও নামাযে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমার মাথায় চক্কর এসে গেল। আমি নিজের মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষে আল্লাহর প্রশংসা ইত্যাদি করার পর বললেন, যেসব বস্তু আমি এ পর্যন্ত দেখিনি সেসব আমাকে এ স্থানে (দাঁড়ানো অবস্থায়) দেখানো হয়েছে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম পর্যন্তও। অবশ্য আমাকে অহী দ্বারা খবর দেয়া হয়েছে যে, তোমরা কবরের মধ্যে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে দাজ্জালের মতো অথবা তার কাছাকাছি পরীক্ষার। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমি জানি না (মতো বা কাছাকাছি) এ দুটির মধ্যে কোন্ শব্দটি আসমা বলেছিলেন। তোমাদের প্রত্যেকের নিকট ফেরেশতা পাঠানো হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে (নিজের প্রতি ইঙ্গিত করে) এ লোকটি সম্পর্কে কি জানো? মুমিন বা মুকিম ব্যক্তি—(বর্ণনাকারী বলেন ঃ) এ দু'টির মধ্যে কোন্ শব্দটি আসমা বলেছিলেন তা আমার মনে নেই—বলবে ঃ তিনি মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের নিকট আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত এনেছিলেন। তাঁর ডাকে আমরা সাড়া দিয়েছিলাম। তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলাম। তাঁর আনুগত্য করেছিলাম। তখন সেই মৃত ব্যক্তিকে বলা হবে, আরামে শুয়ে থাক। প্রকৃতপক্ষে তুমি তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলে। আর মুনাফিক বা সংশয়ী—জানি না আসমা এ দু'টির মধ্যে কোন্ শব্দটি বলেছিলেন—মৃত ব্যক্তিকে এরূপ জিজ্ঞেস করা হলে, সে বলবে, আমি কিছু জানি না, অন্যান্য লোকদেরকে যেরূপ বলতে শুনেছিলাম, আমিও তদ্রূপ বলেছিলাম। (তখন সেই লোকটির ওপর কঠিন আযাব দেয়া হবে।)

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা উচিত। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা নিজ নিজ মাথা মাসেহ করো।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রা. বলেন, মাথা মাসেহের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।

ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মাথার অংশবিশেষ মাসেহ্ করা যথেষ্ট কিনা। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন (এবং মাথার অংশবিশেষ মাসেহ করা জায়েয গণ্য করেন)।

١٨٠.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ اَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِىْ كَيْفَ٠كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلَي يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاَسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاءٍ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ٠

১৮০. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন রসূলুল্লাহ স. কিভাবে অযু করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি পানি আনিয়ে নিজের হাতের ওপর ঢেলে (কব্জি) পর্যন্ত দু'বার ধুলেন। তারপর তিনবার কুল্লি করলেন এবং তিনবার নাক ঝাড়লেন (অর্থাৎ নাকে পানি দিলেন)। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত দু হাত দু'বার করে ধুলেন। তারপর দু' হাত দিয়ে মাথা মাসেহ্ করলেন—উভয় হাত অগ্র পশ্চাত টেনে। শুরু করলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে এবং নিয়ে গেলেন ঘাড় পর্যন্ত। তারপর, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে আনলেন। অতপর দু'পা ধুলেন।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধোয়া।

١٨١.عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِىِّ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوْءَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاَسْتَنْشَقَ وَاَسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اِلَي الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ٠

১৮১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। একদা তাঁকে রসূলুল্লাহ স.-এর অযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি একটি পানির পাত্র আনিয়ে দু' হাতের (কব্জি) পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর তিনি পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তিনবার কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনি পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে দু' হাতের কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। তিনি একবার হাত দু'টি অগ্র-পশ্চাত টেনে মাসেহের কাজ সমাধা করলেন। অবশেষে তিনি দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করলেন।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পরিবারের লোকদেরকে মেসওয়াক ভিজানো পানি দিয়ে অযু করার নির্দেশ দেন।

١٨٢. عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِى بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُوْنَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهِ فَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى دَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا.

১৮২. হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ্ স. দুপুরের সময় আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর জন্য অযুর পানি আনা হলো। তিনি অযু করলেন। লোকেরা তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে নিজেদের শরীর মলতে লাগলেন। তারপর রসূলুল্লাহ স. যোহরের দু' রাকআত ও আসরের দু' রাকআত নামায পড়লেন। তাঁর সামনে এ সময় বর্শার মতো একটি লাঠি পোঁতা ছিল। (সফরের কারণে কসরের নামায পড়েন) আবু মূসা রা. বলেন, নবী স. একটি পানির পাত্র চেয়ে নিলেন এবং তা থেকে তিনি তাঁর দু'হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং তা দ্বারা কুল্লি করলেন, তারপর তাদের দু'জনকে (অর্থাৎ আবু মূসা ও বেলালকে) বললেন, তোমরা এটা পান কর এবং তোমাদের মুখ ও গর্দান ভালরূপে ধৌত করো।

١٨٣. عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّهُ قَالَ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ كَانُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ.

১৮৩. মিসওয়ার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য লোকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত।

١٨٤. عَنِ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَ بِىْ خَالَتِى إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِى وَقِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِى وَدَعَا لِىْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

১৮৪. সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে নবী স.-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল স. আমার এ বোনপোর পায়ে ব্যথা। তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর তিনি অযু করলেন এবং আমি তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দু' কাঁধের মধ্যস্থিত নবুওয়াতের মোহর প্রত্যক্ষ করলাম। তা ছিল পর্দার ঘুণ্টির মতো।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ এক আঁজলা পানি দ্বারা কুল্লি করা ও নাকে পানি দেয়া জায়েয।

١٨٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ اَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ اَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا اَقْبَلَ وَمَا اَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি পাত্র থেকে পানি ঢেলে তাঁর দু' হাত ধুলেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরূপ তিনি তিনবার করলেন। তিনি তিনবার মুখমণ্ডলও ধুলেন। তারপর তিনি দু' হাতের কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুলেন এবং নিজের মাথায় অগ্র-পশ্চাত হস্ত সঞ্চালন করে মাসেহ করলেন। অতপর দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধুলেন। তারপর বললেন, রসূলুল্লাহ স.-এর অযু এরূপ ছিল।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ একবার মাথা মাসেহ করা।

١٨٦. سُئِلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَفَاَهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ بِهِمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

১৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-কে রসূলুল্লাহ স.-এর অযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি পানির একটি পাত্র আনালেন এবং তা থেকে পানি নিয়ে তিনি লোকদেরকে অযু করে দেখালেন। তিনি দু হাতের ওপর (কব্জি পর্যন্ত) পানি ঢেলে তা তিনবার ধুলেন। তারপর তাঁর হাত পানির পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তিনবার কুল্লি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার নাক ঝাড়লেন। তারপর তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতপর তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দু' হাতের কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুলেন। তারপর তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন—হস্ত অগ্র পশ্চাত সঞ্চালন করে।[১১] তারপর তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দু'পা (গোড়ালী পর্যন্ত) ধুলেন। (ইমাম বুখারী

১১. অনুচ্ছেদের সাথে হাদীসের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলা যেতে পারে যে, হাদীসে মাথা মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে, দুবার মাসেহ করার কথা বলা হয়নি। কাজেই এখান থেকে একবার মাসেহ করাই প্রমাণ হয়।

বলেন ঃ) আমার নিকট মূসা ওহাইব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ তিনি [নবী স.] নিজের মাথা মাসেহ্ করেছেন একবার।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে অযু করা। নারীর অযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা বৈধ। উমর রা. গরম পানি ও নাসরানীর ঘরের পানি দিয়ে অযু করেছেন।

١٨٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّـهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُنَ فِى زَمَانِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا ·

১৮৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ স.-এর যমানায় নারী ও পুরুষ একত্রে (একই পাত্র থেকে) অযু করতেন।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ্ স. বেহুশ ব্যক্তির ওপর অযুর অবশিষ্ট পানি নিক্ষেপ করেছেন।

١٨٨.عَنْ جَابِرًا يَقُوْلُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَنَا مَرِيْضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنِ الْمِيْرَاثُ اِنَّمَا يَرِثُنِىْ كَلاَلَةٌ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ ·

১৮৮. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. আমার অসুখ দেখতে আসলেন। আমি বেহুশ অবস্থায় শায়িত ছিলাম। তিনি অযু করে তার অবশিষ্ট পানি আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। এতে আমার জ্ঞান ফিরে আসলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল স.! আমার মীরাস কে পাবে ? কেননা একমাত্র কালালাই আমার ওয়ারিস। এ সময় ফারায়েযের আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১২]

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ কাঠ ও পাথরের পাত্রে অযু ও গোসল করা।

١٨٩.عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ اِلَى اَهْلِهِ وَبَقِىَ قَوْمٌ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ اَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِيْنَ وَزِيَادَةً ·

১৮৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের সময় উপস্থিত হলে যাদের বাড়ী মসজিদের কাছাকাছি ছিল তারা বাড়ীতে অযু করতে চলে গেল এবং অবশিষ্ট লোক রয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট পাথরের একটি পাত্রে করে পানি আনা হলো। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তাতে হাত মেলা যেত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই সেই পানি দ্বারা অযুর কাজ সমাধা করলো। আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা কতজন লোক ছিলেন ? তদুত্তরে তিনি বললেন, আশির (কিছু) বেশী।

---

১২. যে ব্যক্তির পিতা ও সন্তান-সন্ততি নেই তার উত্তরাধিকারীকে কালালা বলে।

١٩٠.عَنْ اَبِيْ مُوْسَى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ .

১৯০. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক বাটি পানি আনিয়ে তা দিয়ে নিজের দু হাত ও মুখমণ্ডল ধুলেন এবং কুল্লি করলেন।

١٩١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِيْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَاَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১৯১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. একদা আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর জন্য এক ছোট পাত্রে পানি আনলাম। তিনি অযু করলেন। তিনবার মুখমণ্ডল ও দু'বার দু'বার হস্তদ্বয় ধৌত করলেন এবং অগ্র-পশ্চাত হস্ত সঞ্চালন করে মাথা মাসেহ করলেন। অবশেষে পা দু'টি ধুলেন।

١٩٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِيْ اَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الاٰخَرُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيُّ ابْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيْقُوْا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلِّىْ أَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ وَأُجْلِسَ فِيْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ.

১৯২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন পীড়িত হলেন এবং তাঁর পীড়া বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে শুশ্রূষা লাভ করার জন্য তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। নবী স. দু ব্যক্তির ওপর ভর করে বের হলেন। তাঁর পদযুগল আব্বাস রা. ও আরেকজন ব্যক্তির মাঝখানে মাটিতে ঘষতে ঘষতে যাচ্ছিল। উবাইদুল্লাহ (এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে এ হাদীসটির কথা বলায় তিনি বললেন, তুমি কি জান অন্য লোকটি কে? আমি বললাম, জী না। তিনি বললেন, অন্য লোকটি হলেন আলী ইবনে আবু তালিব। আয়েশা রা. বলেন, নবী স. তাঁর গৃহে (আয়েশার কক্ষ) প্রবেশ করার পর পীড়া আরও বেড়ে গেল। তখন তিনি বললেন ঃ এমন সাতটি মশকের পানি আমার ওপর ঢালো, এখন পর্যন্ত

যেগুলোর বাঁধন খোলা হয়নি, তাহলে হয়তো আমি লোকদেরকে কিছু উপদেশ দিতে সমর্থ হবো। তারপর তাঁকে তাঁর স্ত্রী হাফসা রা.-এর একটি গামলায় বসানো হলো এবং আমরা তাঁর ওপর মশকের পানি ঢালতে লাগলাম। অবশেষে তিনি ইঙ্গিত করে আমাদেরকে জানালেন, তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে। এরপর তিনি বাইরে লোকদের নিকট গেলেন।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ গামলা থেকে অযু করা।

١٩٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَاَدْبَرَ بِهِ وَاَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

১৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি নবী স.-কে কিভাবে অযু করতে দেখেছেন? একথা শুনে তিনি একটি গামলা আনালেন এবং দু হাতের ওপর উত্তম রূপে পানি ঢেলে তিনবার ধুইলেন। তারপর পাত্রের ভিতরে হাত দিয়ে এক আঁজলা পানি নিয়ে তিনবার কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর দু হাতের কজি পর্যন্ত দুবার ধুইলেন। তারপর হাতে পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করলেন—হাত দুটি পিছনে আনলেন আবার সামনে নিয়ে গেলেন। তারপর পা দুটি ধুইলেন এবং বললেন, আমি নবী স.-কে এভাবে অযু করতে দেখেছি।

١٩٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأُتِىَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيْهِ شَىْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيْهِ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ اَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِيْنَ اِلَى الثَّمَانِيْنَ.

১৯৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. এক পাত্র পানি আনতে বললেন। তাঁকে একটি অগভীর পাত্র দেয়া হলো, তাতে অল্প পানি ছিল। তিনি তাতে আঙুল রাখলেন। আনাস রা. বলেন, আমি পানির দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং প্রত্যক্ষ করলাম, পানি তাঁর আঙুল থেকে উপচে পড়ছে। আমার অনুমান যারা সেই পানি থেকে অযু করেছে, তাদের সংখ্যা সত্তর থেকে আশি হবে।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক মুদ পানি দিয়ে অযু করা।

١٩٥. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَغْسِلُ اَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلَى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .

১৯৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক সা' হতে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ পানি দিয়ে অযু করতেন।[১৩]

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েয।

١٩٦. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ نَعَمْ اِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ،

১৯৬. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম স. একদা মোজার ওপর মাসেহ করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর ঐ হাদীস সম্বন্ধে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করায়, তিনি বললেন, হ্যাঁ ঠিক, সা'দ যখন নবী স. হতে কিছু রেওয়ায়াত করেন, তখন সে সম্বন্ধে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো না।

١٩٧. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

১৯৭. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে তিনি (মুগীরা) একটি পানির পাত্রসহ তাঁর অনুসরণ করেন। রসূলুল্লাহ স. প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করলে, তিনি তাঁর (হাত-পায়ের) ওপর পানি ঢালেন—রসূলুল্লাহ স. অযু করলেন এবং মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

١٩٨. عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

১৯৮. আমর ইবনে উমাইয়া যমরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে মোজার ওপর মাসেহ করতে দেখেছেন।

١٩٩. وَعَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ .

১৯৯. আমর ইবনে উমাইয়া যমরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী স.-কে পাগড়ী ও মোজার ওপর মাসেহ করতে দেখেছি।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ পাক অবস্থায় মোজা পরিধান করা।

٢٠٠. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَاِنِّيْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

২০০. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদা নবী স.-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমি তাঁর মোজাদ্বয় খোলার জন্য উদ্যত হলে তিনি আমাকে

১৩. এক 'মুদ' প্রায় এক সের এবং চার 'মুদে' এক সা'।

বললেন, ছেড়ে দাও ; কেননা আমি পাক অবস্থায় এটি পরিধান করেছি। এই বলে তিনি মোজার ওপরে মাসেহ করলেন।

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর গোশত এবং ছাতু খেলে অযু করার প্রয়োজন নেই। আবু বকর রা., উমর রা. ও উসমান রা. প্রমুখ গোশত খেলেন। কিন্তু অযু করলেন না।

٢٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

২০১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একদা বকরীর রান খেলেন অতপর নামায পড়লেন, কিন্তু অযু করলেন না।

٢٠٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ اِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০২. আমর ইবনে উমাইয়া রা. থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে এ মর্মে সংবাদ দেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বকরীর রান কেটে খেতে দেখেন। অতপর তাঁকে নামাযের জন্য ডাকা হলো। তিনি ছুরি রেখে দিয়ে নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ ছাতু খেয়ে অযু করার দরকার নেই। কেবল কুল্লি করলে চলবে।

٢٠٣. عَنْ سُوَيْدِ بْنَ النُّعْمَانِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ اَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَأَمَرَبِهِ فَثُرِّىَ فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৩. সুওয়াইদ ইবনে নোমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে খায়বারের বছরে বের হলেন। লোকেরা খায়বারের কাছাকাছি 'সহবা' নামক স্থানে পৌঁছলে, তিনি আসরের নামায পড়লেন। তারপর তিনি লোকদেরকে খাবার আনতে বললেন, কিন্তু ছাতু ছাড়া কিছু পাওয়া গেলো না। তিনি সেগুলো ভিজাতে বললেন। তারপর রসূলুল্লাহ স. তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। এরপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠলেন এবং কুল্লি করলেন, আমরাও কুল্লি করলাম। তারপর তিনি নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না।

٢٠٤. عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২০৪. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তাঁর নিকট বকরীর রানের গোশত খেলেন। তারপর নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পান করে কি কুল্লি করা দরকার ?

٢٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا .

২০৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. দুধ পান করে কুল্লি করলেন এবং বললেন, দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমালে অযু করতে হবে। কিন্তু এক-দুবার ঝিমালে অযু করার দরকার নেই।

٢٠٦.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

২০৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়া অবস্থায় ঝিমাতে থাকবে, তখন যেন সে পুরোপুরি ঘুমিয়ে নেয়। কেননা ঝিমান অবস্থায় নামায পড়তে থাকলে সে জানতে পারবে না যে সে মাগফেরাত চাচ্ছে, না নিজের জন্যে বদদোয়া করছে।

٢٠٧. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتّٰى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ .

২০৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে ঝিমাতে থাকে, তখন যেন সে ততক্ষণ ঘুমাতে থাকে যতক্ষণ সে বুঝতে পারে যে, সে নামাযের মধ্যে কি পড়ছে।

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ হদস না হলেও অযু করা চলে।

٢٠٨. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ كَانَ يُجْزِئُ اَحَدَنَا الْوُضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ .

২০৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা কি করতেন ? তিনি বললেন, আমাদের জন্য হদস না হওয়া পর্যন্ত একই অযু যথেষ্ট ছিল।[১৪]

٢٠٩.عَنْ سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ اَلْعَصْرَ فَلَمَّا صَلّٰى دَعَا بِالْاَطْعِمَةِ

১৪. হদস অর্থ বে-অযু হওয়া।

فَلَمْ يُؤْتَ الاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

২০৯. সুওয়াইদ ইবনে নোমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে খায়বারের বছরে বের হলাম। সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে আসরের নামায পড়ালেন। নামাযের পর তিনি খাবার আনার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু ছাতু ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। আমরা তা খেলাম ও পান করলাম। তারপর নবী স. মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং কুল্লি করে নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাবের ছিঁটা থেকে নিজেকে রক্ষা না করা কবীরা গোনাহ।

٢١٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الاَخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ رَطْبَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا.

২১০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. মদীনার অথবা মক্কার কোনো এক বাগান অতিক্রমের সময় দু'জন লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাদেরকে তাদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। নবী স. বললেন, এদের দুজনকে আযাব দেয়া হচ্ছে কিন্তু কোনো বড় কাজের জন্য নয়। তারপর তিনি বললেন, হ্যাঁ একজন পেশাবের ছিঁটা থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না এবং অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াতো। তারপর তিনি একটা কাঁচা খেজুরের ডাল আনিয়ে দু' টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে পুঁতে রেখে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ! এরূপ করলেন কেন ? জবাবে তিনি বললেন, হয়তো এর কারণে তাদের গোর আযাব ডাল দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত হালকা হতে পারে।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব থেকে পবিত্র হওয়া। নবী স. এমন কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন, যে পেশাব করার সময় তার ছিঁটা থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না, তিনি শুধু মানুষের পেশাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

٢١١.عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ ·

২১১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি পানি নিয়ে তাঁর সাথে যেতাম। তিনি তা দিয়ে শৌচ কাজ করতেন।

৫৬ক. অনুচ্ছেদ ঃ

٢١٢.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ، اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَاَمَّا الاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِىْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ٠

২১২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একদা দুটি কবরের পাশ দিয়ে চলার সময় বললেন, এদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে এবং কোনো বড় কাজের দরুন এদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না এবং অপর একজন চোগল খুরী করে বেড়াতো। তারপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে দু' টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে গেড়ে দিলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এরূপ করলেন কেন ? তিনি বললেন, হয়ত আল্লাহ তাআলা এর কারণে ডাল দুটি না শুকানো পর্যন্ত তাদের গোর আযাব হালকা করতে পারেন।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. একজন বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করা সত্ত্বেও কিছু বললেন না।

٢١٣. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوْهُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ٠

২১৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. জনৈক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করা অবস্থায় দেখে বললেন, তাকে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত ছেড়ে দাও। তারপর তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের ওপর ছিটিয়ে দিলেন।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢালা।

٢١٤.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ٠

২১৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করায় লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে উঠলো। তখন নবী স. লোকদেরকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি কিংবা এক টিন পানি ঢেলে দাও। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মানুষের সাথে কোমল ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, কঠোর ব্যবহারের জন্য নয়।

৫৮ক. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাবের ওপর পানি প্রবাহিত করা।

٢١٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِىْ طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ

النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَهُرِيقَ عَلَيْهِ ٠

২১৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন এসে মসজিদের চত্বরে পেশাব করায় লোকেরা তাকে ধমক দিলো। কিন্তু নবী স. তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং যখন সে পেশাব শেষ করলো, তখন নবী স. লোকদেরকে তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দেবার আদেশ দিলেন। সেই মোতাবেক পানি ঢেলে দেয়া হলো।

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের পেশাব সম্পর্কীয় হাদীস।

٢١٦.عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتِ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ ٠

২১৬. মুসলিম জননী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট একটি দুধের বাচ্চা আনা হলো। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তৎক্ষণাৎ তা ধুয়ে ফেললেন।

٢١٧. عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَي ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ٠

২১৭. উম্মে কাইস বিনতে মিহসান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর শিশুপুত্র সহ, যে তখনও ভাত খাওয়া ধরেনি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এলেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে নিজের কোলে বসালেন। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু তা ধুলেন না।[১৫]

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করা।

٢١٨.عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ٠

২১৮. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একদা লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর তিনি পানি চাইলেন। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে গেলাম এবং তিনি অযু করলেন।[১৬]

---

১৫. ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে বাচ্চা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে, তার পেশাব নাপাক। তা অবশ্য ধুয়ে ফেলতে হবে। হানাফীগণ এ হাদীসটির অর্থ করে থাকেন, বেশী করে রগড়ে এবং কচলিয়ে ধোয়া হয়নি।

১৬. এখানে অযু শব্দটি লিঙ্গ ধৌতকরণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সাথীর নিকট পেশাব করা এবং দেয়াল দ্বারা পর্দা করা।

٢١٩.عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِىْ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ اِلَىَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ ٠

২১৯. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. এক সাথে যাচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি দেয়ালের পিছে লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগলেন। আমি তাঁর নিকট থেকে সরে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করায় আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম ; যতক্ষণ না তিনি পেশাব শেষ করলেন।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় পেশাব করা।

٢٢٠.عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ يُشَدِّدُ فِى الْبَوْلِ وَيَقُوْلُ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ اَمْسَكَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ٠

২২০. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আশ'য়ারী পেশাবের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন এবং বলতেন, বনী ইসরাঈলরা তাদের কাপড়ে অপবিত্রতা লাগলে তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো। একথা শুনে হুযাইফা রা. বললেন, খুবই ভালো হতো, যদি তিনি এরূপ (কড়াকড়ি) না করতেন। কেননা রসূলুল্লাহ স. একদা লোকদের আবর্জনা ফেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত ধুয়ে ফেলা।

٢٢١.عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اَرَأَيْتَ اِحْدَانَا تَحِيْضُ فِى الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ، قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّى فِيْهِ ٠

২২১. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক নবী স.-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল স. ! আমাদের কারোর যদি ঋতুর রক্ত তার কাপড়ে লাগে, তাহলে সে কি করবে ? তিনি বললেন ঃ রক্তের জায়গাটি রগড়াবে। তারপর পানি দিয়ে ডলে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলবে এবং ঐ কাপড় পরে নামায পড়বে।

٢٢٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلاَةَ ، وَاِذَا

اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى قَالَ وَقَالَ أَبِىْ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِىْءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ ·

২২২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, আমি একজন রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা নারী। আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায পড়া ছেড়ে দেব ? তিনি বললেন, না। কেননা এটা রক্ত শিরা। ঋতু নয়। ঋতু আসলে নামায ছাড়বে এবং ঋতু চলে গেলে রক্ত ধুয়ে নামায পড়তে থাকবে। তারপর পুনরায় ঋতু না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে।

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ বীর্য এবং নারী সম্পর্কীয় অন্যান্য নাপাকী ধোয়া সম্বন্ধে।

٢٢٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِىْ ثَوْبِهِ ·

২২৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাপড় থেকে নাপাকী ধুতাম এবং তিনি কাপড়ে পানির ভিজা দাগ নিয়ে নামায পড়তে বের হতেন।

٢٢٤.عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِىِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاَثَرُ الْغَسْلِ فِىْ ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ·

২২৪. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। আয়েশা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাপড় থেকে নাপাকী ধুয়ে দিতাম এবং তিনি কাপড়ে পানির ভিজা দাগ নিয়ে নামায পড়তে চলে যেতেন।

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকী ধোয়ার পরও কাপড়ে পানির দাগ রয়ে গেলে।

٢٢٥.سَمِعْتُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِى الثَّوْبِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاَثَرُ الغَسْلِ فِيْهِ بُقَعُ الْمَاءِ ·

২২৫. সুলাইমান ইবনে ইয়াসারকে কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, আয়েশা রা. বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে দিতাম। তারপর তিনি কাপড়ে পানির ভিজা দাগসহ নামায পড়তে যেতেন।

٢٢٦. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا·

২২৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুতেন। তারপর তিনি কাপড়ে পানির ভিজা দাগ দেখতেন।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ উট, চতুষ্পদ জন্তু এবং ছাগলের পেশাব ও এগুলোর খোঁয়াড় সম্বন্ধে হাদীস। আবু মূসা রা. বারীদ নামক স্থানে নামায পড়েছেন এবং তার একদিকে গোবর ও অন্যদিকে বন ছিলো। তিনি বলেন, এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

٢٢٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَاَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوْا فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِيْ اٰثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيْئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ بِقَطْعِ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقُوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ فَهٰؤُلاَءِ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ・

২২৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকল কিংবা উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আসলো। (কিন্তু এখানকার আবহাওয়া তাদের উপযোগী ছিল না।) নবী স. তাদেরকে (বায়তুল মালের) দুগ্ধবতী উটের নিকট গিয়ে তাদের পেশাব ও দুধ পান করতে আদেশ দিলেন। তারা গেল এবং সুস্থ হওয়ার পর নবী স.-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। এ সংবাদ দিনের প্রথম ভাগে তাঁর [রসূলুল্লাহ স.-এর] নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের পশ্চাতে লোক প্রেরণ করেন। দুপুরের সময় তাদেরকে ধরে আনা হলো। তারপর তিনি তাদের হাত-পা কাটার হুকুম দিলেন। তাদের চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে দেয়ার পর উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে রাখা হলো। তারা পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকলো। কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হলো না। আবু কেলাবা বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল এবং ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল। পরিশেষে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

٢٢٨. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ قَبْلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ・

২২৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মসজিদ নির্মিত হওয়ার পূর্বে ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়ে নামায পড়তেন।[১৭]

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়লে কি করতে হবে। যুহরী র. বলেন, পানিতে নাপাকী পড়ার দরুন যদি তার স্বাদ, গন্ধ অথবা রং পরিবর্তিত না হয়, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। হাম্মাদ র. বলেন, পানিতে মরা পশুর পায়খানা পড়লে পানি নষ্ট হয় না। যুহরী র. আরও বলেন, আমি সালফে সালেহীন উলামাকে মৃত জন্তুর হাড় চিরুণী হিসেবে ব্যবহার

১৭. হালাল পশুর পেশাবের পবিত্রতা এবং তা খাওয়া যায় কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

করতে এবং তা দিয়ে শরীর চুলকাতে দেখেছি। তারা এরূপ করা খারাপ মনে করতেন না। ইবনে সিরীন ও ইবরাহীম রা. হাতীর দাঁতের ব্যবসা না-জায়েয মনে করতেন না।

٢٢٩.عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِىْ سَمْنٍ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ ٠

২২৯. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে ঘি-এর মধ্যে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তা এবং তার আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খাও।

٢٣٠.عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِىْ سَمْنٍ فَقَالَ خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ ٠

২৩০. মায়মুনা রা. বলেন। নবী স.-কে এমন ঘি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো যাতে ইঁদুর পড়েছে। তিনি বললেন, তা ও তার আশপাশের ঘি তুলে নিয়ে ফেলে দাও।[১৮]

٢٣١.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا اِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ ٠

২৩১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মুসলমানের প্রতিটি আঘাত যা সে আল্লাহর রাহে পেয়েছে, কেয়ামতের দিন ঠিক তেমনি তাজা অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন সে প্রথম দিন পেয়েছিল। তার রক্ত বইতে থাকবে এবং তার রং হবে রক্তের রঙের মতো। কিন্তু গন্ধ হবে মৃগনাভির মতো।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষিদ্ধ।

٢٣٢.عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ وَبِاِسْنَادِهِ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لاَ يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

২৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যা প্রবাহিত হয় না। কেননা পরে হয়তো সে-ই উক্ত পানিতে গোসল করবে।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর পিঠের ওপর নাপাকী ও মৃত জন্তু নিক্ষেপ করলে তার নামায নষ্ট হয় না। ইবনে উমর নামায পড়াকালে কাপড়ে রক্ত দেখলে তা খুলে রেখে নামায আদায় করতেন। ইবনে মোসাইয়াব ও শা'বী বলেন, নামায পড়ার সময় কেউ যদি তার কাপড়ে রক্ত কিংবা জানাবাত দেখে অথবা কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়ে

১৮. এ বিধান জমাটবাধা ঘি সম্বন্ধে।

অথবা পানির অভাবে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে এবং পরবর্তী সময় পানি পায় অথবা সঠিক কেবলা জানতে পারে, এমতাবস্থায় তার নামায দোহরাতে হবে না।

٢٣٣.عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْبَيْتِ وَاَبُوْ جَهْلٍ وَاَصْحَابٌ لَهُ جُلُوْسٌ اِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَيُّكُمْ يَجِئُ بِسَلَى جَزُوْرِ بَنِىْ فُلاَنٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ اِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَاَنَا اَنْظُرُ لاَ اُغْنِىْ شَيْئًا لَوْ كَانَتْ لِىْ مَنْعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْحَكُوْنَ وَيُحِيْلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَاْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ اِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الدَّعْوَةَ فِىْ ذٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمَّى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِىْ جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ، وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظْهُ، قَالَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَرْعَى فِى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ.

২৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. কা'বার নিকট নামায পড়ছিলেন এবং আবু জেহেল ও তার কয়েকজন সাথী সেখানে বসেছিল। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, তোমাদের মধ্য থেকে কে অমুক গোত্রের উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাবে তার পিঠের ওপর রেখে দিতে পারো? অতপর তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় পাষণ্ডটি[১৯] ওঠে গিয়ে তা এনে অপেক্ষায় রইলো। নবী স. যখন সিজদায় গেলেন, তখন সেই পাষণ্ড সেটি তাঁর দু কাঁধের মধ্যখানে পিঠের ওপর রেখে দিলো। আমি তা দেখছিলাম। কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না। হায় আমার যদি কিছু করার শক্তি থাকতো।[২০] তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগলো এবং একে অপরের ওপর দোষ চাপাতে লাগলো। রসূলুল্লাহ স. সিজদায় ছিলেন, তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না। এমন সময় ফাতেমা রা. এসে তা তাঁর পিঠ থেকে সরালে তিনি (রসূল) মাথা তুলে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও করো।" এ বদদোয়ায় তারা মনে আঘাত পেল। কেননা এ শহরে দোয়া কবুল হয়। তারপর তিনি নাম ধরে বদদোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবু জেহেল, উতবা ইবনে রবীয়া, শাইবা ইবনে রবীয়া, অলীদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং উকবা ইবনে আবি মুআইতকে পাকড়াও করো।" তিনি সপ্তম ব্যক্তির নাম করেছিলেন, কিন্তু বর্ণনাকারী তা ভুলে গেছেন। আবদুল্লাহ বলেন, সেই সত্তার কসম

---

১৯. এ পাষণ্ডটি ছিল উকবাহ।
২০. অর্থাৎ যদি আমার সাথে কিছু লোক থাকতো তাহলে তাদের সহায়তায় আমি এর মোকাবিলা করতাম।

যার হাতে আমার জীবন, রসূলুল্লাহ্ স. যে সকল লোকের নাম নিয়েছিলেন, আমি তাদের প্রত্যেককে বদরের অন্ধকার কূপে পড়ে থাকতে দেখেছি।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে থুথু ফেলা ইত্যাদি। উরওয়াহ্ র. মেসওয়ার এবং মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ স. হুদাইবিয়ার যুদ্ধে বের হন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, রসূলুল্লাহ্ থুথু ফেললে তা কোনো না কোনো সাহাবীর হাতে গিয়ে পড়তো এবং তিনি সাথে সাথে তা নিজের মুখে ও শরীরে মর্দন করতেন।

٢٣٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ثَوْبِهِ .

২৩৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. তার কাপড়ে থুথু ফেলেছিলেন।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নাবীয (খেজুর ভিজানো পানি) এবং এমন পানি যার দ্বারা মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়, তা দিয়ে অযু করা জায়েয নয়। হাসান ও আবুল আলিয়া এটাকে মাকরূহ মনে করেন। আতা রা. বলেন, আমার মতে নাবীয ও দুধ দ্বারা অযু করার চেয়ে তায়াম্মুম করা ভালো।

٢٣٥.عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

২৩৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রতিটি পানীয় দ্রব্য হারাম।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার চেহারা থেকে কন্যার রক্ত ধোয়া। আবুল আলিয়া তার ছেলেদেরকে বলেন, তা আমার পায়ে মর্দন করো। কেননা তিনি রোগগ্রস্ত ছিলেন।

٢٣٦.عَنْ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ اَحَدٌ بِأَىِّ شَيْءٍ دُوْوِىَ جُرْحُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِىَ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ. كَانَ عَلِىٌّ يَجِىْءُ بِتُرْسِهِ فِيْهِ مَاءٌ ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَأُخِذَ حَصِيْرٌ فَأُحْرِقُ فَحُشِىَ بِهِ جُرْحُهُ.

২৩৬. সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী রা. থেকে বর্ণিত। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, রসূলুল্লাহ্ স.-এর যখমের চিকিৎসা কিভাবে করা হয়েছিলো ? তিনি বলেন, বর্তমানে এমন কেউ নেই যে, এ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভাল জানে। আলী ঢাল ভরে পানি আনছিলেন, আর ফাতেমা তাঁর চেহারা হতে রক্ত ধুচ্ছিলেন। তারপর খেজুর পাতার একটা চাটাই এনে জ্বালিয়ে তার ছাই তাঁর যখমে ভরে দেয়া হলো।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেসওয়াক সম্বন্ধীয় হাদীস। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট এক রাত যাপন করি। তিনি মেসওয়াকের সাহায্যে দাঁত পরিষ্কার করেছিলেন।

٢٣٧. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُوْلُ اُعْ اُعْ ، وَالسِّوَاكُ فِى فِيْهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ .

২৩৭. আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী স.-এর নিকট এসে দেখি, তিনি তাঁর হস্তস্থিত মেসওয়াক দিয়ে দাঁত ঘসছেন। তিনি মুখে মেসওয়াক রেখে এমনভাবে উঃ উঃ করছেন, মনে হলো যেন বমি করবেন।

٢٣٨.عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

২৩৮. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রাতে যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন মেসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ বড়জনকে মেসওয়াক দেয়া উচিত।

٢٣٩.عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اُرَانِيْ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَ نِيْ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيْلَ لِيْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا.

২৩৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম যে, আমি একটি মেসওয়াক নিয়ে মেসওয়াক করছি। এমন সময় আমার নিকট দুজন লোক আসলো। একজন অপরজন অপেক্ষা বড়। আমি তাদের মধ্যে ছোটজনকে মেসওয়াক দিতে গেলাম। কিন্তু আমাকে বলা হলো, বড়জনকে দিন। আমি সেই মোতাবেক তাদের বড়জনকে দিলাম।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ অযু সহ ঘুমানোর ফযীলত।

٢٤٠.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ ، وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَاَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ ، فَاِنْ مُتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَاَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ـ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُوْلِكَ قَالَ لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ .

২৪০. বারাআ ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাকে বললেন, তুমি বিছানায় যাবার সময় নামাযের অযুর মতো অযু করবে। তারপর ডান কাত হয়ে শুয়ে বলবে, اللهم اسلمت وجهى اليك .... الذى ارسلت "হে আল্লাহ! আমি ঝুঁকিয়ে দিলাম আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে। ন্যস্ত করলাম আমার বিষয় তোমার নিকট। আমি তোমাকে নিজের পৃষ্ঠপোষক করলাম—তোমার প্রতি আশা ও ভয় রেখে। তোমার

ছাড়া কোনো আশ্রয় ও কোনো মুক্তি নেই। হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার অবতীর্ণ গ্রন্থের (কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখি এবং (ঈমান রাখি) তোমার নবীর প্রতি, যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।" যদি তুমি এ দোআ পড়ার পর ঐ রাতে মারা যাও, তাহলে ঈমানের ওপর মারা যাবে। একথাগুলোকে (অর্থাৎ এ দোআকে) তোমার (রাতের) সর্বশেষ কথায় পরিণত করো।[২১] বারাআ রা. বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট একথাগুলো পুনরাবৃত্তি করি। যখন আমি اللهم امنت بكتابك الذى انزلت পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন বললাম ورسولك الذى ارسلت। তিনি বললেন, না। বরং বলো ونبيك الذى ارسلت

২১. এ থেকে প্রমাণ হয় যে, দোআয় রসূলুল্লাহ্ স.-এর উচ্চারিত শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

অধ্যায়-৫

كِتَابُ الْغُسْلِ

(গোসলের বর্ণনা)

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, "যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি রুগ্ন হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ্ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান, আর তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬) এবং মহামহীম আল্লাহ্র বাণী, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, আর যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। আর তোমরা যদি রুগ্ন হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার থেকে আসে অথবা স্ত্রী সহবাস করে, আর পানি না পায় তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা মুখ ও হাতে বুলাবে, আল্লাহ্ গুনাহ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।-সূরা নিসা ঃ ৪৩

১. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পূর্বে অযু সম্পর্কে আলোচনা।

٢٤١. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ

فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ .

২৪১. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখন জানাবাতের[১] গোসল করতেন, তখন প্রথমে হাত দুটি ধুতেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন। তারপর তিনি তাঁর আঙুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে তা দিয়ে চুলের গোড়া খেলাল করতেন। তারপর দু' হাত দিয়ে তিন আঁজলা পানি নিজের মাথায় ঢালতেন। পরিশেষে সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন।

٢٤٢.عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْاَذٰى ثُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحّٰى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هٰذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

২৪২. নবী স.-এর স্ত্রী মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন, তবে দু' পা ধুলেন না এবং লজ্জাস্থান ও যে অঙ্গ অপবিত্র হয়েছিল, তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর নিজের (শরীরের) ওপর পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর পা দুটি সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে ধুয়ে ফেললেন। এটাই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।

২. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে গোসলের বর্ণনা।

٢٤٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ .

২৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। সেটি ছিল পিতল বা তামার পাত্র। যাকে ফারাক[২] বলা হয়।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ সা'[৩] এবং এ পরিমাণের পানি দ্বারা গোসল সম্পর্কে আলোচনা।

٢٤٤.عَنْ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ اَنَا وَاَخُوْ عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا اَخُوْهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِاِنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَاَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ .

২৪৪. আবু সালমাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ও আয়েশার ভাই আয়েশার নিকট গেলাম, তাঁকে রসূলুল্লাহ স.-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি একটি পাত্রে এক সা' পরিমাণ পানি আনালেন। তিনি তাতে গোসল করলেন এবং মাথায় পানি বহালেন। (এ সময়) তাঁর ও আমাদের মধ্যে পর্দা ছিল।

---

১. স্ত্রী সহবাসের কিংবা স্বপ্নবশতঃ রেতঃপাতের ফলে সৃষ্ট নাপাকী অবস্থাকে জানাবাত বলে এবং এরূপ ব্যক্তিকে জুনুবী বলা হয়। এরূপ অবস্থায় গোসল করা ফরয।

২. পিতল বা তামার পাত্রকে 'ফারাক' বলা হয়। এ ধরনের পাত্রে সাধারণতঃ দশ-বার সের পানি ধরে।

৩. এক সা'র পরিমাণ প্রায় চার সের।

٢٤٥.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ وَاَبُوْهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيْكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِيْنِيْ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِيْ مَنْ هُوَ أَوْفٰى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ اَمَّنَا فِيْ ثَوْبٍ ‧

২৪৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার পিতা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর কাছে ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিলেন। তারা তাকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায়, তিনি বললেন, এক সা' পানি তোমার জন্য যথেষ্ট। সে বললো, এক সা' পানি আমার জন্য যথেষ্ট নয়। জাবির জবাবে বলেন, যাঁর মাথায় তোমার চেয়ে বেশী চুল ছিলো এবং যিনি তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, (রসূলুল্লাহ) তাঁর জন্য এক সা' পানিই যথেষ্ট ছিল। তারপর তিনি আমাদেরকে এক কাপড়ে নামায পড়ালেন।

٢٤٦.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ كَانَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ ‧

২৪৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ও (তাঁর স্ত্রী) মায়মুনা রা. উভয় একই পাত্রের পানি হতে গোসল করতেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢালল।

٢٤٧.عَنْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَأُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِيْ ثَلاَثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ‧

২৪৭. জুবাইর ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি তিনবার আমার মাথায় পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি দু' হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

٢٤٨. عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلاَثًا

২৪৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

٢٤٩.سَئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ اَكُفٍّ وَيُفِيْضُهَا عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ اِنِّيْ رَجُلٌ كَثِيْرُ الشَّعْرِ، فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرُ مِنْكَ شَعْرًا ‧

২৪৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-কে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নবী স. তিন আঁজলা পানি নিয়ে মাথায় ঢালতেন। তারপর তা শরীরের বাকী অংশে প্রবাহিত করতেন। প্রশ্নকারী বলেন, আমার চুল খুব বেশী। জাবির বলেন, নবী স.-এর চুল তোমার চেয়ে বেশী ছিল।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ শরীরের অঙ্গ একবার করে ধোয়া।

٢٥٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ اَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ .

২৫০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। মায়মুনা বলেছেন, আমি নবী স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তাঁর দু' হাত দু'বার কিংবা তিনবার ধুয়ে নিলেন। তারপর তিনি বাঁ হাতে পানি নিয়ে তাঁর পুরুষাঙ্গ ধৌত করলেন। তারপর হাত মাটিতে রগড়ালেন। তারপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও দু' হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। সবশেষে সে স্থান থেকে সরে গিয়ে পা দুটি ধুয়ে ফেললেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোসলের সময় হেলাব বা খুশবু ব্যবহার করেন।

٢٥١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ .

২৫১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জানাবাতের গোসলের সময় হেলাবের[৪] মত একটি পাত্র চেয়ে নিতেন। তারপর আঁজলা ভরে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান দিক ও পরে বাম দিক ধুয়ে ফেলতেন। তারপর মাথার মাঝখানে দু' হাত দিয়ে পানি ঢালতেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া।

٢٥٢. عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَأَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَاَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اُتِيَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

২৫২. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত ধুয়ে ফেললেন। তারপর পুরুষাঙ্গ ধুলেন। তারপর হাতটি মাটিতে রগড়ালেন এবং ধুয়ে ফেললেন। তারপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুলেন এবং মাথায় পানি ঢাললেন এবং

৪. হেলাব এমন পাত্র যাতে চার সেরের মতো পানি ধরে।

সে স্থান থেকে সরে গিয়ে পা দুটি ধুলেন। অতপর তাঁকে গা মোছার জন্য রুমাল দেয়া হলো। কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করলেন না।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ হাত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করার জন্য মাটিতে রগড়ান।

٢٥٣. عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ·

২৫৩. মায়মুনা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জানাবাতের গোসল করলেন। হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধুলেন, তারপর হাত দেয়ালে রগড়ে ধুয়ে নিলেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। তারপর গোসল শেষে পা দুটি ধুলেন।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী (যার ওপর গোসল ফরয হয়েছে) ব্যক্তি হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে পারে কিনা, যখন তার হাতে জানাবাতের নাপাকী ছাড়া অন্য কোনো নাপাকী না থাকে ? ইবনে উমর ও বারাআ ইবনে আযিব হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে অযু করেছিলেন। ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস সেই পানিকে খারাপ মনে করেন না, যা জানাবাতের গোসল থেকে টপকে পড়ে।

٢٥٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ·

২৫৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং আমাদের উভয়ের হাত তাতে পড়তো।

٢٥٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ

২৫৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জানাবাতের গোসলের পূর্বে নিজের হাত ধুয়ে নিতেন।

٢٥٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ -

২৫৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. একই পাত্র হতে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম। আবদুর রহমান ইবনে কাসিম র. তার পিতার সূত্রে আয়েশা রা. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٥٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْاَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ - زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ -

২৫৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ও তাঁর একজন স্ত্রী একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতেন। মুসলিম র. এবং ওয়াহব ইবনে জারীর র. শুবা রা. থেকে তা ফরয গোছল ছিল' বলে বর্ণনা করেছেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোসলের সময় ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের ওপর পানি ফেলেছেন।

٢٥٨.عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ اَدْرِىْ اَذَكَرَ الثَّالِثَةَ اَمْ لاَ، ثُمَّ اَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا

২৫৮. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং পর্দার ব্যবস্থা করলাম। তিনি নিজের হাতে পানি ঢেলে একবার কিংবা দু'বার ধুলেন। রাবী সুলাইমান বলেন, তিনবার কিনা তা আমি জানি না। তারপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢেলে তা দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধুলেন। তারপর নিজের হাত মাটিতে কিংবা প্রাচীরের ওপর রগড়ালেন। এরপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল, দু'হাত ও মাথা ধৌত করলেন। তারপর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। এরপর সরে গিয়ে পা দুটি ধুলেন। আমি তাঁর গা মোছার জন্য এক টুকরো কাপড় এনে দিলাম। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে হাত দিয়ে গা মুছলেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ গোসল এবং অযু পৃথক পৃথকভাবে করা। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি অযুর অংগগুলো শুকিয়ে যাওয়ার পর দু'পা ধুয়েছিলেন।

٢٥٩.عَنْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَاَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ٠

২৫৯. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তা তাঁর দু' হাতের ওপর ঢেলে দু'বার কিংবা তিনবার করে ধুলেন। তারপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে নিজের পুরুষাঙ্গ ধুলেন। এরপর তিনি হাতটি মাটিতে রগড়ালেন, অতপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর মুখমণ্ডল, দু হাত ও মাথা তিনবার করে ধুলেন এবং সারা শরীরে পানি ঢাললেন। সবশেষে সেখান থেকে সরে গিয়ে পা দুটি ধুয়ে নিলেন।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ একবার স্ত্রী সহবাস করার পর দ্বিতীয়বার স্ত্রী সহবাস করা এবং একই গোসলে সব স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

٢٦٠.عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيْبًا ·

২৬০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর শরীরে খুশবু লাগিয়ে দিতাম। তারপর তিনি স্ত্রীদের কাছে যেতেন। অতপর সকালে গোসলের পর ইহরাম বাঁধতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর শরীর থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়তো।

٢٦١.عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فِى السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ اِحْدَى عَشَرَةَ ، قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَوكَانَ يُطِيْقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِيْنَ ، وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَا نَتَحَدَّثُ اِنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ ·

২৬১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দিবা রাত্রির কোনো এক সময় পর্যায়ক্রমে তাঁর সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন। তাঁরা সংখ্যায় এগারজন ছিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর এতো শক্তি ছিল ? আনাস রা. বলেন, আমরা বলাবলি করতাম, তাঁকে ত্রিশজন পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছিল। সায়ীদ র. কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস আমাকে ন'জন স্ত্রীর কথা বলেছেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ শুক্র ধোয়া এবং তার কারণে অযু করা।

٢٦٢. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً اَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ اِبْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ·

২৬২. আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খুব শুক্রপাত হতো। আমি একজন (মেকদাদ)-কে এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-কে প্রশ্ন করতে অনুরোধ করি। কেননা তাঁর কন্যা (ফাতেমা) আমার অধীনে ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, অযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিবে।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি খুশবু লাগাবার পর গোসল করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সুগন্ধ রয়ে গেল।

٢٦٣. سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا اُحِبُّ اَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَخُ طِيْبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِيْ نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا ·

২৬৩. আয়েশা রা.-কে প্রশ্ন করা হলো যে, ইবনে উমর বলেন, "আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধতে পছন্দ করি না যাতে সকালে আমার শরীর থেকে খুশবু বিচ্ছুরিত হয়।" জবাবে আয়েশা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর শরীরে খুশবু লাগিয়ে দিতাম। তারপর তিনি স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং সকালে ইহরাম বাঁধতেন।

٢٦٤.عَنْ عَائِشَةَ قَالَ كَأَنِّى اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفْرِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ •

২৬৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও ইহ্রাম অবস্থায় নবী স.-এর সিঁথিতে সুগন্ধির চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ চামড়া ভেজা পর্যন্ত চুল খেলাল করা। তারপর তার ওপর পানি ঢালা।

٢٦٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا •

২৬৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জানাবাতের গোসলের সময় প্রথমে দু' হাত ধুতেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন। তারপর গোসলের সময় হাতের অঙ্গুলী দিয়ে চুল খেলাল করতেন। তারপর চামড়া ভিজে গেলে শরীরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতপর সারা শরীর ধৌত করতেন। তিনি আরও বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ স. একই পাত্র হতে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে গোসল করতাম।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় অযু করে। তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলে। কিন্তু পুনরায় অযু করে না।

٢٦٦.عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضُوْأً لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ •

২৬৬. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য ফরয গোসলের পানি রাখা হলো। তিনি ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের ওপর দু'বার কিংবা তিনবার পানি ঢাললেন। তারপর নিজের পুরুষাঙ্গ ধুলেন। তারপর নিজের হাত মাটিতে অথবা প্রাচীরে দ'বার কিংবা তিনবার মারলেন। তারপর কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও বাহুদ্বয় ধুলেন। তারপর নিজের মাথায় পানি ঢাললেন। অতপর শরীর ধুয়ে ফেললেন। তারপর সে স্থান থেকে সরে গিয়ে পা দুটি ধুলেন। তিনি আরও বলেন, আমি তাঁর শরীর মোছার জন্য এক টুকরো কাপড় নিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি তা না নিয়ে হাত দিয়ে শরীর মুছতে লাগলেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যদি কারোর স্মরণ আসে যে, সে জুনুবী, তাহলে সেই মুহূর্তে বাইরে চলে আসবে এবং তায়াম্মুম করবে না।

٢٦٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ قِيَامًا فَخَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىْ عَنِ الزُّهْرِىِّ -

২৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের একামত বলা হলো এবং দাঁড়ান অবস্থায় কাতার ঠিক করা হলো। এমন সময় রসূলুল্লাহ্ স. আমাদের নিকট আসলেন এবং যখন মোসাল্লায় দাঁড়ালেন, তখন তাঁর স্মরণ হলো যে তিনি জুনুবী। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো। তারপর তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আসলেন। তিনি যখন আমাদের নিকট আসেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানি টপকাচ্ছিলো। তিনি তাকবীর বললেন এবং আমরা তাঁর সাথে নামায পড়লাম। আবদুল আ'লা র. যুহরী র. থেকে এবং আওযাঈ র.-ও যুহরী র. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাতের গোসলের পর হাত ঝাড়া।

٢٦٨.عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَاَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ ٠

২৬৮. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং তাঁর জন্য একটা কাপড় দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করলাম। তিনি নিজের দু হাতের ওপর পানি ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। তারপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ পুরুষাঙ্গ ধৌত করলেন। তারপর হাতটি মাটিতে ফেলে রগড়াবার পর সেটি পানি দিয়ে ধুলেন। অতপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও বাহুদ্বয় ধৌত করলেন। তারপর মাথায় পানি দিলেন এবং সারা শরীরে তা প্রবাহিত হলো। এরপর সরে গিয়ে পা দুটি ধুলেন। আমি তাঁর শরীর মোছার জন্য একটা কাপড় দিলাম। কিন্তু তিনি তা না নিয়ে হাত দিয়ে শরীর মুছতে মুছতে চলে এলেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মাথার ডান দিক থেকে গোসল আরম্ভ করলো।

٢٦٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا اِذَا اَصَابَتْ اِحْدَانَا جَنَابَةٌ اَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَاْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْاَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْاُخْرٰى عَلَى شِقِّهَا الْاَيْسَرِ ٠

২৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কারোর জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে, সে তার দু' হাতে তিনবার পানি নিয়ে মাথায় নিক্ষেপ করতো।

তারপর (এক) হাত দিয়ে মাথার ডান দিকটি এবং অন্য হাত দিয়ে মাথার বাম দিকটি মলতো।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করলো এবং যে পর্দা করলো। পর্দা করা উত্তম। বাহায তার বাপ ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী স. বলেছেন, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে শরমের প্রাচীর থাকা উচিত।

٢٧٠. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو اِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسٰى اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلاَّ اَنَّهُ اٰدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوْسٰى فِيْ اَثَرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ ثَوْبِيْ يَا حَجَرُ حَتّٰى نَظَرَ بَنُو اِسْرَائِيْلَ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَأْسٍ وَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ اَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْتَثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوْبُ اَلَمْ أَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى وَعِزَّتِكَ وَلٰكِنْ لاَ غِنَىْ بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ. وَرَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا ـ

২৭০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, বনী ইসরাঈল উলঙ্গ হয়ে গোসল করতো এবং একে অপরকে দেখতো। কিন্তু মূসা আ. একা গোসল করতেন। এ কারণে তারা বলতো, আল্লাহর কসম কোষ-বৃদ্ধি রোগ থাকার দরুন মূসা আমাদের সাথে গোসল করে না। একবার মূসা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করতে লাগলেন। এমন সময় পাথর কাপড়টি নিয়ে পালিয়ে গেল। তিনি পাথরের পিছনে পিছনে, "পাথর, আমার কাপড় (দাও), পাথর আমার কাপড় (দাও)", বলে দৌড়াতে লাগলেন। ফলে বনী ইসরাঈল তাঁকে দেখে ফেললো। তারা বললো, আল্লাহর কসম! মূসার কোনো খুঁত নেই। তিনি নিজের কাপড় নেয়ার পর পাথরে আঘাত করতে লাগলেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আল্লাহর কসম, সেই পাথরটিতে এখনও ছয়-সাতটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আবু হুরাইরা রা. থেকে আরও বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, একবার আইয়ুব আ. উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর ওপর সোনার পঙ্গপাল পড়তে লাগলো। তিনি সেগুলো কাপড়ে ভরতে লাগলেন। এমন সময় আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন ঃ হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এসব হতে অমুখাপেক্ষী করিনি ? জবাবে তিনি বলেন, হে রব, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে এসব থেকে অমুখাপেক্ষী করেছ। কিন্তু আমি তোমার বরকত থেকে অমুখাপেক্ষী নই। এভাবে

বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম র. আবু হুরাইরা রা. থেকে যে নবী স. বলেছেন একবার আইয়ুব আ. বিবস্ত্রাবস্থায় গোসল করেছিলেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের নিকট গোসল করার সময় পর্দা করা।

٢٧١.عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِىْ طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ .

২৭১. উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছরে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গিয়ে দেখি, তিনি গোসল করছেন এবং ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ? আমি বললাম, উম্মে হানী।

٢٧٢.عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

২৭২. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জানাবাতের গোসল করছিলেন এবং আমি তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলাম। তিনি হাত দুটি ধুলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং পুরুষাঙ্গ ও অন্যান্য নাপাকী ধুইলেন। তারপর নিজের হাতটি দেয়ালে বা মাটিতে রগড়ালেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। কিন্তু পা দুটি ধুলেন না। তারপর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। অবশেষে সরে গিয়ে পা দুটি ধুয়ে ফেললেন।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের ইহ্তিলাম (স্বপ্নদোষ) সম্পর্কে বর্ণনা।

٢٧٣. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِىْ طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ.

২৭৩. মুসলিম জননী উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহার স্ত্রী উম্মে সুলাইম রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা পান না। মেয়েদের ইহ্তিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে গোসল করতে হবে কি ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, হ্যাঁ, যদি পানি দেখতে পাও।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবীর ঘাম এবং মুসলমানের অচ্ছুত (অপবিত্র) না হবার বর্ণনা।

٢٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِيَهُ فِىْ بَعْضِ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْتَجَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ وَاَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ

২৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একদা নবী স. মদীনার কোনো পথে তাঁর সাথে মিলিত হন। তিনি (আবু হুরাইরা) জুনুবী (অপবিত্র) ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট থেকে সরে পড়লাম। তারপর গোসল করে পুনরায় আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরাইরা! তুমি কোথায় ছিলে? আবু হুরাইরা বলেন, আমি জুনুবী (অপবিত্র) থাকায় নাপাক অবস্থায় আপনার সাথে বসতে পছন্দ করলাম না। তিনি বলেন, 'সুবহানাল্লাহ' মুমিন কখনও অচ্ছুত (অপবিত্র) হয় না।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী বাজারে যেতে এবং বাইরে চলাফেরা করতে পারে। আতা র. বলেন, জুনুবী অযু না করে শিঙা নিতে, নখ কাটতে এবং মাথা কামাতে পারে।

٢٧٥. عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ ·

২৭৫. কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক তাদেরকে বলতেন, নবী স. কখনও কখনও এক রাত্রিতে সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন। সে সময় তার ন'জন স্ত্রী ছিল।

٢٧٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جُنُبٌ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَاَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَنْجُسُ

২৭৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনুবী ছিলাম। এ অবস্থায় নবী স. আমার সাথে মিলিত হন এবং আমার হাত ধরে চলতে থাকেন। তিনি এক জায়গায় বসে গেলেন। এমন সময় আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম এবং বাড়ী এসে গোসল করে পুনরায় তাঁর নিকট গেলাম। তখনও তিনি বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আবু হুরাইরা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ' মুমিন অপবিত্র হয় না।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পূর্বে অযু করার পর জুনুবীর ঘরে অবস্থান করা।

٢٧٧. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ·

২৭৭. আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি জুনুবী অবস্থায় নিদ্রা যেতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু অযু করতেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির নিদ্রার বর্ণনা।

٢٧٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَرْقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ ٠

২৭৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারে কি? তিনি বললেন, হাঁ, অযু করে জুনুবী ব্যক্তির ঘুমানো উচিত।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী অযু করে তারপর ঘুমাবে।

٢٧٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا أَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ٠

২৭৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে তাঁর পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিতেন এবং নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন।

٢٨٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ ٠

২৮০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রা. নবী স.-এর নিকট ফতোয়া চাইলেন, আমাদের কেউ কি জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অযু করার পর।

٢٨١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ٠

২৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রা. রসূলুল্লাহ স.-কে বললেন, আমার রাতে গোসল ফরয হয়েছে, কি করতে হবে? তিনি বললেন, অযু কর, পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেল এবং শুয়ে থাক।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর যৌন অঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে কি করতে হবে?

٢٨٢. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ، وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا أَبَانُ

قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا اَجْوَدُ وَاَوْكَدُ. وَاِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيْثَ الْاٰخَرَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْغُسْلُ اَحْوَطُ .

২৮২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, পুরুষাঙ্গ যখন নারীর চার শাখার[৫] মধ্যে বসে সংগম (সম্ভোগ) করে তখন অবশ্যি তার ওপর গোসল ফরয হয়। ইমাম বুখারী বলেন, এটি উৎকৃষ্ট ও জরুরী এবং মতভেদের দরুন আমি অন্য হাদীস বর্ণনা করেছি। নচেৎ এরূপ অবস্থায় গোসল করা শ্রেয়।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ নারীর যৌন অঙ্গ থেকে অপবিত্রতা লাগলে ধোয়া।

٢٨٣. عَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِيَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ ابْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَأُبَىَّ كَعْبٍ فَاَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ.

২৮৩. যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইবনে আফফানকে জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রী সঙ্গম করার পর কোনো পুরুষের যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে সে কি করবে? উসমান বললেন, নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে। উসমান বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে একথা শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালেব, যোবাইর ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং উবাই ইবনে কাআবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তারা সবাই আমাকে একই নির্দেশ দেন।

٢٨٤. عَنْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهُ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلِ قَالَ يَغْسِلُ مَامَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَلْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذٰلِكَ الْاٰخِرُ وَاِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْمَاءُ اَنْقٰى.

২৮৪. উবাই ইবনে কাআব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! কেউ বীর্যপাত ছাড়া স্ত্রী সঙ্গম করলে তার কি করতে হবে? তিনি বলেন, তার যে অঙ্গ নারীর যোনীদেশ স্পর্শ করেছে তা ধুয়ে ফেলবে। তারপর অযু করে নামায পড়বে। ইমাম বুখারী বলেন, গোসল করা শ্রেয়। মতভেদের জন্য আমি এটা সবশেষে বর্ণনা করেছি। তবে পানি (গোসল) অধিক পবিত্র কারী।[৬]

---

৫. নারীর চার শাখা বলে তার দু' হাত ও দু' পা বুঝানো হয়েছে।
৬. এ বিধান প্রথম দিকে ছিল কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায়।

অধ্যায়-৬

كتَابُ الحَيْضِ

(হায়েযের বর্ণনা)

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ٠

"হে মুহাম্মদ ! লোকেরা আপনাকে ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, সেটি অপবিত্রতা বিশেষ। ঋতু অবস্থায় মেয়েদের থেকে দূরে থাক এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তারা পাক-সাফ হয়। অতপর পাক-সাফ হওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তোমরা তাদের নিকট যাও। কেননা আল্লাহ তাআলা তাওবাকারী ও পাক-সাফ লোকদের পসন্দ করেন।"-(২ ঃ ২২)

১. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু কিভাবে শুরু হলো। নবী স. বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আদমের মেয়েদের জন্য ঋতু নির্ধারিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাঈলের মেয়েদের ওপর সর্বপ্রথম ঋতু আসে। ইমাম বুখারী র. বলেন, নবী স.-এর হাদীস সমস্ত নারী জাতির জন্য প্রযোজ্য।

٢٨٥.عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا لاَنَرَى الاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ قَالَ مَالَكِ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِيْ مَايَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ٠

২৮৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সবাই মদীনা থেকে) একমাত্র হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। সারেফ নামক স্থানে এসে আমার মাসিক ঋতু হলো। আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ স. আমার কাছে আসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছো ? মাসিক ঋতু হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আদমের মেয়েদের জন্য এটা নির্ধারিত করেছেন। তুমি কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া অন্যান্য হাজীদের মত হজ্জব্রত পালন করতে থাক। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গাভী কুরবানী করেছিলেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু অবস্থায় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া ও তার চুল আঁচড়ান।

٢٨٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ٠

২৮৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসিক ঋতু অবস্থায় রসূলুল্লাহ স.-এর চুল আঁচড়ে দিতাম।

٢٨٧.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِىْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حَائِضٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ يُدْنِىْ لَهَا رَأْسَهُ وَهِىَ فِىْ حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِىَ حَائِضٌ

২৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মাসিক ঋতু অবস্থায় রসূলুল্লাহ স.-এর চুল আঁচড়ে দিতেন। এমন অবস্থায় যখন রসূলুল্লাহ স. মসজিদে এতেকাফ করতেন, তিনি তাঁর মাথা আয়েশার দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং আয়েশা মাসিক অবস্থায় নিজের ঘর থেকে তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করা। আবু ওয়ায়েল তার দাসীকে মাসিক অবস্থায় আবু রাযীনের নিকট পাঠাতেন এবং সে জুযদানের ফিতা ধরে কুরআন শরীফ তার নিকট নিয়ে আসতো।

٢٨٨.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِىْ حِجْرِىْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ـ

২৮৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমার মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযকে নেফাস বলা চলে।

٢٨٩.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِى خَمِيْصَةٍ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ قَالَ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ٠

২৮৯. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে একই চাদরে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার মাসিক ঋতু দেখা দিল। আমি চুপি চুপি উঠে গিয়ে মাসিকের নেকড়া পরলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি নেফাস (মাসিক) দেখা দিয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর সাথে একই চাদরে শুয়ে পড়লাম।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারীর সাথে মিশামিশি করা।

٢٩٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِىْ فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ اِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ٠

২৯০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. অপবিত্র অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাঁর নির্দেশে (ঋতুমতী অবস্থায় আমি ইজার) ঋতুর কাপড় পরতাম এবং তিনি আমার সাথে মিশামিশি করতেন। তিনি এতেকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন এবং আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম।

٢٩١.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَن يُّبَاشِرَهَا أَمَرَهَا اَن تَتَّزِرَ فِى فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىْ ـ

২৯১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুমতী হলে এবং সেই অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. তার সাথে মিশামিশি করতে চাইলে, তাকে ঋতুর প্রাবল্যের সময় ঋতুর কটিবেশ পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি তার সাথে মিশামিশি করতেন। আয়েশা রা. বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী স.-এর মত নিজের কামপ্রবৃত্তি দমন করতে সমর্থ? খালিদ ও জারীর র. আশ শায়বানী র. থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٢.عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّبَاشِرَ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ اَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِىَ حَائِضٌ .

২৯২. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর কোনো স্ত্রীর সাথে ঋতু অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে, তাকে ঋতুর কটিবেশ পরার নির্দেশ দিতেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারীর রোযা না রাখা।

٢٩٣.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَضْحًى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَانِّىْ أُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرُ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ ـ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ ، قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَ بَلٰى، قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، قُلْنَ بَلٰى، قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا

২৯৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ স. ঈদুল আযহা কিংবা ঈদুল ফিতরের সময় ঘর থেকে ঈদগাহের দিকে বের হয়ে আসলেন। তিনি মেয়েদের নিকট গিয়ে বললেন, হে মহিলা সমাজ! তোমরা বেশী করে দান করতে থাক। কেননা আমাকে তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামে দেখানো হয়েছে। তারা বললো, কেন, হে আল্লাহর রসূল? তিনি জবাব দিলেন, তোমরা বেশী অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং

স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি তোমাদের চাইতে আর কাউকেও জ্ঞানবুদ্ধি ও দীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্ক দেখি না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি হরণ করে থাক। তারা প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের জ্ঞান ও দীনদারীর মধ্যে কি অপরিপক্কতা রয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য (শরীআতের দৃষ্টিতে) পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয় কি? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই তোমাদের জ্ঞানের অপরিপক্কতার নিদর্শন। আর ঋতুমতী হলে তোমাদের কেউ নামায পড়তে পারে না ও রোযা রাখতে পারে না, তাই না? তারা বললো, হ্যাঁ। একথা ঠিক। তিনি বললেন, এটাই তোমাদের দীনদারীর অপরিপক্কতার নিদর্শন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারী কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া হজ্জব্রতের অবশিষ্ট কাজ পালন করতে পারে। ইবরাহীম বলেন, ঋতুবতী নারী কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করতে পারে। ইবনে আব্বাসের মতে জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পড়তে কোনো আপত্তি নেই। নবী স. সর্ব অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর করতেন। উম্মে আতিয়া বলেন, (ঈদের দিন) ঋতুবতী নারীদেরকে পর্যন্ত বাইরে তাকবীর ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে ডাকার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো। ইবনে আব্বাস বলেন, আবু সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, নবী স. রোম সম্রাটকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে বিসমিল্লাহ সহ কুরআনের আয়াত লেখা ছিল। আতা জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা ঋতু অবস্থায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া হজ্জব্রতের অবশিষ্ট কাজ পালন করেছিলেন। তবে নামায পড়েননি। হাকাম বলেন, আমি জুনুবী অবস্থায় জবাই করে থাকি। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, যে প্রাণী আমার নাম ছাড়া জবাই করা হয় তা খেয়ো না। কাজেই আমি বিসমিল্লাহ্ অবশ্যই বলি।

٢٩٤.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ الاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللّٰهِ اَنِّى لَمْ اَحُجَّ الْعَامَ ، قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ، قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَاِنَّ ذٰلِكِ شَيْئٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِىْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَتَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِىْ ٠

২৯৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে মদীনা থেকে বের হলাম। সারেফ নামক স্থানে এসে আমার মাসিক ঋতু হলো, আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় নবী স. আমার কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন? আমি বললাম, যদি এ বছর হজ্জের নিয়ত না করতাম, তাহলে ভালই হতো। তিনি বললেন, কেন, মাসিক হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ তাআলা এটা আদমের মেয়েদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। কাজেই (কেবলমাত্র) কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া অন্যান্য হাজীদের মত হজ্জব্রতের অন্যান্য কাজ পালন কর, যতক্ষণ না পবিত্র হও।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রদর রোগ সম্পর্কে বর্ণনা।

٢٩٥.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ انِّى لاَ اَطْهُرُ، اَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَاذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ ، فَاذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى .

২৯৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে হুবাইশ রা. রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কখনও পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিব ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, এটা শিরা বিশেষ, ঋতুর রক্ত নয়। যখন ঋতু আসবে, তখন নামায ছেড়ে দেবে এবং যখন তার মেয়াদ শেষ হবে তখন রক্ত ধুয়ে (গোসলের পর) নামায পড়বে।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর রক্ত ধোয়া সম্পর্কে বর্ণনা।

٢٩٦.عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ احْدَانَا اذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا اَصَابَ ثَوْبَ احْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيْهِ .

২৯৬. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈকা স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! যদি আমাদের কারোর কাপড়ে ঋতুর রক্ত লাগে, তাহলে সে কি করবে ? রসূলুল্লাহ স. জবাব দিলেন, তোমাদের কারোর কাপড়ে ঋতুর রক্ত লাগলে প্রথমে সে রগড়াবে। তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে নামায পড়বে।

٢٩٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ احْدَانَا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيْهِ .

২৯৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারোর মাসিক হলে, সে পবিত্র হওয়ার পর তার কাপড় থেকে রক্ত রগড়ে ধুয়ে ফেলতো। তারপর সমস্ত কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিতো। তারপর সেই কাপড় পরে নামায পড়তো।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা নারীর এ'তেকাফ সম্পর্কে বর্ণনা।

٢٩٨.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ اَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ كَأَنَّ هٰذَا شَىْءٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ .

২৯৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সাথে তাঁর কোনো রক্ত প্রদর রোগগ্রস্ত স্ত্রী এ'তেকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত (প্রবাহিত হতে) দেখতেন। ফলে প্রায় সময়

তিনি শরীরের নিম্নাংশে রক্তের একটি পাত্র রাখতেন। রাবী বলেন, আয়েশা একবার জাফরানী রঙের পানি দেখে মন্তব্য করেন, এটা রসূলুল্লাহ স.-এর অমুক স্ত্রীর রক্ত প্রদর রোগের রক্তের রঙের মতো।

২৯৯.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ اَزْوَاجِهِ فَكَانَ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي .

২৯৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কোনো এক স্ত্রী রক্ত প্রদর রোগ নিয়ে তাঁর সাথে এ'তেকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলুদ রং দেখতেন। আর তার দেহের নীচে একটি পাত্র রাখা হতো। এ অবস্থায়ই তিনি নামায পড়তেন।

৩০০. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ .

৩০০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম জননীদের মধ্যে কোনো একজন রক্ত প্রদর রোগ নিয়ে এ'তেকাফ করেছিলেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ রক্তস্রাব কালের কাপড় পরিধান করে নামায পড়া যায় কি না ?

৩০১.عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ مَا كَانَ لِاِحْدَانَا اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَاِذَا اَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيْقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا .

৩০১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারোর নিকট একটার বেশী কাপড় থাকতো না। কারোর মাসিক ঋতু হলে এবং কাপড়ে রক্ত লাগলে সে থুথু দিয়ে তা ভিজিয়ে নখ দিয়ে রগড়াত।[১]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর গোসলের সময় সুগন্ধি ব্যবহার।

৩০২.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِيْ نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ اَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهٰى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৩০২. উম্মে আতিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে [রসূলুল্লাহ স.-এর যামানায়] কোনো মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। আমরা এ সময় সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না এবং সাধারণ রঙিন সূতার কাপড় ছাড়া অন্য কোনো প্রকার রঙিন কাপড় পরতাম না। তবে আমাদেরকে ঋতুর গোসলের সময় সামান্য, 'কুসতে আযফার'

১. প্রয়োজনবশত এরূপ করা চলে। পানির অভাবে এরূপ করা হতো। পানি পাওয়া গেলে পানি দ্বারা ধোয়া জরুরী।

(সুগন্ধি বিশেষ) ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আমাদেরকে জানাযার অনুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ বর্ণনা হিশাম ইবনে হাস্সান র. হাফসা রা. থেকে, তিনি উম্মে আতিয়্যা রা. থেকে এবং তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর কিভাবে গোসল ও শরীর মর্দন করবে ? এবং কস্তুরী মিশ্রিত কাপড় যোনী দেশে স্থাপন করার পদ্ধতি কি ?

٣٠٣.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِىْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِىْ فَاجْتَبَذْتُهَا اِلَىَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِىْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ .

৩০৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী স.-কে ঋতুর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে কিরূপে গোসল করতে হবে তা বুঝালেন। তিনি বললেন, কস্তুরী মিশ্রিত এক টুকরা কাপড় নিয়ে পবিত্র হও। সে বললো, কিরূপে পবিত্র হব ? তিনি আবার বললেন, তার সাহায্যে পবিত্র হও। সে বললো, কিরূপে ? তিনি পুনরায় বলেন, সুবহানাল্লাহ! পবিত্র হও। আয়েশা বলেন, এ অবস্থা দেখে আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং বললাম, রক্ত চিহ্নিত স্থানের ওপর (কস্তুরী মিশ্রিত) কাপড় ঘষে নাও।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর গোসলের বর্ণনা।

٣٠٤.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ اَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ خُذِىْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِىْ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِىْ بِهَا فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ النَّبِىُّ ﷺ .

৩০৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের একজন স্ত্রীলোক নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কিভাবে ঋতুর গোসল করবো ? তিনি জবাবে তিনবার বললেন, কস্তুরী মিশ্রিত এক টুকরো কাপড় নাও এবং পাক হও। তারপর নবী স. (খোলাখুলি বলতে) লজ্জাবোধ করলেন। তিনি নিজের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন অথবা বললেন, তা দিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়। (এ অবস্থা দেখে) আমি তাকে নিজের দিকে টেনে আনলাম এবং তাকে নবী স.-এর উদ্দেশ্য ভালরূপে বুঝিয়ে দিলাম।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের ঋতুর গোসলের সময় চুল আঁচড়ান।

٣٠٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتّٰى دَخَلَتْ لَيْلَةُ

عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَاِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَمْسِكِىْ عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ اَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَاَعْمَرَنِىْ مِنَ التَّنْعِيْمِ مَكَانَ عُمْرَتِىَ الَّتِىْ نَسَكْتُ .

৩০৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধে ছিলাম। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা তামাত্তুর নিয়ত করেছিল এবং কুরবানীর পশু সাথে আনেনি। তিনি বলেন, আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো এবং আরাফার রাত পর্যন্ত পাক হলাম না। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আজ আরাফার রাত এবং আমি উমরাসহ তামাত্তুর নিয়ত করেছি। রসূলুল্লাহ স. তাকে বলেন, মাথার বেনী খুলে ফেলো, চুল আঁচড়াও এবং উমরা হতে বিরত থাক। আমি তাই করলাম। হজ্জ সমাধা করার পর তিনি আমার ভাই আবদুর রহমানকে হাসবা নামক স্থানে আদেশ করলেন, উমরা করাবার জন্য। সেই মোতাবেক তিনি আমাকে মাকামে তানয়ীম হতে উমরা করালেন, যে উমরার জন্য আমি ইতিপূর্বে ইহরাম বেঁধেছিলাম।[২]

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর গোসলের সময় স্ত্রীলোকের মাথার চুল খোলার বর্ণনা।

٣٠٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَاِنِّىْ لَوْلاَ اَنِّى اَهْدَيْتُ لَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ اَنَامِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاَدْرَكَنِىْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ دَعِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَأَهِلِّى بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِىْ اَخِىْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَخَرَجْتُ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِىْ، قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ شَيْئٍ مِّنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ.

৩০৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দেয়ার কাছাকাছি সময় (পাঁচ দিন পূর্বে) মদীনা থেকে বের হলাম। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে উমরার ইহরাম বাঁধুক। আমি যদি কুরবানীর পশু সাথে করে না আনতাম, তাহলে আমি উমরার ইহরাম বাঁধতাম। ফলে কেউ কেউ উমরার এবং কেউ কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধল। আয়েশা রা. বলেন, আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং আরাফার দিন আমার মাসিক হলো। আমি নবী স.-এর নিকট ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, তুমি উমরা বাদ দাও, মাথার বেনী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও এবং

২. একই সফরে হজ্জ ও উমরা উভয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করাকে তামাত্তু বলে।

হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আমি সেরূপ করলাম। তারপর হাসাবা নামক স্থানে তিনি আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং মাকামে তানয়ীমে গিয়ে আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম, যে উমরার ইহরাম আমি ইতিপূর্বে বেঁধেছিলাম। হেশাম বলেন, এ কারণে কুরবানীর পশু কিংবা রোযা কিংবা সদকা দেয়ার দরকার হয়নি।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ مُخَلَّقَةٍ এবং غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ-এর অর্থ কি ?

٣٠٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبِّ مُضْغَةٌ، فَاِذَا أَرَادَ اللّٰهُ اَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى، شَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْاَجَلُ فَيُكْتَبُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ ٠

৩০৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা মায়ের গর্ভাধারে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রেখেছেন। সে (ভ্রূণ গঠনের বিভিন্ন স্তরে) বলতে থাকে ঃ হে আমার প্রভু! এখন বীর্য ? হে আমার প্রভু! এখন জমাট রক্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। হে আমার প্রভু! এখন মাংসপিণ্ড। আল্লাহ তাআলা যখন তাকে পূর্ণ অবয়ব দিতে চান, তখন বলেন, পুরুষ না নারী ? ভাগ্যবান না হতভাগা ? এবং তার জীবিকা ও বয়স কি পরিমাণ হবে ? রসূলুল্লাহ স. বলেন, (এসব কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর) ফেরেশতা তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় (তার কপালে) লিখে দেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারী কিভাবে হজ্জ এবং উমরার ইহরাম বাঁধবে ?

٣٠٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ ، قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ اِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ أَنْقُضَ رَأْسِيْ وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِالْحَجِّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَضَيْتُ حَجِّيْ فَبَعَثَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاَمَرَنِيْ اَن اَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ ٠

৩০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে নবী স.-এর সাথে মদীনা থেকে বের হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ উমরার ও কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধলো। আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলে, রসূলুল্লাহ স. বললেন, যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে আনেনি তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে।

উপরন্তু যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, তারা যেন হজ্জ পুরা করে। আয়েশা রা. বলেন, আমি ঋতুমতী হলাম এবং আরাফার দিন পর্যন্ত আমার ঋতুস্রাব চলতে থাকলো। আমি কেবল উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী স. আমাকে মাথার বেনী খোলার, চুল আঁচড়াবার, হজ্জের ইহরাম বাঁধার এবং উমরা ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। এমনকি আমার হজ্জ সমাধা করলাম। তারপর তিনি আমার সাথে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে পাঠালেন এবং হুকুম দিলেন, তিনি যেন আমাকে মাকামে তানয়ীম থেকে বদলী উমরা করার ব্যবস্থা করেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু কখন আসে এবং কখন শেষ হয় ? মেয়েরা আয়েশার নিকট কাঠের কৌটায় ঋতুর তুলা পাঠাত। তা হলুদ রঙের হলে তিনি জলদী করতে নিষেধ করতেন এবং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পানি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন। উদ্দেশ্য হলো ঋতু থেকে সম্পূর্ণ পাক-সাফ হওয়া। যায়েদ ইবনে সাবেতের কন্যার নিকট সংবাদ আসে যে, মেয়েরা রাতে কুপি নিয়ে ঋতু থেকে পাক হয়েছে কিনা তা দেখে থাকে। এ সংবাদে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, তাদের এরূপ করা ঠিক নয়।

٣٠٩.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَاِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّىْ .

৩০৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ একজন রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা রমণী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এটি শিরা বিশেষের রক্ত, ঋতু নয়। ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দেবে এবং ঋতু চলে গেলে গোসল করে নামায পড়বে।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারীর নামায কাযা পড়তে হবে না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, ঋতুমতী নারী নামায ছেড়ে দেবে।

٣١٠.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ أَتَجْزِى اِحْدَانَا صَلاَتَهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ اَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ .

৩১০. আয়েশা রা. বলেন, একজন স্ত্রীলোক তাঁকে (হযরত আয়েশাকে) বললো, আমাদের কেউ পাক হওয়ার পর ঋতুকালীন নামায কাযা আদায় করবে কি ? তিনি বললেন, তুমি হারুরিয়্যার অধিবাসিনী ? আমরা নবী স.-এর সাথে থাকাকালে ঋতুমতী হতাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে নামায কাযা করার হুকুম দিতেন না। অথবা (হযরত আয়েশা) বলেন, আমরা তা কাযা করতাম না।[৩]

৩. হারুরা কুফার নিকটবর্তী একটি স্থান। খারেজিরা এখানে প্রথম সমবেত হয়। তাই তাদেরকে হারুরী এবং স্ত্রী লিংগে হারুরীয়া বলা হয়ে থাকে। খারেজীরা ঋতুকালীন নামায কাযা করার পক্ষপাতী।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারীর সাথে ঋতুর কাপড় পরা অবস্থায় ঘুমানো।

৩১১.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَاَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ فَانسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَأَدْخَلَنِىْ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ قَالَتْ وَحَدَّثَنِىْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

৩১১. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে একই চাদরে শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো। আমি চুপে চুপে উঠে গিয়ে ঋতুর কাপড় পরে নিলাম। রসূলুল্লাহ স. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতু হয়েছে নাকি ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডেকে চাদরের মধ্যে নিয়ে নিলেন। উম্মে সালামা আরও বলেন, নবী স. রোযা থাকা অবস্থায় আমাকে চুম্বন দিতেন এবং আমি ও নবী স. একই পাত্র হতে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ঋতুকালের জন্য স্বতন্ত্র বস্ত্র নির্ধারণ করল।

৩১২.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِىْ خَمِيْلَةٍ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ فَقَالَ اَنُفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ .

৩১২. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে একই চাদরে শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো। আমি চুপে চুপে উঠে গিয়ে ঋতুর কাপড় পরে নিলাম। তিনি বলেন, তোমার কি মাসিক ঋতু শুরু হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সাথে একই চাদরের মধ্যে শুয়ে পড়লাম।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারীর ঈদগাহে ও মুসলমানদের দোআয় উপস্থিত হওয়া এবং মুসাল্লা হতে দূরে থাকা।

৩১৩.عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنْ يَّخْرُجْنَ فِى الْعِيْدَيْنِ فَقَدِمَ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِىْ مَعَهُ فِىْ سِتٍ قَالَتْ فَكُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمٰى وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى فَسَأَلَتْ أُخْتِىْ النَّبِيَّ ﷺ اَعَلَى اِحْدَانَا بَأسٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَ تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا اَسَمِعْتِ النَّبِيَّ

ﷺ قَالَتْ بِأَبِىْ نَعَمْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ الاَّ قَالَتْ بِأَبِىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ اَلْحُيَّضُ فَقَالَتْ اَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا ٠

৩১৩. হাফসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুবতী মেয়েদেরকে ঈদগাহে যেতে নিষেধ করতাম। একদা জনৈকা স্ত্রীলোক আসল এবং বনু খালফের পল্লীতে নামল। সে তার বোন থেকে হাদীস বর্ণনা করলো। তার বোনের স্বামী রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তার বোন ছয়টিতে। সে বলে, আমরা আহতদের পরিচর্যা ও পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম। আমার বোন একবার নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কারোর কাছে জিলবাব না থাকলে সে কি তাছাড়া বাইরে যেতে পারে ? তিনি জবাবে বলেন, তার কোনো সাথীর নিজের জিলবাব তাকে পরিয়ে দেয়া উচিত,[৪] যাতে সে ভাল মজলিস ও মুসলমানদের দোআয় শরীক হতে পারে। তারপর যখন উম্মে আতিয়া আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী স. থেকে (এরূপ কিছু) শুনেছেন ? তিনি বললেন, আমার বাপ তাঁর ওপর উৎসর্গীকৃত হোক, হ্যাঁ (আমি শুনেছি)। তিনি নবী স.-এর কথা উঠলে অবশ্যই আমার বাপ তাঁর ওপর উৎসর্গীকৃত হোক বলতেন। তিনি আরও বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যুবতী মেয়ে, পর্দানশীন মহিলা ও ঋতুমতী নারী ভাল মজলিসে এবং মুসলমানদের দোআয় শরীক হবে। তবে ঋতুমতী নারী কেবল মুসাল্লা হতে দূরে থাকবে। হাফসা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুমতী নারীও (কি শরীক হবে) ? তিনি জবাব দিলেন, কেন, তারা আরাফা ও অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না ?

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ এক মাসে তিনবার ঋতু আসার বর্ণনা। ঋতু ও গর্ভধারণের ব্যাপারে মেয়েদের কথা গ্রহণযোগ্য। দলীল হচ্ছে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ

"অর্থাৎ আল্লাহ তাদের (নারীদের) গর্ভাধারে যা সৃষ্টি করেছেন তা তাদের গোপন করা বৈধ নয়।"

আলী ও শোরাইহ থেকে বর্ণিত, যদি কোনো ঋতুমতী স্ত্রীলোকের পরহেযগার ও দীনদার নিকটাত্মীয় সাক্ষী দেয় যে, তার মাসে তিনবার ঋতু হয়, তাহলে তার কথা সত্য বলে মানতে হবে। আতা বলেন, তার ঋতুর হিসেব পূর্বের ন্যায় গণ্য করতে হবে। ইবরাহীম নাখয়ীরও এ মত। আতা আরও বলেন, ঋতুস্রাব একদিন হতে পনের দিন পর্যন্ত চলতে পারে। মোতামের তার বাপ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন স্ত্রীলোক, যে মাসিকের পাঁচদিন পরেও রক্ত দেখতে পায়, তার সম্পর্কে হুকুম কি ? তিনি জবাব দিলেন, মেয়েরা এ বিষয়ে ভাল জানে।

٣١٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِىْ حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّى

৪. দোপাট্টা ধরনের দীর্ঘাকৃতির চাদর, যা দিয়ে মাথার ওপর থেকে শরীরের ওপরের দিকের অর্ধাংশ ঢেকে যায়।

أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَأَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لاَ اِنَّ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلٰكِنْ دَعِى الصَّلٰوةَ قَدْرَ الاَيَّامِ الَّتِى كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَصَلِّى ٠

৩১৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ একবার নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রক্ত প্রদর রোগিনী। কোনো সময় পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দেব ? তিনি জবাব দিলেন, না, এটা শিরা বিশেষ। কিন্তু তোমার যে কদিন ঋতুস্রাব হয়, সে কদিন নামায ছেড়ে দিও। তারপর গোসল করে নামায পড়।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু ছাড়াই হলুদ ও মেটে রং দেখা।

٣١٥.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا ٠

৩১৫. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হলদে রং ও মেটে রং-কে ঋতুর রক্ত বলে মনে করতাম না।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রদর শিরার বর্ণনা।

٣١٦.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هٰذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ٠

৩১৬. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা সাত বছর পর্যন্ত রক্ত প্রদর রোগিনী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি তাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এটা শিরা বিশেষের রক্ত। এ কারণে তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে ইফাদার পর ঋতু আসা।

٣١٧. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاخْرُجِىْ ٠

৩১৭. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! সুফিয়া বিনতে হুইয়াইহ-এর মাসিক ঋতু হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, সে হয়তো আমাদেরকে দেরী করাবে। সে কি তোমাদের সাথে তাওয়াফ করেনি ? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে, চল।

٣١٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ اِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ فِىْ اَوَّلِ اَمْرِهِ اِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَنْفِرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ ـ

৩১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুমতী স্ত্রীলোকদেরকে (তাওয়াফে ইফাদার পর) বাড়ী ফেরার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইবনে উমর প্রথম দিকে বাড়ী না ফেরার ফতোয়া দিতেন। পরবর্তী সময় আমি তাকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বাড়ী ফেরার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা নারী পাক হওয়ার পর কি করবে ? ইবনে আব্বাস রা. বলেন, গোসল করে নামায পড়বে, যদিও কেবল মাত্র দিনের এক ঘন্টাও অবশিষ্ট থাকে এবং নামায শেষ করার পর স্বামী তার নিকট আসতে পারে। কেননা নামায উত্তম।

٣١٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي .

৩১৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দেবে এবং ঋতু চলে গেলে শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নামায পড়বে।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ নেফাসবিশিষ্ট মেয়েদের জানাযার নামায কিভাবে পড়তে হবে ?

٣٢٠.عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ اِمْرَأَةً مَاتَ فِيْ بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسْطَهَا .

৩২০. সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রীলোক পেটের রোগে (সন্তান প্রসবের কারণে) মারা যায়। নবী স. তার শরীরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়ান।

২৯ক. অনুচ্ছেদ ঃ[৫]

٣٢١.عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا كَانَتْ تَكُوْنُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ اِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.

৩২১. নবী স.-এর স্ত্রী মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ঋতু অবস্থায় নামায পড়তেন না। অথচ তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদের সামনে ফরাশ বিছিয়ে বসে থাকতেন। আর নবী স. তাঁর চাদরে এমনভাবে নামায পড়তেন যে, সেজদার সময় তাঁর কাপড় মাইমুনার শরীর স্পর্শ করতো।

---

৫. মূল গ্রন্থে এ অনুচ্ছেদের কোনো শিরোনামা দেয়া হয়নি।

অধ্যায়-৭

كتاب التيمم

(তায়াম্মুমের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُم مِنْهُ.

"যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পাক মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম কর। আর মাটির সাহায্যে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ কর।"

٣٢٢.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدُ لِيْ فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ اَلصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِى قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهِ فِى خَاصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِى فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

৩২২. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে কোনো এক সফরে বের হই। বাইদা অথবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে এসে আমার গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়। রসূলুল্লাহ স. হারের তালাশে অবস্থান করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে রয়ে গেল। সেখানে পানি ছিল না। লোকেরা আবু বকরের কাছে এসে বললো, আয়েশা কি করেছেন, দেখছেন না ? তিনি রসূলুল্লাহ স. ও লোকদেরকে এমন এক জায়গায় আটকে দিয়েছেন, যেখানে পানি নেই এবং লোকদের সাথেও পানি নেই। রসূলুল্লাহ স. আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। এমন সময় সেখানে আবু বকর আসলেন এবং বললেন,

তুমি রসূলুল্লাহ স. ও লোকদেরকে এমন এক জায়গায় আটকে রেখেছ, যেখানে পানি নেই এবং লোকদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা রা. বলেন, আবু বকর আমাকে তিরস্কার করলেন এবং সবকিছু বললেন, যা আল্লাহ্ চান। এমনকি তাঁর হাত দ্বারা আমার কোমরে খোঁচা মারতে লাগলেন। কিন্তু আমার উরুর ওপর রসূলুল্লাহ স.-এর মাথা থাকায় আমি সরতে পারলাম না। রসূলুল্লাহ স. পানি না থাকা অবস্থায় যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন মহামহিম আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। সবাই তায়াম্মুম করলো। উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. বললেন, হে আবু বকরের পরিবার, এটিই কি তোমাদের প্রথম বরকত নয় ? অতপর আমি যে উটের ওপর ছিলাম সেটি উঠে দাঁড়ালে তার নীচে হারটি পেলাম।

٣٢٣.عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ اُعْطِیْتُ خَمْسًا لَمْ یُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِیْ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِیَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَاَیُّمَا رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِیْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْیُصَلِّ، وَاُحِلَّتْ لِیَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِیْ، وَاُعْطِیْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِیُّ یُبْعَثُ اِلٰی قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَی النَّاسِ عَامَّةً ·

৩২৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের রাস্তায় ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কোনো লোকের যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে, সেখানেই নামায পড়ে নেবে। (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বে কারোর জন্যই[১] হালাল ছিল না। (৪) আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবী প্রেরিত হতেন কেবল মাত্র তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য।

২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ পানি কিংবা মাটি না পায় তাহলে কি করবে ?

٣٢٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلٰوةَ وَلَیْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰیَةَ التَّیَمُّمِ فَقَالَ اُسَیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللّٰهُ خَیْرًا، فَوَ اللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِیْنَهُ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِیْنَ فِیْهِ خَیْرًا ·

১. অর্থাৎ কোনো নবীর জন্য।

৩২৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর বোন আসমার হার নিয়ে কোনো এক সফরে গিয়েছিলেন। কিন্তু হারটি হারিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ স. সেটি খোঁজার জন্য লোক পাঠান। হারটি পাওয়া গেল এবং নামাযের সময় হলো। কিন্তু লোকদের নিকট পানি না থাকায় তারা বিনা অযুতে নামায পড়লো। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট অভিযোগ করা হলে, এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। উসাইদ ইবনে হুযাইর আয়েশাকে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক। আল্লাহর কসম, যখন আপনার ওপর কোনো মুসিবত নাযিল হয়েছে, তখন আল্লাহ তার বদৌলতে আপনার ও সমস্ত মুসলমানের জন্য কল্যাণ দান করেছেন।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ দেশে অবস্থানকালে পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায কাযা হওয়ার ভয় থাকলে, আতা র.-এর মতে তায়াম্মুম করবে। হাসান বসরী র. বলেন, এমন রোগী যার কাছে পানি থাকা সত্ত্বেও উঠে পানি নেয়ার শক্তি নেই কিংবা দেয়ার কোনো লোক নেই, সে তায়াম্মুম করবে। ইবনে উমর নিজের জমি (জুরুফ) হতে ফেরার সময় মারবাদুন্নায়াম নামক স্থানে তায়াম্মুম করে আসরের নামায পড়েন। তারপর তিনি মদীনায় যখন ফিরে আসলেন, তখন সূর্য ডোবার অনেক দেরী ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নামায দোহরালেন না।

٣٢٥. عَنْ اَبِىْ جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ ، فَقَالَ اَبُوْ الْجُهَيْمِ اَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى اَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ·

৩২৫. আবু জুহাইম ইবনে হারেস আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বিরে জামালের (মদীনার নিকট একটি স্থান) দিক থেকে আসছিলেন। এমন সময় তাঁর সাথে একজন লোকের দেখা হলো। সে তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু নবী স. তার সালামের জবাব দিলেন না। বরং তিনি দেয়ালের দিকে অগ্রসর হয়ে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন। তারপর তার সালামের জবাব দিলেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মেরে তা ফুঁ দিয়ে ঝাড়া জায়েয কিনা ?

٣٢٦. عَنْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَجْنَبْنَا، فَاَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ·

৩২৬. আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একদা উমর ইবনে খাত্তাবকে বললেন, আপনার কি মনে আছে যে, আমি ও আপনি সফরে ছিলাম এবং উভয়ই জুনুবী (অপবিত্র) হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নামায পড়লেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি খেলাম ও নামায পড়লাম। তারপর আমি নবী স.-কে এ বিষয়ে জানালাম। তিনি বললেন, এটিই তো

তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী স. তাঁর দু হাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং তা ফুঁ দিয়ে ঝাড়লেন। তারপর তার সাহায্যে নিজের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কেবল মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় তায়াম্মুম করার বর্ণনা।

٣٢٧. عَنْ عَمَّارٌ بِهٰذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِن فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ـ

৩২৭. আম্মার এ ঘটনাটি[২] বর্ণনা করলেন এবং শোবা (বর্ণনাকারী) তার দুহাত মাটিতে মারলেন। তারপর তা নিজের মুখের নিকট আনলেন এবং তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন।

٣٢٨. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِيْ سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا ٠

৩২৮. আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি উমরের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আম্মার তাকে বললেন, আমরা একটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম এবং আমাদের উভয়ের ওপর গোসল ফরয হয়েছিল। আর তিনি (نفخ শব্দের পরিবর্তে) تفل فيه শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٣٢٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ٠

৩২৯. আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার উমরকে বললেন, আমি জানাবাত থেকে পাক হওয়ার উদ্দেশ্যে মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর নবী স.-এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করা যথেষ্ট ছিল।

٣٣٠. عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ٠

৩৩০. আম্মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর হাত মাটিতে মেরে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করেছিলেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পানি দ্বারা অযু করার পর্যায়ভুক্ত। হাসান বসরী রা. বলেন, পুনরায় বে-অযু না হওয়া পর্যন্ত একই তায়াম্মুম যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস রা. তায়াম্মুম অবস্থায় ইমামতি করেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, লবণাক্ত জমিতে নামায পড়া ও তায়াম্মুম করা জায়েয।

٣٣١. عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتّٰى كُنَّا فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلٰى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا

২. পূর্বোল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি।

حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ يُسَمِّيْهِمْ أَبُوْ رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٍ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا نَامَ لَمْ نَوْقَظْهُ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِاَنَّا لاَ نَدْرِيْ مَا يَحْدُثُ لَهُ فِيْ نَوْمِهِ فَلَمَّا اِسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا اَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلاً جَلِيْدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى اِسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اِسْتَيْقَظَ شَكَوْا اِلَيْهِ الَّذِيْ أَصَابَهُمْ قَالَ لاَ ضَيْرَ اَوْ لاَ يَضِيْرُ اِرْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوْءِ فَتَوَضَّأَ وَنُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى اِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا كَانَ يُسَمِّيْهِ اَبُوْ رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٍ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ اَوْ سَطِيْحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيْرٍ لَهَا فَقَالاَ لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِيْ بِالْمَاءِ اَمْسِ هٰذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوْفًا قَالاَ لَهَا انْطَلِقِيْ اِذَا قَالَتْ اِلَى اَيْنَ قَالاَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَلَّذِيْ يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالاَ هُوَ الَّذِي تَعْنِيْنَ فَانْطَلِقِيْ فَجَاءَ بِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوْهَا عَنْ بَعِيْرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِاِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيْهِ مِنْ اَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ اَوْ لَسَطِيْحَتَيْنِ وَاَوْكَأَ اَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ اَسْقُوْا وَاسْتَقُوْا فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ اٰخِرُ ذَاكَ اَنْ اَعْطَى الَّذِيْ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ اِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ اِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ اُقْلِعَ عَنْهَا وَاِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْنَا اَنَّهَا اَشَدُّ مِلاَةً مِنْهَا حِيْنَ ابْتَدَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْمَعُوْا لَهَا فَجَمَعُوْا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَ دَقِيْقَةٍ وَسُوَيْقَةٍ حَتّٰى جَمَعُوْا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوْهُ فِيْ ثَوْبٍ وَحَمَلُوْهَا عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ لَهَا تَعْلَمِيْنَ مَا رَزِئْنَا مِنْ

مَائِكِ شَيْئًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ هُوَ الَّذِى أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوْا مَاحَبَسَكِ يَافُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِىْ رَجُلَانِ فَذَهَبَابِىْ اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُى فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَاَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هٰذِهٖ وَهٰذِهٖ وَقَالَتْ بِاِصْبَعَيْهَا الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا اِلَى السَّمَاءِ تَعْنِىْ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ اَوْ اِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ يُغِيْرُوْنَ عَلٰى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا يُصِيْبُوْنَ الصِّرْمَ الَّذِىْ هِىَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا اُرٰى اَنَّ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ يَدَعُوْنَكُمْ عَمَدًا فَهَلْ لَكُمْ فِىْ الْاِسْلَامِ فَأَطَاعُوْهَا فَدَخَلُوْا فِى الْاِسْلَامِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِيْنٍ اِلٰى غَيْرِهٖ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِئِيْنَ فِرْقَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ الزَّبُوْرَ٠

৩৩১. ইমরান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী স.-এর সাথে সফরে বের হলাম এবং সারা রাত চলার পর শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। একজন মুসাফিরের জন্য এর চেয়ে মধুর ঘুম আর থাকতে পারে না। সূর্যের তাপ আমাদেরকে জাগ্রত করলো। সবার আগে অমুক উঠলো। তারপর অমুক। তারপর অমুক। আবু রাজা (বর্ণনাকারী) তাদের সবার নাম নিয়েছিলেন। কিন্তু আওফ (পরবর্তী বর্ণনাকারী) তা ভুলে গেছেন। চতুর্থ ব্যক্তি হলেন উমর ইবনে খাত্তাব। নবী স. ঘুমালে আমরা কেউ তাঁকে জাগাতাম না। কেননা আমরা জানতাম না, ঘুমের মধ্যে তাঁর কি ঘটছে ? উমর উঠে লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তিনি একজন দৃঢ়চেতা লোক ছিলেন। ফলে উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে থাকলেন। তাঁর তাকবীরের আওয়াজে রসূলুল্লাহ স. জেগে উঠলেন। তিনি জেগে উঠলে লোকেরা তাঁর নিকট ব্যাপারটি বললো। তিনি বললেন, কোনো ক্ষতি নেই, [বা কোনো ক্ষতি হবে না] আগে চল। কিছুদূর গিয়ে তিনি অবতরণ করলেন এবং অযুর পানি আনতে বললেন, তিনি অযু করলেন। আযান দেয়া হলো এবং তিনি লোকদেরকে নামায পড়ালেন। তিনি নামায শেষ করে দেখলেন, এক প্রান্তে একটি লোক। সে লোকদের সাথে নামায পড়েনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক, তুমি কেন লোকদের সাথে নামায পড়লে না ? সে বললো, আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেন, পাক মাটি নাও। (এবং তায়াম্মুম কর) তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট। তারপর নবী স. চলতে থাকলেন এবং লোকেরা তাঁর নিকট পিপাসার অভিযোগ করলো। তিনি অবতরণ করে অমুককে ডাকলেন। আবু রাজা তার নাম বলেছিলেন। কিন্তু আওফ তা ভুলে গেছেন এবং তিনি আলীকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা পানির তালাশে যাও, তারা রওনা হয়ে দেখে একজন মহিলা একটি উটের পিঠে দুই দিকে পানির দুটো মশক বা থলে রেখে এবং নিজে মাঝখানে বসে চলছে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো পানি কোথায় ? সে বললো, গতকাল এমন সময় আমার পানির সাথে দেখা হয়েছিল। আমাদের লোকজন পিছনে রয়েছে। তারা বললো, তুমি আমাদের সাথে চল। সে বললো, কোথায় ? তারা বললো, রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট। সে বললো, (সেই

ব্যক্তির নিকট) যাকে সাবী (অর্থাৎ পিতৃ ধর্মত্যাগী) বলা হয় ? তারা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক, তবে চল। তারা তাকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিয়ে আসলো এবং সবকিছু বর্ণনা করলো। ইমরান বলেন, লোকেরা তাকে উট থেকে নামাল এবং নবী স. একটি পাত্র আনতে বললেন। তারপর তিনি মশকের বা থলে দুটির মুখ খুলে কিছু পানি পাত্রটিতে ঢাললেন এবং বড় মুখটি বন্ধ করে ছোট মুখটি খুলে রাখলেন এবং লোকদেরকে পানি পান করার ও পশুদেরকে পান করাবার জন্য ডাক দিলেন। যার ইচ্ছা সে পান করলো এবং অন্যকে পান করালো। অবশেষে জুনুবী লোকটিকে একপাত্র পানি দিয়ে বললেন, "যাও গোসল কর।" মহিলাটি দাঁড়িয়ে দেখছিল, তার পানি দ্বারা কি করা হচ্ছে। আল্লাহর কসম, পানি নেয়া শেষ হলে, আমাদের এমন মনে হচ্ছিল যেন আগের তুলনায় মশকটি বেশী ভরা আছে। নবী স. সবাইকে বললেন, তোমরা স্ত্রীলোকটির জন্য কিছু সংগ্রহ করো। তারা তার জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য যেমন খেজুর, আটা ও ছাতু সংগ্রহ করলো এবং সেগুলো একটি কাপড়ে পোটলা করে তাকে উটের ওপর সওয়ার করার পর তার সামনে সেগুলো রেখে দিল। নবী স. মহিলাটিকে বললেন, দেখ, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি। বরং আল্লাহ আমাদেরকে পান করিয়েছেন। মহিলাটি তার পরিজনদের নিকট ফিরে আসলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে অমুক, কিসে তোমাকে আটকে রেখেছিল ? সে বললো, বিচিত্র ব্যাপার। দুজন লোক আমার কাছে আসল এবং আমাকে সেই লোকটির নিকট নিয়ে গেল, যাকে সাবী (বা বেদীন) বলা হয় এবং সে এই এই কাণ্ড করলো। তারপর সে তার মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলীদ্বয় আসমান ও যমীনের দিকে (উঠিয়ে) ইঙ্গিত করে বললো, আল্লাহর কসম, এ ব্যক্তিটি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যাদুকর অথবা নিশ্চিত আল্লাহর রসূল। এ ঘটনার পর মুসলমানরা সেই মহিলাটির প্রতিবেশী মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালাতো। কিন্তু সেই মহিলাটি যে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদেরকে কিছু বলতো না। একদিন সেই মহিলাটি তার লোকজনদেরকে বললো, আমার মনে হয়, এরা ইচ্ছা করে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে। এখনও কি তোমাদের ইসলামের ব্যাপারে ইতস্ততঃ করার কোনো কারণ আছে ? তারা তার কথা মেনে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করলো। ইমাম বুখারী র. বলেন, صبا (সাবা) শব্দের অর্থ সে নিজের দীন ত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করলো। আবুল আলিয়া বলেন, صابئين (সাবেঈন) আহলে কিতাবের একটি শাখা দলবিশেষ। তারা যবুর কিতাব পাঠ করে। اصب (আসুব) শব্দের অর্থ আমি আকৃষ্ট হব।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি রোগ হওয়ার, মারা যাওয়ার কিংবা তৃষ্ণার্ত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে জুনুবী ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারে। কথিত আছে, আমর ইবনুল আস এক শীতের রাতে জুনুবী হলে তায়াম্মুম করেন এবং দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়াবান।" এ ঘটনা নবী স.-এর নিকট ব্যক্ত করা হলো, তিনি তিরস্কার করলেন না।

৩৩২.عَنْ أَبُوْ مُوْسَى لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لاَ يُصَلِّى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ نَعَمْ اِنْ لَمْ اَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ اُصَلِّ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِىْ هٰذَا كَانَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هٰكَذَا يَعْنِىْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَاَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ اِنِّى لَمْ اَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

৩৩২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, যদি কেউ জুনুবী (অপবিত্র) হওয়ার পর পানি না পায়, তাহলে কি সে নামায পড়বে না ? আবদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। যদি আমি এক মাস পর্যন্ত পানি না পাই, তাহলে নামায পড়ব না। কেননা আমি যদি তাদেরকে অনুমতি দেই, তাহলে তারা একটু শীত পড়লেই অযু না করে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। আবু মূসা বলেন, আমি বললাম, উমরের প্রতি আম্মারের কথার কি জবাব দিবেন ? আবদুল্লাহ বলেন, উমর আম্মারের কথায় সন্তুষ্ট হননি।

٣٣٣-عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِيْ مُوْسٰى فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مُوْسٰى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِذَا اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يُصَلِّى حَتّٰى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِيْنَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَكْفِيْكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذٰلِكَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فَمَا دَرٰى عَبْدُ اللّٰهِ مَا يَقُوْلُ فَقَالَ اِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِىْ هٰذَا لاَوْشَكَ اِذَا بَرَدَ عَلٰى اَحَدِهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَّدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيْقٍ فَاِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللّٰهِ لِهٰذَا فَقَالَ نَعَمْ ٠

৩৩৩. শাকীক ইবনে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) ও আবু মূসার নিকট ছিলাম। আবু মূসা তাকে বললেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! যদি কোনো জুনুবী ব্যক্তি পানি না পায়, তাহলে সে কি করবে ? আবদুল্লাহ্ বললেন, পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে না। আবু মূসা বললেন, তাহলে আপনি আম্মারের কথার কি জবাব দেবেন ? কেননা নবী স. তাকে বলেছেন, তায়াম্মুম করে নেয়া তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি জবাবে বললেন, দেখছেন না উমর তার কথায় সন্তুষ্ট নন। আবু মূসা বললেন, আম্মারের কথা ছেড়ে দিলাম। আপনি তায়াম্মুমের আয়াতের কি জবাব দেবেন ? এ প্রশ্নে আবদুল্লাহ্ কি উত্তর দেবেন, ঠিক করতে পারলেন না। তবুও তিনি বললেন, যদি আমরা তাদেরকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেই, তাহলে পানি একটু ঠাণ্ডা হলেই তারা অযু না করে তায়াম্মুম করতে শুরু করবে। রাবী সুলাইমান বলেন, আমি শাকীককে বললাম, আবদুল্লাহ কি এ কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দিতেন না। তিনি বললেন, হাঁ।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমে কেবল একবার হাত মারতে হবে।

٣٣٤-عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، اَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّى، قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَتَيَمَّمُ وَاِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ : فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا

صَعِيْدًا طَيِّبًا ـ(المائدة : ٦) فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِىْ هٰذَا لَهُمْ لَاوْشَكُوْا اذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيْدَ قُلْتُ وَانَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ انَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ اَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ أَبُو مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِىْ اَنَا وَاَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيْدِ فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ انَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً .

৩৩৪. শাকীক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ আবু মূসা আশয়ারীর সাথে ছিলাম। এমন সময় আবু মূসা তাকে বললেন, যদি কেউ জুনুবী হয় এবং এক মাস পানি না পায়, তাহলে কি সে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে ? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, না তায়াম্মুম করবে না। যদিও এক মাস পানি না পায়। আবু মূসা তাকে বললেন, তাহলে কি আপনি সূরা মায়েদার আয়াত, "যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬) বাদ দেবেন ? আবদুল্লাহ বলেন, যদি আমি লোকদেরকে অনুমতি দেই, তাহলে পানি একটু ঠাণ্ডা হলেই তারা মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে শুরু করবে। রাবী সুলাইমান বলেন, আমি শাকীককে বললাম, এ কারণে কি আপনি তায়াম্মুম করার অনুমতি দেন না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবু মূসা আরও বলেন, আপনি কি উমরের প্রতি আম্মারের কথা শুনেননি ? তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে কোনো কাজে পাঠান এবং আমার ওপর গোসল ফরয হয়। অথচ আমি পানি পেলাম না। ফলে আমি জানোয়ারের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর আমি নবী স.-কে এ ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, তোমার পক্ষে এরূপ করা যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি হাতের তালু দিয়ে একবার মাটিতে আঘাত করলেন এবং তা ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে বাঁ হাতের উপরিভাগ মাসেহ করলেন। তারপর হাত দুটি দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। আবদুল্লাহ বলেন, আপনি কি দেখছেন না উমর আম্মারের কথায় সন্তুষ্ট নন ? ইয়া'লা আ'মাশ থেকে এবং তিনি শাকীক থেকে এ বর্ণনাটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, শাকীক বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মূসার সাথে ছিলাম। আবু মূসা বললেন, আপনি কি উমরের প্রতি আম্মারের একথা শুনেননি যে, নবী স. আমাকে ও আপনাকে কোনো কাজে পাঠালেন এবং আমি জুনুবী হওয়ায় মাটির ওপর

গড়াগড়ি খেলাম। তারপর আমরা রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করা যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় একবার মাসেহ্ করলেন।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ[৩]

٣٣٥.عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اَلْخُزَاعِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ فِى الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِىْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ٠

৩৩৫. ইমরান ইবনে হোসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. একদা একটি লোককে আলাদা দেখলেন এবং সে লোকদের সাথে নামায পড়লো না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন লোকদের সাথে নামায পড়লে না ? সে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ আমি পানি পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তোমার জন্য পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা যথেষ্ট।

---

৩. এ অনুচ্ছেদও এমনই বহু অনুচ্ছেদের ন্যায় শিরোনাম বিহীন।

كِتَابُ الصَّلاَةِ

(নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ শবে মে'রাজে কিভাবে নামায ফরয হলো। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব হাদীসে হেরাকলে উল্লেখ করেছেন যে, নবী স. আমাদেরকে নামায, সদকা ও পরহেযগারীর নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٢٦ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِىْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِىْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَافْرَغَهُ فِى صَدْرِى ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَعَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّاجِئْتُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِىَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ أَأُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَهٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِىْ عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى حَتّٰى عَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا اِفْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُ فَفُتِحَ ، قَالَ اَنَسٌ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمٰوَاتِ اٰدَمَ وَاِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ اٰدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَاِبْرَاهِيْمَ فِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِىِّ ﷺ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا، قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا، قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ

الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا عِيْسٰى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا، قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِىْ ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى اُمَّتِىْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلٰى اُمَّتِكَ، قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعَنِى فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى، قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ ، فَقُلْتُ اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّى، ثُمَّ انْطُلِقَ بِىْ حَتّٰى انْتُهِىَ بِىْ اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَا أَدْرِىْ مَاهِىَ، ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩৩৬. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আবু যর রা. বর্ণনা করতেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, মক্কায় থাকাকালীন এক রাতে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হলো এবং জিবরাঈল আ. অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অতপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ পাত্র এনে আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। তারপর তা বন্ধ করলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। যখন আমি নিকটবর্তী আকাশে উপনীত হলাম, তখন জিবরাঈল আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরযা খোল। সে বললো, কে ? জিবরাঈল বললেন, আমি। সে বললো, আপনার সাথে কেউ আছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথে মুহাম্মাদ স.। সে পুনরায় বললো, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমরা নিকটবর্তী আকাশে আরোহণ করে দেখি, সেখানে একজন লোক বসে আছে এবং তার ডান ও বাম পাশে অনেকগুলো লোক। সে ডান দিকে তাকালে হাসে এবং বাম দিকে তাকালে কাঁদে। সে বললো, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান সন্তান! আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তিনি জবাব দিলেন, আদম আ.। ডানে ও বামে এগুলো তাঁর সন্তানের আত্মা। ডান দিকেরগুলো জান্নাতী এবং বাম দিকেরগুলো জাহান্নামী। এজন্য তিনি যখন ডান দিকে তাকান হাসেন এবং যখন বাম দিকে তাকান কাঁদেন। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয়

আকাশে আরোহণ করলেন এবং দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে তাকে প্রথম দ্বাররক্ষীর ন্যায় জিজ্ঞেস করলো। তারপর দরজা খুলল।

মতান্তরে আনাস রা. বলেন, তিনি (আবু যর) বলেছেন, নবী স. আকাশসমূহে আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা ও ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। কিন্তু তিনি (আবু যর) তাঁদের নির্দিষ্ট অবস্থানের কথা বলেননি। শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন, নবী স. আদমকে নিকটবর্তী আকাশে ও ইবরাহীমকে ষষ্ঠ আকাশে দেখেছিলেন। আনাস বলেন, জিবরাঈল আ. নবী স.-কে নিয়ে ইদরীসের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান ভ্রাতা! আমি বললাম, ইনি কে ? তিনি জানালেন, ইদরীস আ.। তারপর মূসা আ.-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান ভ্রাতা ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তিনি জানালেন, ইনি মূসা আ.। তারপর ঈসা আ.-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে পুণ্যবান ভ্রাতা। আমি বললাম, ইনি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, ঈসা আ.। তারপর ইবরাহীমের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান সন্তান ! আমি প্রশ্ন করলাম, ইনি কে ? তিনি বললেন, ইবরাহীম আ.। মতান্তরে ইবনে আব্বাস ও আবু হাব্বা আনসারী বলতেন, নবী স. বলেছেন, তারপর আমাকে ঊর্ধে আরোহণ করানো হলো এবং আমি এমন এক সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম যেখানে কলমের ঘচ ঘচ শব্দ শোনা যেতে লাগল। মতান্তরে আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ আপনার উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ফেরার সময় আমি মূসা আ.-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি বলেন, আপনার উম্মতের ওপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন ? আমি জানালাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত এত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ কিছু অংশ কম করে দিলেন। তারপর আবার মূসা আ.-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, কিছু কম করে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ আবার কিছু মাফ করে দিলেন। আমি আবার তার নিকট ফিরে আসলে তিনি বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি আবার গেলাম। আল্লাহ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত, এটিই (আসলে সওয়াবের দিক থেকে) পঞ্চাশ (ওয়াক্তের সমান।) আমার কথার পরিবর্তন হয় না। আমি আবার মূসার নিকট আসলে তিনি আবার বললেন, আবার ফিরে যান। আমি বললাম, আমার যেতে লজ্জা করছে। তারপর আমাকে "সিদরাতুল মুনতাহায়"[১] নিয়ে যাওয়া হলো। তা রঙে ঢাকা ছিল। আমি জ ানি না তা কি ? অবশেষে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। আমি দেখি সেখানে মুক্তার হার এবং সেখানকার মাটি কস্তুরী।

٣٣٧.عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِى صَلٰوةِ الْحَضَرِ.

---

১. আকাশের যে শেষ সীমায় পর্যন্ত ফেরেশতাদের যাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যেখানে একটি কুল গাছ আছে তাকে "সিদরাতুল মুনতাহা" (শেষ সীমার কুল গাছ) বলা হয়।

৩৩৭. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা আবাসে ও প্রবাসে নামায দু রাকআত করে ফরয করেছিলেন। পরে প্রবাসের নামায ঠিক রাখা হলো এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হলো।

২. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় পরে নামায পড়া ফরয। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সৌন্দর্য লাভ (অর্থাৎ পোশাক পরিধান ও সাজসজ্জা) কর।" আর একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়া জায়েয। সালামা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমার তহবন্দটি কাঁটা দিয়ে হলেও সেলাই করে নিও। এ হাদীসটির সনদে আপত্তি আছে। যে কাপড় পরে স্ত্রী-সহবাস করা হয়েছে, তা পরে নামায পড়া জায়েয, যদি তাতে নাপাকি না দেখা যায়। নবী স. উলঙ্গ ব্যক্তিকে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে নিষেধ করেছেন।

٣٣٨. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا اَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

৩৩৮. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের ঈদের দিন আদেশ দেয়া হতো যে, আমরা যেন ঋতুমতী নারী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে বাইরে নিয়ে আসি, যাতে তারা মুসলমানদের মজলিস ও দোয়ায় শরীক হতে পারে। কিন্তু ঋতুমতী নারীরা নামায হতে দূরে থাকতো। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে যার ওড়না নেই সে কি করবে? তিনি জবাবে বললেন, তার সাথীর উচিত তাকে ওড়না ধার দেয়া।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে পিঠের ওপর তহবন্দ পরার বর্ণনা। আবু হাযেম সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ নবী স.-এর সাথে কাঁধে কাপড় বেঁধে নামায পড়েছিলেন।

٣٣٩. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِىْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّى فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِىْ أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَاَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৩৯. মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জাবির নিজের পিঠে তহবন্দ বেঁধে নামায পড়েন। অথচ গিঁটের ওপর তাঁর কাপড় উঠেছিল। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি একই তহবন্দে নামায পড়লেন? তিনি বললেন, আমি এরূপ এজন্য করলাম, যাতে তোমার মত বেকুব জানতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ স.-এর যুগে আমাদের কারোর দুটো কাপড় ছিলো না।

٣٤٠. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ ٠

৩৪০. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবিরকে একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি (আরো) বলেছেন, আমি নবী স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলমাত্র কাপড় জড়িয়ে (মুলতাহিফান– مُلْتَحِفًا) নামায পড়ার বর্ণনা। যুহরী বলেন, "মুলতাহিফ (مُلْتَحِفْ) এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে তার চাদরের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচে দিয়ে কাঁধের ওপর ফেলে রাখে। আর একেই বলে, "ইশতেমালু আলা মানকেবাইহে" (وَهُوَ الْاِشْتِمَالُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ) উম্মে হানী বলেন, নবী স. একটি কাপড়ে "ইলতেহাফ" (اَلْتَحَافْ) করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর চাদরের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচ দিয়ে কাঁধের দুদিকে রেখেছিলেন।

٣٤١. عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ٠

৩৪১. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একই কাপড়ে নামায সমাধা করেছিলেন যার দু প্রান্তভাগ বগলের নীচ দিয়ে দু কাঁধের ওপর রেখেছিলেন।

٣٤٢. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قَدْ اَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ٠

৩৪২. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি দেখলেন, নবী স. উম্মে সালামার ঘরে একটি মাত্র কাপড় পরা অবস্থায় নামায পড়ছেন। সে কাপড়টির দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচে দিয়ে দু কাঁধের ওপর ফেলে রাখা হয়েছিল।

٣٤٣. عَنْ عُمَرَ بْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ٠

৩৪৩. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে উম্মে সালামার ঘরে একটি কাপড়ের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচ দিয়ে দু কাঁধের ওপর রেখে নামায পড়তে দেখেছি।

٣٤٤. اُمَّ هَانِئْ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئْ بِنْتُ اَبِى طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ

فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى ٠

৩৪৪. উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে গোসল করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে রেখেছিল। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, কে ? আমি সাড়া দিলাম, উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে উম্মে হানী ! তিনি গোসল শেষ করে দাঁড়িয়ে একটি কাপড়ের দু কোণ দু বগলের নীচ দিয়ে এনে অন্য কাঁধের ওপর রেখে আট রাকাআত নামায পড়লেন। তাঁর নামায শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভাই (আলী) বলছে, সে একটি মানুষকে হত্যা করতে চায় যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হলো হোবাইরার অমুক ছেলেটি। তিনি বললেন, হে উম্মে হানী, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, (মনে কর) আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী বলেন, এ নামাযটি ছিল চাশ্তের নামায।

٣٤٥. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

৩৪৫. আবু হুরাইরা রা. বলেন, একজন প্রশ্নকারী রসূলুল্লাহ স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জবাবে বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুটি করে কাপড় আছে ? (অর্থাৎ এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয।)

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন একটি মাত্র কাপড় পরে নামায আদায় করবে, তখন যেন সে তার কিছু অংশ দু কাঁধের ওপর ফেলে রাখে।

٣٤٦.عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ ٠

৩৪৬. আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক কাপড়ে এমনভাবে নামায না পড়ে যার কিছু অংশ তার কাঁধের ওপর থাকে না।

٣٤٧.عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ٠

৩৪৭. আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়বে, সে যেন সেই কাপড়টির দু কোণ দু বগলের নীচ দিয়ে এনে অন্য দিকের কাঁধের ওপর রাখে।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় সংকীর্ণ হলে কি করবে ?

٣٤٨. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَمْرِىْ فَوَجَدْتُّهُ يُصَلِّى وَعَلَىَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ اِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَاجَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِى فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هٰذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِىْ رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِىْ ضَاقَ قَالَ فَاِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَاِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْبِهِ.

৩৪৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তাকে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি নবী স.-এর সাথে এক সফরে গিয়েছিলাম। এক রাতে আমি নিজের কোনো কাজে তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় দেখলাম। আমার কাছে একটা কাপড় ছিল। আমি তা দিয়ে "ইশতিমাল" (اشـتـمـال) করলাম এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। তিনি নামায শেষ করে বললেন, জাবির ! রাতে কেন এসেছ ? আমি তাঁকে নিজের প্রয়োজনের কথা বললাম। আমার কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, এটা আমি কিরূপ "ইশতিমাল" (اشـتـمـال) দেখলাম। আমি বললাম, একটা কাপড় ছিল। তিনি বললেন, কাপড় যদি প্রশস্ত হয়, তাহলে "ইলতিহাফ" (التحاف) করবে[২] এবং কাপড় ছোট হলে তহবন্দ বানাবে।

٣٤٩. عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِىْ أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا.

৩৪৯. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (অভাববশতঃ) ছেলেদের মত তাদের কাঁধে কাপড় বেঁধে নবী স.-এর সাথে নামায পড়তো এবং মেয়েদেরকে বলা হতো, পুরুষরা সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা সিজদাহ হতে মাথা তুলবে না।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ শামী জুব্বা পরে নামায পড়া। হাসান বসরী র. বলেন, মজুসীর (অগ্নি পূজক) তৈরী কাপড়ে নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই। মা'মার রা. বলেন, আমি যুহরীকে ইয়ামানী কাপড় পরতে দেখেছি, যা পেশাব দ্বারা রঞ্জিত করা হতো। এবং আলী ইবনে আবু তালেব রা. আধোয়া কাপড়ে নামায পড়েছেন।

٣٥٠. عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ خُذِ الاِدَاوَاةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَوَارَى عَنِّى فَقَضَى حَاجَتَهُ

২. দু'বগলের নিম্নদেশ থেকে দু'কাঁধের ওপর চাদরের দু'প্রান্ত রাখাকে ইলতিহাফ বলে। আর ইশতেমালের অর্থও এটাই, শুধু শব্দের ব্যবধান।

وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

৩৫০. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী স.-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি বলেছেন, হে মুগীরা! লোটাটি তুলে দাও। আমি তা তুলে দিলাম। রসূলুল্লাহ স. আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করলেন। তখন তাঁর গায়ে শামী জুব্বা ছিল। তিনি তাঁর আস্তীন হতে হাত বের করতে লাগলেন। কিন্তু তা সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি তার নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি ঢাললাম, তিনি নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। কিন্তু মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর নামায পড়লেন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামায এবং নামাযের বাইরে উলঙ্গ হওয়া অপসন্দনীয়।

٣٥١. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ اَخِي لَوْ حَلَلْتَ اِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ عُرْيَانًا .

৩৫১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কুরাইশদের সাথে কা'বা গৃহ (মেরামতের জন্য) পাথর বহন করছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। তাঁর চাচা আব্বাস তাঁকে বললেন, হে ভাতীজা ! যদি তোমার লুঙ্গিটা খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখতে, তাহলে ভাল হতো। রাবী বলেন, তিনি তা খুলে নিজের কাঁধে রাখলেন এবং সেই মুহূর্তে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। এরপর আর কখনও তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখা যায়নি।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ জামা, পাজামা, তুব্বান[৩] এবং কুবা পরে নামায পড়ার বর্ণনা।

٣٥٢. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ اَوَ كُلُّكُم يَجِدُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ سَاَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ اِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَاَوْسِعُوْا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِيْ اِزَارٍ وَ رِدَاءٍ ، فِيْ اِزَارٍ وَقَمِيْصٍ ، فِيْ اِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ ، فِي سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصٍ ، فِي سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ ، فِيْ تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ ، فِيْ تُبَّانٍ وَقَمِيْصٍ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِيْ تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ .

---

৩. এক ধরনের অতি খাটো লুঙ্গী বা পাজামা জাতীয় পোশাক যাতে কেবলমাত্র পুরুষের সতরটুকু ঢাকা পড়ে। বিশেষতঃ নৌকার মাঝি-মাল্লারা তাদের কাজেকর্মের সুবিধার্থে এ পোশাক পরে।—সম্পাদক

৩৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক দাঁড়াল এবং নবী স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুটো করে কাপড় আছে ? তারপর একজন লোক উমরকে একই প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গতি দিলে, তোমরাও নিজেদের সঙ্গতি প্রকাশ কর। কেউ ইচ্ছা করলে একাধিক কাপড় পরতে পারে। যেমন একজন লোক লুঙ্গি ও চাদর, লুঙ্গি ও জামা, লুঙ্গি ও কুবা, পাজামা ও চাদর, পাজামা ও জামা, পাজামা ও কুবা, তুব্বান ও কুবা, তুব্বান ও জামা এক সাথে পরে নামায পড়তে পারে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমার মনে হয়, উমর এও বলেছেন, তুব্বান ও চাদর।

٣٥٣. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَايَلْبِسُ الْمُحْرِمِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَوَرْسٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَالْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৩৫৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম (যে ব্যক্তি ইহরাম বেঁধেছে) কি পরবে ? তিনি জবাবে বললেন, জামা, পাজামা, বোরখা এবং এমন কাপড় যাতে যাফরান বা গোলাপের রং মেশানো হয়েছে তা পরবে না। আর জুতা না পেলে মোজা কেটে পরবে, যাতে তা গোড়ালীর নীচে আসে।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সতর ঢাকা।

٣٥٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ اَلْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْئٌ .

৩৫৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. 'সাম্মা' করে কাপড় জড়াতে এবং একই কাপড়ে এমনভাবে "এহতেবা" করতে নিষেধ করেছেন, যাতে লজ্জাস্থানের ওপর কোনো কাপড় না থাকে।[৪]

٣٥٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ وَاَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩৫৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দু ধরনের বেচা-কেনা "লিমাস" ও "নিবায"[৫] এবং দু ধরনের কাপড় পরা "সাম্মা" ও "এহতেবা" নিষেধ করেছেন।

---

৪. এক কাপড়ে সমস্ত শরীর ও হাত এমনভাবে জড়ানো যাতে হাত তুললে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাকে "সাম্মা" বলা হয়। আর পাছার ওপর ভর দিয়ে এবং দু হাঁটু খাড়া রেখে উভয় হাত কিংবা কোনো কাপড় দিয়ে উভয় পায়ের নলা জড়িয়ে ধরে বসাকে "এহতেবা" বলে।

৫. বেচা-কেনার সময় খরিদ্দার দ্রব্যটি ছুঁলে কেনা-বেচা পাকা হয়ে যেত। একে "লিমাস" বলা হয়। অদ্রূপ দর-দস্তুর হওয়ার সময় বিক্রেতা দ্রব্যটি খরিদ্দারের দিকে ছুঁড়ে দিলে কিংবা খরিদ্দার দ্রব্যটির প্রতি কাঁকর ছুঁড়ে মারলে কেনা-বেচা পাকা হয়ে যেত। একে "নিবায" বলে। ইসলামে এসব নিষেধ।

٣٥٦.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِىْ مُؤَذِّنِيْنَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى اَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا فَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِىٌّ فِىْ اَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ٠

৩৫৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর তাঁর আমীরে হজ্জের আমলে আমাকে অন্যান্য মুয়াযযিনদের সাথে কুরবানীর দিন মিনায় এই মর্মে প্রচার করতে পাঠালেন যে, এরপর হতে কোনো মুশরিক হজ্জ করতে এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না। হোমাইদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ্ স. আলীকে তাঁর (আবু বকরের) পশ্চাতে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, তিনি যেন সূরা বারাআত প্রচার করেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আলী আমাদের সাথে মিনায় কুরবানীর দিন প্রচার করতে থাকেন যে, এরপর কোনো মুশরিক হজ্জ এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ চাদর ছাড়া নামায পড়ার বর্ণনা।

٣٥٧.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوْعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوْعٌ قَالَ نَعَمْ اَحْبَبْتُ اَنْ يَّرَانِىَ الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى هٰكَذَا٠

৩৫৭. মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর নিকট গিয়ে দেখি, তিনি একটি কাপড় বগলের নীচ দিয়ে কাঁধের ওপর রেখে নামায পড়ছেন এবং তার চাদর অন্যত্র রাখা আছে। তিনি নামায শেষ করলে আমরা বললাম, হে আবদুল্লাহ! আপনি চাদর রেখে নামায পড়লেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের মত মূর্খদের দেখাবার জন্য আমি এরূপ করলাম। আমি নবী স.-কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী র. বলেন, ইবনে আব্বাস, জারহাদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে জাহাশ নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, উরু লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত। আনাস রা. বলেন, নবী স. একবার তাঁর উরু খুলেছিলেন। ইমাম বুখারী র. বলেন, আনাসের বর্ণনাকৃত হাদীস সনদের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী এবং জারহাদের বর্ণনাকৃত হাদীস আমলের দিক থেকে অধিক গ্রহণীয়। এর ওপর আমল করলে আমরা আলেমদের মতভেদ থেকে বাঁচতে পারি। আবু মূসা রা. বলেন, একবার

উসমানের আগমনে নবী স. তাঁর হাঁটু ঢেকে দিলেন। যায়েদ ইবনে সাবেত বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ স.-এর ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর উরু আমার উরুর সাথে মিলিত ছিল এবং এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার উরুর হাড় ভেঙ্গে যাবে।

٣٥٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرِ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلٰوةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَكِبَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنَا رَدِيْفُ اَبِىْ طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فِى زُقَاقِ خَيْبَرَ وَاِنَّ رُكْبَتِىْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْاِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتّٰى اِنِّى اَنْظُرُ اِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ اِلَى اَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ، وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ يَعنِى الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْىُ فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِىُّ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبْىِ فَقَالَ اذهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ دِيْحَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوْهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا اَبَا حَمْزَةَ مَا اَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ اُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيلِ فَأَصْبَحَ النَّبِىُّ ﷺ عَرُوْسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْئٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُل يَجِئُ بِالتَّمَرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقَ قَالَ فَحَاسُوْا حَيْسًا فَكَانَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৩৫৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. খায়বার অভিযানে বের হলেন এবং আমরা সেখানে পৌঁছে ভোরে ফজরের নামায পড়লাম। তারপর নবী স. (সওয়ারীর পিঠে) আরোহণ করলেন। আবু তালহা (সওয়ারীর পিঠে) আরোহণ করলেন এবং আমি আবু তালহার পিছনে বসলাম। নবী স. খায়বারের গলি পথ দিয়ে দ্রুত চলতে থাকলেন এবং আমার হাঁটু তাঁর উরু স্পর্শ করতে লাগলো। এমন সময় নবী স.-এর উরু হতে তহ্বন্দ সরে গেল। আমার মনে হচ্ছে আমি এখনও তাঁর উরুর শুভ্রতা লক্ষ্য করছি। তিনি শহরে প্রবেশ করে বললেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ ـ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا سَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

"আল্লাহ মহান, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা এমন লোক, যখন কোনো জাতির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই, তখন তাদের সতর্ককারীদের ত্রাসের সৃষ্টি হয়।" একথা তিনি তিনবার বললেন। রাবী বলেন, লোকেরা তাদের কাজে বের হলো। তারা বলে উঠলো, মুহাম্মদ এসে গেছে! আবদুল আযীয বলেছেন, আমাদের কতক সাথীদের মতে তারা বলে উঠলো মুহাম্মাদ তার সেনাবাহিনীসহ এসেছে! রাবী বলেন, আমরা বিনা যুদ্ধে খায়বার জয় করলাম। বন্দীদেরকে জমা করা হলো। দেহইয়া এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমাকে বন্দীদের মধ্য থেকে একটি দাসী দিন। তিনি (রসূল) বললেন, যাও এবং একটি দাসী নাও। সে সফিয়া বিনতে হুয়াইকে নিল। এমন সময় একজন লোক নবী স.-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনি কোরাইযা ও নযীর বংশের নেতৃস্থানীয় রমণী সফিয়া বিনতে হুয়াইকে দেহইয়ার হাতে তুলে দিলেন। সে একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন, তাকে সফিয়াসহ ডাক। দেহইয়া তাকে নিয়ে আসল। নবী স. সফিয়াকে দেখে বললেন, দেহইয়া তুমি বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য একটি দাসী নাও। রাবী বলেন, নবী স. তাকে আযাদ করার পর বিয়ে করেন। সাবেত আবু হুরাইরাকে বলেন, হে আবু হামযা! সফিয়ার দেন মোহর কি ধার্য করা হলো? তিনি বললেন, তাকে আযাদ করার পর বিয়ে করা তার জন্য দেন মোহর স্বরূপ ছিল। তারপর উম্মে সুলাইম (আনাসের মা) রাস্তায় তাকে বধু সাজিয়ে রাতে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট পেশ করলেন। সকালে রসূলুল্লাহ স. বর বেশে উঠলেন এবং বললেন, তোমাদের যার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। তিনি দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর, কেউ ঘি এবং রাবীর ধারণায় কেউ ছাতু নিয়ে আসলো এবং এসব কিছু মিলিয়ে তারা "হাইস" নামক এক প্রকার খাদ্য তৈরী করলো। এটিই ছিল রসূলুল্লাহ স.-এর অলীমা।[৬]

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েরা কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়বে ? ইকরামা বলেন, যদি একটি কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকতে পারে তাহলে তা জায়েয।

٣٥٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْفَجْرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِىْ مُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلَى بُيُوْتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ.

৩৫৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ফজরের নামায পড়তেন এবং তাঁর সাথে কিছু সংখ্যক মুসলিম মহিলা শরীরে চাদর জড়িয়ে নামাযে শরীক হতো। তারা এত অন্ধকার থাকতে নামায থেকে বাড়ী ফিরতো যে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া এবং নামায পড়া অবস্থায় ছবির প্রতি নযর করা।

৬. সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে যাতে অসন্তোষ দেখা না দেয় এবং সফিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় সেই উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ স. সফিয়াকে বিয়ে করেছিলেন।

٣٦٠.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلَامٌ فَنَظَرَ اِلَى اَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلَى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَانَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلَاتِىْ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلَى عَلَمِهَا وَاَنَا فِى الصَّلَاةِ فَأَخَافُ اَنْ تَفْتِنَنِىْ.

৩৬০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদা একটি নকশা খচিত চাদরে নামায পড়লেন। তাঁর নযর একবার নকশার দিকে পড়লো। তিনি নামায শেষ করে বললেন, এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার থেকে নকশা বিহীন চাদরটি নিয়ে এসো। কেননা চাদরটি এইমাত্র আমাকে নামায থেকে অমনোযোগী করেছিল। হিশাম তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেন, আমি নামাযের মধ্যে চাদরটির নকশার প্রতি তাকাচ্ছিলাম এবং আমার ভয় হচ্ছিল সে আমাকে ফেতনায় ফেলে না দেয়।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রুশ বা অন্য ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া যায় কিনা এবং এর বিরোধিতা।

٣٦١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمِيْطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَانَّهُ لَاتَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِىْ صَلَاتِىْ .

৩৬১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার একটি চাদর ছিল। সেটি দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করেছিলেন। নবী স. একদিন বললেন, তোমার এ চাদরটি সরিয়ে ফেল। কেননা নামাযের সময় এর নকশাগুলো সর্বদা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী জুব্বা পরে নামায পড়া, তারপর তা খুলে ফেলা।

٣٦٢. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَايَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ .

৩৬২. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে একটি রেশমী ফররুজ (পিছন কাটা লম্বা কোট) হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি সেটি পরে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি সেটি দ্রুত খুলে ফেললেন। মনে হলো তিনি সেটি অপসন্দ করছেন। তারপর তিনি বললেন, মুত্তাকীদের জন্য এটি শোভনীয় নয়।[৭]

৭. তখনও পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হারাম হয়নি। পরে হারাম হয়।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ লাল কাপড় পরে নামায পড়া।

٣٦٣. عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اُدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذٰلِكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهٖ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَا عَنَزَةً لَهُ فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَىِ الْعَنَزَةِ ۰

৩৬৩. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে একটি লাল চামড়ার তাঁবুর মধ্যে দেখলাম। বেলালকে দেখলাম তাঁর অযুর পানি নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে। লোকদেরকে দেখলাম তাঁর ব্যবহৃত অযুর পানি নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করতে। যারা পানি পেল, তা দিয়ে তারা নিজেদের শরীর মাসেহ করলো এবং যারা তা পেল না তারা অন্যের হাতের আদ্রতা নিতে থাকলো। তারপর বেলালকে দেখলাম, একটা বর্শা এনে মাটিতে গেড়ে দিতে। এরপর নবী স. একটি লাল পোশাক পরে এবং তা খানিকটা উঁচু করে বের হলেন। তিনি বর্শাটির দিকে মুখ করে লোকদেরকে দু রাকআত নামায পড়ালেন। লোক ও জন্তুদেরকে বর্শাটির সামনে দিয়ে আমি চলতে দেখলাম।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ছাদ, মিম্বর ও কাঠের ওপর নামায পড়া।

ইমাম বুখারী র. বলেন, হাসান বসরী বরফ ও পুলের ওপর নামায পড়া জায়েয মনে করেন, যদিও তার নীচ দিয়ে অথবা উপর দিয়ে অথবা সামনে দিয়ে পেশাব প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। আবু হুরাইরা রা. ইমামের পিছনের মসজিদের ছাদের উপর নামায পড়েছিলেন। ইবনে উমর রা. বরফের ওপর নামায আদায় করেন।

٣٦٤. عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِّنْ اَىِّ شَيْءٍ اَلْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِىَ بِالنَّاسِ اَعْلَمُ مِنِّى هُوَ مِنْ اَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتّٰى سَجَدَ بِالْاَرْضِ فَهٰذَا شَاْنُهُ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَأَلَنِى اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِنَّمَا أَرَدْتُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلا بَأسَ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

৩৬৪. সাহ্ল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। তাকে নবী স.-এর মিম্বর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানে এমন লোক এখন আর বেঁচে নেই। মিম্বরটি ছিল গাবার (বনের) ঝাউ গাছের তৈরী। অমুক মহিলার অমুক আযাদকৃত দাস সেটি রসূলুল্লাহ্ স.-এর জন্য তৈরী করেছিল। সেটি প্রস্তুত ও স্থাপিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ স. তার ওপর দাঁড়ালেন। তিনি কেবলার দিকে মুখ করে 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে রুকূ' করলেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে রুকূ করলো। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং পিছনে হটে যমীনে সিজদা করলেন। তারপর মিম্বারে ফিরে আসলেন। তারপর কুরআনের আয়াত পড়ে রুকূ' করলেন। তারপর মাথা তুললেন। অতপর পিছনে হটে মাটিতে সিজদা করলেন। এই হলো মিম্বারের ব্যাপার। ইমাম বুখারী র. বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন, আমার মতে নবী স. সাধারণ লোকদের চেয়ে উপরে ছিলেন। কাজেই এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের সাধারণ নামাযীদের তুলনায় ওপরে থাকায় আপত্তি নেই।

٣٦٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهٖ فَجُحِشَتْ سَاقُهٗ اَوْ كَتِفُهٗ وَاٰلٰى مِنْ نِّسَائِهٖ شَهْرًا فَجَلَسَ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَهٗ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوْعِ النَّخْلِ فَاَتَاهُ اَصْحَابُهٗ يَعُوْدُوْنَهٗ فَصَلّٰى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ ٠

৩৬৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. একবার ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ায় তাঁর গোড়ালী কিংবা কাঁধ ছিলে যায়। সেই সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট হতে এক মাসের ঈলা (স্ত্রী সহবাস হতে দূরে থাকার কসম) করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি এমন একটি বালাখানায় অবস্থান করতে থাকেন, যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। সাহাবীগণ তাঁর শুশ্রূষার জন্য একবার তাঁর নিকট আসলো। তিনি বসে বসে তাদেরকে নামায পড়ালেন এবং তারা দাঁড়িয়ে নামায পড়লো। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, (ইমামকে) ইমাম এজন্য করা হয়েছে যে, তার অনুসরণ করতে হবে। যখন সে তাকবীর বলবে, তোমরা তাকবীর বলবে। যখন সে রুকূ করবে তোমরা রুকূ করবে এবং যখন সে সিজদা করবে, তোমরা সিজদা করবে। যদি সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তিনি উনত্রিশ দিনে ঈলা ভঙ্গ করে নেমে আসলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এক মাসের ঈলা করেছিলেন, তিনি বললেন, এ মাস উনত্রিশ দিনের।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা করার সময় নামাযীর কাপড় তার স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করা।

٣٦٦. عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا حِذَاءَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ ٠

৩৬৬. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. নামায পড়তেন এবং আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো সিজদার সময় তাঁর কাপড় আমার দেহ স্পর্শ করতো, অথচ তিনি জায়নামাযে নামায পড়া অবস্থায় থাকতেন।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ চাটাইয়ের ওপর নামায পড়া। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী দাঁড়ানো অবস্থায় নৌকায় নামায পড়েছেন। হাসান বসরী বলেন, নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পার, যদি সাথীর কষ্ট না হয় এবং নৌকার সাথে সাথে ঘুরতে পার। নচেৎ বসে নামায পড়া উচিত।

٣٦٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّىَ لَكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ٠

৩৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তার দাদী মুলাইকা একবার রসূলুল্লাহ স.-কে খাওয়ার দাওয়াত করলেন। খাবারটি কেবল মাত্র তাঁর জন্য তৈরী করা হয়েছিল। তিনি খাবার পর বললেন, দাঁড়াও আমি তোমাদের এখানে নামায পড়বো। আনাস রা. বলেন, আমি একটি চাটাই আনতে গেলাম। চাটাইটি দীর্ঘ দিন ব্যবহারের দরুন কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি সেটি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললাম। তারপর রসূলুল্লাহ স. তার ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি ও (একজন) ইয়াতীম[৮] তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং বুড়ি আমাদের পিছনে দাঁড়ালো। রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দু'রাকআত নামায পড়ালেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ জায়নামাযের ওপর নামায পড়া।

٣٦٨. عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ ٠

৩৬৮. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জায়নামাযের ওপর নামায পড়তেন।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ বিছানায় নামায পড়া। আনাস ইবনে মালেক বিছানায় নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী স.-এর সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ কেউ নিজের কাপড়ের ওপর সিজদাহ করতো।

---

৮. ইয়াতীম নবী স.-এর জনৈক আযাদকৃত দাসের উপাধি। তার আসল নাম যুমাইরাহ।

٣٦٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاً فِىْ قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ وَاِذَا اَقَامَ بَسَطْتُهَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ .

৩৬৯. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে ঘুমাতাম এবং আমার পা দুটি তাঁর কেবলার দিকে (সিজদার জায়গায়) থাকতো। তিনি সিজদার সময় আমাকে খোঁচা দিতেন। তখন আমি আমার পা দুটি কুঁকড়ে নিতাম, তিনি দাঁড়ালে আমি পা দুটি প্রসারিত করতাম। তিনি (আয়েশা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি ছিল না।

٣٧٠.عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى وَهِىَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلٰى فِرَاشِ اَهْلِهِ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ .

৩৭০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর ও কেবলার মাঝখানে বিছানার ওপর জানাযার মত শুয়ে থাকতাম।

٣٧١.عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِىْ يَنَامَانِ عَلَيْهِ .

৩৭১. উরওয়াহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামায পড়তেন এবং আয়েশা তাঁর ও কেবলার মাঝখানে তাদের শোয়ার বিছানার ওপর শুয়ে থাকতেন।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ অতিশয় গরমের সময় কাপড়ের ওপর সিজদাহ করা। হাসান বসরী র. বলেন, লোকেরা তাদের পাগড়ী ও টুপির ওপর সিজদা করতো এবং তাদের হাত আস্তীনের মধ্যে থাকতো।

٣٧٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَيَضَعُ اَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِىْ مَكَانِ السُّجُوْدِ .

৩৭২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে নামায পড়তাম এবং আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গরমের দরুন কাপড়ের খুঁট সিজদার জায়গায় রাখতো।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরে নামায পড়া।

٣٧٣. سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৩. আনাস ইবনে মালেক রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী স. কি জুতা পরে নামায পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মোজা পরা অবস্থায় নামায পড়া।

٣٧٤.عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَكَانَ يَعْجِبُهُمْ لِاَنَّ جَرِيْرًا كَانَ مِنْ اٰخِرِ مَنْ اَسْلَمَ .

৩৭৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার পেশাব করে অযু করলেন এবং মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম বলেন, লোকেরা জারীরের এ হাদীসটি খুব পছন্দ করতো। কেননা তিনি সবার শেষে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন।

٣٧٥.عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَصَلّٰى

৩৭৫. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে অযু করালাম এবং তিনি মোজার ওপর মাসেহ করে নামায পড়লেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা পুরোপুরি না করা।

٣٧٦.عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৩৭৬. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একজন লোককে অপূর্ণ রুকূ ও সিজদা করতে দেখলেন। লোকটি নামায শেষ করলে, হুযাইফা তাকে বললেন, তোমার নামায হয়নি। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, হুযাইফা এও বলেছেন, যদি তুমি এ অবস্থায় মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদ স.-এর তরীকার বাইরে মারা যাবে।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত করা।

٣٧٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

৩৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামায পড়ার সময় (সিজদার সময়) দু'হাতের মাঝখানে এতই ব্যবধান রাখতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলামুখী হওয়ার ফযীলত। এমনকি পায়ের আঙ্গুল কেবলার দিকে রাখা উচিত। আবু হুমাইদ নবী স. থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلاَ تُخْفِرُوْا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ ·

৩৭৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে ও আমাদের যবেহ্ করা প্রাণী খায়, সে মুসলমান। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তার দায়িত্ব নিয়েছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহ্র দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

٣٧٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَاِذَا قَالُوْهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا، وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ وَقَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُوْنُ بْنُ سِيَاهٍ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا اَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلّٰى صَلاَتَنَا، وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ·

৩৭৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আমাকে লোকদের সাথে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ না তারা বলে, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।" যখন তারা তা বলবে এবং আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের যবেহ্ করা প্রাণী খাবে, তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে। তবে ইসলাম তাদের জন্য যে হক নির্ধারণ করে দিয়েছে তা ছাড়া[৯] এবং তাদের আন্তরিকতার হিসেব আল্লাহ্র নিকট। মতান্তরে, একবার আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদ হারাম ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই" এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের যবেহ্ করা প্রাণী খায় সে মুসলমান। তার মুসলমানদের মত অধিকার থাকবে এবং তার মুসলমানদের মত কর্তব্য পালন করতে হবে।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসী ও সিরিয়াবাসীদের কেবলা। পূর্বাঞ্চলের লোকদের কেবলা না পূর্ব দিকে না পশ্চিম দিকে। দলীল হলো, নবী স. বলেছেন, তোমরা কেবলার দিকে মুখ

৯. অর্থাৎ ইসলামী দণ্ডবিধি অনুযায়ী প্রাণের বদলে প্রাণ ও অর্থের বদলে অর্থদণ্ড অবশ্যই দিতে হবে।

করে পেশাব-পায়খানা করো না। বরং পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করো।

٣٨٠.عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوا قَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৩৮০. আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা কেবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করো না। বরং পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে[১০] মুখ বা পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করো। আবু আইয়ুব বলেন, আমরা সিরিয়ায় গেলাম এবং দেখলাম, সেখানে কিছু পায়খানা কেবলামুখী করে তৈরী করা হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাতাম এবং মহামহিম আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, "মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও।"

٣٨١.عَنْ اِبْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَأْتِىْ امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ : وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ـ

৩৮১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন লোক উমরার উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করলো। কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াল না। সে কি স্ত্রীসঙ্গম করতে পারবে? তিনি বললেন, নবী স. মদীনা হতে মক্কায় এসে কা'বা গৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাকআত নামায পড়লেন। অতপর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ালেন। "আর তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" রাবী বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াবার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করবে না।

٣٨٢. عَنْ اِبْنَ عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاَقْبَلْتُ وَالنَّبِىُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً

১০. মদীনা থেকে কেবলা দক্ষিণ দিকে। তাই পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে পেশাব-পায়খানা করার কথা বলা হয়েছে।

فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ اِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.

৩৮২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। একজন লোক এসে তাঁকে বললো, রসূলুল্লাহ্ স. কাবা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি এসে দেখলাম, নবী স. বের হয়ে গেছেন এবং বেলাল দু'দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি কা'বা গৃহে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। কা'বা গৃহে প্রবেশ করার সময় বাঁ দিকে যে দুটি থাম রয়েছে তার মাঝখানে দু রাকআত এবং বের হয়ে কা'বা গৃহের সামনে দু রাকআত নামায পড়েছেন।

٣٨٣. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ .

৩৮৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কা'বা গৃহে প্রবেশ করে তার প্রত্যেক কোণে দোয়া করলেন এবং বাইরে না আসা পর্যন্ত নামায পড়লেন না। বাইরে আসার পর কা'বার দিকে মুখ করে দু রাকআত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটাই কেবলা।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যেখানেই অবস্থান করো না কেন কেবলার দিকে মুখ করতে হবে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, কেবলার দিকে মুখ কর এবং 'আল্লাহু আকবার' বল।

٣٨٤. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتّٰى تَوَجَّهُوْا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

৩৮৪. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে ষোল কিংবা সতের মাস নামায পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ্ স. কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে নামায পড়তে পছন্দ করতেন। কাজেই মহামহিম আল্লাহ

অবতীর্ণ করলেন ঃ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ "আমি আপনার মুখাবয়ব বারবার আকাশের দিকে ওঠাতে দেখেছি।" তিনি নতুন কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর নির্বোধ লোকেরা অর্থাৎ ইয়াহুদ সম্প্রদায় বলতে লাগলো, "কে তাদের মুখ পূর্ববর্তী কেবলা হতে ফিরিয়ে দিল ?" আল্লাহ্ বলেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন।" তারপর এমন একজন লোক যে নবী স.-এর সাথে নামায পড়েছিল, নামাযের পর আনসারদের নিকট গেল। তখন তারা বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে আসরের নামায পড়ছিল। সে গিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি নবী স.-এর সাথে নামায পড়েছি এবং তিনি কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়িয়েছেন। একথা শুনে সবাই কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

٣٨٥.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَاِذَا أَرَادَ الْفَرِيْضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ٠

৩৮৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর বাহনে চড়ে নামায (নফল) পড়তেন, যেদিকেই তাঁর মুখ থাকতো না কেন। যখন ফরয নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বাহন হতে নেমে কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

٣٨٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاَ اَدْرِىْ زَادَ اَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ، قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ ـ وَلٰكِنَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ٠

৩৮৬. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়লেন। রাবী ইবরাহীম বলেন, আমি জানি না, তিনি নামাযে কিছু কমবেশী করেছিলেন কিনা ? তিনি নামায শেষ করলে, লোকেরা তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! নামাযে নতুন কিছু ঘটেছে কি ? তিনি বললেন, তা কি ? তারা বললো, আপনি এত এত নামায পড়েছেন। একথা শুনে তিনি পা দুটো ঘুরিয়ে কেবলামুখী হয়ে দুটো সিজদা করলেন।[১১] তারপর সালাম ফিরালেন। অতপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, যদি নামাযে কিছু ঘটে, তাহলে তা আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বলবো। কিন্তু আমি তোমাদের মত মানুষ। আমার তোমাদের মত ভুল হতে পারে। যদি আমার ভুল হয় তাহলে মনে করিয়ে দেবে

১১. ইসলামের প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয ছিল। পরে তা বাতিল হয়ে গেছে।

এবং তোমাদের যদি কারোর নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয়, তাহলে সে যেন প্রকৃত ব্যাপারটি অনুধাবন করে এবং সেই অনুযায়ী নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরায়। তারপর যেন সে দুটো সিজদা করে।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলা সম্পর্কে বর্ণনা। ভুল করে কেবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে নামায পড়লে তা পুনরায় পড়তে হবে না। নবী স. যোহরের দু রাকআত নামায পড়ে সালাম ফেরার পর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার অবশিষ্ট নামায আদায় করেন।

٣٨٧.عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلاَثٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِاتَّخَذْنَا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلّٰى ؟ فَنَزَلَتْ : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى، وَاٰيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَ نِسَاءَكَ اَنْ يَحْتَجِبْنَ فَاِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ.

৩৮৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। উমর বলেন, তিনটি বিষয়ে আমার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিলিত হয়েছে ঃ (১) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানালে ভাল হতো। আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلّٰى অর্থাৎ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও।" (২) পর্দার আয়াত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! যদি আপনি আপনার স্ত্রীদের পর্দার হুকুম দিতেন, তাহলে খুব ভাল হতো। কেননা সৎ-অসৎ সবাই তাদের সাথে কথা বলে। এমন সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো। (৩) একবার নবী স.-এর স্ত্রীগণ নারীসুলভ আবেগে তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হন। আমি তাদেরকে বললাম, যদি তিনি আপনাদেরকে তালাক দেন, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের অপেক্ষা উত্তম মুসলিম নারী তাঁকে দান করবেন, তখন এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٣٨٨.عَنْ عَبْدِ بْنِ اللّٰهِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ، وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ .

৩৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা একবার কোবা নামক স্থানে ফজরের নামায পড়ছিল। এমন সময় একজন লোক এসে বললো, আজ রাতে রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা শুনে সবাই কা'বা গৃহের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইতিপূর্বে তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল। তারা কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

٣٨٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوْا اَزِيْدَ فِى الصَّلاَةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ٠

৩৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার নবী স. যোহরের পাঁচ রাকআত নামায পড়ালেন। লোকেরা বললো, নামায কি বেশী করা হয়েছে? তিনি বললেন, সেটা কিরূপ? লোকেরা বললো, আপনি পাঁচ রাকআত নামায পড়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, একথা শুনে তিনি পা ঘুরিয়ে (অর্থাৎ কেবলামুখী হয়ে) দুটো সিজদা করলেন।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ হাত দিয়ে মসজিদ হতে থুথু পরিষ্কার করা।

٣٩٠. عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهٖ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِىْ صَلاَتِهٖ فَاِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ اَوْ اِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهٖ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهٖ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلْ هٰكَذَا ٠

৩৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার কেবলার দিকে (দেয়ালে) থুথু দেখলেন, এতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেল। তিনি দাঁড়ালেন এবং হাত দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় সে তার রবের সাথে কথা বলে। কিংবা (তিনি বলেছেন,) তার ও কেবলার মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান থাকেন। কাজেই তোমাদের কারোর উচিত নয় কেবলার দিকে থুথু ফেলা। বরং তার উচিত বাঁয়ে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলা। তারপর তিনি নিজের চাদরের খুঁট নিলেন এবং তাতে থুথু ফেলে রগড়ালেন এবং বললেন, কিংবা এরূপ করবে।

٣٩١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى بُصَاقًا فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ قِبَلَ وَجْهِهٖ اِذَا صَلّٰى ٠

৩৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কেবলার দিকে দেয়ালে থুথু দেখে নিজে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে, সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা নামাযের সময় আল্লাহ সুবহানাহু তার সামনে থাকেন।

٣٩٢. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى فِيْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا اَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ ٠

৩৯২. মুসলিম জননী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কেবলার দিকে দেয়ালে শিকনি বা থুথু বা কফ দেখলেন এবং নিজের হাতে তা পরিষ্কার করলেন।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাঁকর দিয়ে মসজিদ হতে শিকনি পরিষ্কার করার বর্ণনা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি তুমি কাঁচা ময়লার ওপর দিয়ে চলো, তাহলে পা ধুয়ে ফেল এবং ময়লা যদি শক্ত হয়, তাহলে ধুতে হবে না।

٣٩٣. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِيْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ٠

৩৯৩. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. মসজিদের দেয়ালে কফ দেখে নিজে কাঁকর দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে কিংবা ডান দিকে কফ না ফেলে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে কিংবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কেউ যেন ডান দিকে থুথু না ফেলে।

٣٩٤. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِيْ حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ٠

৩৯৪. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নবী স. একবার মসজিদের দেয়ালে কফ দেখলেন এবং তিনি নিজে কাঁকর দিয়ে রগড়ে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে বা ডান দিকে কফ না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

٣٩٥. عَنْ اَنَسًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَتْفِلَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ ٠

৩৯৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কারোর নামাযের মধ্যে থুথু ফেলার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

٣٩٦.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ -

৩৯৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মুমিন নামাযের মধ্যে তার প্রভুর সাথে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে অথবা ডানে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁয়ে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে।[১২]

٣٩٧.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهٰى اَنْ يَّبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى .

৩৯৭. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার মসজিদের সামনে কফ দেখলেন। তিনি নিজেই সেটা কাঁকর দিয়ে রগড়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি নিষেধ করলেন লোকদেরকে সামনে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে। বরং বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলতে বললেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু ফেলার কাফফারা।

٣٩٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

৩৯৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহর কাজ এবং এর কাফফারা হলো ঢেকে দেয়া।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কফ দাফন করার বর্ণনা।

٣٩٩.عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِى اللّٰهَ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَاِنَّ عَنْ يَّمِيْنِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا .

৩৯৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়াবে, সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে নামাযে থাকে, আল্লাহর

---

১২. ইসলামের প্রথম পর্যায়ে নামাযের মধ্যে কথা বলা, থুথু ফেলা প্রভৃতি ছোট ছোট কাজগুলো জায়েয ছিল। পরে তা বাতিল হয়ে যায়।

সাথে কথা বলে। আর ডান দিকেও না। কেননা ডান দিকে ফেরেশতা থাকে। বরং বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলবে। তারপর তা মাটি চাপা দিবে।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ থুথু ফেলতে বাধ্য হলে সে তা কাপড়ের খুঁটে নিয়ে নেবে।

٤٠٠. عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ اَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذٰلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِيْ صَلٰوتِهِ فَاِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، اَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِيْ قِبْلَتِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ اَخَذَا طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيْهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا .

৪০০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একবার কেবলার দিকে কফ দেখলেন। তিনি সেটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন এবং এ কাজটিকে অপসন্দ করার দরুন তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে, সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে অথবা তিনি বলেছেন, তার ও কেবলার মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান থাকেন। কাজেই সে যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে। তারপর তিনি তাঁর চাদরের খুঁট নিয়ে তাতে থুথু ফেলে রগড়ালেন এবং বললেন, কিংবা এরূপ করবে।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের লোকদেরকে নামায পরিপূর্ণ করার উপদেশ দেয়া এবং কেবলার বর্ণনা।

٤٠١. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هَاهُنَا فَوَ اللّٰهِ مَايَخْفٰى عَلَيَّ خُشُوْعُكُمْ وَلاَ رُكُوْعُكُمْ اِنِّي لَاَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِيْ.

৪০১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা কি মনে কর আমার কেবলা এখানেই? আল্লাহর কসম, তোমাদের দীনতা, (সিজদা) তোমাদের রুকূ কোনোটাই আমার কাছে গোপন নয়। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতে দেখতে পাই।

٤٠٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلٰوةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوْعِ اِنِّي لَاَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا اَرَاكُمْ .

৪০২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার আমাদেরকে নামায পড়ালেন। তারপর মিম্বারের উপর উঠলেন এবং নামায ও রুকূ সম্পর্কে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সামনের দিক হতে যেরূপ দেখি পিছনের দিক হতেও তদ্রূপ দেখি।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ অমুক গোত্রের মসজিদ বলা জায়েয কিনা ?

٤٠٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَاَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا .

৪০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একবার ইযমার করা[১৩] ঘোড়াগুলোর মধ্যে 'হাফইয়া' নামক স্থান হতে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তার শেষ স্থান ছিল "সানিয়াতুল বিদা" এবং যে সকল ঘোড়ার ইযমার করা হয়নি, তাদেরকে সানিয়া হতে বনু যোরাইকের মসজিদ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমরও এ প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কোনো কিছু ভাগ করা এবং কাঁদি ঝুলানো। ইবরাহীম অর্থাৎ তাহমানের পুত্র সোহাইবের পুত্র আবদুল আযীয থেকে এবং তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আনাস) বলেন, একবার বাহরাইন হতে কিছু সম্পদ নবী স.-এর নিকট আসলো। তিনি (রসূল) বললেন, তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে রাখ। এবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্পদ এসেছিল। রসূলুল্লাহ স. নামাযের জন্য বের হলেন। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত করলেন না। নামায শেষ করে এসে তিনি সম্পদের কাছে বসলেন এবং যাকে দেখলেন তাকে তা হতে কিছু না কিছু দিলেন। এমন সময় আব্বাস আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু দিন। কেননা আমি (বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে) নিজের ও আকীলের[১৪] মুক্তিপণ দিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, নাও। তিনি আঁজলা ভরে ভরে কাপড়ে গাঠুরী বাঁধলেন। তারপর উঠাতে গিয়ে তা উঠাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কাউকে আদেশ করুন, আমাকে এটা তুলে দিতে। তিনি বললেন, না। আব্বাস বললেন, তাহলে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি তা হতে কিছু রেখে দিলেন এবং পুনরায় তুলতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কাউকে আদেশ করুন তুলে দিতে। তিনি এবারও না বললেন। আব্বাস বললেন, তাহলে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি তা হতে কিছু কম করে সেটি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। রসূলুল্লাহ স. তার লোভ দেখে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ না তিনি আমাদের চোখের আড়াল হলেন। রসূলুল্লাহ স. একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠলেন না।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলো এবং যিনি তা কবুল করলেন।

٤٠٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ وَجَدْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ

---

১৩. দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে দ্রুতগামী করার উদ্দেশ্যে যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে ইযমার বলে।

১৪. আকীল হযরত আলীর ছোট ভাই।

لِىْ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ.

৪০৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার নবী স.-কে মসজিদে দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে কয়েকজন লোক ছিল। আমি দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, আবু তালহা কি তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাবার জন্য? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আশপাশের লোকদেরকে বললেন, ওঠ, তিনি চললেন, আর আমিও তাদের সম্মুখ দিয়ে রওনা হলাম।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে বিচার-আচার করা এবং পুরুষ ও নারীদের মধ্যে লেআন[১৫] করানো।

٤٠٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ.

৪০৫. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। একজন লোক[১৬] বললো, হে আল্লাহর রসূল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ভিন পুরুষকে দেখে, তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? তারা দুজন (স্বামী-স্ত্রী) মসজিদে লেআন করতে থাকলো এবং আমি (বর্ণনাকারী) তা প্রত্যক্ষ করলাম।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ কারোর বাড়ীতে গেলে যথাইচ্ছা সেখানে কিংবা যেখানে নির্দেশ দেয় সেখানে নামায পড়া উচিত। এ বিষয়ে বেশী যাঁচাই-বাছাই করা সমীচীন নয়।

٤٠٦. عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُ فِىْ مَنْزِلِهِ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

৪০৬. ইতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার তার বাড়ীতে আসলেন এবং বললেন, ঘরের কোন্ জায়গায় তোমার জন্য নামায পড়া পছন্দ কর? তিনি বলেন, আমি তাঁর জন্য ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম। নবী স. তাকবীর বললেন এবং আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীতে মসজিদ তৈরী করা। বারাআ ইবনে আযেব রা. বাড়ীর মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়েছিলেন।

---

১৫. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন করার অর্থ হচ্ছে, তারা প্রত্যেকে নিজের ওপর লানত বর্ষণ করবে, এই বলে—যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আল্লাহর লানত আমার ওপর পড়বে।–সম্পাদক

১৬. এই সাহাবী হচ্ছেন হযরত উয়াইমির ইবনে আমের আল আজলানী অথবা হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া।–সম্পাদক

٤٠٧. عَنْ عِتْبَانَ ابْنَ مَالِك وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه قَدْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاَنَا أُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِىَ الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ اَنْ آتِىَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّىْ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اَنَّكَ تَأْتِيْنِىْ فَتُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ سَأَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ أُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ اِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِى الْبَيْتِ رِجَالٌ مِّنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ اَوْ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ لاَ تَقُلْ ذٰلِكَ اَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰه قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰه .

৪০৭. ইতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি একবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। অথচ আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নামায পড়াই। বৃষ্টির সময় আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকা ভেসে যায়। ফলে আমি তাদের মসজিদে এসে নামায পড়াতে সক্ষম হই না। আমার ইচ্ছা, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক জায়গায় নামায পড়বেন এবং আমি সে জায়গাটি নামাযের জন্য ঠিক করে নেব। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, ইনশাআল্লাহ আমি শীঘ্রই এরূপ করবো। ইতবান বলেন, পরদিন কিছু বেলা হলে রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর আমার এখানে আসলেন। রসূলুল্লাহ স. প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসে বললেন, ঘরের কোন্ জায়গায় নামায পড়া তুমি পছন্দ করো ? তিনি বলেন, আমি ঘরের একটি কোণ ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, আমরা কাতার

করে দাঁড়ালাম। তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তিনি (ইতবান) বলেন, আমরা তাঁর জন্য খাযীরাহ[১৭] তৈরী করেছিলাম। সেজন্য তাঁকে কিছুক্ষণ আটকে রাখলাম। তিনি বলেন, এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে এসে জমা হলো। তাদের একজন বললো, মালেক ইবনে দাখাইশন (মতান্তরে ইবনে দুখশন) কোথায় ? একজন জবাবে বললো, সে মুনাফিক। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এরূপ বল না। তোমরা কি দেখো না সে لا إله إلا الله অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই'—একথা বলে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায়। সে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। সে আরও বললো, তবে আমরা মুনাফিকদের প্রতি তার বেশী টান ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা দেখি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যে ব্যক্তি لا إله إلا الله (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই) দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ডান দিকে হতে প্রবেশ করা এবং অন্যান্য কাজ ডান দিক হতে শুরু করা। ইবনে উমর মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে বাঁ পা রাখতেন।

٤٠٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَانِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ ـ

৪০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যতদূর সম্ভব তাঁর প্রতিটি কাজ ডান দিক হতে শুরু করা পছন্দ করতেন। যেমন পবিত্রতা অর্জন করা, চুল আঁচড়ানো ও জুতা পায়ে দেয়া।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ জাহেলিয়াত যুগের মুশরিকদের কবরস্থান এবং সেখানে মসজিদ তৈরী করা কি জায়েয ? কেননা নবী স. বলেছেন, ইয়াহুদদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। যেহেতু তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। কবরে নামায পড়া কি মাকরূহ ? উমর ইবনে খাত্তাব আনাস ইবনে মালেককে কবরের পাশে নামায পড়তে দেখে বলেন, কবর, কবর। কিন্তু তিনি নামায পুনরায় পড়তে আদেশ করলেন না।

٤٠٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَاَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُولٰئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَاُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔

৪০৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা আবিসিনিয়ায় একটি গির্জা দেখেছিলেন। তাতে অনেকগুলো প্রতিমূর্তি ছিল। এ সম্পর্কে তারা নবী স.-এর

১৭. গোশত ছোট ছোট করে কেটে বা কীমা করে পানিতে সিদ্ধ করার পর তাতে আটা মিশিয়ে রান্না করলে খাযীরাহ তৈরী হয়।

নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তাদের কোনো সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তারা তাদের কবরের ওপর মসজিদ তৈরী করতো এবং তাদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে সেখানে রাখত। কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব প্রমাণিত হবে।

٤١٠. عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِيْنَ السُّيُوْفِ كَأَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلاَءُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى اَلْقَى بِفِنَاءِ اَبِيْ اَيُّوْبَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ وَيُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاَنَّهُ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ اِلَى مَلاَءٍ مِّنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَفِيْهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرَ الْاٰخِرَةْ ـ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ.

৪১০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মদীনায় এসে, মদীনার উচ্চ অংশে বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রে অবস্থান করলেন। নবী স. সেখানে চৌদ্দ দিন থাকলেন। তারপর তিনি বনু নাজ্জারকে ডেকে পাঠালেন, তারা ঝুলন্ত তরবারীসহ উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি, নবী স. তাঁর বাহনের ওপর, আবু বকর তাঁর পিছনে এবং বনু নাজ্জারের দল তাঁর চারদিকে। অবশেষে তিনি আবু আইয়ুবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাঁর জিনিসপত্র নামালেন। তিনি যেখানে নামাযের সময় হতো, সেখানেই নামায পড়া পছন্দ করতেন। তিনি ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন। তারপর তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বনু নাজ্জার প্রধানকে ডেকে বললেন, হে বনু নাজ্জার! তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি কর। তারা বললো, না, আল্লাহর কসম, আমরা একমাত্র মহামহিম আল্লাহর নিকট এর মূল্য চাই। আনাস রা. বলেন, তাতে কি ছিল? আমি তোমাদেরকে বলছি, তাতে মুশরিকদের কবর, পোড়া জমি এবং খেজুর গাছ ছিল। নবী স.-এর নির্দেশ মোতাবেক মুশরিকদের কবরগুলো খোঁড়া হলো। পোড়া জমিগুলো ঠিকঠাক করা হলো এবং খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো। তারা খেজুর গাছের গুঁড়িগুলো মসজিদের কেবলার দিকে সারি করে পুঁতল এবং দরজার বাহু দুটি করলো পাথরের। তারা

জারি গাইতে গাইতে পাথর বহন করছিলেন। নবী স.-ও ছিলেন তাদের সাথে। তিনি বলছিলেন, "হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া নেই কোনো কল্যাণ, আর ক্ষমা কর তাদের তুমি যারা মুহাজির আর আনসার।"

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা।

٤١١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُوْلُ كَانَ يُصَلِّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ اَن يُّبْنَى الْمَسْجِدُ .

৪১১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন। রাবী[১৮] বলেন, তারপর আমি আনাসকে বলতে শুনেছি, নবী স. মসজিদ তৈরী হওয়ার পূর্বে ছাগল ও ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন।

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা।

٤١٢.عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى اِلَى بَعِيْرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

৪১২. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে উটের পাশে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি (ইবনে উমর) বলেন, আমি দেখেছি, নবী স. এরূপ করতেন।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ এমন ব্যক্তি যে চুলা, আগুন অথবা এমন জিনিস যার ইবাদত করা হয়, তাকে সামনে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায পড়লো। যুহরী র. বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা. আমাকে খবর দিয়েছেন, নবী স. বলেছেন, নামায পড়া অবস্থায় আমার সামনে জাহান্নাম রাখা হলো।

٤١٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ .

৪১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো এবং রসূলুল্লাহ স. নামায পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে এবং আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ মাযারে নামায পড়া মাকরূহ।

٤١٤.عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا .

৪১৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘরে নামায আদায় কর এবং তাকে কবর বানিয়ো না।

---

১৮. বর্ণনাকারী আবুত্ তাইয়াহ্।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ধ্বংস ও আযাবের জায়গায় নামায পড়া।

. কথিত আছে, আলী রা. ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপের ওপর নামায পড়া মাকরূহ মনে করতেন।

٤١٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيْبُكُمْ مَّا اَصَابَهُمْ ·

৪১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, আযাব প্রাপ্ত লোকদের কবরস্থানেও যেও না। তবে কান্নারত অবস্থায় যেতে পার। যদি কাঁদতে না পার, তাহলে সেখানে যেও না। কেননা তাদের ওপর যে মুসিবত এসেছিল তোমাদের ওপর তা আসতে পারে।

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ গীর্জায় নামায পড়া। উমর রা. বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় যাব না। কেননা সেখানে প্রতিমূর্তি রয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. এমন গীর্জায় নামায পড়তেন যেখানে প্রতিমূর্তি থাকতো না।

٤١٦.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَأَتْ فِيْهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُولٰئِكَ قَوْمٌ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحِ اَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرِ اُوْلٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ·

৪১৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সালমা রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট আবিসিনিয়ার ম্যারি গীর্জার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি সেখানে যে সকল প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন তা উল্লেখ করেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, তাদের সম্প্রদায়ে যখন কোনো সৎলোক বা নেক বান্দাহ মারা যেত, তারা তার কবরকে মসজিদে পরিণত করতো এবং সেখানে তার প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হতো। তারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির অধম।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ

٤١٧.عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا·

৪১৭. আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ্ স.-এর মৃত্যু পীড়া শুরু হলে তিনি বারবার নিজের একটি চাদর তাঁর মুখমণ্ডলে টেনে

নিতেন। যখন খুব বেশী গরম অনুভব করতেন, তখন সেটি মুখ হতে সরিয়ে দিতেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহুদ ও খৃস্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। এই বলে তিনি (তাঁর উম্মতকে) তাদের কর্ম সম্বন্ধে সতর্ক করেছিলেন।

٤١٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ․

৪১৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুক। কেননা তারা নিজেদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী, আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পাককারী বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

٤١٩. عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ ․

৪১৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের রাস্তায় ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পাককারী বস্তু তৈরী করা হয়েছে। আমার উম্মতের যেখানেই নামাযের সময় হবে, সে যেন সেখানেই নামায পড়ে নেয়। (৩) আমার জন্য মালে গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) আমার পূর্বে নবীদেরকে বিশেষভাবে তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হতো। কিন্তু আমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে সার্বজনীন সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো।

٤٢٠. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ وَلِيْدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَىٍّ مِّنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوْهَا فَكَانَ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ اَحْمَرَ مِنْ سُيُوْرٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ اَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُوْنِىْ بِهِ قَالَ فَطَفِقُوْا يُفَتِّشُوْنَ حَتَّى فَتَّشُوْا قُبُلَهَا قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ اِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ هٰذَا

الَّذِى اتَّهَمْتُمُوْنِىْ بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوْ قَالَتْ فَجَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَسْلَمَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِى الْمَسْجِدِ اَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيْنِىْ فَتَحَدَّثُ عِنْدِىْ قَالَتْ فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِىْ مَجْلِسًا اِلاَّ قَالَتْ : وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجِيْبِ رَبِّنَا-اَلاَ اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِىْ : قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَاشَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِيْنَ مَعِى مَقْعَدًا اِلاَّ قُلْتِ هٰذَا قَالَتْ فَحَدَّثَتْنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৪২০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক আরব গোত্রের এক কাল দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাদের সাথে রয়ে গেল। সে বলে, একবার সে গোত্রের একটি মেয়ে লাল চামড়ার ওপর একটি জড়োয়া হার পরে বাইরে গেল। সে বলে, মেয়েটি তা খুলে রাখল কিংবা সেটি খুলে পড়ে গেল। একটা চিল ওড়ার সময় সেটাকে গোশতের টুকরো মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। সে বলে, তারা সেটা খোঁজ করলো। কিন্তু পেল না। না পেয়ে আমার ওপর দোষ চাপাল। সে বলে, তারা আমার দেহ তল্লাশী শুরু করলো। এমনকি আমার লজ্জাস্থান পর্যন্ত। আল্লাহর কসম আমি তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় চিলটি আসল এবং হারটি ফেলে দিল। সেটি তাদের মধ্যে পড়লো। সে বলে, আমি বললাম, আপনারা আমার ওপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। অথচ আমি নির্দোষ ছিলাম। এই তো সে হারটি। আয়েশা রা. বলেন, সে রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। তিনি বলেন, মসজিদে তাকে একটা তাঁবু বা ছোট ঘর দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, সে আমার নিকট এসে কথাবার্তা বলতো। সে আমার নিকট আসলেই বলে উঠতো ঃ

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا * اَلاَ اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِىْ -

অর্থাৎ "জড়োয়া হারের ঘটনার দিনটি ছিল আমার রবের অলৌকিকত্বের অংশবিশেষ, তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন কুফরের রাজ্য হতে।" আয়েশা রা. বলেন, আমি একবার তাকে বললাম, কি ব্যাপার তুমি আমার নিকট বসলেই একথাটি বল ? তখনই সে আমার নিকট এ ঘটনাটি ব্যক্ত করলো।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে পুরুষদের নিদ্রা যাওয়া। আবু কেলাবা আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার উক্‌ল গোত্রের কিছু লোক নবী স.-এর নিকট এসে সুফ্‌ফায় অবস্থান করেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. বলেন, আসহাবে সুফ্‌ফা ফকীর ছিল।

٤٢١. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ اَعْزَبُ لاَ اَهْلَ لَهُ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِىِّ ﷺ.

৪২১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর মসজিদে ঘুমাতেন। অথচ তখন তিনি অবিবাহিত যুবক ছিলেন। তার কোন পরিবার-পরিজন ছিল না।

٤٢٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَهُ شَىْءٌ فَغَاضَبَنِى فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاِنْسَانٍ اُنْظُرْ اَيْنَ هُوَ ، فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَاَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ اَبَا تُرَابٍ، قُمْ اَبَا تُرَابٍ ٠

৪২২. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ স. ফাতেমার গৃহে এসে আলী রা.-কে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায় ? তিনি (ফাতেমা) বললেন, আমার ও তাঁর মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় তিনি আমার ওপর রাগ করে বাইরে চলে গেছেন এবং দুপুরে আমার কাছে বিশ্রাম করেননি। তিনি (রসূল) একজনকে বললেন, দেখতো সে কোথায় গেল ? লোকটি এসে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। রসূলুল্লাহ্ স. এসে দেখলেন, তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন এবং চাদরটি এক পাশ হতে পড়ে যাওয়ায় তার শরীরে ধুলা লেগেছে। রসূলুল্লাহ্ স. তার শরীর হতে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন, "হে আবু তোরাব ওঠ! হে আবু তোরাব ওঠ।"[১৯]

٤٢٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَاِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ٠

৪২৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফা দেখেছি। তাদের কারোর পূর্ণ চাদর ছিল না। কারোর হয় তহবন্দ কিংবা ছোট চাদর থাকতো। সেটি তারা গলায় বেঁধে রাখত। তার কোনোটা তাদের হাঁটুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং কোনোটা গোড়ালী পর্যন্ত। আর তারা হাত দিয়ে সেটি ধরে রাখতো, পাছে বেপর্দা না হতে হয়।

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সফর হতে ফিরে আসার পর নামায পড়া। কা'ব ইবনে মালেক বলেন, নবী স. সফর হতে ফিরে আসলে প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং সেখানে নামায পড়তেন।

٤٢٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِىْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ ٠

৪২৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। রাবী মিসআর বলেন, আমার মনে হয়,

১৯. আবুন অর্থ বাপ। তোরাব অর্থ মাটি। আবু তোরাব অর্থ মাটির বাপ। রসূলুল্লাহ্ স.-এর এ সম্বোধনের পর এটি হযরত আলী রা.-এর উপাধিতে পরিণত হয়।

(আমার ওপরের রাবী মুহারেব বলেছেন,) তখন চাশতের সময় ছিল। কাজেই তিনি (রসূল) বললেন, দু রাকআত নামায পড়ে নাও। আমি তাঁর নিকট কিছু টাকা পেতাম। তিনি সেটা আদায় করে দিলেন। বরং কিছু বেশী দিলেন।

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।

٤٢٥.عَنْ اَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ.

৪২৫. আবু কাতাদা সালমী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, বসার আগে সে যেন দু রাকাআত নামায পড়ে নেয়।

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে বে-অযু হওয়া।

٤٢٦.عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّى عَلَى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ .

৪২৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়ার পর মুসাল্লায় যতক্ষণ সে অযুসহ অবস্থান করে ততক্ষণ ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে। ফেরেশতারা বলে, "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তার ওপর রহম কর।"

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ তৈরী করা। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, মসজিদে নববীর ছাদ খেজুর গাছের ডালের তৈরী ছিল। উমর রা. মসজিদ তৈরীর হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা মানুষকে বৃষ্টি থেকে বাঁচানো। কিন্তু তোমাদের উচিত সবুজ বা লাল রঙের কারুকার্য না করা। কেননা এতে লোকদের ফেতনায় পড়ার আশংকা রয়েছে। আনাস রা. বলেন, উমরের উক্তির উদ্দেশ্য হলো, তারা এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে গর্ব ও অহঙ্কার করে বেড়াবে এবং খুব কম লোক আন্তরিকতার সাথে মসজিদ তৈরী করার কাজে হাত দিবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, উদ্দেশ্য হলো, তোমরা নিসন্দেহে ইয়াহুদী ও নাসারাদের গীর্জার মত নিজেদের মসজিদ কারুকার্যখচিত করবে না।

٤٢٧.عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيْدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ

بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ ·

৪২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মসজিদ (দেয়াল) ছিল কাঁচা ইটের তৈরী। ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডাল এবং খুঁটি ছিল খেজুর গাছের গুড়ি। আবু বকর রা. এর ওপর বৃদ্ধি করেননি, বৃদ্ধি করেন উমর। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তা যেমন কাঁচা ইট ও খেজুর ডাল দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল, তিনি তদ্রূপ তা পুনর্নির্মাণ করেন এবং খুঁটিগুলো পাল্টে দেন। তারপর উসমান তা বহুলাংশে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তিনি খুদাই করা পাথর ও চুনা দিয়ে তার দেয়াল পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটি দিয়েছিলেন খুদাই করা পাথরের এবং ছাদ দিয়েছিলেন সেগুন কাঠের।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ তৈরী করার কাজে একে অপরকে সাহায্য করা। আল্লাহর বাণী ঃ "মুশরিকদের মসজিদ নির্মাণ করা শোভা পায় না।"

٤٢٨.عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِىٍّ انْطَلِقَا اِلَى اَبِىْ سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَاِذَا هُوَ فِىْ حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ اَنْشَاَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى اَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ عَمَّارُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ ·

৪২৮. ইকরামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইবনে আব্বাস আমাকে ও তার ছেলে আলীকে বললেন, যাও আবু সাঈদের নিকট তার হাদীস শোনার জন্য। আমরা তার নিকট গিয়ে দেখি, তিনি বাগান ঠিক করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে তার চাদরখানি তুলে নিয়ে গায়ে দিলেন এবং হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গে বললেন, আমরা প্রত্যেকে একটা একটা করে ইট বইছিলাম, কিন্তু আম্মার দু'টো করে ইট বইছিলেন। নবী স. তাকে দেখে তার শরীর হতে ধুলা ঝেড়ে দিতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, হায় একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে! অথচ সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকতে থাকবে এবং তারা তাকে ডাকতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, আম্মার বলতেন, اعوذ بالله من الفتن "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ফেতনা হতে বাঁচাও।"

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও মিম্বরের কাঠের ব্যাপারে মিস্ত্রি ও কারিগরের নিকট সাহায্য চাওয়া।

٤٢٩. عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى امْرَأَةٍ مُرِىْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِّىْ اَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ ·

৪২৯. সাহ্‌ল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জনৈকা স্ত্রীলোককে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি তোমার মিস্ত্রি ক্রীতদাসকে হুকুম দাও সে যেন আমার কিছু কাঠ মেরামত করে দেয়, যার ওপর আমি বসতে পারি।

٤٣٠.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَاِنَّ لِىْ غُلاَمًا نَجَّارًا قَالَ اِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ .

৪৩০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। জনৈকা স্ত্রীলোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার জন্য কিছু জিনিস তৈরী করে দিতে পারি, যার ওপর আপনি বসবেন ? কেননা আমার একজন ক্রীতদাস মিস্ত্রি আছে। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে সে একটি মিম্বর তৈরী করে দিক।

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ এমন ব্যক্তি যে মসজিদ তৈরী করলো।

٤٣١. عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ اِنَّكُمْ اَكْثَرْتُمْ وَاِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرُ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ .

৪৩১. উসমান ইবনে আফ্‌ফান রা. থেকে বর্ণিত। যখন তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন, তখন লোকেরা তাঁর সমালোচনা করে। সমালোচকদের জবাবে তিনি বলেন, তোমরা অনেক কিছু বললে। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করে দেবেন। বর্ণনাকারী বুকাইর বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য" শব্দ ক'টি (তাঁর পূর্ববর্তী রাবী আসেম) তাঁকে বলেছিলেন বলে মনে হয়।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্য দিয়ে চলার সময় যেন তীরের ফলা ধরে থাকে।

٤٣٢.عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا .

৪৩২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক সাথে তীর নিয়ে মসজিদে আসলো। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তীরের ফলাগুলো মুঠো করে ধর।

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কিভাবে চলাফেরা করা উচিত।

٤٣٣. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَرَّ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ مَّسَاجِدِنَا اَوْ اَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا .

৪৩৩. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তীর সহ আমাদের মসজিদে অথবা বাজার অতিক্রম করে সে যেন তার ফলা ধরে রাখে। যাতে সে নিজ হাতে কোনো মুসলমানকে আঘাত না করে।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কবিতা পড়া।

٤٣٤.عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيِّ يَسْتَشْهِدُ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاحَسَّانُ اَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৪৩৪. হাস্সান ইবনে সাবেত আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে আবু হুরাইরাকে সাক্ষ্য দিতে বলেন যে, আপনি রসূলুল্লাহ স.-কে একথা বলতে শুনেছেন কি? "হে হাস্সান, তুমি রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দাও। হে আল্লাহ, তুমি তাকে জিবরাঈল দ্বারা সাহায্য করো।" আবু হুরাইরা রা. বলেন, হ্যাঁ।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ বর্শা-বল্লম সহ মসজিদে প্রবেশ করা।

٤٣٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ اَنْظُرُ اِلَى لَعِبِهِمْ زَادَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ .

৪৩৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ স.-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশীরা মসজিদে খেলা করছিল। রসূলুল্লাহ স. আমাকে চাদর দিয়ে আড়াল করছিলেন। আর আমি তাদের খেলা দেখছিলাম। অপর এক বর্ণনায় আয়েশা রা. বলেন, আমি নবী স.-কে দেখলাম, যখন হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে খেলা করছিল।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মিম্বরের ওপর কেনা-বেচা।

٤٣٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْاَلُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِيْ وَقَالَ اَهْلُهَا اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اِنْ شِئْتِ اَعْتَقْتِهَا وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذٰلِكَ فَقَالَ ابْتَاعِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ .

৪৩৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ্ তার কিতাবাত[20] সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার নিকট আসে। আমি বললাম, যদি তুমি চাও, তাহলে আমি তোমার মূল্য তোমার মনিবকে দিয়ে দিতে পারি এবং তোমাকে আযাদ করে দিতে পারি। তবে অভিভাবকত্বের[21] হক আমার থাকবে। তার মনিব (আয়েশাকে) বললো, যদি আপনি চান তাহলে অবশিষ্ট পাওনা[22] অর্থ তাকে (বারীরাহ্) দিতে পারেন। (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান মাঝে-মধ্যে বলতেন, যদি আপনি চান, তাহলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে অভিভাবকত্বের হক আমাদের থাকবে। রসূলুল্লাহ্ স. আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বলেন, তুমি তাকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্বের হক তার, যে আযাদ করে দেয়। এরপর রসূলুল্লাহ্ স. মিম্বরের ওপর দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান মাঝে-মধ্যে বলতেন, রসূলুল্লাহ্ স. মিম্বারের ওপর উঠলেন এবং বললেন, লোকদের কি হয়েছে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় না। যদি কেউ কিতাবুল্লাহর বাইরে শর্ত আরোপ করে, তাহলে সে কোনো অংশ পাবে না, যদি সে একশটি শর্তও আরোপ করে।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্যে লেন-দেনের তাগাদা করা।

٤٣٧.عَنْ كَعْبٍ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِه فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِه فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَاَ اِلَيْهِ اَىِ الشَّطْرَ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ قُمْ فَاقْضِه.

৪৩৭. কা'ব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার পাওনা কড়ি চাইলেন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে খুব উচ্চবাচ্য হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ্ স. ঘর থেকে তাদের শব্দ শুনে ঘরের পরদা সরিয়ে বাইরে চলে আসলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন, হে কা'ব ! কা'ব উত্তর করলো, উপস্থিত, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (রসূল) বললেন, তোমার ঋণ কিছু ছেড়ে দাও এবং হাত দিয়ে ইশারা করলেন অর্ধেক। কা'ব বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাই করলাম। তিনি (রসূল) ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও, অবশিষ্ট ঋণ আদায় কর।

---

২০. ক্রীতদাস তার দাসত্ব মোচনের জন্য মালিককে সীমিত কিস্তিতে মুক্তিপণ দেবার যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তি করে তাকে কিতাবাত বলা হয়।

২১. যে ব্যক্তি ক্রীতদাসকে আযাদ করে, ইসলামী শরীআত অনুযায়ী সে হয় তার ওলী বা অভিভাবক। ক্রীতদাসী আযাদ হবার পর সামাজিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতো। তাই তাদের নিরাপত্তার খাতিরে মুক্তিদাতাকে তাদের ওলী বানিয়ে দেয়া হয়। তাদের মৃত্যুর পর মুক্তিদাতারাই তাদের মীরাস লাভ করে।

২২. বারীরাহর সাথে তাঁর মালিকের চুক্তি হয়, ৯ বছরে ৯ কিস্তিতে তিনি তাঁর মুক্তিপণ আদায় করবেন। এর মধ্যে ৪ কিস্তি তিনি আদায় করেছিলেন এবং পাঁচটি কিস্তির অর্থ বাকি ছিল।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেয়া এবং কাট-কুটো ও অন্যান্য ময়লা তোলা।

٤٣٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَسْوَدَ اَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ اَفَلاَ كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِى بِهِ دُلُّوْنِى عَلَى قَبْرِهِ اَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ٠

৪৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন হাবশী পুরুষ বা নারী মসজিদ ঝাড়ু দিতো। সে মারা গেল। একদিন নবী স. তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন, "তোমরা কেন আমাকে খবর দাওনি ? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও।" তিনি তার কবরের কাছে গিয়ে নামায পড়লেন।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার কথা মসজিদে গিয়ে বলা।

٤٣٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُنْزِلَ الْاٰيَاتُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ ٠

৪৩৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা আল বাকারার সুদ সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হলে নবী স. মসজিদে গিয়ে তা লোকদের পড়ে শুনালেন। তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "হে রব! আমার পেটের সন্তানকে তোমার খাতিরে তোমার মসজিদের জন্য স্বাধীনভাবে উৎসর্গ করলাম"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৫-এর অর্থ হলো সে মসজিদের সেবা করবে।

٤٤٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَوْ رَجُلاً كَانَ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا ٠

৪৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন পুরুষ বা নারী মসজিদ ঝাড়ু দিতো। আমার মনে হয়, সে নারী ছিল। তারপর তিনি (আবু হুরাইরা) নবী স.-এর কথা বর্ণনা করলেন যে, তিনি (রসূল) তার কবরের ওপর নামায পড়লেন।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদী ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা।

٤٤١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ فَأَمْكَنَنِى اللّٰهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُّ اَنْ اَرْبِطَهُ اِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوْا وَتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا ٠

৪৪১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, গত রাতে একটা অবাধ্য জ্বিন আমার নিকট আসে। অথবা এরূপ কোনো বাক্য তিনি বলেছেন। উদ্দেশ্য ছিল আমার নামায নষ্ট করা। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তার ওপর জয়ী করেছেন। আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধতে চাইলাম। যাতে তোমরা তাকে সকালে দেখতে পাও। কিন্তু আমার ভাই সুলাইমানের কথা মনে পড়লো। رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَيَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ "হে রব! আমাকে এমন রাজত্ব দাও, আমার পর আর কেউ যার অধিকারী হবে না।"–সূরা সাদ ঃ ৩৫ বর্ণনাকারী রাওহ্‌া বলেন, তারপর তিনি তাকে অপমানিত করে ছেড়ে দেন।

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা ও মসজিদে কয়েদী বাঁধার বর্ণনা। শুরাইহ্[২৩] ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদের খুঁটিতে বাঁধার হুকুম দিতেন।

٤٤٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

৪৪২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এক রাতে কতক অশ্বারোহীকে নজদের দিকে প্রেরণ করেন। তারা হানীফা গোত্রের সামামা ইবনে উসাল নামে একজন লোককে ধরে আনলো। লোকেরা তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলো। তারপর নবী স. তার কাছে আসলেন। তিনি বললেন, সামামাকে ছেড়ে দাও। ছাড়া পেয়ে সে মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর গাছের দিকে গেল। তারপর গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং বললো ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ স. তাঁর রসূল।"

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে রোগী ও অন্যদের জন্য তাঁবু তৈরী করা।

٤٤٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِى الْاَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِى الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِّنْ بَنِىْ غِفَارٍ اِلاَّ الدَّمُ يَسِيْلُ اِلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا اَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هٰذَا الَّذِىْ يَأْتِيْنَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَاِذَا سَعْدٌ يَغْذُوْ جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيْهَا ٠

৪৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দের হাতের শিরায় আঘাত লেগেছিল। নবী স. তার জন্য মসজিদে একটা তাঁবু তৈরী করলেন, যাতে কাছ থেকে সেবা-যত্ন করা যায়। মসজিদে বনু গিফারের একটা তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা বললো, হে তাঁবুবাসী! এটা আমাদের দিকে তোমাদের

---

২৩. শুরাইহ্ ছিলেন হযরত উমর রা.-এর খেলাফত আমলের বিশিষ্ট কাযী।

তরফ থেকে কি আসছে ; হঠাৎ দেখা গেল সা'দের যখম হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এতেই মারা গেলেন।

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে মসজিদে উট বাঁধার বর্ণনা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী স. উটের ওপর বসে তাওয়াফ করেন।

٤٤٤.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اَشْتَكِىْ قَالَ طُوْفِىْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى اِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ.

৪৪৪. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিজের অসুস্থতার অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তুমি উটে চড়ে লোকদের নিকট হতে দূরে থেকে তাওয়াফ কর। আমি তাওয়াফ করলাম এবং (তখন) রসূলুল্লাহ স. কা'বা গৃহের একপ্রান্তে সূরা তূর পড়ে নামায পড়ছিলেন।

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ[২৪]

٤٤٥.عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَدُهُمَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَاَحْسِبُ الثَّانِىْ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْئَانِ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتّٰى اَتَى اَهْلَهُ .

৪৪৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর দুজন সাহাবী অন্ধকার রাতে তাঁর নিকট হতে বের হয়ে যান। তাদের একজন ইবাদ ইবনে বিশর এবং আমার মনে হয় অন্যজন উসাইদ ইবনে হুজাইর ছিলেন। তাদের সাথে প্রদীপের মত দুটি আলো তাদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তাদের বাড়ী পৌঁছা পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে একটি করে আলো ছিল।

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে জানালা ও পথ রাখা।

٤٤٦.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ فَبَكَى اَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ مَا يُبْكِىْ هٰذَا الشَّيْخَ اِنْ يَّكُنِ اللّٰهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ

২৪. মূল গ্রন্থে এখানে কোনো শিরোনাম উল্লেখিত হয়নি।

كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ أُخُوَّةُ الْاِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلاَّ سُدَّ اِلاَّ بَابُ اَبِيْ بَكْرٍ ·

৪৪৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একদিন খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও আল্লাহর নিকট যা আছে,দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। আর সে আল্লাহর নিকট যা আছে সেটি গ্রহণ করেছে। একথা শুনে আবু বকর কাঁদলেন। আমি মনে মনে বললাম, এ বৃদ্ধটি কেন কাঁদে ? যদি আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও আল্লাহর নিকট যা আছে, দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়ে থাকেন এবং সে মহান আল্লাহর নিকট যা আছে তা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে এতে কাঁদার কি আছে ? পরে বুঝলাম, রসূলুল্লাহ স. হলেন সেই বান্দাটি। আর আবু বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তিনি বললেন, হে আবু বকর! কেঁদো না। নিশ্চয়ই সাহচর্য ও অর্থের দিক হতে আবু বকর আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে। যদি আমি আমার উম্মতের মধ্য হতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ আমাদের জন্য যথেষ্ট। (আজ হতে) আবু বকরের দরযা ছাড়া মসজিদের সব দরযা বন্ধ করে দেয়া হোক।[২৫]

٤٤٧.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِيْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ خُلَّةُ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ سُدُّوْا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ اَبِيْ بَكْرٍ ·

৪৪৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যে রোগে মারা যান, সেই রোগের সময় একবার তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে বাইরে আসলেন। আর মিম্বরে বসে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, লোকদের মধ্যে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফার চেয়ে বেশী কেউ জান ও মালের দিক দিয়ে আমার প্রতি ইহসান করেনি। যদি আমি লোকদের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই শ্রেয়। (আজ হতে) এ মসজিদের আবু বকরের খিড়কী-দরযা ছাড়া সব খিড়কী-দরযা বন্ধ করে দাও।

---

২৫. এখানে দরযা দ্বারা ছোট দরযা বা খিড়কী বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা তিনি হযরত আবু বকরের নামাযের ইমামতী বা পরবর্তী সময় তাঁর খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে করা হয়। অবশ্য রসূলুল্লাহ স. হযরত আলীর সম্বন্ধে এরূপ উক্তি করেছিলেন বলে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাদাতা বদরুদ্দীন আইনী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত হাদীসটির তুলনায় বুখারী বর্ণিত এ হাদীসটি অনেক বেশী শক্তিশালী ও সহীহ। অতএব হাদীস দুটির মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই।

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা এবং মসজিদে দরযা রাখা ও তা বন্ধ করা। ইমাম বুখারী র. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ র. বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে জুরাইজ র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আবু মুলাইকা র. আমাকে বলেছেন, হে আবদুল মালেক! যদি তুমি ইবনে আব্বাসের মসজিদগুলো ও তার দরযা দেখতে।

٤٤٨. عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ فَلَبِثَ فِيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوْا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ صَلَّى فِيْهِ فَقُلْتُ فِيْ اَيٍّ فَقَالَ بَيْنَ الْاُسْطُوَانَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَيَّ اَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

৪৪৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. মক্কায় এসে উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি কা'বার দরযা খুলে দিলেন। নবী স. প্রবেশ করলেন এবং বেলাল, উসামা ইবনে যায়েদ ও উসমান ইবনে তালহা তাঁর সাথে রইলেন। তারপর দরযা বন্ধ করে দেয়া হলো। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর তারা বাইরে আসলেন। ইবনে উমর বলেন, আমি দ্রুত গেলাম এবং বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি [রসূলুল্লাহ স.] ভিতরে নামায পড়েছেন। আমি বললাম, কোথায়? তিনি বললেন, দু স্তম্ভের মাঝখানে। ইবনে উমর আরও বলেন, তিনি কয় রাকআত নামায পড়েছিলেন, একথা আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ করা।

٤٤٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

৪৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. নজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। তারা সামামা ইবনে উসাল নামে হানীফা গোত্রের এক লোককে ধরে এনে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল।

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা।

٤٥٠. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِيْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ مِنْ اَيْنَ اَنْتُمَا قَالاَ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَلَدِ لاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَا فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৪৫০. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মসজিদে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন আমাকে কাঁকর ছুঁড়ে মারল। চেয়ে দেখি উমর ইবনে খাত্তাব। তিনি বললেন, যাও এবং এ দুজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ গোত্রের বা কোন্ জায়গার ? তারা বললো, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, যদি তোমরা এ শহরের অধিবাসী হতে, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। কেননা তোমরা রসূলুল্লাহ্ স.-এর মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা বলেছো।

٤٥١. عَنْ كَعْبِ ابْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ .

৪৫১. কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ্ স.-এর আমলে মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার পাওনা কড়ি চাওয়ায় তাদের কথাবার্তার শব্দ উচ্চ হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ্ স. ঘর থেকে তা শুনতে পেলেন। কাজেই তিনি ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে আসলেন এবং কা'বকে ডাক দিলেন। কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি হাত দিয়ে অর্ধেক ঋণ ছেড়ে দিতে ইশারা করলেন। কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাই করলাম। রসূলুল্লাহ্ স. ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও বাকী ঋণ আদায় কর।

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে গোল হয়ে বসা।

٤٥٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَاتَرَى فِىْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَاِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِهِ .

৪৫২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার একটি লোক নবী স. মিম্বরের উপর থাকাকালীন তাঁকে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, দু রাকআত, দু রাকআত। কিন্তু তোমাদের কারো সকাল হওয়ার আশংকা হলে, আরও এক রাকআত পড়বে। সেই রাকআতটি তার নামাযকে বিতরে (বিজোড়) পরিণত করে দেবে। ইবনে উমর বলতেন, তোমরা রাতের শেষ নামাযকে বিতরের নামাযে পরিণত কর। কেননা নবী স. এরূপ হুকুম দিয়েছেন।

٤٥٣. عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوْتِرُهُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُم اَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ.

৪৫৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। একবার নবী স. খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন লোক তাঁর কাছে আসলো এবং বললো, রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে। তিনি বললেন, দু রাকআত, দু রাকআত। আর যদি সকাল হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আরও এক রাকআত পড়বে। সেই রাকআতটি তোমার বাকী নামাযকে বিতরে (বিজোড়) পরিণত করবে। আর এক বর্ণনায় এরূপ পাওয়া যায় যে, ইবনে উমর রা. বলেন, একজন লোক নবী স.-কে মসজিদে থাকাকালীন ডাক দিলো।

٤٥٤. عَنْ اَبِىْ وَاقِدِ اللَّيْثِىِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاَى فُرْجَةً فِى الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ، وَاَمَّا الاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الاٰخَرُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ، اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوَى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ، وَاَمَّا الاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ، وَاَمَّا الاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৪৫৪. আবু ওয়াকেদুল লাইসী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স.-মসজিদে অবস্থান কালে তিনজন লোক আসলো। তাদের দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর দিকে অগ্রসর হলো এবং অন্যজন চলে গেল। তাদের দুজনের একজন হালকার (বৃত্ত) মধ্যে স্থান সংকুলান হওয়ায় সেখানে বসে গেল, অপরজন পিছনে বসলো এবং তৃতীয়জন পিঠটান দিলো। রসূলুল্লাহ স. ওয়ায শেষ করে বললেন, আমি কি তোমাদের তিনজনের অবস্থা বর্ণনা করবো না ? একজন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলো। আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করলো, আল্লাহও তাকে লজ্জা করলেন। তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিলো। আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে চিত হয়ে শোয়া।

٤٥٥. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

৪৫৫. আব্বাদ ইবনে তামীম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার চাচা রসূলুল্লাহ স.-কে মসজিদে এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে চিত হয়ে শোয়া অবস্থায় দেখেন। বর্ণনান্তরে উমর ও উসমানও এরূপ করতেন।

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ যদি রাস্তার ওপর নির্মিত হয়ে থাকে এবং তাতে লোকদের ক্ষতি না হয় তাহলে কোনো আপত্তি নেই। হাসান বসরী, আইয়ুব ও মালেকের রহ.-এর এ মত।

٤٥٢. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَيَّ الاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ الاَّ يَأْتِينَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا لاَبِيْ بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاءُ هُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَأَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

৪৫৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জ্ঞান হওয়ার পর হতে আমি আমার পিতা-মাতাকে দীনের (ইসলাম) আনুগত্য করতে দেখেছি। এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন রসূলুল্লাহ স. সকাল বিকাল আমাদের বাসায় আসেননি। তারপর কি হলো, আবু বকর তার বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ তৈরী করে সেখানে নামায ও কুরআন পড়তে লাগলেন। যেখানে মুশরিকদের ছেলে-মেয়ে জড় হয়ে আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দেখত। আবু বকর একজন কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি কুরআন পাঠের সময় না কেঁদে থাকতে পারতেন না। এ ঘটনা সম্ভ্রান্ত কুরাইশদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুললো (পাছে সবাই মুসলমান না হয়ে যায়)।

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ বাজারের মসজিদে নামায পড়া। ইবনে আওন র. ঘরের মসজিদে নামায পড়তেন যার দরজা বন্ধ করা হতো।

٤٥٧. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَاَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ الاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً الاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ مَّا كَانَ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي الْمَلاَئِكَةُ عَلَيْهِ مَادَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُؤْذِيْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

৪৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, জামাআতের নামায ঘরের ও বাজারের নামাযের তুলনায় (সওয়াবের দিক থেকে) পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার

অধিকারী। কেননা তোমাদের যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, আল্লাহ্ তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ্ মাফ করে দেন। তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর, যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করে তাকে নামাযের মধ্যে শামিল করা হয় এবং যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য তার বে-অযু না হওয়া অবধি দোয়া করে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ـ

"হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! তার প্রতি রহম কর।"

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও মসজিদের বাইরে আঙুলের সাহায্যে পাঞ্জা কষা।

٤٥٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَوِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ اَصَابِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ اَبِيْ فَلَمْ اَحْفَظْهُ فَقَوَّمَهُ لِيْ وَاقِدٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ وَهُوَ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ اِذَا بَقِيْتَ فِيْ حُثَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ بِهٰذَا.

৪৫৮. ইবনে উমর অথবা ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর হাতের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পাঞ্জা কষেছিলেন। বর্ণনান্তরে রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ! যখন তুমি অসৎ ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে ?

٤٥٩. عَنْ اَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ اَصَابِعَهُ.

৪৫৯. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের জন্য ইমারত স্বরূপ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করিয়ে পাঞ্জা কষলেন।

٤٦٠. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ قَدْ سَمَّاهَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نَسِيْتُ اَنَا قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَاَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي

الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِىْ يَدَيْهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَاتَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ۔

৪৬০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. একবার আমাদেরকে যোহর বা আসরের কোনো একটি নামায পড়ালেন। ইবনে সীরীন র. (বর্ণনাকারী) বলেন, আবু হুরাইরা রা. তার নাম বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। আবু হুরাইরা রা. বলেন, তিনি আমাদেরকে দু রাকআত নামায পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর তিনি মসজিদে ফেলে রাখা একটি কাঠের কাছে গিয়ে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। মনে হলো তিনি রাগান্বিত। (সে সময় তিনি) নিজের ডান হাত বাঁ হাতের ওপর রেখে পাঞ্জা কষলেন এবং নিজের বাঁ হাতের তালুর পৃষ্ঠভাগ ডান দিকের গণ্ডদেশে রাখলেন। ত্বরাপ্রবণ লোকেরা মসজিদের দরযা হতে বের হয়ে গিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, নামায কি কম করা হয়েছে? লোকদের মধ্যে আবু বকর ও উমর ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলেন। লোকদের মধ্যে দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট একজন ছিলেন। তাঁকে "যুল ইয়াদাইন" (দীর্ঘহাত বিশিষ্ট) বলা হতো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ভুলে গেছেন, না নামায কম করা হয়েছে? তিনি বললেন, (আমার ধারণা অনুযায়ী) আমি ভুলে যাইনি এবং নামায কম করা হয়নি। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "যুল ইয়াদাইন" যা বলছে তা কি ঠিক? লোকেরা বললো, জী হ্যাঁ। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে ছুটে যাওয়া নামায সমাধা করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের সিজদার মতো কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুললেন এবং তাকবীর বললেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে তাকবীর বললেন। এরপর লোকেরা ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন? তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হোসাইন আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন।

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার রাস্তায় অবস্থিত মসজিদগুলো এবং যে সকল স্থানে নবী স. নামায পড়েছেন।

٤٦١. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيْقِ فَيُصَلِّى فِيْهَا، وَيُحَدِّثُ اَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّى فِيْهَا، وَاَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ

سَالِمًا فَلَا اَعْلَمُهُ اِلاَّ وَافَقَ نَافِعًا فِى الاَمْكِنَةِ كُلِّهَا اِلاَّ اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِىْ مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ.

৪৬১. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাস্তায় কিছু জায়গা অনুসন্ধান করে সেখানে নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, তাঁর পিতা এসব জায়গায় নামায পড়তেন এবং তিনি নবী স.-কে এসব জায়গায় নামায পড়তে দেখেছেন। বর্ণনান্তরে, ইবনে উমর এসব জায়গায় নামায পড়তেন। রাবী বলেন, আমি সালেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি নাফে'র বর্ণনার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। তবে রাওহার উচ্চস্থানে অবস্থিত মসজিদটি সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

٤٦٢. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَخْرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ يَعْتَمِرُ وَفِىْ حَجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ تحتَ سَمُرَةٍ فِىْ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ اِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوٍ وَكَانَ فِىْ تِلْكَ الطَّرِيْقِ اَوْ فِىْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَاِذَا ظَهَرَ نْ بَطْنِ وَادٍ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِىْ عَلَى شَفِيْرِ الْوَادِى الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثَمَّ حَتَّ يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الاَكَمَةِ الَّتِىْ عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِيْجٌ يُصَلِّى عَبْدُ اللّٰهِ عِنْدَهُ فِىْ بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّىْ فَدَحَا فِيْهِ السَّيْلُ بِالْبَطْحَاءِ حَتّٰى دُفِنَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ الَّذِىْ كَانَ عَبْدُاللّٰهِ يُصَلِّى فِيْهِ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ الَّذِىْ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِىْ كَانَ صَلَّى فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ ثَمَّ عَنْ يَّمِيْنِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فِى الْمَسْجِدِ تُصَلِّى، وَذٰلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ لِطَّرِيْقِ الْيُمْنٰى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الاَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ اَوْنَحْوُ ذٰلِكَ،

وَاَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى ىِ الْعِرْقِ الَّذِىْ عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذٰلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفُهُ عَلَى حافَّةِ الطَّرِيْقِ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلَى كَّةَ وَقَدِ ابْتُنِىَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّى فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِكَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَّسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّى اَمَامَهُ اِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ عَدُ اللّٰهِ يَرُوْحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتّٰى

يَأْتِىَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّى فِيْهِ الظُّهْرَ وَاِذَا اَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَاِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ اَوْ مِنْ اٰخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتّٰى يُصَلِّىَ بِهَا الصُّبْحَ ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُوْنَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِيْنِ الطَّرِيْقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيْقِ فِىْ مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتّٰى يُفْضِىَ مِنْ اَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيْدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيْلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ اَعْلاَهَا فَانْثَنٰى فِىْ جَوْفِهَا وَهِىَ قَائِمَةٌ عَلٰى سَاقٍ وَفِىْ سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيْرَةٌ

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ طَرَفِ تَلْعَةٍ مِّنْ وَّرَاءِ الْعَرْجِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ اَوْ ثَلاَثَةٌ : عَلَى الْقُبُوْرِ رَضْمٌ مِّنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَّمِيْنِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيْقِ بَيْنَ اُولٰئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرُوْحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ اَنْ تَمِيْلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَّسَارِ الطَّرِيْقِ فِىْ مَسِيْلٍ دُوْنَ هَرْشٰى ذٰلِكَ الْمَسِيْلُ لاَصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ قَرِيْبٌ مِّنْ غَلْوَةٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّى اِلٰى سَرْحَةٍ هِىَ اَقْرَبُ السَّرَحَاتِ اِلَى الطَّرِيْقِ وَهِىَ اَطْوَلُهُنَّ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِى الْمَسِيْلِ الَّذِى فِىْ اَدْنٰى مَرِّ الظَّهْرَانِ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ تَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِى بَطْنِ ذٰلِكَ الْمَسِيْلِ عَنْ يَّسَارِ الطَّرِيْقِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ اِلاَّ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِى طُوًى وَيَبِيْتُ حَتّٰى يُصْبِحَ يُصَلِّى الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ عَلٰى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى بُنِىَ ثَمَّ وَلٰكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَىِ الْجَبَلِ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِى بُنِىَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ

بِطَرَفِ الْاَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ اَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْاَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْاَكَمَةِ عَشَرَةَ اَذْرُعٍ اَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّى مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ .

৪৬২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. উমরাহ কিংবা হজ্জের সময় যুল হুলাইফার যেখানে এখন মসজিদ আছে সেখানে একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করতেন। আর জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় উক্ত রাস্তায় অবস্থানকালে অথবা হজ্জ ও উমরাহ হতে ফিরে আসার সময় উপত্যকার মধ্যভাগে নামতেন। তারপর উপত্যকার মধ্যভাগ হতে উপরের দিকে আসার সময় উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে বাতহা নামক স্থানে উট বাঁধতেন এবং ভোর পর্যন্ত সেখানে বিশ্রাম নিতেন। এ স্থানটি পাথর নির্মিত মসজিদ অথবা টিলার ওপর নির্মিত মসজিদের নিকট নয়। সেখানে একটি ঝরণা ছিল। তার পাশে আবদুল্লাহ নামায পড়তেন। তার অভ্যন্তরে কতকগুলো বালুর স্তূপ ছিল। রসূলুল্লাহ স. সেখানে নামায পড়তেন। তারপর সেখানে বাতহার দিক হতে স্রোত প্রবাহিত হয়ে আসে। এমন কি আবদুল্লাহ যেখানে নামায পড়তেন, সে স্থানটি নিমজ্জিত করে ফেলে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নাফে'কে বলেছেন, নবী স. সেই ছোট মসজিদে নামায পড়েছিলেন, যেটি তার নিকটে রাওহার উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। নবী স. যে স্থানে নামায পড়েছিলেন, আবদুল্লাহ তা জানতেন। তিনি বলতেন, সেটি তোমার ডানদিকে, যখন তুমি মসজিদে নামায পড়তে দাঁড়াবে। আর এ মসজিদটি রাস্তার দক্ষিণপ্রান্তে তোমার মক্কা যাওয়ার পথে পড়ে। তার ও জামে মসজিদের মাঝখানে পাথরের চিহ্ন বিদ্যমান, কিংবা এর কাছাকাছি।

ইবনে উমর রা. রাওহার শেষপ্রান্তে অবস্থিত সেই খুদে পাহাড়টির কাছে নামায পড়তেন, যার প্রান্ত শেষ হয়েছে রাস্তার পাশে। সেই মসজিদটির নিকট যেটা তোমার মক্কা যাওয়ার পথে ঐ পাহাড় ও মোড়ের মাঝখানে পড়ে। সেখানে আর একটি মসজিদ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাতে নামায পড়তেন না। বরং সেটাকে তিনি পিছনে বাঁ দিকে রাখতেন। তিনি ঐ মসজিদটির সম্মুখ ভাগ অতিক্রম করে, পাহাড়টি সামনে রেখে নামায পড়তেন। আবদুল্লাহ রাওহা হতে সকালে রওনা হয়ে এখানে না আসা পর্যন্ত যোহরের নামায পড়তেন না। এখানে এসেই যোহর নামায পড়তেন। আর মক্কা হতে আসার পথে ভোরের এক ঘন্টা আগে কিংবা রাতের শেষ ভাগে ঐ পথ দিয়ে যেতেন এবং সেখানে নেমে ফজরের নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

আবদুল্লাহ রা. আরও বর্ণনা করেন, নবী স. রুআইসার নিকটে রাস্তার ডান দিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটি বিরাট গাছের নীচে অবতরণ করতেন এবং রুআইসার ডাকঘরের দু মাইল নিম্ন দিকে অবস্থিত টিলার পাশ দিয়ে তিনি বের হয়ে যেতেন। গাছটির ওপরের অংশ বর্তমানে ভেঙে গিয়ে তার ভিতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু গাছটি তা সত্ত্বেও তার কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গোড়ায় বালির অনেকগুলো ঢিবি রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বর্ণনা করেছেন, মালভূমির দিকে যাওয়ার পথে 'আরজ' পার হয়ে যে টিলাটি রয়েছে, তার শেষ ভাগে নবী স. নামায পড়েছিলেন। সেই

মসজিদটির কাছে দু তিনটি কবর রয়েছে এবং কবরগুলোর ওপর পাথরের স্তূপ রয়েছে। সেগুলো রাস্তার ডান দিকে রাস্তার পার্শ্বস্থ সালামা গাছগুলোর নিকট অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য যখন ঢলে পড়তো, তখন আবদুল্লাহ আরজের দিক হতে ঐ গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতেন এবং মসজিদে যোহরের নামায পড়তেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. হাবশার অদূরে নিম্নভূমিতে রাস্তার বাঁ দিকে বৃক্ষরাজির নিকট অবতরণ করেন। ঐ নিম্নভূমিটি হারশ প্রান্ত সংলগ্ন এবং তার ও রাস্তার মধ্যে এক তীর নিক্ষেপের ব্যবধান। এ গাছগুলোর মধ্যে যে গাছটি রাস্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল, আবদুল্লাহ তার দিকে মুখ করে নামায পড়েন। সেটি ছিল সবচেয়ে লম্বা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বলেন, নবী স. মাররুয-যাহরান উপত্যকার যে অংশটি মদীনার কাছে তার নিম্নভূমিতে অবতরণ করেছিলেন, যখন তিনি সাফরাআত হতে নীচের দিকে নামতেন। এটা সেই নিম্নভূমির তলদেশে যেটা তোমার মক্কা যাওয়ার পথে বাঁ দিকে পড়ে। রসূলুল্লাহ স.-এর অবতরণের স্থানে এবং ঐ রাস্তার মাঝে মাত্র এক প্রস্তর নিক্ষেপের ব্যবধান।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বলেন, রসূলুল্লাহ স. মক্কা আগমনকালে যু-তোয়া নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে রাত যাপন করতেন এবং ভোর হলে সেখানে ফজরের নামায পড়তেন। রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়ার সেই জায়গাটি একটা বড় টিলার ওপর অবস্থিত। সেটি বর্তমানে নির্মিত মসজিদের মধ্যে নয় ; বরং সেটি মসজিদের নিম্নের দিকে অবস্থিত একটি বড় টিলার ওপর।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নাফে' রা.-কে আরও বলেন, নবী স. ঐ পাহাড়ের প্রবেশ পথের দিকে মুখ করতেন, যেটি তাঁর ও কা'বার দিকে দীর্ঘ পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। তিনি (ইবনে উমর) ঐ স্থানের নির্মিত মসজিদটিকে টিলাটির প্রান্তে মসজিদের বাঁয়ে অবস্থিত বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু নবী স.-এর নামাযের জায়গা তার নিম্ন দিকের কালো টিলাটির ওপরে অবস্থিত। এটি প্রথম টিলাটি হতে প্রায় দশ হাত পরিমাণ স্থান বাদ দিয়ে। তারপর যে পাহাড়টি তোমার ও কা'বার মাঝখানে পড়বে, তার দু প্রবেশ দ্বারের দিকে মুখ করে তুমি নামায পড়বে।

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সুতরাহ (আড়) তার পিছনের লোকদের জন্য যথেষ্ট।

٤٦٣. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَ تَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ ٠

৪৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গর্দভীর ওপর সওয়ার হলাম। তখন আমি সাবালক হওয়ার পথে। রসূলুল্লাহ স. দেয়াল ছাড়া

অন্য কিছুর আড়ালে মিনায় লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি বাহন সহ কাতারের এক অংশের সামনে দিয়ে পার হলাম। তারপর নেমে গর্দভীকে ছেড়ে দিলাম। সে ঘাস খেতে থাকলো, আমি কাতারে শামিল হলাম। কিন্তু কেউ আমাকে এ কাজে নিষেধ করলো না।

٤٦٤. عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ ٠

৪৬৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. ঈদের দিন নামায পড়তে বের হলে আমাদেরকে তাঁর সামনে বল্লম পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেই মোতাবেক তা পুঁতে রাখা হতো। তিনি সেই দিকে মুখ করে নামায পড়তেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াত। তিনি সফরেও এরূপ করতেন। এ থেকে শাসকগণ এ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

٤٦٥.عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ اَلظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ٠

৪৬৫. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বাতহা নামক স্থানে তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রেখে লোকদেরকে নামায পড়ান। যোহরের দু রাকআত ও আসরের দু রাকআত (কসরের নামায)। এ সময় তাঁর সামনে দিয়ে নারী ও গর্দভ চলাচল করছিল।

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযী ও সুতরাহ (আড়) মধ্যে কতটুকু ব্যবধান হওয়া উচিত।

٤٦٦. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ ٠

৪৬৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স.-এর নামায পড়ার জায়গা ও দেয়ালের মধ্যে একটি ছাগী চলার মতো ব্যবধান থাকত।

٤٦٧.عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُالْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوْزُهَا

৪৬৭. সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের দেয়াল মিম্বরের কাছেই ছিল এবং উভয়ের মাঝখানে একটি বকরী চলার মতো ব্যবধান ছিল।

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ বল্লমের দিকে মুখ করে নামায পড়া।

٤٦٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا

৪৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সামনে বল্লম পুঁতে রাখা হতো এবং তিনি তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ বর্শার দিকে মুখ করে নামায পড়া।

٤٦٩. عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِىَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرَّانِ مِنْ وَّرَائِهَا ٠

৪৬৯. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. একদিন দুপুরের সময় আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর নিকট অযুর পানি পেশ করা হলো। তিনি অযু করে আমাদেরকে যোহর ও আসরের নামায পড়ালেন। তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হয়েছিল। আর নারী ও গর্দভ তার অপর দিক দিয়ে চলাচল করছিল।

٤٧٠. عَنْ اَنَسِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ اَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ اَوْ عَصًا اَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا اِدَاوَةٌ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْاِدَاوَةَ ٠

৪৭০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি ও একটি ছেলে তাঁর অনুসরণ করতাম। আমাদের সাথে হয় ছড়ি না হয় লাঠি অথবা বর্শা এবং একটি পানির লোটা থাকতো। তিনি প্রয়োজন শেষ করলে আমরা তাঁর নিকট পানির পাত্রটি বাড়িয়ে দিতাম।

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও অন্যান্য জায়গায় সুতরাহ্ (আড়)।

٤٧١. عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْءِهِ

৪৭১. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ স. দুপুরের সময় আমাদের কাছে আসলেন এবং বাতহা নামক স্থানে আমাদেরকে যোহর ও আসরের দু রাকআত (কসরের নামায) করে নামায পড়ালেন। তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হয়েছিল। তিনি অযু করলেন এবং লোকেরা তাঁর অযুর পানি নিয়ে নিজেদের শরীর মাসেহ করতে লাগল।

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্তম্ভের দিকে মুখ করে নামায পড়া। উমর রা. বলেন, কোনো বাক্যালাপে রত ব্যক্তির পশ্চাতে নামায পড়ার চেয়ে কোনো স্তম্ভের আড়ালে নামায পড়া শ্রেয়। ইবনে উমর রা. একজন লোককে দুটি স্তম্ভের আড়ালে নামায পড়তে দেখে তাকে একটি স্তম্ভের কাছে টেনে এনে বললেন, এর আড়ালে নামায পড়।

٤٧٢. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الْاُسْطُوَانَةِ الَّتِىْ عِنْدَ الْمُصْحَفِ

فَقُلْتُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْاُسْطُوَانَةِ قَالَ فَانِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا ٠

৪৭২. সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে নববীর স্তম্ভের নিকট নামায পড়তেন, যেটি মুসহাফের পাশে স্থাপিত ছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু মুসলিম! আপনি এ স্তম্ভটির পাশে নামায পড়ার চেষ্টা করেন কেন ? তিনি জবাবে বললেন, কেননা আমি নবী স.-কে এর পাশে নামায পড়ার জন্য চেষ্টা করতে দেখেছি।

٤٧٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِىَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسٍ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِىُّ ﷺ ٠

৪৭৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর বড় বড় সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা মাগরিবের সময় স্তম্ভের নিকট নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করতেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, আর এক বর্ণনায় একথা অতিরিক্ত পাওয়া যায়—নবী স.-এর বাইরে চলে আসা পর্যন্ত।

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ জামাআত ছাড়া একা স্তম্ভের মাঝখানে নামায পড়া।

٤٧٤. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى اَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا اَيْنَ صَلّٰى فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ٠

৪৭৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে উসামা ইবনে যায়েদ, উসমান ইবনে তালহা ও বেলাল ছিলেন। সেখানে তিনি অনেকক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর বাইরে আসলেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর পশ্চাতে কা'বা গৃহে প্রবেশ করেছিল। আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোথায় নামায পড়লেন ? তিনি বললেন, সামনের দুটি স্তম্ভের মাঝখানে।

٤٧٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَّسَارِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَثَلَاثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَقَالَ لَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، فَقَالَ عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَّمِيْنِهِ ٠

৪৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. উসামা ইবনে যায়েদ, বেলাল ও উসমান ইবনে তালহা হাজাবী কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর উসমান দরযাটি বন্ধ করে দিল। আর তিনি (রসূল) সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান

করলেন। তিনি বাইরে আসার পর আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি করলেন ? বেলাল বললেন, তিনি একটি স্তম্ভ বাঁ দিকে, একটি স্তম্ভ ডান দিকে এবং তিনটি স্তম্ভ পশ্চাতে রেখে নামায পড়লেন। সে সময় কা'বা গৃহে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। বর্ণনান্তরে তিনি দুটি স্তম্ভ ডান দিকে রাখলেন।

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ

٤٧٦. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِىْ قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِّنْ ثَلَاثِ اَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِىْ اَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِيْهِ ، قَالَ وَلَيْسَ عَلَى اَحَدٍ بَأْسٌ اَنْ يُصَلِّى فِىْ اَىِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ.

৪৭৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা গৃহে প্রবেশ করলে সোজা চলে যেতেন এবং দরযাটি পশ্চাতে রেখে চলতে থাকতেন। এমনকি তার ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন হাত ব্যবধান থাকতে তিনি নামায পড়া শুরু করতেন। তিনি সেই জায়গায় নামায পড়তে চেষ্টা করতেন, সেখানে বেলালের বর্ণনা অনুযায়ী নবী স. নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের জন্য কা'বা গৃহের যে কোনো প্রান্তে ইচ্ছানুযায়ী নামায পড়তে আপত্তি নেই।

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ উট, উষ্ট্রী, গাছ ও হাওদার ওপর নামায পড়া।

٤٧٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا قُلْتُ اَفَرَأَيْتَ اِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى اِلَى اٰخِرَتِهِ اَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ .

৪৭৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর উটকে সামনে আড়াআড়ি করে বসিয়ে তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। আমি (নাফে) বললাম, উটটি চলা শুরু করলে তিনি কি করতেন, আপনি বলতে পারেন কি ? তিনি (ইবনে উমর) বলেন, নবী স. হাওদাটি নিয়ে সোজা করে রাখতেন এবং তার পিছনের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। ইবনে উমরও এটাই করতেন।

৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ চৌকির দিকে মুখ করে নামায পড়ার বর্ণনা।

٤٧٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِى مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَجِىءُ النَّبِىُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّى فَاَكْرَهُ اَنْ اَسْنَحَهُ فَاَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ السَّرِيْرِ حَتَّى اَنْسَلَ مِنْ لِحَافِىْ .

৪৭৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কি আমাদেরকে কুকুর ও গাধার মতো মনে করেছ ? আমি সটান হয়ে চৌকির ওপর শুয়ে থাকতাম। নবী স. আসতেন এবং ঐ চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। আমি সোজা উঠে বসা খারাপ মনে করতাম। তাই খাটের পায়ের দিকে চুপি চুপি সরতে সরতে লেপ থেকে বের হয়ে পড়তাম।

১০০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর উচিত যে ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে যাবে তাকে বাধা দেয়া। ইবনে উমর রা. একবার কা'বা গৃহে নামাযের মধ্যে যখন তাশাহহুদ পড়ছিলেন, তখন একজন লোককে সামনে হতে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, যদি সে স্বেচ্ছায় মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তিনি লড়তে প্রস্তুত।

٤٧٩.عَنْ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّى اِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِّنْ بَنِى اَبِىْ مُعَيْطٍ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فِىْ صَدْرِهِ فَنَظَرَالشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا اِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشَدَّ مِنَ الْاُوْلَى فَنَالَ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا اِلَيْهِ مَالَقِىَ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَدَخَلَ اَبُوْ سَعِيْدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالَكَ وَلاِبْنِ اَخِيْكَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُم اِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبَىْ فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

৪৭৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কোনো এক জুমআর দিনে কিছু জিনিস সামনে রেখে, তার সাহায্যে নিজেকে মানুষ হতে আড়াল করে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু মুআইত গোত্রের এক যুবক তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। আবু সাঈদ তার বুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু যুবকটি তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ পেল না। কাজেই সে পুনরায় যেতে চাইলো। আবু সাঈদ আগের তুলনায় আরও জোরে তাকে ধাক্কা দিলেন। ফলে সে আবু সাঈদকে অপমানিত করলো। তারপর সে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবু সাঈদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করলো। আবু সাঈদও তার পিছনে পিছনেই মারওয়ানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। মারওয়ান বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনার ও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে কি হয়েছে ? আবু সাঈদ বললেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিস সামনে রেখে লোকদেরকে তা দিয়ে আড়াল করে নামায পড়ে এবং সেই অবস্থায় কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। তাতে যদি সে না থামে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়ে। কেননা সে নিশ্চয়ই শয়তান।

১০১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর গুনাহ।

٤٨٠. عَنْ اَبِىْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا

عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَّقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَّهُ مِنْ أَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِيْ أَقَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً ۔

৪৮০. আবু জুহাইম রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী এটা তার জন্য কত বড় গুনাহর কাজ, যদি জানতো তাহলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। রাবী আবুন নযর বলেন, (আমার উস্তাদ বুসর) চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন, তা আমি জানি না।

১০২. অনুচ্ছেদ ঃ নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির অন্যের দিকে মুখ করার বর্ণনা। নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির অন্যের দিকে মুখ করা উসমান মাকরূহ মনে করেন, এমন অবস্থায় যখন তা তাকে নামায হতে অন্যমনস্ক করে। যদি তা না করে, তাহলে কোনো আপত্তি নেই। যায়েদ ইবনে সাবেত র. বলেন, আমি এ বিষয়ে কোনো ভয় করি না। কেননা কোনো মানুষ কোনো মানুষের নামায নষ্ট করতে পারে না।

٤٨١. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوْا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُوْنَا كِلاَبًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ وَإِنِّيْ لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيْرِ فَتَكُوْنُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً ۔

৪৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট যেসব বিষয় নামায নষ্ট করে দেয় সেগুলোর আলোচনা করা হলো। লোকেরা বললো, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামায নষ্ট করে দেয়। তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর বানিয়ে দিলে ? আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়া অবস্থায় তাঁর ও কেবলার মাঝখানে চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে থাকতাম এবং আমার কোনো প্রয়োজন হলে তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া খারাপ মনে করতাম বলে, চুপি চুপি বের হয়ে যেতাম।

১০৩. অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রিত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া।

٤٨٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُّوْتِرَ أَيْقَظَنِيْ فَأَوْتَرْتُ ۔

৪৮২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর বিছানার ওপর আড়াআড়ি শুয়ে ঘুমাতাম। তিনি যখন বিতর পড়তে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগাতেন। আমি (তাঁর সাথে) বিতর পড়তাম।

১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক সামনে রেখে নফল নামায পড়া।

٤٨٣. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ وَرِجْلاَىَ فِىْ قِبْلَتِهِ ، فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ، فَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ ·

৪৮৩. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে ঘুমাতাম। আমার পা দুটি তাঁর কিবলার দিকে থাকতো। তিনি সিজদার সময় আমাকে খোঁচা দিতেন। আমি পা দুটি কুঁকড়ে নিতাম। তিনি যখন দাঁড়াতেন, আমি পা দুটি প্রশস্ত করতাম। তিনি (আয়েশা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি ছিল না।

১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সেই ব্যক্তির দলীল যিনি বলেন, কোনো কিছু নামায নষ্ট করতে পারে না।

٤٨٤. عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ اَلْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُوْنَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ وَاِنِّىْ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُوْلِى الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ اَنْ اَجْلِسَ فَأُوْذِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ·

৪৮৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট আলোচনা করা হলো, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামায নষ্ট করে দেয়। তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করলে ? আল্লাহর কসম, আমি নবী স.-এর নামায পড়া অবস্থায় তাঁর ও কিবলার সামনে আড় হয়ে শুয়ে থাকতাম। আর আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে, আমি চুপিচুপি তাঁর পা দুটির পাশ দিয়ে সরে পড়তাম। কেননা আমি তাঁর সামনে বসা অপছন্দ করতাম। পাছে তাঁর কষ্ট হয়।

٤٨٥.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَاِنِّىْ لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ اَهْلِهِ ·

৪৮৫. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর বিছানায় তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম।

১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ছোট মেয়েকে ঘাড়ে তোলা।

٤٨٦. عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلُ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِاَبِى الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا ·

৪৮৬. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর কন্যা যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রাবিয়ার ঔরসজাত উমামাকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়তেন। সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন দাঁড়াতেন কাঁধে তুলে নিতেন।

১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ এমন বিছানার দিকে মুখ করে নামায পড়া যার ওপর ঋতুমতী নারী শুয়ে আছে।

٤٨٧. عَنْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِىْ حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِىِّ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَىَّ وَاَنَا عَلَى فِرَاشِىْ.

৪৮৭. মায়মুনা বিনতে হারেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিছানা নবী স.-এর মুসাল্লা বরাবর হতো। অনেক সময় তাঁর কাপড় আমার ওপর পড়তো। অথচ আমি বিছানায় অবস্থান করতাম।

٤٨٨. عَنْ مَيْمُوْنَةَ تَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا عَلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَاِذَا سَجَدَ أَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

৪৮৮. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়তেন। অথচ আমি তাঁর পাশে (বরাবর) ঘুমিয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন, তাঁর কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করতো। আমি সে সময় ঋতুমতী ছিলাম।

১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় সিজদা করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে খোঁচা দেয়া জায়েয কিনা ?

٤٨٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاِذَا أَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَىَّ فَقَبَضْتُهُمَا .

৪৮৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার পর্যায়ে মনে করে খুব অন্যায় করেছ। আমি রসূলুল্লাহ স.-কে নামায পড়া অবস্থায় দেখেছি। অথচ আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম। তিনি সিজদার সময় আমার পায়ে খোঁচা দিতেন এবং আমি তা গুটিয়ে নিতাম।

১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর শরীর হতে একজন নারীর অপবিত্রতা পরিষ্কার করা।

٤٩٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِىْ مَجَالِسِهِمْ، اِذْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلَى هٰذَا الْمُرَائِىْ اَيُّكُمْ يَقُوْمُ اِلَى جَزُوْرِ اٰلِ فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ اِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيْئُ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى اِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ اَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِىُّ ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوْا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ مِّنَ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ اِلَى فَاطِمَةَ، وَهِىَ جُوَيْرِيَةٌ فَاَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِىُّ ﷺ سَاجِدًا حَتَّى اَلْقَتْهُ عَنْهُ وَاَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضَى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ سَمَّى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو ابْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِى مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوْا اِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأُتْبِعَ اَصْحَابُ الْقَلِيْبِ لَعْنَةً

৪৯০. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কা'বা গৃহের নিকট দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। সে সময় কুরাইশদের দলবল তাদের মজলিসে উপস্থিত ছিল। এমন সময় তাদের একজন বললো, তোমরা কি এ ভণ্ডকে দেখছ না ? তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উট যবাই করার স্থানে গিয়ে তার গোবর, রক্ত, জরায়ু আনতে পারে এবং সুযোগ মতো সিজদায় যাওয়ার সময় সেগুলো তাঁর দু কাঁধের মাঝখানে রাখতে পারে ? একথা শুনে তাদের মধ্যকার চরম পাষণ্ড ব্যক্তিটি (উকবা) উঠে গেল। (এবং তা নিয়ে আসলো)। রসূলুল্লাহ স. যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর দু কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। এ কারণে নবী স. সিজদায় রয়ে গেলেন। তারা হাসতে লাগল। এমনকি হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর গিয়ে পড়তে লাগল। এ অবস্থা দেখে একজন পথচারী ফাতেমার কাছে গেল। তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসলেন। তখনও নবী স. সিজদায় অবনত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সেগুলো তাঁর ওপর হতে ফেলে দিলেন এবং তাদেরকে গাল-মন্দ করতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর।" তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমর ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবিয়া, শাইবা ইবনে রাবিয়া, অলীদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ, উকবা ইবনে আবু মুআইত এবং উমারাহ ইবনে অলীদকে পাকড়াও কর।" আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাদের সবাইকে বদরের দিন লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বদরের অন্ধকার কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। অতপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, এ কূপবাসীদের ওপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

❑

অধ্যায়-৯

كِتَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلاَةِ

(নামাযের সময়ের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সময় ও তার মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -(سورة النساء : ١٠٣) -
وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ -

"কেননা, সময়ানুবর্তিতা সহকারে নামায আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরয।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১০৩) আয়াতে ব্যবহৃত 'মাওকুতান' শব্দটি 'মুয়াক্কাতান'-এর অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে ফরয-যা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য নিধারণ করে দিয়েছেন।

٤٩١-عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَخَّرَالصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَبُوْ مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ مَاهٰذَا يَامُغِيْرَةُ اَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ اَوْ اَنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ اَقَامَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلاَةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذَالِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ ٠

৪৯১. ইবনে শিহাব রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) একদিন উমর ইবনে আবদুল আযীয দেরীতে নামায আদায় করলে উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরাহ ইবনে শো'বা একদিন নামায দেরীতে আদায় করলে আবু মাসউদ আনসারী তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, মুগীরাহ! এ কেমন ব্যাপার ? তুমি কি অবহিত নও যে, জিবরাঈল আ. এসে নামায আদায় করলে রসূলুল্লাহ স.-ও নামায আদায় করলেন। তিনি আবার নামায আদায় করলে রসূলুল্লাহ স.-ও নামায আদায় করলেন। তিনি আবার নামায আদায় করলে এবারও রসূলুল্লাহ স. নামায আদায় করলেন। তিনি আবারও নামায আদায় করলে রসূলুল্লাহ স. নামায আদায় করলেন। এবার জিবরাঈল

আ. বললেন, এভাবে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (এসব কথা শুনে) উমর (ইবনে আবদুল আযীয) উরওয়াকে বললেন, তুমি কি বলছ তা জেনে-শুনে বল বা উপলব্ধি কর। জিবরাঈল আ. কি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য নামাযের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ? জবাবে উরওয়া বললেন, বাশীর ইবনে আবু মাসউদ তাঁর পিতার নিকট থেকে এরূপই বর্ণনা করতেন। উরওয়া বলেন, আয়েশা রা. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. এমন সময় আসরের নামায পড়তেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর কামরার মধ্যে থাকত। অর্থাৎ তখনও সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি।

২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী ঃ

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

"আল্লাহর দিকে অভিমুখী হও, তাঁকে ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"–সূরা আর রূম ঃ ৩১

٤٩٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا مِنْ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا فَقَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ : اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا اِلَىَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيْرِ .

৪৯২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো ঃ আপনার ও আমাদের মধ্যখানে এ রাবীয়া গোত্রের অবস্থান। সুতরাং হারাম মাসগুলো (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আপনি আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ প্রদান করুন, যা আমরা নিজেরাও গ্রহণ করবো এবং যারা আসতে পারেনি তাদেরকেও সেদিকে আহ্বান জানাব। নবী স. বললেন ঃ 'আমি তোমাদের চারটি কাজ করতে নির্দেশ দিচ্ছি, আর চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। আদেশ প্রদান করছি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার। তিনি তাদের কাছে (এভাবে) ঈমানের ব্যাখ্যা করলেন। ঈমান হলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রসূল—একথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, আর যা 'গনীমত'[১] লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আমার নিকট

১. গনীমত বলা হয় জিহাদে শত্রু পক্ষের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া সর্বপ্রকার সম্পদকে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য হালালকৃত বস্তু। ইসলামে জিহাদের যে বিধান রয়েছে তা অন্যায় ও যুলুম খতম করার এবং নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে এ গনীমত লব্ধ সম্পদ জিহাদকারীর ক্ষতিপূরণের সমতুল্য। দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য ও এদেশীয় ইসলাম বিদ্বেষী লেখকদের চক্রান্তে এ শব্দটি বাংলায় "লুণ্ঠিত দ্রব্য" হিসেবে স্থান পেয়েছে। তাই এটিকে আমরা কুরআনের মূল শব্দ 'গনীমত' বলে উল্লেখ করলাম।

প্রদান করবে। (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করবে)। আর তোমাদেরকে নিষেধ করছি দুব্বা বা কদুর পাত্র, সবুজ রঙের কলস, তেলে পাকানো পাত্র এবং বৃক্ষমূল খুদাই করে তৈরী করা পাত্র ব্যবহার করা থেকে।[২]

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামায কায়েম করার ব্যাপারে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা।

٤٩٣ـ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ٠

৪৯৩. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে উপদেশ প্রদানের জন্য আমি নবী স.-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামায গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়।

٤٩٤ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ اَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ اِنَّكَ عَلَيْهِ اَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيٌّ، قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِيْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هَذَا اُرِيْدُ وَلٰكِنْ الْفِتْنَةَ الَّتِيْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ اَيُكْسَرُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ اِذًا لاَ يُغْلَقُ اَبَدًا قُلْنَا اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ اِنِّيْ حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَن نَسْاَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ

৪৯৪. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর রা.-এর নিকট বসে ছিলাম। তিনি বললেন, ফেতনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস মনে রেখেছেন এমন কেউ কি আপনাদের মধ্যে আছেন ? হুযাইফা বলেন, আমি বললাম, আমি আছি। এমন যেমনটি বলেছেন, আমি হুবহু তেমনটিই মনে রেখেছি। উমর বললেন, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আপনার সাহসিকতা আশা করা যায়। [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস স্মরণ রেখে হুবহু বর্ণনা করার মত উপযুক্ত লোক আপনি।] আমি বললাম, এক ব্যক্তির জন্য যে ফেতনা তাঁর স্ত্রী-পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে দেখা দেয় নামায, রোযা, সাদকা, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেয়। এসব কথা শুনে উমর বললেন,

২. এসব পাত্র ব্যবহার করতে নবী স. প্রথম দিকে এ জন্য নিষেধ করলেন যে, এ ধরনের পাত্রে সাধারণত শরাব প্রস্তুত করা হতো।

আমি এ ফেতনার কথা বলতে চাচ্ছি না বরং যে ফেতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে ও তোলপাড় করে ফেলবে, তারই কথা বলছি। হুযাইফা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এতে আপনার কোনো ক্ষতি বা ভয় নেই। কারণ, এ ফেতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরযা রয়েছে। উমর বললেন, আচ্ছা সেই বন্ধ দরযাটি ভেঙে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে ? হুযাইফা বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর বললেন, তাহলে আর কোনোদিন তা বন্ধ করা যাবে না বা বন্ধ হবে না। (লোকেরা বলেছে) আমরা হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলাম, উমর কি দরযাটি সম্পর্কে জানতেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন, যেমন সকালের পর সন্ধার আগমনকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো। আমি তাঁকে (উমরকে) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি যা মোটেই মিথ্যা নয়। আমরা তো এ ব্যাপারে হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম। তাই মাসরুককে বললে তিনি হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলেন, (দরযাটি কে ?) জবাবে তিনি বলেছিলেন, দরযাটি হলেন উমর (নিজেই)'।

٤٩٥. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلا أَصَابَ مِنْ إِمْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِى هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ أُمَّتِيْ كُلِّهِمْ .

৪৯৫. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুম্বন দানের পর নবী স.-এর কাছে এসে তা জানালে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "দিনের দুই প্রান্তে অর্থাৎ সকালে ফজর ও সন্ধায় মাগরিব এবং রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হলে (এশার) নামায কায়েম করো। নেক ও সৎ কাজসমূহ অবশ্যই অসৎ কাজ সমূহকে সরিয়ে দেয়।" এরপর লোকটি বললো, 'হে আল্লাহর রসূল ! এ নির্দেশ ও ঘোষণা কি শুধু আমার জন্য ?' তিনি বললেন, 'আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই এ নির্দেশ।'

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঠিক সময়ে নামায আদায় করার মর্যাদা।

٤٩٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَوِاسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ .

৪৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ?' তিনি বললেন ঃ 'ঠিক সময়ে নামায আদায় করা।' তিনি (আবদুল্লাহ) পুনরায় বললেন, এরপর কোন্ কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ? নবী স. বললেন ঃ পিতামাতার সেবা ও আনুগত্য করা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোন্ কাজটি ? জবাবে নবী স. বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূল স. আমাকে এগুলোর কথাই বললেন। আমি আরো বেশী জানতে চাইলে তিনি আরও বলতেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে বা জামাআতের বাইরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক সময়ে আদায় করলে তা গোনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

٤٩٧.عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَاتَقُوْلُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوْا لاَيُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا .

৪৯৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দরযায় একটি নদী থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনোরূপ ময়লা থাকবে ? জবাবে সবাই বললো, না, তার শরীরে কোনোরূপ ময়লা থাকবে না। রসূলুল্লাহ স. বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারটিও অনুরূপ। এর সাহায্যে আল্লাহ গোনাহসমূহের (ধুয়ে-মুছে) বিলোপ সাধন করেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঠিক সময়ে নামায আদায় না করে, অসময়ে আদায় করা।

٤٩٨. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قِيْلَ الصَّلاَةُ قَالَ أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ فِيْهَا .

৪৯৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সময় যেটি যেমন ছিল তেমনটি এখন আর একটাও দেখতে পাই না। বলা হলো, কেন নামায তো ঠিকই আছে। আনাস রা. বললেন, সেখানেও যা করার তা কি তোমরা করনি ? (অর্থাৎ ঠিক সময়মত নামায আদায় না করে অসময়ে আদায় করে থাক।)[৩]

٤٩٩.عَنْ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِيْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا اَدْرَكْتُ اِلاَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ وَهٰذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ ـ

৪৯৯. যুহরী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দামেশকে আমি আনাস ইবনে মালেক রা.-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে কাঁদছেন ! তিনি বললেন, "নবী স.-এর সময় যা যা দেখেছি তার মধ্যে এ নামাযই আজ পর্যন্ত ঠিকমত অবশিষ্ট ছিল (ঠিক সময়ে আদায় করা হতো)। কিন্তু নামাযও এখন নষ্ট হতে চলেছে।"

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামায আদায়কারী (মুসল্লী) তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলেন।

---

৩. মাহলাব বলেছেন, এর অর্থ হলো, নামাযের সর্বোত্তম বা মুস্তাহাব সময় বাদ দিয়ে দেরী করে নামায আদায় করা। বিশেষ করে এ আমলে গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও বাদশাহ অলীদ ইবনে আবদুল মালিক নামায দেরী করে পড়াতেন। হযরত আনাস রা. মূলত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।—আইনী

٥٠٠.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ اِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى،

৫০০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করতে দাঁড়ায়, সে তখন তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলে। সুতরাং তখন ডানদিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না, বরং (প্রয়োজন দেখা দিলে) বাঁ পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে।'

٥٠١.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَاِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ .

৫০১. আনাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, তোমরা নামাযের সিজদায় এ'তেদাল বা ভারসাম্য সৃষ্টি কর। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত তার দু বাহু ছড়িয়ে না দেয়। আর যখন থুথু নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হবে তখন সে সামনে বা ডাইনে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কেননা, নামায অবস্থায় সে তার প্রতিপালকের সাথে আলাপরত থাকে।[8]

৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের সময় বিলম্ব করে যোহরের নামায ঠাণ্ডায় আদায় করা।

٥٠٢.عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِا الصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ٠

৫০২. আবু হুরাইরা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. উভয়েই রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন, যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় (তখন নামায আদায় না করে বরং) বিলম্ব করে ঠাণ্ডা সময়ে নামায আদায় কর। কেননা জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়তার জন্য গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (অথবা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের অংশ বিশেষ।)

٥٠٣. عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ اِنْتَظِرِانْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ حَتّٰى رَاَيْنَا فَى التُّلُوْلِ ٠

---

8. সাঈদ ইবনে আবু আরুবা কাতাদাহ ইবনে দাআমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নিজের আগে বা সামনের দিকে যেনো থুথু নিক্ষেপ না করে বরং প্রয়োজন পড়লে বাঁ দিকে কিংবা পায়ের নীচে নিক্ষেপ করবে। শো'বা বলেছেন, সামনে বা ডান দিকে থুথু ফেলবে না। বরং বামে বাঁ পায়ের নীচে ফেলবে। হুমাইদ আনাসের মাধ্যমে নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لايبزق فى القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يسارة او تحت قدمه

"তিনি [নবী স.] বলেছেন, কিবলার দিকে বা ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না বরং বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলবে।"

৫০৩. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক গরমের দিনে) নবী স.-এর মুয়াযযিন যোহরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি চাইলে নবী স. বললেন, আরে ঠাণ্ডা হতে দাও, ঠাণ্ডা হতে দাও। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরো বললেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়তা থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেলে ঠাণ্ডায় (যোহরের) নামায পড়। এমনকি আমরা পাহাড়ের টিলায় ছায়া দেখতাম (তারপর যোহরের নামায পড়তাম)।

٥٠٤. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَارَبِّ أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ اَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ.

৫০৪. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, গরমের প্রচণ্ডতা বাড়লে (যোহরের) নামায বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় আদায় কর। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তেজস্ক্রিয়তার জন্য বৃদ্ধি পায়। জাহান্নামের আগুন তার রবের কাছে অভিযোগ করে বললো, হে আমার রব! আমার এক অংশ আরেক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং তিনি (আল্লাহ) জাহান্নামকে একবার শীতে ও একবার গ্রীষ্মে মোট দুবার শ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করলেন। আর তা-ই হচ্ছে প্রচণ্ডতম গরম, যা তোমরা গ্রীষ্মকালে অনুভব করে থাক এবং প্রচণ্ডতম শীত যা শীতকালে অনুভব করে থাক।

٥٠٥. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ-

৫০৫. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যোহরের নামায বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় আদায় কর। কারণ, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের (আগুনের) অংশ বিশেষ।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় যোহরের নামায আদায় করা।

٥٠٦. عَنْ أَبِيْ ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ حَتَّى رَاَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ .

৫০৬. আবু যার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলাম। মুয়াযযিন যোহরের নামাযের জন্য আযান দিতে চাইলে নবী স. বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। (কিছুক্ষণ পরে) সে পুনরায় আযানের অনুমতি চাইলে তিনি [নবী

স.] এবারও বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। এভাবে এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। নবী স. বললেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের অংশবিশেষ। সুতরাং গরম প্রচণ্ড হলে (যোহরের) নামায বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় আদায় করো।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য যখন ঢলে পড়ে তখন যোহরের নামাযের সময় হয়। জাবির রা. বলেছেন, নবী স. ঠিক দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় যোহরের নামায আদায় করতেন।'

٥٠٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَىْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ اِلاَّ اَخْبَرْتُكُمْ مَادُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِى الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ اَنْ يَّقُوْلُ سَلُوْنِىْ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِىُّ فَقَالَ مَنْ أَبِىْ قَالَ أَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَّقُوْلَ سَلُوْنِىْ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اٰنِفًا فِىْ عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ .

৫০৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। একদিন সূর্য ঢলে পড়ার পরে রসূলুল্লাহ স. বেরিয়ে আসলেন এবং যোহরের নামায পড়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের বর্ণনা শুরু করলেন।[৫] তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। এরপর তিনি বললেন, আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে কর। তোমরা যে প্রশ্নই করো না কেন, আমি যতক্ষণ এ স্থানে থাকবো ততক্ষণ এর জবাব দিতে থাকবো। একথা শুনে লোকেরা অত্যধিক কাঁদল আর নবী স.-ও বারবার বলতে থাকলেন, "আমাকে প্রশ্ন করো।" এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আমার পিতা কে? জবাবে নবী স. বললেন, 'তোমার পিতা হলো হুযাফা।' এরপরেও তিনি খুব বলতে থাকলেন, 'আমাকে তোমরা প্রশ্ন কর।' তখন উমর জানুর ওপর ভর করে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন বা জীবনব্যবস্থা এবং

৫. পূর্বোক্ত হাদীস ক'টিতে ঠাণ্ডায় যোহরের নামায পড়তে বলা হয়েছে এবং এ হাদীসটিতে দেখা যায় যোহরের নামায রসূলুল্লাহ স. পড়েছেন সূর্য ঢলে পড়ার পরই অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে। এক্ষেত্রে উভয় হাদীসের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায় তা নিম্নোক্তভাবে দূর করা সম্ভব। প্রথম অর্থাৎ ঠাণ্ডায় যোহরের নামায পড়ার হাদীসগুলো হচ্ছে একাধারে কওলী ও ফে'লী হাদীস। অর্থাৎ ওগুলো রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী—নির্দেশ এবং কর্মও। বিপরীতপক্ষে সূর্য ঢলে পড়ার পর প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ার হাদীসটি কেবলমাত্র ফে'লী হাদীস। কাজেই প্রথমোক্ত হাদীসগুলো শেষোক্তটির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। উমতাদুল কারীর লেখক আল্লামা আইনীর মতে, প্রথমোক্ত হাদীসগুলো শেষোক্তটিকে মানসুখ বা অচল করে দিয়েছে। কারণ হাদীসগুলোর স্থান-কাল আমাদের জানা না থাকার কারণে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, প্রথম প্রথম রসূলুল্লাহ স. প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়তেন। কিন্তু পরে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে সাহাবীদের কষ্ট দেখে তিনি ঠাণ্ডায় যোহরের নামায পড়তে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁর শেষের কথা ও কর্মটিই সচল থাকবে। উপরন্তু নিম্নোক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে এ দু' ধরনের হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার বৈপরীত্য দেখা যায় না। অর্থাৎ গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা যখন বেড়ে যাবে, তখন ঠাণ্ডায় যোহরের নামায পড়তে হবে। আর গ্রীষ্ম যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে তখন প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ে নিতে হবে।

মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে স্বীকার করেছি। (একথা শুনে) নবী স. চুপ করলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বললেন, এমাত্র এ দেয়ালের পাশে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি এত ভাল (যেমন জান্নাত) এবং এত মন্দ (যেমন জাহান্নাম) জিনিস আর কোনোদিন দেখিনি।

٥٠٨.عَنْ أَبِى بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ فِيْهَا مَابَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّى الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ اِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِىْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ •

৫০৮. আবু বারযাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের যে কেউ তার পাশের ব্যক্তিকে চিনতে পারতো। এতে তিনি ষাট থেকে একশটি আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। সূর্য মাথার ওপর থেকে ঢলে পড়লে যোহরের নামায আদায় করতেন, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ মদীনার দূর প্রান্তে যেয়ে ফিরে আসতে পারতো এবং সূর্য তখনো অবিকৃত থাকতো। (বর্ণনাকারী আবু মিনহাল বলেন) মাগরিব সম্পর্কে তিনি (আবু বারযাহ) কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গিয়েছি। আর এশার নামায আদায়ের জন্য রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করতে কোনো দ্বিধা করতেন না। আবু বারযাহ এরপর বললেন, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত দেরী করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। মুআয রা. বর্ণনা করেন, শো'বা বলেছেন, পরে আমি আরেকবার আবু মিনহালের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, 'অথবা রাতে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে দ্বিধা করতেন না।'

٥٠٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ•

৫০৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে যোহরের নামায আদায় করতাম, তখন অত্যধিক গরমের জন্য কাপড়ের ওপর সিজদা করতাম।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত যোহরের নামায আদায় বিলম্বিত করা।

٥١٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوْبُ لَعَلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ قَالَ عَسَى •

৫১০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) মদীনাতে নবী স. যোহর এবং আসরের আট রাকআত এবং মাগরিব ও এশার সাত রাকআত (নামায) এক সাথে আদায়

করেছেন। (বর্ণনাকারী) আইয়ুব (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী জাবির ইবনে যায়েদকে) বললেন, বোধ হয় বাদলা দিনে নবী স. এমনটি করেছেন। (জাবির ইবনে যায়েদ জবাবে বললেন,) তাই হবে হয়ত।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত।

٥١١. أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا ·

৫১১. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, নবী স. যখন আসরের নামায আদায় করতেন সূর্যের কিরণ তখনও তাঁর কামরার মধ্যে থাকতো।

٥١٢.عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا ·

৫১২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রসূলুল্লাহ স. এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর ঘরে থাকতো এবং তখনও ঘরের মধ্যে ছায়া দেখা যেত না।

٥١٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّىْ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِىْ حُجْرَتِىْ لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ بَعْدُ.

৫১৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, তখনও আমার কামরার মধ্যে সূর্যের আলো থাকতো এবং ঘরের মধ্যে ছায়া পড়তো না।

٥١٤.عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِىْ عَلَى أَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ فَقَالَ لَهُ أَبِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهِ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ·

৫১৪. সাইয়্যার ইবনে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা আবু বারযাহ আসলামীর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

রসূলুল্লাহ স. কিভাবে (কখন কখন) ফরয নামাযসমূহ আদায় করতেন ? জবাবে তিনি বললেন, তিনি [নবী স.] যোহরের নামায যাকে তোমরা আল-উলা বলে থাক ঠিক সেই সময় আদায় করতেন, যখন সূর্য (মাথার ওপর থেকে) ঢলে পড়তো। আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ (ইচ্ছা করলে) মদীনার প্রান্তভাগে তাঁর বাসস্থানে যেয়ে সূর্যের তেজ থাকতে থাকতে আবার ফিরে আসতে পারতেন। সাইয়ার বলেন, মাগরিব সম্পর্কে তিনি (আবু বারযাহ্) কি বলেছিলেন আমি তা ভুলে গেছি। এশার নামায—যাকে তোমরা আতামাহ্ বল—আদায়ে বিলম্বকে তিনি উত্তম বলে মনে করতেন। এর আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন। আর ফজরের নামায আদায় করে যখন ফিরতেন তখন মানুষ তার পাশেরজনকে চিনতে পারতো। তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

٥١٥.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ الَى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ.

৫১৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের নামায আদায় করার পর লোকেরা বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেও দেখত তারা আসরের নামায আদায় করছে।[৬]

٥١٦. عَنْ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَاهٰذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِىْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِىْ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَهُ.

৫১৬. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর ইবনে আবদুল আযীযের সাথে যোহরের নামায আদায় করে বের হলাম এবং আনাস ইবনে মালেকের কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি আসরের নামায আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, চাচাজান! আপনি এ কোন্ ওয়াক্তের নামায আদায় করলেন ? তিনি বললেন, আসর। আর এভাবেই আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায আদায় করেছি।

٥١٧. عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا اِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫১৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর যুগে এমন সময় আসরের নামায আদায় করতাম যে, নামাযের পর আমাদের কেউ কুব্বা

৬. বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের অধিবাসী ছিল মদীনা থেকে দু' মাইল দূরে কুব্বা নামক জায়গায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা আসরের নামায অনেক দেরী করে পড়তেন আর এটা নবী স.-এর জীবদ্দশাতেই হতো। সুতরাং নবী স.-এর যামানায় তাঁর নির্দেশ, সম্মতি বা 'আমলী' দৃষ্টান্ত ছাড়া কোনো মুসলমান নিজ সিদ্ধান্তে এটা করতে পারেন না।

পর্যন্ত গিয়ে সেখানকার লোকদের সাথে মিলিত হতো, কিন্তু তখনও বেলা (আকাশে) অনেক ওপরেই থাকতো।

٥١٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِىْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ .

৫১৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্য তখনও (আকাশের) অনেক ওপরে থাকতো। সুতরাং পথচারী বা গমনকারী মদীনার (উপকণ্ঠে) আওয়ালীর দিকে যাত্রা করতো এবং সেখানকার লোকদের কাছে পৌঁছার পরও সূর্য (আকাশে) অনেক ওপরে থাকতো। অথচ মদীনার (উপকণ্ঠে অবস্থিত) আওয়ালী নামক জায়গার কোনো কোনো অংশ মদীনা হতে চার মাইল বা অনুরূপ দূরত্বে অবস্থিত।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামায কাযা হলে যে গোনাহ হয়।

٥١٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ .

৫১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যার আসরের নামায ফউত অর্থাৎ কাযা হলো, তার যেন পরিবার ও সম্পদ সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।[৭]

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামায পরিত্যাগ করার গোনাহ।

٥٢٠. عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِىْ غَزْوَةٍ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .

৫২০. আবুল মালীহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে এক বাদলা দিনে আমরা বুরাইদার সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, আগে ভাগেই অর্থাৎ জলদি করে তোমরা আসরের নামায আদায় করে নাও। কারণ নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল তার সকল আমল নষ্ট হয়ে গেল।[৮]

---

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী র. বলেছেন, এ হাদীসে বর্ণিত وتر শব্দটি وتركم বা وتر الرجل -এর সমার্থক। যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তার ধন-সম্পদ সব ছিনিয়ে নেবে, একমাত্র তখনই বলা যাবে وترت الرجل।

৮. "যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল, তার সকল আমল নষ্ট বা বরবাদ হয়ে গেল" একথাটি নবী স. আসরের নামাযের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলেছেন, যেন কেউ আসরের নামায পরিত্যাগ না করে। অন্যথায় আসরের এক ওয়াক্ত নামায পরিত্যাগ করার কারণে সকল ভাল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পিছনে কোনো কারণ নেই।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের মর্যাদা।

٥٢١. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَر لاَتُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَتُغْلَبُوْا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ .

৫২১. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময়ে আমরা নবী স.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় রাতের বেলায় তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ চাঁদকে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক তেমনি তোমাদের রবকেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করবে না। সুতরাং সূর্য উদিত হওয়ার আগে এবং অস্ত যাওয়ার আগে (শয়তানের ওপর বিজয়ী হয়ে) যদি তোমরা ঠিক সময়ে নামায আদায় করতে পার তবে তাই কর। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ অর্থাৎ "সূর্য উদয়ের ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে তুমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ৩৯)

٥٢٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُم فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ .

৫২২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কাছে যেসব ফেরেশতা আসে রাতে এবং দিনে তাদের একদল আসে এবং আর একদল চলে যায় এবং ফজর ও আসরের নামাযে তারা (দুইদল) একত্র হয়। অতপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী ফেরেশতা দল (আসমানে) উঠে যায়। তখন তাদের রব (মহান আল্লাহ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় দেখে এসেছ ? অথচ তিনি তাদের সবকিছুই ভালভাবে অবগত আছেন। জবাবে ফেরেশতারা বলেন, আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি। আবার যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় (পেয়েছি)।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত নামায আদায় করতে সক্ষম হলো।

٥٢٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَاِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ .

৫২৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আসরের নামাযের একটি সিজদাও পায়, তাহলে তার উচিত নামায পূর্ণ করা। আবার অনুরূপভাবেই কেউ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের একটি সিজদাও পায়, তাহলে তার উচিত নামায পূর্ণ করা।

٥٢٤.عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ اُوْتِىَ اَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ اُوْتِىَ أَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا اِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَاُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ اُوْتِيْنَا الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْنَا اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَاُعْطِيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ اَىْ رَبَّنَا اَعْطَيْتَ هٰؤُلَاءِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ وَاَعْطَيْتَنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا اَكْثَرَ عَمَلاً قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِىْ أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ.

৫২৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সালেমের পিতা আবদুল্লাহ) রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন পূর্বেকার উম্মতগুলোর অবস্থানের তুলনায় (এ পৃথিবীতে) তোমাদের অবস্থান আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সাথে তুলনীয়। ইহুদীদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করেছে। কিন্তু দুপুর হলে তারা অপারগ হয়ে পড়লে তখন তাদেরকে এক এক কিরাত (একটি বিশেষ পরিমাপ) করে (পারিশ্রমিক) প্রদান করা হলো। অতপর আহলুল ইনজীলদেরকে (ইনজীলের অনুসারীদেরকে) ইনজীল দেয়া হলো। তারা (দুপুর থেকে) আসর পর্যন্ত কাজ করে অক্ষম হয়ে পড়লো। তাদেরকেও এক এক কিরাত করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হলো। অতপর সর্বশেষে আমাদেরকে কুরআন দেয়া হয়েছে। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করেছি এবং বিনিময়ে আমাদেরকে দুই দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। এতে (আপত্তি জানিয়ে) পূর্বের দুটি কিতাবের অনুসারীগণ বললো, হে আমাদের রব! আপনি এদেরকে দুই দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক প্রদান করলেন আর আমাদেরকে প্রদান করলেন এক এক কিরাত করে ; অথচ কাজের বিচারে আমরা বেশী কাজ করেছি। জবাবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে কি আমি কোনোরূপ যুলুম করেছি ? তারা সবাই বললো, 'না'। তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার ফযল বা মেহেরবানী, যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তা দান করে থাকি।

٥٢٥.عَنْ أَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اَسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلًا اِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوْا اِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

فَقَالُوْا لاَحَاجَةَ لَنَا الَى أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِيْنَ فَقَالَ أَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِيْ شَرَطْتُ فَعَمِلُوْا حَتَّى اِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوْا لَكَ مَا عَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوْا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ.

৫২৫. আবু মূসা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, মুসলমান, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায় যে, একদল লোককে এই বলে কাজে নিয়োগ করা হলো যে, তারা সন্ধা পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করার পর বললো, তোমার পারিশ্রমিকের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। (এরপর তারা কাজ ছেড়ে চলে গেল)। সুতরাং লোকটি আরেক দল লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করে বললো, দিনের অবশিষ্ট ভাগ পর্যন্ত কাজ করো, তোমাদের সাথে যে শর্ত করেছি তদনুযায়ী তোমাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করবো। তারা কাজ করতে থাকলো। কিন্তু আসরের নামাযের সময় হলে তারা বললো, (এ পর্যন্ত) আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। সুতরাং লোকটি আরেক দল লোককে পুনরায় কাজে নিয়োগ করলো। তারা দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু কাজ করলো অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলো এবং আগের দুই দলের পারিশ্রমিক সহ দিনের পুরো পারিশ্রমিক নিয়ে গেল।৯

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত। আতা বলেছেন, পীড়িত ব্যক্তি মাগরিবের ও এশার নামায এক সাথে আদায় করতে পারে।

٥٢٦. عَنْ عَطَاءِ بْنِ صُهَيْبٍ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَانَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

৯. উপরোক্ত দু'টি হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়টি জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা জাতি হিসেবে গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এবং মানবতাকে সৎ পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন ইহুদীদের ওপর। এজন্য তাদেরকে গাইডবুক বা দিকনির্দেশনা হিসেবে দিয়েছিলেন আসমানী গ্রন্থ তাওরাত। তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন গোটা বিশ্বকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাও এবং নিজেরাও তাঁর দাসত্ব করো। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই আজ্ঞাবাহী হয়ে চলো। এসব বাণীর বাস্তব অনুসরণের জন্য বহু আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের মধ্যে আগমন করেছেন। কিন্তু ইহুদী জাতি কিছুদিন এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেও পরে তারা সত্যের এ পথ পরিহার করে এবং বিপথগামী হয়ে আল্লাহর নির্দেশের বাইরে অবস্থান করতে থাকে। এরপর আল্লাহ হযরত ঈসা আ.-এর মাধ্যমে তাদেরকে শেষবারের মতো সংশোধন করতে চাইলেন। কিন্তু তারা হযরত ঈসা আ.-এর আহ্বানকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি বরং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাঁর এ প্রিয় বান্দাকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদের থেকে সরিয়ে নেন। ইহুদীদের পর সুযোগ আসে ঈসায়ীদের সামনে। ইনজীল নামক আসমানী গ্রন্থটি আল্লাহ দিয়েছিলেন তাদের চলার পথের দিশা হিসেবে। কিন্তু তারাও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে এবং কার্যক্ষেত্রে ইনজীলের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তাই বিশ্বকে সংশোধন করার এবং সৎকাজ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব এদের থেকে কেড়ে নিয়ে সর্বশেষে মুসলমানদেরকে প্রদান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তা কুরআনের অনুসারী মুসলমানদের কাছেই থাকবে। কাজেই মুসলমানদেরকে এখন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করে কাজ করতে হবে। উপরোক্ত কথাগুলোই নবী স.-এর মহান হাদীস দু'টিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৫২৬. রাফে ইবনে খাদীজের আযাদকৃত গোলাম আতা ইবনে সুহাইব রা. বলেছেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজকে বলতে শুনেছি যে, আমরা নবী স.-এর সাথে মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করতাম যে, আমাদের মধ্যকার কেউ কেউ ফিরে এসে (তীর নিক্ষেপ করতো এবং) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা দেখতে পেত।

٥٢٧. عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا اِذَا رَاٰهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَاِذَا رَاٰهُمْ اَبْطَوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ كَانُوا اَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ .

৫২৭. মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ মদীনায় আগমন করলে আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (কেননা, হাজ্জাজ বিলম্ব করে নামায আদায় করতেন) তিনি (জাবির ইবনে আবদুল্লাহ) বললেন, নবী স. যোহরের নামায দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন, যখন সূর্যের তেজ ও আলো অপরিবর্তিত থাকতো, মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাবার পর আদায় করতেন, এশার নামায কোনো সময় দেরীতে এবং কোনো সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। যখন দেখতেন, সবাই হাযির হয়েছে তখন তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং যখন দেখতেন সবাই বিলম্ব করছে তখন বিলম্বেই আদায় করতেন এবং ফজরের নামায লোকেরা সবাই অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নবী স. রাতের অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

٥٢٨. عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ اِذَا تَوَارَ بِالْحِجَابِ.

৫২৮. সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূর্য যখন পর্দার আড়ালে চলে যেত অর্থাৎ অস্তমিত হতো, তখন আমরা নবী স.-এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করতাম।

٥٢٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيْعًا وَثَمَانِيًا جَمِيْعًا .

৫২৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মাগরিব ও এশার নামায সাত রাকআত এবং যোহর ও আসরের নামায আট রাকআত এক সাথে আদায় করেছেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবকে এশা বলা অপছন্দ করে থাকে।

٥٣٠. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُولُ الْاَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ .

৫৩০. আবদুল্লাহ্ আল মুযানী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, অশিক্ষিত ও গ্রাম্য আরবগণ যেন মাগরিবের নামাযের নামের ব্যাপারে তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বিজয়ী না হয়। কেননা, অশিক্ষিত গ্রাম্যগণ মাগরিবকে এশা বলে থাকে।[১০]

২০. অনুচ্ছেদ ঃ এশা ও আতামাহ্ সম্পর্কে এবং যে এ উভয় শব্দ ব্যবহার করার অবকাশ আছে বলে মনে করেন। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, "মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের নামাযের চেয়ে কঠিন নামায আর নেই। নবী স. আরও বলেছেন, কতই না কল্যাণকর হতো যদি তারা আতামাহ্ (এশা) ও ফজরের নামাযের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারতো। আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম বুখারী র. বলেন, এশা বলাটাই উত্তম। কেননা, মহান আল্লাহ্ ঃ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ এ আয়াতে এশা শব্দ উল্লেখ করেছেন। আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এশার নামাযে আমরা এক এক করে পালাক্রমে নবী স.-এর কাছে যেতাম। এক সময়ে তিনি এশার নামায বা আতামাহ্ অনেক রাতে আদায় করলেন। ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. একবার এশার নামায আতামাহ (অনেক রাতে) আদায় করলেন। কেউ কেউ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আতামাহ সময়ে নবী স. প্রবেশ করলেন। জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. এশার নামায আদায় করতেন। আবু বারযাহ্ বর্ণনা করেছেন, নবী স. এশার নামায দেরী করে আদায় করতেন। আনাস রা. বলেছেন, নবী স. এশায়ে আখেরা আদায় করতে দেরী করেছিলেন। ইবনে উমর, আবু আইয়ুব ও ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নবী স. মাগরিব ও এশার নামায আদায় করেছেন।'

٥٣١.عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ أَحَدٌ.

৫৩১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, কোনো এক রাতে রসূলুল্লাহ্ স. আমাদেরকে এশার নামায পড়ালেন। যে নামাযকে লোকেরা আতামাহ্ বলে থাকে। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা কি বল? আজকের এ রাতে যারা এ ভূ-পৃষ্ঠে জীবিত আছে (ঠিক এ রাত থেকে নিয়ে) একশ' বছরের মাথায় তাদের কেউ এ ভূ-পৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকবে না।'

২১. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের ওয়াক্ত। লোক মসজিদে উপস্থিত হলে নামায আদায় করা এবং উপস্থিত হতে দেরী করলে দেরী করা।

٥٣٢.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ

১০. সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য আরবগণ মাগরিবের সময়কে এশা এবং এশার সময়কে আতামাহ্ বলতো এবং এটিই তাদের মধ্যে প্রচলিত ও বহুলভাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের দেয়া পরিভাষায় সূর্যাস্তের পরের সময়কে মাগরিব এবং মাগরিবের পরবর্তী সময়কে এশা বলা হয়। মাগরিবের পরিবর্তে এশা নামটি মাগরিবের ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত হওয়ার কারণে যেন এশা ও মাগরিবের স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তন না ঘটে এজন্য নবী স. এ হাদীসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, গ্রাম্য আরবদের দেয়া নাম এশা যেন মাগরিবের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ও বিজয়ী হয়ে না ওঠে। কেননা, এতে নানারূপ জটিলতা দেখা দিতে পারে।

عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

৫৩২. মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে নবী স.-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী স. যোহরের নামায দুপুর বেলা, সূর্যের তেজ অপরিবর্তিত থাকতেই আসরের নামায এবং সূর্য অস্তমিত হলে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। আর বেশী লোক (মসজিদে) উপস্থিত হলে জলদি করে এবং কম লোক উপস্থিত হলে দেরী করে এশার নামায আদায় করতেন এবং অন্ধকার থাকতে থাকতে ফজরের নামায আদায় করতেন।'

২২. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের মর্যাদা।

٥٢٣ـ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعِشَاءِ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ .

৫৩৩. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ্ স. এশার নামায আদায় করতে বিলম্ব করলেন। এটা করেছিলেন ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভের পূর্বে। তিনি ততক্ষণ আগমন করলেন না যতক্ষণ না উমর গিয়ে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং নবী স. বের হয়ে এসে মসজিদের (অপেক্ষমান) লোকদের বললেন, 'তোমরা ছাড়া গোটা বিশ্বের আর কেউ-ই আজ এ নামাযের জন্য অপেক্ষা করছে না।'

٥٣٤ـ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَاَصْحَابِي الَّذِيْنَ قَدِمُوْا مَعِيَ فِي السَّفِيْنَةِ نُزُوْلًا فِيْ بَقِيْعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ اَنَا وَاَصْحَابِيْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِيْ بَعْضِ اَمْرِهِ فَاَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتّٰى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلٰى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوْا اِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلّٰى هٰذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لَايَدْرِيْ أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُوْ مُوْسٰى فَرَجَعْنَا فَرْحٰى بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৩৪. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সাথীরা, যারা আমার সাথে জাহাজে ছিল, 'বাকী-এ-বুতহান' নামক জায়গায় অবস্থানরত ছিলাম।প্রত্যেক রাতে এশার নামাযের পর লোকেরা এক এক দল করে পালাক্রমে নবী স.-এর সাথে সাক্ষাত করতো। একদিন আমি ও আমার সাথীরা সবাই নবী স.-এর সাথে মিলিত হলাম। কিন্তু তিনি নিজের কিছু কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন যে, এশার নামাযে আসতে অনেক দেরী করলেন এমনকি এভাবে অর্ধেক রাত পর্যন্ত কেটে গেল। পরে এসে সকলকে সাথে করে নামায আদায় করলেন। যারা (নামাযে) হাযির ছিল, নামায শেষে তাদেরকে বললেন, সবাই নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। সুসংবাদ শোন, এটাও আল্লাহর একটা অনুগ্রহ যে, এ সময়ে তোমরা ছাড়া মানব সমাজের কেউ-ই নামায আদায় করছে না। অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমরা ছাড়া কেউ-ই নামায আদায় করলো না।এ দুটি বাক্যের মধ্যে কোন্‌টি নবী স. বলেছিলেন (বর্ণনাকারী বলেন) তা আমি জানি না। আবু মূসা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যা শুনলাম, তাতে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ।

٥٣٥. عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا.

৫৩৫. আবু বারযাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এশার নামায আদায়ের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং (এশার নামাযের) পরে কথাবার্তা বা গল্প-গুজব অপছন্দ বা মাকরূহ মনে করতেন।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমের ভাব হলে এশার নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমাবে না।

٥٤٢.أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْاَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ اِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ ٠

৫৩৬. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন। এক রাতে রসূলুল্লাহ স. এশার নামায আদায় করতে অনেক দেরী করলেন। শেষ পর্যন্ত উমর তাঁকে ডেকে বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) নামাযের জন্য সব প্রস্তুতি শেষ (সবাই প্রস্তুত), (অনেক রাত হওয়ার কারণে) নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন তিনি [রসূলুল্লাহ স.] আগমন করলেন এবং বললেন, এ নামাযের জন্য আজ তোমরা ছাড়া গোটা ভূ-পৃষ্ঠে আর কেউ অপেক্ষা করছে না। (রাবী বলেন) সেই সময় মদীনা ছাড়া আর কোথাও নামায আদায় করা হতো না। তিনি আরও বলেছেন, সাহাবাগণ সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দৃশ্যমান লালিমা অপসৃত হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশের মধ্যে (এশার) নামায আদায় করতেন।

٥٢٧. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يَنْتَظِرُ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَيُبَالِي اَقَدَّمَهَا اَمْ اَخَّرَهَا اِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى اَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاَةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْهَا هٰكَذَا فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا اَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِيْ عَطَاءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ اِبْهَامُهُ طَرَفَ الْاُذُنِ مِمَّا يَلِيَ الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ وَلاَ يَبْطُشُ اِلاَّ كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْا هٰكَذَا .

৫৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এক রাতে কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে এশার নামাযে আসতে তাঁর খুব দেরী হয়ে গেল। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে জাগলাম এবং আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে যখন আবার জাগলাম তখন নবী স. আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরা ছাড়া এ ভূ-পৃষ্ঠে কোনো অধিবাসীই নামাযের জন্য (এমনভাবে) অপেক্ষা করছে না। ইবনে উমর ঘুমের চাপের ফলে সঠিক ওয়াক্তে এশার নামায আদায় করা যাবে না এ আশংকা না থাকলে এশার নামায দেরী করে পড়লেন না আগেভাগেই পড়লেন এ ব্যাপারে কোনো পরোয়া করতেন না। এশার নামায আদায় করার পূর্বে তিনি কোনো কোনো সময় ঘুমিয়ে নিতেন। ইবনে জুরায়েজ রা. বলেন, এ বিষয়টি আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. এশার নামায আদায় করতে অনেক দেরী করলেন। এমনকি লোকেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। তারা জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। পরে যখন আবার জাগল, তখন উমর ইবনে খাত্তাব উঠে গিয়ে [রসূলুল্লাহ স.-কে] বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) নামাযের জন্য সবাই প্রস্তুত (নামায পড়িয়ে দিন)। আতা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর নবী স. এমন অবস্থায় বেরিয়ে

আসলেন আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি, তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি টপকে পড়ছে আর তিনি মাথার ওপর নিজের হাত স্থাপন করে আছেন। তিনি (এসে) বললেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে যদি আমি মনে না করতাম তবে তাদের এভাবে (এ সময়ে) এশার নামায আদায় করতে নির্দেশ দান করতাম। ইবনে জুরাইজ বলেন, ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী নবী স. কিভাবে তাঁর মাথার ওপর হাত রেখেছিলেন তা বাস্তবে জানার জন্য আমি আতার নিকট কথাটির ব্যাখ্যা চাইলাম। আতা তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করলেন এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলো মাথার এক পাশে রেখে (চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে) একত্রিত করলেন। আর এভাবে মাথার ওপর দিয়ে টেনে কানের যে পাশ চেহারার সাথে সংলগ্ন এমনভাবে সেদিকে নিয়ে গেলেন যে, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের পার্শ্ব স্পর্শ করে দাড়ির সাথে লেগে গেল। যখন তিনি মাথা থেকে পানি চিপতেন বা তাড়াহুড়ো করতেন তখন এরূপই করতেন। এরপর তিনি [নবী স.] বললেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করলে আমি তাদেরকে এভাবেই (এশার) নামায আদায় করতে নির্দেশ দিতাম।'

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশার নামাযের সময়। আবু বারযাহ্‌ বলেন, নবী স. এশার নামায বিলম্ব করে পড়া পছন্দ করতেন।

٥٣٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوْا اَمَا اِنَّكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا ٠

৫৩৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. এশার নামায আদায় করতে অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করলেন। পরে (এসে) নামায আদায় করে তিনি বললেন, অন্য সবাই নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, (একমাত্র তোমরাই জেগে আছ) জেনে রাখ যতক্ষণ তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ নামাযরত অবস্থায়ই ছিলে।[১১]

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের মর্যাদা।

٥٣٩. عَنْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَ تُضَامُّوْنَ أَوْ لاَ تُضَاهُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ٠

৫৩৯. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রা. বর্ণনা করেন, একদিন (পূর্ণিমার রাতে) আমরা নবী স.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন,

১১. এ হাদীসের সাথে ইবনে আবু মরিয়ম এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আইয়ুব হুমায়েদের মাধ্যমে আনাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আনাস রা. বলেছেন, ঐ রাতে নবী স.-এর আংটির চাকচিক্য যেন আমি এখনো দেখছি।

তোমরা যেমন এ পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই তেমনিভাবে তোমাদের রব (মহান আল্লাহ্ তাআলা)-কেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্টতা থাকবে না। সুতরাং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায (ফজর ও আসরের নামায) আদায়ের ব্যাপারে যাতে তোমরা (শয়তান কর্তৃক) পরাভূত না হও তার ব্যবস্থা কর। এরপর তিনি (কুরআনের আয়াত) পাঠ করলেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ্ পড় বা পবিত্রতা ঘোষণা কর।[১২]

٥٤٠. عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৫৪০. আবু বকর ইবনে আবু মূসা রা. তার পিতা (আবু মূসা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি ঠাণ্ডা ওয়াক্তের নামায (ফজর ও আসরের নামায ঠিক সময়মত) আদায় করবে সে জান্নাতে যাবে।[১৩]

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের সময়।

٥٤١. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوْا اِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرَ خَمْسِيْنَ أَوْ سِتِّيْنَ يَعْنِيْ اٰيَةً .

৫৪১. কাতাদাহ্ আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস রা. বলেছেন, যায়েদ ইবনে সাবেত তাঁকে জানিয়েছেন যে, এক রাতে তাঁরা (সাহাবীগণ) নবী স.-এর সাথে সেহরী খেয়ে ফজরের নামাযে দাঁড়ালেন। আনাস রা. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ও দুটোর মধ্যে অর্থাৎ সেহরী ও ফজরের নামাযের মধ্যকার (সময়ের) পার্থক্য কিরূপ ছিল ? জবাবে যায়েদ বললেন, আনুমানিক পঞ্চাশ অথবা ষাটটি আয়াত তেলাওয়াত করার মত সময়ের পার্থক্য ছিল।

٥٤٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

৫৪২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. ও যায়েদ ইবনে সাবেত (এক রাতে) এক সাথে সেহরী খেলেন এবং উভয়ের সেহরী খাওয়া শেষ হলে নবী স. (ফজরের) নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং নামায শেষও করলেন। (কাতাদাহ্

---

১২. আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম বুখারী বলেন, ইবনে শিহাব ইসমাঈল ও কায়েসের মাধ্যমে জারীর থেকে এ হাদীস এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বলেছেন, তোমরা তোমাদের রব (মহান আল্লাহ্ তাআলা)-কে অবশ্যই প্রকাশ্যে চর্মচক্ষুতে দেখতে পাবে।

১৩. ইসহাক, হাব্বান, হাম্মাম, আবু জামরা, আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ ও আবদুল্লাহর মাধ্যমে নবী স. থেকে উপরোল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

বলেন,) আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, [তাঁদের নবী স. ও যায়েদ ইবনে সাবেত] সাহ্রী শেষ করে নামায আরম্ভ করার মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান ছিল? জবাবে তিনি (আনাস) বললেন, যে সময়ের মধ্যে একজন লোক পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারে।

٥٤٣. عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اَتَسَحَّرُ فِيْ أَهْلِيْ ثُمَّ يَكُوْنُ سُرْعَةٌ بِيْ اَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

৫৪৩. সাহল ইবনে সাআদ রা. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বাড়ীতে আমার পরিবারের লোকদের সাথে সেহ্রী খেতাম এবং তারপর রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে (ফজরের) নামায পাওয়ার জন্য আমাকে তাড়াহুড়া করতে হতো।

٥٤٤. أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

৫৪৪. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, ঈমানদার নারীগণ রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করার জন্য চাদরে সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করে জামাআতে হাজির হতো এবং নামায সমাধা করে বাড়ীতে ফিরে যেত। কিন্তু (তখনো) শেষ রাতের অস্পষ্ট অন্ধকারের কারণে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না।[১৪]

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বেলা ওঠার পূর্বে কেউ যদি ফজরের নামাযের এক রাকআত মাত্র আদায় করতে পারে।

٥٤٥. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

৫৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, বেলা ওঠার আগে কেউ যদি ফজরের এক রাকআত নামায আদায় করতে পারে সে ফজরের পুরো নামায (বেলা ওঠার আগে) আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি বেলা ডুবে যাওয়ার আগে আসরের এক রাকআত নামায পেল সে পুরো আসরকেই (বেলা ডোবার আগে) আদায় করলো।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো নামাযের এক রাকআত পেলে (অর্থাৎ সময়মত এক রাকআত) তা আদায় করার হুকুম।

---

১৪. আবু বারযাহ্ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী স.-এর সাথে লোকেরা এমন সময় ফজরের নামায শেষ করতো যে, যে কোনো ব্যক্তি তার পাশের ব্যক্তিকে চিনতে পারত। আর আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসে বলা হচ্ছে যে, মেয়েরা নামায পড়ে এমন সময় বাড়ী ফিরতো যে, অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না। বাহ্যত হাদীস দুটির মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেলেও আদতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চেনা এবং দূর থেকে দেখে মেয়েদেরকে চেনার মধ্যে পার্থক্য আছে। এ থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট হয় যে, নবী করীম স.-এর ফজরের নামায শেষ হতো আলো-আঁধারি অবস্থার মধ্যে।

٥٤٦. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .

৫৪৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, কেউ কোনো নামাযের এক রাকআত পেলে সে পুরো নামাযই পেল।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পর বেলা বেশকিছু ওপরে ওঠা পর্যন্ত নামায নেই।

٥٤٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ .

৫৪৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক জনপ্রিয় ও পসন্দনীয় ব্যক্তি—যাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও পসন্দনীয় ব্যক্তি হলেন উমর। তিনি আমার কাছে বলেছেন, নবী স. ফজরের নামাযের পরে সূর্য উদিত হয়ে আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।[১৫]

٥٤٨. عَنْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُم طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا وَقَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوْا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيْبَ.

৫৪৮. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, সূর্য উদিত হওয়াকালে এবং অস্ত যাওয়াকালে তোমরা নামায আদায় করতে মনস্থ করো না। উরওয়া বলেছেন, ইবনে উমর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, সূর্যের প্রান্ত ভাগ উদিত (দৃষ্টিগোচর) হলে তা উদিত হয়ে উর্ধে না ওঠা পর্যন্ত নামায আদায়ে বিলম্ব করো এবং সূর্যের প্রান্তভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি অদৃশ্য হয় ততক্ষণ নামায আদায়ে বিলম্ব করো।

٥٤٩. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاَحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِىْ بِفَرْجِهِ اِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ.

১৫. ইমাম বুখারী বলেছেন, মুসাদ্দাদ, ইয়াহ্ইয়া, শো'বা, কাতাদা, আবুল আলিয়া ও ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, কয়েকজন লোক আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

৫৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দু প্রকারে বেচাকেনা, দু ধরনের পোশাক ও দু সময়ে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের (নামায পড়ার) পরে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের (নামায পড়ার) পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোনো নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। সাম্মা এবং এক কাপড়ে এমনভাবে শরীর ঢাকতে নিষেধ করেছেন যাতে উপরের দিক থেকে লজ্জাস্থান খোলা থাকে। আর বায়-এ মুনাবাযা ও বায়-এ মুলামাসা (মুনাবাযা ক্রেতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথর যে দ্রব্যের উপর পড়ে তার ক্রয়-বিক্রয় এবং মুলামাসা ক্রেতা কর্তৃক স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়যোগ্য দ্রব্য নির্ধারণ) করতেও নিষেধ করেছেন।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে নামাযের জন্য মনস্থ করবে না। (আসরের নামায আদায় করার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত)।

٥٥٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَعِنْدَ غُرُوْبِهَا ٠

৫৫০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সূর্য উদয়ের সময় কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামায আদায়ের জন্য মনস্থ না করে।

٥٥١. عَنْ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ ٠

৫৫১. আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উদিত হয়ে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য পুরোপুরি অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোনো প্রকার নামায আদায় করা চলবে না।

٥٥٢. عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ٠

৫৫২. মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা এমন এক নামায আদায় কর যা আমি কখনো রসূলুল্লাহ স.-কে আদায় করতে দেখিনি। অথচ আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেছি। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] ঐ দু রাকআত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পরে যে দু রাকআত নামায পড়া হয়।

٥٥٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ٠

৫৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দুটি (সময়ের) নামায থেকে নিষেধ করেছেন। ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়ার আগে নামায পড়তে এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে নামায পড়তে।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আসর ও ফজরের (ফরয) নামাযের পর ছাড়া অন্য কোনো সময় নামায পড়াকে মাকরূহ বা অপসন্দনীয় মনে করে না। এটি উমর, ইবনে উমর, আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন।

٥٥٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُصَلِّيْ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِيْ يُصَلُّوْنَ لاَأَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَاشَاءَ غَيْرَ أَنْ لاَتَحَرُّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَغُرُوْبَهَا.

৫৫৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের সাথী ও বন্ধুদের আমি যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি ঠিক সেভাবে নামায আদায় করে দেখাচ্ছি। দিনে হোক বা রাতে আমি কাউকে নামায আদায় করতে নিষেধ করছি না। তবে সূর্য ওঠার সময় ও অস্ত যাওয়ার সময় কেউ নামায আদায় করতে মনস্থ করো না।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের পর কাযা নামায বা অনুরূপ কোনো নামায আদায় করা। কুরাইব উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন,) নবী স. আসরের নামাযের পর দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা আমাদের ব্যস্ত রেখে যোহ্‌রের পর দু রাকআত নামায আদায় করার মত অবকাশ দেয়নি।

٥٥٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِيْ ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللّٰهُ وَ مَالَقِيَ اللّٰهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ وَكَانَ يُصَلِّيْ كَثِيْرًا مِّنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا وَلاَ يُصَلِّيْهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اَنْ يُثَقِّلَ عَلَى اُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

৫৫৫. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, সে মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি তাঁকে [নবী স.] উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (আসরের পরে) দু রাকআত নামায পড়া পরিত্যাগ করেননি। আর অধিক নামায পড়তে পড়তে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এমন অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন। আসরের পর যে দু রাকআত নামায তিনি পড়তেন তা অধিকাংশ সময়ই বসে বসে পড়তেন। নবী স. এ দু রাকআত নামায মসজিদে না পড়ে এ ভয়ে বাড়ীতে পড়তেন যে, তাঁর উম্মতের জন্য তা কঠিন ও কষ্টকর হবে। (অর্থাৎ যদি তা শেষ পর্যন্ত তাঁর উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় করে দেয়া হয়)। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য সহজসাধ্য জিনিসই সর্বদা পসন্দ করতেন।

٥٥٦. قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ اُخْتِيْ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ قَطُّ.

৫৫৬. আয়েশা রা. তাঁর বোনপো (ভাগ্নে উরওয়া)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে ভাগ্নে! আমার কাছে অবস্থানের সময় নবী স. আসরের পর দু রাকআত নামায আদায় করা কখনো ছাড়েননি।

٥٥٧.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ ·

৫৫৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনোভাবেই রসূলুল্লাহ স. দু রাকআত নামায আদায় পরিত্যাগ করতেন না। আর তাহলো ফজরের নামাযের পূর্বে দু রাকআত নামায এবং আসরের পরে দু রাকআত নামায।

٥٥٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فِيْ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ الاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ·

৫৫৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোনোদিন যখনই নবী স. আসরের পর আমার কাছে আসতেন তখনই দু রাকআত নামায আদায় করতেন।[১৬]

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বাদলা দিনে সকাল সকাল নামায পড়া।

٥٥٩.اَنَّ اَبَا الْمَلِيْحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ ·

৫৫৯. আবুল মালীহ্ রা. বর্ণনা করেছেন, এক বাদলা দিনে আমরা বুরায়দার সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সকাল সকাল (আসরের) নামায আদায় করে নাও। কেননা, নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল (ছুটে গেল) তার সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেল।'

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আযান দেয়া।

٥٦٠.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ بِلاَلٌ اَنَا اُوْقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوْا وَاَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ اِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلاَلُ اَيْنَ مَاقُلْتَ قَالَ مَا اُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا

১৬. আসরের নামাযের পরে নবী করীম স.-এর এ দু রাকআত নামায সংক্রান্ত হাদীসগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে ইতিপূর্বে বর্ণিত ও আসরের নামাযের পর আর কোনো নামায নেই, এ হাদীসে বর্ণিত বক্তব্যের বিরোধী। কিন্তু মূলতঃ আলোচ্য দু ধরনের হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। কারণ ফজর ও আসরের নামাযের পরে আর কোনো নামায নেই—এ হচ্ছে 'কওলী' হাদীস। অর্থাৎ একথা রসূলুল্লাহ স. বলেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসগুলো হচ্ছে 'ফেলী'। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. সে কাজ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কওলী হাদীস উম্মতের সবার জন্য প্রযোজ্য আর ফেলী হাদীসকে রসূল স.-এর নিজের সাথে বিশেষিত ব্যক্তিগত কাজ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, যা উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়।

عَلَيْكُم حِيْنَ شَاءَ يَابِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى ٠

৫৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ রা. তার পিতা আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমরা নবী স.-এর সাথে পথ চললাম। কেউ কেউ নবী স.-কে বললো, হে আল্লাহর রসূল! শেষ রাতে আপনি যদি আমাদের সাথে আরাম করতেন (নিদ্রা যেতেন) তাহলে কতই না ভাল হতো! তিনি বললেন, আমি তোমাদের ঘুমিয়ে নামায কাযা করার আশংকা করি। তখন বেলাল বললেন, আমি আপনাদের সবাইকে জাগিয়ে দেব। সুতরাং সবাই শুয়ে পড়লো কিন্তু বেলাল তার উটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে রইলো। কিন্তু তার দুটি চোখ মুদে আসলে সেও নিদ্রিত হয়ে পড়লো। সকালে সূর্যের প্রান্তরেখা দেখা দিলে নবী স. জাগ্রত হলেন এবং বেলালকে ডেকে বললেন, হে বেলাল, তুমি যা বলেছিলে তা কোথায় ? বেলাল বললো, কোনোদিনও আমাকে এমন নিদ্রায় পায়নি, (যা গত রাতে পেয়েছিল)। একথা শুনে নবী স. বললেন, আল্লাহ যখন ইচ্ছা তোমাদের রূহকে কবয করে নিয়েছিলেন এবং যখন ইচ্ছা ফেরত দিয়েছেন। (অতএব, এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো হাত নেই)। হে বেলাল! যাও, নামাযের জন্য আযান দাও। অতপর তিনি অযু করলেন এবং সূর্য কিছু ওপরে উঠলে এবং চারদিক আলোকিত হয়ে পড়লে তিনি উঠে নামায আদায় করলেন।'

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি লোকদের সাথে নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করে।

٥٦١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللّٰهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَاءَ يَومَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللّٰهِ مَاصَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا الٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَ تَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبِ.

৫৬১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় (একদিন) সূর্যাস্তের পর উমর ইবনে খাত্তাব রা. নবী স.-এর কাছে এসে কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের গালি দিতে থাকলেন। তিনি (উমর) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এখন পর্যন্ত আসরের নামায আদায় করতে পারিনি, এমনকি সূর্য অস্ত যায় যায়। নবী স. বললেন, আল্লাহর শপথ, আমিও আসরের নামায আদায় করিনি। (উমর বলেন), সুতরাং আমরা উঠে বুতহানের দিকে অগ্রসর হলাম। সেখানে তিনি [নবী স.] নামাযের জন্য অযু করলেন। আমরাও অযু করলাম এবং সূর্যাস্তের পর তিনি [নবী স.] আসরের নামায আদায় করলেন এবং এরপরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোনো নামায আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তা আদায় করে নেবে এবং উক্ত নামাযই শুধু আদায় করবে। ইবরাহীম বলেছেন, কেউ বিশ বছর যাবত একই নামায পরিত্যাগ করে থাকলে একমাত্র ঐ নামাযই তাকে আদায় করতে হবে।

٥٦٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا الاَّ ذٰلِكَ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ قَالَ مُوْسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ ٠

৫৬২. আনাস ইবনে মালেক রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, কেউ কোনো নামাযের কথা ভুলে গেলে তা যখনই স্মরণ হবে তখনই আদায় করে নেবে। উক্ত নামাযের এছাড়া আর কোনো কাফ্ফারা নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।" মূসা র. বলেন, হাম্মাম র. বলেছেন যে, আমি তাকে (কাতাদা) পরে বলতে শুনেছি, "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করো।"

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামাযসমূহ পরম্পরা বজায় রেখে আদায় করতে হবে। (অর্থাৎ কারো যদি অনেকগুলো ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াক্তের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে নামাযের পর যেটা ঠিক সেভাবেই এক এক করে আদায় করতে হবে)।

٥٦٣.عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ فَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ٠

৫৬৩. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় (একদিন সন্ধ্যায়) উমর রা. কুরাইশ কাফেরদেরকে গালি দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, তাদের কারণে, সূর্যাস্তের পূর্বে আমি আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। জাবির বলেন, পরে আমরা বুতহান নামক স্থানে গেলাম এবং নবী স. সেখানে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের নামায আদায় করলেন এবং তারপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের পর কথাবার্তা বা গল্প-গুজব করা মাকরূহ।

٥٦٤. عَنْ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ اِلَى أَبِيْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ وَهِيَ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلَى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا اِلَى أَهْلِهِ فِيْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي

الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلوَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ۔

৫৬৪. আবুল মিনহাল রা. বর্ণনা করেন। আমি ও আমার পিতা আবু বারযাহ আসলামীর কাছে গমন করলাম। আমার পিতা তাকে বললেন, রসূলুল্লাহ স. কিভাবে (কখন কখন) ফরয নামাযসমূহ আদায় করতেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি (আবু বারযাহ আসলামী) বললেন, তিনি [নবী স.] যোহরের নামায—যাকে তোমরা আল উলা বলে থাক—এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য (মাথার ওপর থেকে) ঢলে পড়তো, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ (ইচ্ছা করলে নামাযের পর) মদীনার প্রান্ত ভাগে তার বাসস্থানে পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে সূর্যের তেজ থাকতে থাকতে আবার ফিরে আসতে পারত। (আবুল মিনহাল বলেন,) মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার নামায দেরীতে আদায় করা তিনি উত্তম মনে করতেন এবং এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া বা পরে কথাবার্তা বলা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন। আর ফজরের নামায আদায় করে যখন ফিরতেন তখন লোকে তার পাশের ব্যক্তিকে দেখে চিনতে পারত। তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক'শ আয়াত পর্যন্ত কেরাআত করতেন।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের পর জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণকর বিষয়ে কথাবার্তা বলা।

٥٦٥. عَنْ قُرَّةَ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيْرَانُنَا هٰؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسٌ نَظَرْنَا النَّبِىَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ الَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : اَلَا اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا ثُمَّ رَقَدُوْا وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِىْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ ۔

৫৬৫. কুররা ইবনে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন হাসান (বসরী)-এর জন্য (মসজিদে) অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আসতে এতো দেরী করলেন যে, মসজিদ থেকে তাঁর বিদায় নেয়ার সময় নিকটবর্তী হলো। এরপর তিনি এসে বললেন, আমার এ প্রতিবেশীরা আমাকে ডেকে নিয়েছিল, (এজন্য আমার আসতে বিলম্ব হয়েছে)। অতপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, এক রাতে আমরা (মসজিদে বসে) নবী স.-এর অপেক্ষা করতে করতে রাতের অর্ধাংশ কেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। এরপর তিনি এসে আমাদের নামায পড়ালেন এবং নামায শেষে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, জেনে রাখ। অন্য সবাই নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যতক্ষণ থেকে তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসে আছ ততক্ষণ থেকে নামাযরত অবস্থায় আছ।[১৭]

১৭. এ হাদীসের অনুসরণে হাসান বসরী বলেছেন, মানুষ যতক্ষণ কল্যাণ বা ভালোর জন্য অপেক্ষা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কল্যাণের মধ্যেই নিমগ্ন থাকে। কুররা বলেছেন, হাসান বসরীর একথাগুলোর সারকথা আনাস কর্তৃক বর্ণিত নবী স.-এর হাদীসে আছে।

٥٦٦.عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِيْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ رَاْسَ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسُ فِيْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى مَا يَتَحَدَّثُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَاِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنَّهَا تَخْرِمُ ذَالِكَ الْقَرْنَ

৫৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর শেষ জীবনে এক রাতে এশার নামায আদায় করে সালাম ফিরিয়ে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা কি বল ? (হ্যাঁ, শোনো), আজ যারা এ ভূ-পৃষ্ঠে আছে আজ থেকে ঠিক এক'শ বছরের মাথায় তাদের কেউ-ই থাকবে না। ইবনে উমর বলেন, নবী স.-এর এ কথাটির মর্ম উপলব্ধি করতে লোকেরা ভুল করেছে এবং এক'শ বছরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক কথা বলেছে। নবী স. যা বলেছেন তাহলো, আজ যারা এ ভূ-পৃষ্ঠে আছে তাদের কারোর (আজ থেকে এক'শ বছর পূর্তির মাথায়) অস্তিত্ব থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজ পরিবারের লোক ও মুসাফিরের সাথে এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা।

٥٦٧.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاءَ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَاِنْ اَرْبَعٌ فَخَامِسٌ اَوْ سَادِسٌ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ قَالَ فَهُوَ اَنَا وَاَبِيْ وَاُمِّيْ فَلَا اَدْرِيْ قَالَ وَامْرَاَتِيْ وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ اَبِيْ بَكْرٍ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَاَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ اَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ اَوَ مَاعَشَّيْتِيْهِمْ قَالَتْ اَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرِضُوْا فَاَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ اَنَا فَاخْتَبَاْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا لَا هَنِيْئًا لَكُمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَطْعَمُهُ اَبَدًا وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَاْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ اِلَّا رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرُ مِنْهَا ـ قَالَ وَشَبِعُوْا وَصَارَتْ اَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ

قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَا هِىَ كَمَا هِىَ اَوْ اَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِاِمْرَاَتِهٖ يَا اُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا قَالَتْ لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِىْ لَهِىَ الْاٰنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ فَاَكَلَ مِنْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ اَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْاَجَلُ فَفَرَّقَنَا اثْنَىْ عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ اُنَاسٌ، اَللّٰهُ اَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَاَكَلُوْا مِنْهَا اَجْمَعُوْنَ اَوْ كَمَا قَالَ ٠

৫৬৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আসহাবে সুফ্ফাগণ ছিলেন দরিদ্র। এজন্য নবী স. (সকল সাহাবীগণকে) বলে দিয়েছিলেন যে, যাদের কাছে দুজন লোকের খাদ্যের সংস্থান আছে তারা আসহাবে সুফ্ফার মধ্য হতে একজনকে নিয়ে গিয়ে (তাদের আহারে) তৃতীয়জনকে অন্তর্ভুক্ত করবে। চারজনের খাদ্য থাকলে (আসহাবে সুফ্ফার একজন বা দুজনকে নিয়ে গিয়ে তাদের আহারে) পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠজনকে অন্তর্ভুক্ত করবে। (একদিন) আবু বকর তিনজনকে এবং নবী স. দশজনকে নিয়ে আসলেন। আবদুর রহমান বলেন, আমি, আমার পিতা (আবু বকর) ও আমার মা ছিলাম (আমাদের সংসারে)। (আবু উসমান বলেন), জানি না তিনি একথাও বলেছিলেন কিনা যে, আমার স্ত্রী এবং খাদেমও ছিল—যে আমার ও আবু বকর উভয়ের গৃহে কাজ করতো। আবু বকর নবী স.-এর ওখানেই রাতের খাবার গ্রহণ করে কিছু সময় সেখানে কাটালেন এবং সেখানেই এশার নামায আদায় করলেন। এরপরও তিনি এতক্ষণ দেরী করে ফিরলেন যে, ইতিমধ্যে নবী স. কিছু আরামও করে নিলেন। এরপরে আল্লাহর ইচ্ছামত কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ী ফিরলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, তোমার মেহমানদের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমার মেহমানের থেকে কে তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল ? (অর্থাৎ তাদের কথা ভুলে বসেছিলে)। আবু বকর বললেন, তুমি কি তাদেরকে (রাতের) খাবার দাওনি ? তিনি বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেছে। খাদ্য তো তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আবদুর রহমান বলেন, আমি (তখন ভয়ে) আত্মগোপন করলাম। আবু বকর রাগান্বিত হয়ে, 'হে গুনসার'! বলে সম্বোধন করলেন এবং ভাল-মন্দ অনেক কিছু বললেন। অতপর তাদেরকে (আহলে সুফ্ফার লোকদের) বললেন, আপনারা কোনো দ্বিধা না করে খেয়ে নিন। তারপর বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো খাব না। (আবদুর রহমান বলেন), আল্লাহর কসম, আমরা যখনই কোনো লোকমা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম সাথে সাথে তার নীচে ঐ পরিমাণের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। আবদুর রহমান বলেন, সকল মেহমানই তৃপ্তি সহকারে খেলেন, কিন্তু খাদ্য পূর্বাপেক্ষাও বেশী অবশিষ্ট থাকলো। আবু বকর খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা পূর্বের মতো বা তার চেয়ে অধিক রয়ে গেছে। তাই তিনি (বিস্ময়ের সাথে) স্ত্রীকে বললেন, হে বনী ফেরাসের ভগ্নি, এ কি কাণ্ড দেখছি! তিনি বললেন, আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ! এগুলো নিসন্দেহে এখন পূর্বের চেয়ে তিন গুণ অধিক। তখন

আবু বকর ঐ খাদ্য থেকে খেলেন এবং বললেন, আমার পূর্বের ঐকথা অর্থাৎ না খাওয়ার শপথ, শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছে। এরপরে তিনি আরো এক গ্রাস মুখে নিলেন এবং অবশিষ্ট খাদ্য নবী স.-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং সকালেই তিনি সেখানে পৌছলেন। আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল এবং তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমরা বারোজন লোককে আলাদা আলাদা করে দিলাম। এদের প্রত্যেকের সাথে আবার কিছুসংখ্যক লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কতজন করে লোক ছিল। যাই হোক, তাঁরা সবাই উক্ত খাদ্য গ্রহণ করলো।

❑

অধ্যায়-১০

كتَابُ الْاَذَان

(আযানের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সূত্রপাত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّيَعْقِلُوْنَ .

"তোমরা যখন নামাযের জন্য আযান ঘোষণা কর তখন ওরা (মুশরিকরা) এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং সেটাকে খেলার বস্তু বানায়। এর কারণ হচ্ছে, ওরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বলতে কিছু নেই।"

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّومِ الْجُمُعَةِ..........

"জুমআর দিন আযান দিয়ে নামাযের আহ্বান জানানো হয়।"

٥٦٨.عَنْ اَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوتِرَ الْاِقَامَةَ .

৫৬৮. আনাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ (নামাযের জন্য কিভাবে আহ্বান করা হবে সে আলোচনা প্রসঙ্গে) সাহাবীগণ আগুন জ্বালাবার অথবা ঘণ্টা বাজাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এ দুটোকে ইয়াহুদ ও নাসারাদের প্রথা বলে আখ্যায়িত করা হয়। অতপর বেলালকে আযানের বাক্য দু'বার করে এবং ইকামতের বাক্য একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়।[১]

٥٦٩.عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادٰى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُم اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلاَ تَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِىْ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ .

৫৬৯. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন ঃ মুসলমানগণ মদীনায় আগমন করার পর নামাযের সময় অনুমান করে মসজিদে জমায়েত হতেন। সে সময় নামাযের জন্য আহ্বান করা হতো না। একদিন তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কিছুসংখ্যক সাহাবী বললেন, নাসারাদের মত ঘণ্টা বানিয়ে নাও। অপর কয়েকজন মত প্রকাশ করলেন, না, তা নয়; বরং ইয়াহুদীদের শিঙ্গার মতো শিঙ্গা বানিয়ে নাও। এ সময় উমর বললেন ঃ এক

---

১. হানাফীগণ অন্য এক হাদীসের ভিত্তিতে ইকামতের বাক্যগুলোও দু'বার করে বলেন।

ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক সে নামাযের সময় লোকদেরকে আহ্বান করবে। তখন রসূলুল্লাহ স. বেলালকে নামাযের জন্য আহ্বান করার নির্দেশ দিলেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের বাক্য জোড়ায় জোড়ায়।

٥٧٠. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَالْاِقَامَةَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ ·

৫৭০. আনাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং কাদকামাতিস সালাত ছাড়া ইকামতের বাক্যগুলো একবার একবার করে বলার জন্য বেলালকে হুকুম দেয়া হয়েছিল।

٥٧١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلَمُوْا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُوْنَهُ فَذَكَرُوْا اَنْ يُوْرُوْا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوْا نَاقُوْسًا فَأُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ ·

৫৭১. আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেছেন ঃ মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা নামাযের সময়ের জন্য এমন কোনো চিহ্ন নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিলেন যার সাহায্যে নামাযের জামাআত প্রস্তুত একথা বুঝা যায়। এ সময় কেউ কেউ বললেন ঃ আগুন জ্বালান হোক অথবা ঘন্টা বাজান হোক। তখন বেলালকে আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার হুকুম দেয়া হলো।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাদকামাতিস সালাত বাক্য ছাড়া ইকামতের বাকী অংশগুলো একবার করে বলা।

٥٧٢. عَنْ أَنَسٍ أُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ فَذَكَرْتُ لِاَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ ·

৫৭২. আনাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার জন্য বেলালকে হুকুম দেয়া হয়েছিল। ইসমাঈল বলছেন ঃ আমি আইয়ুবের কাছে একথা বলার পর তিনি বললেন ঃ ঠিকই, তবে কাদকামাতিস সালাত দু'বার বলতে হবে।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ফযীলত।

٥٧٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَيَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلّٰى ·

৫৭৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে এতদূরে চলে যায় যেখান থেকে আযান শোনা যায় না। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। যখন ইকামত বলা হয়, তখন আবার দূরে চলে যায়। ইকামত শেষ হলে লোকদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য আবার ফিরে আসে। যেসব কথা মনে নেই (শয়তান) এসে সেসব কথা স্মরণ করতে বলে। বলে ঃ ঐ-যে ঐকথাটি স্মরণ কর। ঐ কথাটি স্মরণ কর। এর ফলে একজন মুসল্লী ক'রাকআত নামায পড়েছে তা তখন তার মনে থাকে না।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চৈস্বরে আযান দেয়া।

উমর ইবনে আবদুল আযীয মুয়ায্যিনদের বলেছিলেন ঃ তোমরা স্বাভাবিক কণ্ঠে আযান দাও, নতুবা আমাদের কাছ থেকে বিদায় হও।

٥٧٤. اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ اَلْخُدرِيَّ قَالَ لَهُ اِنِّىْ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِىْ غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَانَّهُ لاَ يَسمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنسٌ وَلاَ شَئٌ الاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৭৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. একজন লোককে বললেন, তুমি দেখছি বন-জঙ্গলে বকরি চরাতে ভালবাস। কাজেই তুমি যখন বন-জঙ্গলে থাক এবং নামাযের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চস্বরে আযান দেবে। কারণ জ্বিন মানুষ অথবা অন্য যে কোনো বস্তুই আযানের শব্দ শুনবে। কেয়ামতের দিন সে মুয়ায্যিনের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। আবু সাঈদ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে একথা শুনেছি।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযান শোনা গেলে লড়াই ও রক্তপাত বন্ধ করা।

٥٧٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اذَا غَزَابِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْرُوْبِنَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا اِلٰى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ لَيْلاً فَلَمَّا اَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاِنَّ قَدَمِىْ لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَخَرَجُوْا اِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ فَلَمَّا رَاَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ فَلَمَّا رَاٰهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ .

৫৭৫. আনাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ নবী স. যখনই আমাদের নিয়ে কোনো সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। অপেক্ষা

করতেন। যদি আযান শুনতে পেতেন তাহলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর আযান শোনা না গেলে আক্রমণ করতেন। যথানিয়মে আমরা খায়বারের লড়াইয়ের জন্য রওয়ানা হলাম। আমরা রাতের বেলা সেখানে পৌঁছলাম। যখন ভোর হলো এবং আযান শোনা গেল না, তখন তিনি (রসূলুল্লাহ) সওয়ার হলেন এবং আমিও আবু তালহার পিছনে সওয়ার হলাম। এতে আমার পা রসূলুল্লাহ স.-এর পা স্পর্শ করছিল। আনাস রা. বলেন, তখন খায়বারের লোকজন তাদের থলে ও কাস্তে কোদাল নিয়ে আমাদের কাছে এসে রসূলুল্লাহ স.-কে দেখে বলে ওঠে ঃ মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম এ যে মুহাম্মাদ। তাঁর সৈন্যবাহিনী এসে গেছে। আনাস রা. আরো বলেন, রসূলুল্লাহ তাদেরকে দেখে বলে উঠলেন ঃ আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। খায়বার ধ্বংস হোক! আমরা যখন কোনো জাতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হই তখন সতর্ককৃতদের দিনের সূচনা মন্দই হয়ে থাকে।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের শব্দ শুনলে কি বলবে।

٥٧٦.عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ ٠

৫৭৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমরা যখন আযান শোন তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা-ই বলবে।

٥٧٧.عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ الٰى قَوْلِهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ٠

৫৭৭. ঈসা ইবনে তালহা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি মুআবিয়াকে একদিন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" পর্যন্ত তেমনিভাবে বলতে শুনেছেন যেমনিভাবে মুয়ায্যিন বলেছে।

٥٧٨. عَنْ يَحْيٰى نَحْوَهُ قَالَ يَحْيٰى وَحَدَّثَنِىْ بَعْضُ اِخْوَانِنَا اَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الاَّ بِاللّٰهِ ، وَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُم يَقُوْلُ٠

৫৭৮. ইয়াহ্ইয়াও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বলেছেন ঃ কোনো কোনো ভাই আমার কাছে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুয়ায্যিন যখন "হাইয়া আলাস সালাহ" বলেছে, তখন মুআবিয়া "লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ আমি তোমাদের নবী স.-কে এভাবে বলতে শুনেছি।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সময়কার দোআ।

٣٧٩.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الَّذِى وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَومَ الْقِيَامَةِ ٠

৫৭৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দোআ পড়বে "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত্তাম্মাতি ওয়াস-সালাতিল কায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব-য়াসহু মাকামাম-মাহমুদানিল্লাযী ওয়াদতাহু"[২] কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফায়াত লাভের অধিকারী হবে।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ আযান দেয়ার ব্যাপারে লটারীর সাহায্য নেয়া। আযান দেয়ার ব্যাপারে কিছু লোকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় বলে জানা যায়। তখন সাআদ লটারীর মাধ্যমে এর ফায়সালা করেন।

٥٨٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ٠

৫৮০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, লোকেরা যদি আযান দেয়ার ও (নামাযে) প্রথম কাতারে (দাঁড়াবার) ফযীলত জানতো এবং এই সাথে একথাও জানতো যে, লটারীর সাহায্য ছাড়া তা লাভ করা সম্ভব নয়, তাহলে অবশ্যই তারা লটারীর সাহায্য নিতো। আর তারা যদি জানতো প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলত কতবেশী তাহলে অবশ্যই তারা ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই (নামাযের জন্য) আসতো। আর তারা যদি জানতো এশা ও ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ার সওয়াব কতবেশী, তাহলে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও (জামাআতে) আসতো।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের মাঝখানে কথা বলা।

সুলাইমান ইবনে সুরাদ তাঁর আযানের সময় কথা বলেছেন এবং হাসান বসরী বলেছেন ঃ আযান অথবা ইকামতের সময় হেসে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই।

٥٨١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِىْ يَوْمٍ رَزْغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَاَمَرَهُ اَنْ يُنَادِىَ الصَّلَاةَ فِى الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هٰذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَاِنَّهَا عَزْمَةٌ ٠

৫৮১. আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ রা. বর্ণনা করেছেন ঃ শীতকালের মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইবনে আব্বাস আমাদের সামনে একদিন বক্তৃতা করছিলেন। এমন সময় মুয়ায্যিন যখন "হাইয়্যা আলাস-সালাহ" বললো, তখন তিনি তাকে বললেন ঃ লোকদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ার জন্য ঘোষণা করে দাও। (একথা শুনে) লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। এ সময় ইবনে আব্বাস রা. বললেন ঃ আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন[৩] [অর্থাৎ নবী স.]। আর এটাই উত্তম।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ সময় বলে দিলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে।

৩. আসমান মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এবং বৃষ্টি হতে থাকলে লোকদের পক্ষে মসজিদে হাজির হওয়া কষ্টকর বলে নিজ নিজ আবাসস্থলে নামায পড়তে বলা হয়েছে।

٥٨٢.عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى لاَيُنَادِىْ حَتّٰى يُقَالَ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ.

৫৮২. সালেম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ বেলাল রাত্রিতে আযান দেয়। অতএব উম্মে মাকতুমের আযান দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খাওয়া-দাওয়া করতে পার। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বলেন, উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। ভোর হয়েছে–ভোর হয়েছে একথা না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।[৪]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সময় হলে আযান দেয়া।

٥٨٣. عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اِعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَاَ الصُّبْحُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ .

৫৮৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন ঃ আমাকে হাফসা বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর অভ্যাস ছিল যখন সকাল বেলা আযান দেয়ার জন্য (মুয়াযযিন) দাঁড়াত এবং আযান হয়ে যেত, তখন তিনি নামাযের আগে দু' রাকআত হাল্কা নামায পড়ে নিতেন।

٥٨٤.عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ .

৫৮৪. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন ঃ সকাল বেলার আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় নবী স. দু' রাকআত হাল্কা নামায পড়ে নিতেন।

٥٨٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىْ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

৫৮৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, বেলাল রাতে আযান দেয়। অতএব উম্মে মাকতুমের আযানের পূর্ব পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।[৫]

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফজর হবার পূর্বে আযান।

---

৪. রসূলুল্লাহ স.-এর সময় ফজরের আগে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যও আযান দেয়া হতো। এ আযান দিতেন বেলাল রা.। এরপর সুবহে সাদেক হলে ফজরের নামাযের জন্য আযান দেয়া হতো। এ আযান দিতেন ইবনে উম্মে মাকতুম। ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ ছিলেন বলে তাকে বলে দিতে হতো যে, সুবহে সাদেক হয়েছে এবং আযান দিতে হবে।

৫. রসূলুল্লাহ স.-এর সময় রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য মসজিদে আযান দেয়া হতো। এ আযান সাধারণত বেলাল রা. দিতেন। রোযার সময় তাহাজ্জুদের আযানের কারণে সাহরী খাবার ব্যাপারে যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য রসূলুল্লাহ স. সতর্ক করে দিয়েছেন।

٥٨٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَانَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ يُنَادِىْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ اَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا الٰى فَوْقٍ وَطَأْطَأَ الٰى اَسْفَلَ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ اِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرٰى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.

৫৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ বেলালের আযান শুনে তোমরা কেউ সেহরী খাওয়া বন্ধ করবে না। কারণ, সে রাতের বেলায় আযান দিয়ে থাকে, যাতে তাহাজ্জুদ নামাযে রত ব্যক্তি অবসর পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠতে পারে। এতে ফজর হয়েছে এবং ভোর হয়ে গেছে একথা যেন কেউ না বলে। আর তিনি আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। আঙুল একবার ওপরের দিকে উঠালেন আবার নীচের দিকে নামালেন (তিনি দেখালেন কিভাবে পূর্ব আকাশে সাদা রেখা প্রসারিত হলে ভোর হয়)। যোহাইর নিজের দু' হাতের শাহাদাত আঙুলের একটি অপরটির ওপর রেখে পরে দুটিকেই ডানে ও বামে প্রসারিত করে (ভোর হবার সময় পূর্ব আকাশের অবস্থার দৃশ্য) দেখালেন।[৬]

٥٨٧. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

৫৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, বেলাল রাতের বলা আযান দিয়ে থাকে। অতএব ইবনে উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু এবং ইকামতের জন্য অপেক্ষা করা।

٥٨٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَلْمُزَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ .

৫৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি চায়, তাহলে আযান ও ইকামতের মাঝখানে কিছু নামায পড়ে নিতে পারে। একথা তিনি তিনবার বললেন।

٥٨٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِىْ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ شَيْئٌ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلاَّ قَلِيْلٌ .

৬. পূর্ব দিকে প্রথমে খাড়া আলোক রেখা দেখা যায়। এ আলোক রেখা প্রকৃত ফজর নয়। পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আলোক রেখাই প্রকৃত ফজরের সময়।

৫৮৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। মুয়াযযিন আযান দিলে, রসূলুল্লাহ স.-এর আগমনের পূর্বে কিছুসংখ্যক সাহাবী (মসজিদের) খুঁটির কাছে গিয়ে মাগরিবের আগে দু' রাকআত নামায পড়ে নিতেন। অথচ আযান ও ইকামতের মাঝখানে কোনো সময়ের ব্যবধান থাকতো না। উসমান ইবনে জাবালাহ ও আবু দাউদ শো'বা এর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, এ দুয়ের (ইকামত ও নামাযের) মাঝখানে সময়ের ব্যবধান থাকতো অতি সামান্য।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইকামতের অপেক্ষা করবে।

٥٩٠. اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْاُوْلٰى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ اَنْ يَّسْتَبِيْنَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ .

৫৯০. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স.-এর অভ্যাস ছিল, মুয়াযযিন যখন ফজরের আযান দিয়ে ক্ষান্ত হতো, তখন তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে সুবহে সাদেকের পর দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত (সুন্নাত) নামায পড়ে নিতেন। এরপর ইকামতের জন্য মুয়াযযিন তাঁর কাছে না আসা পর্যন্ত তিনি ডান কাতে শুয়ে আরাম করতে থাকতেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায পড়া যায়।

٥٩١. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ .

৫৯১. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, প্রতি দু' আযানের (আযান ও ইকামত) মাঝখানে রয়েছে এক নামায। প্রতি দু' আযানের মাঝখানে রয়েছে এক নামায। (একথা দু'বার বলে) তৃতীয়বার বলেন, যদি কেউ পড়তে চায়।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সময় এক একজন মুয়াযযিনই আযান দেবে।

٥٩٢. عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى نَفَرٍ مِنْ قَوْمِىْ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا رَاٰى شَوْقَنَا اِلٰى اَهَالِيْنَا قَالَ ارْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَصَلُّوْا، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

৫৯২. মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি এবং আমাদের গোত্রের একদল লোক নবী স.-এর খেদমতে হাযির হলাম। আমরা সেখানে বিশ দিন কাটালাম। নবী স. বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি যখন অনুভব করতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা আপন আপন পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে অবস্থান কর। তোমরা

তাদেরকে দীনের শিক্ষা দেবে, (যথারীতি) নামায পড়াবে। নামাযের সময় হলে তোমাদের কেউ আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বড় (দীনদারী ও বয়স উভয় দিক দিয়ে) তিনি তোমাদের ইমাম হবেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরদের নামাযের জামাআতের জন্য আযান ও ইকামত। আরাফাত ও মুযদালিফায়ও একই নিয়ম। শীতের রাতে এবং অতি বৃষ্টির সময় মুয়ায্যিনের একথা বলা যে, নিজ নিজ বাসস্থানে নামায পড়ে নাও।

٥٩٣. عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ حَتّٰى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُوْلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ·

৫৯৩. আবু যার রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আমরা এক সফরে গিয়েছিলাম। মুয়ায্যিন যখন (যোহরের নামাযের) আযান দিতে চাইলো, তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, (দুপুরের প্রখর তাপ) একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। সে আবার আযান দিতে চাইলে আবার তাকে বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। সে আবার আযান দিতে চাইলে তিনি আবার তাকে বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর মুয়ায্যিন আবার আযান দিতে চাইলে এবারও তিনি বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। এতক্ষণে (রোদের) ছায়া টিলা বরাবর হয়ে গেছে। তখন নবী স. বললেন ঃ (সূর্য) তাপের প্রখরতা জাহান্নামের তীব্র উত্তাপের অংশ বিশেষ।

٥٩٤. عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِىَّ ﷺ يُرِيْدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا·

৫৯৪. মালেক ইবনে হুয়াইরিছ রা. বর্ণনা করেছেন, দুজন লোক সফরের উদ্দেশ্যে নবী স.-এর খেদমতে উপস্থিত হলে নবী স. তাদেরকে বললেন, তোমরা যখন সফরে যাবে, তখন নামাযের সময় হলে আযান দেবে এবং ইকামত বলে তোমাদের মধ্যে যিনি (দীনদারী ও বয়স উভয় দিক দিয়ে) বড় তিনি তোমাদের ইমামতী করবেন।

٥٩٥. عَنْ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا اَهْلَنَا اَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَاَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ ارْجِعُوْا اِلَى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا اَوْلَا اَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ ·

৫৯৫. মালেক রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা (একদা) নবী স.-এর খেদমতে হাযির হলাম। আমরা সবাই কাছাকাছি বয়সের যুবক ছিলাম। রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে আমরা বিশদিন অবস্থান করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি যখন অনুভব করলেন, আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের পেছনে রেখে আসা পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা হুযুর স.-কে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদের সাথে অবস্থান কর। তবে তাদেরকে দীনের তালীম দিবে এবং ভাল কাজ ও ভাল কথার হুকুম করবে। তিনি আরো কতকগুলো বিষয়ের উল্লেখ করলেন। মালেক বলেছেন ঃ বিষয়গুলো হয়ত আমার স্মরণে আছে অথবা সবগুলো বিষয় স্মরণ করতে পারছি না। রসূলুল্লাহ স. এরপর বলেন, তোমরা যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ, সেভাবে নামায পড়বে। যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের এক ব্যক্তি আযান দেবে আর তোমাদের মধ্যে যিনি (দীনদারী ও বয়সের দিক দিয়ে) বড় তিনি তোমাদের ইমামতী করবেন।

٥٩٦.عَنْ نَافِعٌ قَالَ اَذَّنَ اِبْنُ عُمَرَ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانٍ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِىْ رِحَالِكُم فَاَخْبَرَنَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْلُ عَلٰى اِثْرِهِ اَلاَ صَلُّوْا فِىْ الرِّحَالِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ فِى السَّفَرِ ٠

৫৯৬. নাফে' রা. বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর এক শীতের রাতে দাযনান নামক টিলার ওপর উঠে আযান দিলেন এবং আযানের পর ঘোষণা করলেন যে, তোমাদের নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নাও। তিনি আমাদেরকে জানালেন, রসূলুল্লাহ স. সফররত অবস্থায়, শীত ও বৃষ্টির রাতে মুয়ায্যিনকে আযানের আগে ও পরে এই বলে ঘোষণা করতে আদেশ দিতেন যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

٥٩٧.عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالاَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلٌ بِالْعَنَزَةِ حَتّٰى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالاَبطَحِ وَاَقَامَ الصَّلاَةَ ٠

৫৯৭. আবু জুহাইফা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে আবতাহ নামক স্থানে দেখলাম। সেখানে তাঁর কাছে বেলাল এসে রসূলুল্লাহ স.-কে নামাযের খবর দিয়ে হাতে করে একটি বর্শা নিয়ে গেলেন এবং আবতাহের এক জায়গায় রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে পুঁতে দিলেন। এরপর নামাযের ইকামত দিলেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুয়াযযিন (আযানের সময়) কি এদিক-ওদিক তাকাবে ও মুখ ফেরাবে? বেলাল রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি আযানের সময় দুটি আঙুল কানে ঢুকাতেন। ---- ইবনে উমর (কিন্তু) কানে আঙুল দিতেন না। তাবেয়ী ইবরাহীম বলেছেন, অযু ছাড়া আযান দিলে কোনো ক্ষতি নেই। তাবেয়ী আতা বলেছেন, আযানের জন্য অযু প্রয়োজন এবং এটা সুন্নাত। আয়েশা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. সবসময়ই আল্লাহর যিক্র করতেন।[৭]

৭. হযরত আয়েশা রা.-এর "রসূলুল্লাহ স. সবসময় আল্লাহর যিক্র করতেন" একথা দ্বারা বুঝাতে চান যে, অযু ছাড়াও আযান দেয়া যায়। কারণ আযানের শব্দগুলো আল্লাহর যিক্রের মধ্যে গণ্য। আর রসূলুল্লাহ স. সবসময় আল্লাহর যিক্রে মশগুল থাকতেন কিন্তু সবসময় তিনি অযু সহকারে থাকতেন এমন নয়।

٥٩٨.عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا بِالْأَذَانِ ·

৫৯৮. আবু জুহাইফা রা. বর্ণনা করেছেন, আযান দেয়ার সময় আমি বেলালকে এদিক-ওদিক মুখ ফেরাতে দেখেছি।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ "আমাদের নামায ছুটে গেছে" কারোর পক্ষে এরূপ বাক্য বলা। ইবনে সীরীন এরূপ বাক্য বলাকে মাকরূহ মনে করেছেন। (তাঁর মতে এ স্থলে) "আমরা নামায পেলাম না" বলা উচিত। (কিন্তু) নবী স.-এর কথাই সঠিক।[৮]

٥٩٩. عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوْا اِسْتَعْجَلْنَا اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ·

৫৯৯. আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা নবী স.-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের গোলমাল শুনতে পেলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, "তোমাদের কি হয়েছিল?" তারা বললো, "আমরা নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করেছিলাম।" তিনি বললেন, এরূপ কর না। যখন নামাযের জন্য আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে। (নামাযের) যতখানি পাবে তা পড়বে এবং যতখানি ছুটে যাবে তা (পরে) পূরণ করে নেবে।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ যতখানি নামায পাবে তা পড়ে নেবে। আর যতখানি ছুটে যাবে তা (পরে) পূরণ করে নেবে। নবী স. থেকে আবু কাতাদাহ একথা বর্ণনা করেছেন।

٦٠٠.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

৬০০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে তখন নামাযের জন্য ধীরস্থিরভাবে যাবে। দৌড়াবে না। যতখানি নামায পাবে পড়ে নেবে। আর যতখানি ছুটে যাবে তা (পরে) পূরণ করে নেবে।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় ইমামকে দেখে লোকেরা (মুকতাদীরা) কখন দাঁড়াবে।

٦٠١.عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ ·

৬০১. আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নামাযের ইকামত হলে আমাকে না-দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

৮. ইমাম বুখারীর মতে মূল হাদীসে নবী স. নামায ছুটে যাওয়াকে 'ফউত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কাজেই ফউত হয়েছে অর্থাৎ ছুটে গেছে বলাই সঠিক।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করে দাঁড়াবে না ঃ বরং ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে।

٦٠٢. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ ٠

৬০২. আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন নামাযের জন্য ইকামত বলা হয় আমাকে না-দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। (বস্তুত) শান্তভাব অবলম্বন করা তোমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনবোধে মসজিদ থেকে বাইরে যেতে পারবে কি ?

٦٠٣. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِى مُصَلاَّهُ اِنْتَظَرْنَا اَنْ يُكَبِّرَ اِنْصَرَفَ قَالَ عَلٰى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلٰى هَيْئَتِنَا حَتّٰى خَرَجَ اِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اِغْتَسَلَ ٠

৬০৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ স. মসজিদ থেকে বাইরে গেলেন, (অথচ) সে সময় নামাযের জন্য ইকামত হয়ে গেছে এবং কাতারও সোজা করা হয়েছে। তিনি মুসাল্লার ওপরও দাঁড়ালেন। আমরা তাঁর তাকবীর বলার অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। সে অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। (কিছুক্ষণ পর) তিনি আমাদের কাছে ফিরে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছিল, তিনি গোসল করেছিলেন।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যদি (মুকতাদীদেরকে) বলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর ; তাহলে মুকতাদীগণ অপেক্ষা করবে।

٦٠٤. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلّٰى بِهِمْ ٠

৬০৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একবার) নামাযের জন্য ইকামত বলা হয়েছে, (মুকতাদীগণ) কাতার ঠিক করেছে, এ সময় রসূলুল্লাহ স. বের হয়ে এগিয়ে এলেন। তখন তাঁর ফরয গোসলের প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি মুকতাদীদেরকে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে বলে ফিরে গিয়ে গোসল করলেন। পরে বাইরে এলেন। এ সময় তার মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছিল। এরপর তিনি তাদেরকে (মুকতাদীদেরকে) নিয়ে নামায পড়লেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ "আমি নামায পড়িনি" কোনো ব্যক্তির একথা বলা।

٦٠٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرَابْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كِدْتُ اَنْ اُصَلِّى حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَالِكَ بَعْدَ مَا اَفْطَرَالصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ مَاصَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى بُطْحَانَ وَاَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰى يَعْنِى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ -

৬০৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। খন্দকের (যুদ্ধের) দিন হযরত উমর রা. নবী স.-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল স.! আল্লাহর কসম, আমি এখনো (আসরের) নামায পড়িনি, অথচ সূর্য ডুবে গেছে। এমন সময় উমর একথা বললেন, যখন রোযাদাররা ইফতার করে ফেলেছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ আল্লাহর কসম আমি ও তো (আসরের) নামায পড়িনি। তিনি তখন বুতহান নামক স্থানে নেমে এলেন এবং আমিও (উমর) তাঁর সাথে এলাম। তিনি অযু করলেন এবং সূর্য ডোবার পর আসরের নামায পড়ে তারপর মাগরিবের নামায পড়লেন।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের পর যদি ইমামের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়।

٦٠٦.عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِىُّ ﷺ يُنَاجِىْ رَجُلاً فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ ٠

৬০৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। একবার নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর নবী স.-কে দেখা গেল মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে নিম্নস্বরে কথা বলছেন। কিছু লোক নিদ্রাতুর হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযে এসে দাঁড়ালেন না।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামত হয়ে যাবার পর কথা বলা।

٦٠٧.عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَاتُقَامُ الصَّلاَةُ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ -

৬০৭. হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পরও যে ব্যক্তি (কারোর সাথে) কথা বলে তার সম্পর্কে আমি সাবিত বুনানীর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমার কাছে আনাস ইবনে মালেকের এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ একবার নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর নবী স.-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয় এবং নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পরও সে কথা বলতে বলতে রসূলুল্লাহকে আটকে রাখে।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে নামায পড়া ওয়াজিব। হাসান বসরী বলেন ঃ আদর করে কারোর মা যদি এশার নামায জামাআতে পড়তে নিষেধ করে তবে (সন্তান তার মা-এর কথা) শুনবে না।

٦٠٨. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ

اَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اِنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ .

৬০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যাঁর হাতে (অধিকারে) আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি মনস্থ করেছি, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার হুকুম দিব। তারপর নামায পড়ার নির্দেশ দিব। নামাযের ইকামত বলা হবে এবং লোকদের (মুসল্লীদের) ইমামতী করার জন্য কোনো একজনকে নির্দেশ দিব। এরপর আমি লোকদেরকে পিছনে রেখে (নামাযে অনুপস্থিত) লোকদের বাড়ী যাব এবং বাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দেব। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, যদি তাদের কেউ জানে যে, সে একটি মাংসল হাড় অথবা ছাগলের দুটি ভাল খুর পাবে তাহলে অবশ্যই সে এশার নামাযের জামাআতে হাজির হবে।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত।

নামাযের জামাআত ছুটে গেলে সাহাবী আসওয়াদ অন্য মসজিদে যেতেন (এবং জামাআতে নামায পড়তেন)। নামায হয়ে গেছে এমন একটি মসজিদে এসে (একবার) আনাস ইবনে মালেক আযান দিলেন এবং ইকামত দিয়ে জামাআতে নামায পড়লেন।

٦٠٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত সাতাশ গুণ বেশী।

٦١٠. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৬১০. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত সাতাশ গুণ বেশী।

٦١١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلاَتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَالِكَ اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَيُخْرِجُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ .

৬১১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেনঃ ঘরে এবং বাজারে নামায পড়ার চেয়ে জামাআতের নামাযে পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশী। কোনো এক ব্যক্তি যখন ভালরূপে অযু করে মসজিদের দিকে বের হয় এবং একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই সে মসজিদে যায়, তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের জন্য তার একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মাফ করে দেয়া হয় তার একটি গোনাহ্। নামায পড়ে সে যতক্ষণ মুসাল্লায় অবস্থান করে ফেরেশতাকুল তার জন্য ততক্ষণ এ বলে দোয়া করেঃ হে আল্লাহ্! তাকে তোমার রহমত দান কর, তার প্রতি অনুগ্রহ কর। আর তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে ততক্ষণ নামাযের মধ্যে আছে বলে গণ্য হয়।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত।

٦١٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ صَلاَةُ اَحَدِكُم وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْأً وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً -

৬১২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একাকী নামাযের চেয়ে জামাআতের নামাযে পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশী। রাতের ও দিনের ফেরেশতারা ফজরের নামাযে সমবেত হন। আবু হুরাইরা রা. এরপর বলতেন, যদি চাও (এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের এ আয়াত) পাঠ কর। اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا - بنى اسرائيل : ٧٨ অর্থাৎ ফজরের কুরআন পাঠ হচ্ছে (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়। শুআইব বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে তাঁর কাছে নাফে' বর্ণনা করেছেন, একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতের নামাযে সাতাশ গুণ সওয়াব বেশী হয়।

٦١٣. عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَىَّ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا اَغضَبَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا اِلاَّ اَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا .

৬১৩. উম্মেদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আবুদ দারদা (উম্মেদ দারদার স্বামী) ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বললেনঃ মুহাম্মদ স. তাঁর সাহাবীদের নিয়ে এক সাথে জামাআতে নামায পড়েন, এর চেয়ে বেশী তাঁর কোনো (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় আমি জানি না।

٦١٤. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلاَةِ

اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ ٠

৬১৪. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূরে বাস করে লোকদের মধ্যে (দূর থেকে এসে জামাআতে নামায পড়ার কারণে) তারই সওয়াব বেশী হয়। আর এর চেয়ে যে আরো দূরে থাকে তার সওয়াব আরো বেশী হয়। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার চেয়ে ঐ ব্যক্তির সওয়াব বেশী যে ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে যোহরের নামায পড়ার ফযীলত।

٦١٥.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ وَالشَّهِيْدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا لاَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا٠

৬১৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন ঃ রাস্তায় চলতে চলতে একটি লোক পথের ওপর একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখতে পেয়ে সেটা সরিয়ে ফেললো। এতে আল্লাহ্ তার গুনাহ মাফ করে দিলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকার ঃ প্লেগে (বা মহামারীতে) মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, চাপা পড়ে এবং আল্লাহর পথে শহীদ। তিনি আরো বললেন ঃ লোকেরা যদি জানতো আযান দেয়ায় ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর কি সওয়াব তাহলে (সেই সওয়াব পাবার জন্য) লটারী ছাড়া অন্য উপায় না পেলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার সওয়াব জানতো তাহলে অবশ্যই তারা এজন্য দৌড়ে যেত। যদি তারা এশা ও ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ার সওয়াব জানতো, তাহলে তারা এজন্য অবশ্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ভাল কাজের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে সওয়াব।

٦١٦.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَابَنِى سَلِمَةَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ وَقَالَ اِبْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَال حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ اَنَّ بَنِى سَلِمَةَ اَرَادُوْا اَنْ يَتَحَوَّلُوْا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوْا قَرِيْبًا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَكَرِهَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُعْرُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ .

৬১৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ হে বনী সালামার লোকেরা, তোমরা কি (মসজিদে আসতে) তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব কামনা করো না ? ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে ইবনে আবি মরিয়ম আনাস থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, বনী সালামা গোত্রের লোকেরা নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে নবী স.-এর কাছে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মদীনার উপকণ্ঠ খালি করে আসাটা নবী স. পসন্দ করলেন না। কাজেই তিনি বললেন ঃ তোমরা কি পায় হেঁটে এসে তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব কামনা করো না ?

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামায জামাআতে পড়ার সওয়াব।

٦١٧. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ، ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ اٰخُذَا شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ.

৬১৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ মুনাফিকের জন্য ফজর ও এশার নামাযের চেয়ে অন্য কোনো নামায কঠিন নয়। তারা যদি এ দু' ওয়াক্তের নামাযের সওয়াব জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ (দু ওয়াক্তের) নামাযে আসতো। আমি সংকল্প করেছিলাম মুয়ায্যিনকে আযান দেবার আদেশ করবো এরপর কাউকে ইমামতী করতে বলবো এবং যারা এখনো নামাযে শরীক হয়নি আমি আগুন দিয়ে তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেব। (কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনের কথা ভেবে আমার এ ইচ্ছা ত্যাগ করি।)

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ দুজন ও তদূর্ধ লোকের জামাআত।

٦١٨.عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا .

৬১৮. মালেক ইবনে হুয়াইরিছ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (দুজন লোককে বিদায় দেয়ার সময়) বলেছেন ঃ নামাযের সময় হলে তোমরা আযান ও ইকামত দেবে, তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই ইমামতী করে নামায পড়াবে।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের অপেক্ষায় অবস্থানরত ব্যক্তি ও মসজিদের ফযীলত।

٦١٩. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِى مُصَلاَّهُ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلَى اَهْلِه اِلاَّ الصَّلاَةُ .

৬১৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যখন কোনো ব্যক্তি অযু সহকারে নামাযের অপেক্ষায় মুসাল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে

দোয়া করতে থাকেন ঃ 'হে আল্লাহ্ তুমি ওকে মাফ করে দাও, তার ওপর রহম কর।' আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির নামাযই তাকে বাড়ীতে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে নামাযে রত আছে বলে গণ্য হবে।

٦٢٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ : اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَاَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لاَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ٠

৬২০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (এই সাত প্রকার লোক হচ্ছে) ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. যে যুবক তার রবের (আল্লাহর) ইবাদাত করতে করতে বড়ো হয়েছে, ৩. যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে বাঁধা, ৪. যে দুটি লোক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে—তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহরই উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়, ৫. যে ব্যক্তি মর্যাদাসম্পন্না রূপসী নারীর আহ্বানকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি," ৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি খরচ করছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না এবং ৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে।

٦٢١. عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِى صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا قَالَ فَكَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ ٠

৬২১. হুমাইদ রা. বর্ণনা করেছেন। আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রসূলুল্লাহ্ স. আংটি পরতেন কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একদিন তিনি বিলম্ব করে অর্ধ রাতে এশার নামায পড়লেন। নামায পড়ার পর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ লোকেরা নামায পড়ে ঘুমোয়। (কিন্তু যতক্ষণ তারা নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ততক্ষণ তারা নামাযের মধ্যেই ছিল বলে গণ্য হবে। [আনাস রা. বলেছেন] আমি এ সময় তাঁর (রসূলুল্লাহর) আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ সকাল সন্ধ্যায় মসজিদে যাবার ফযীলত।

٦٢٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ ٠

৬২২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে ততোবারের মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরী করে রাখেন।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ইকামত হয়ে গেলে ফরয নামায ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া যাবে না।

٦٢٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ اَرْبَعًا ؟ الصُّبْحَ اَرْبَعًا .

৬২৩. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা রা. নামের আযদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর এক ব্যক্তিকে দু' রাকআত নামায পড়তে দেখতে পান। যখন রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করলেন, লোকেরা তখন ঐ ব্যক্তিকে ঘিরে ধরলো। রসূলুল্লাহ্ স. তাকে বললেন ঃ ফজরের (ফরয) নামায কি চার রাকআত ? ফজরের (ফরয) নামায কি চার রাকআত ?

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ রোগ নিয়ে জামাআতের নামাযে শরীক হবে?

٦٢٤.عَنِ الْاَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنها فَذَكَرْنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيْمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ ، فَقَالَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِذَا قَامَ فِىْ مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ اَن يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ وَاَعَادَ فَاَعَادُوْا لَهُ فَاَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَخَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رِجْلَيْهِ يَخُطَّانِ الْاَرْضَ مِنَ الْوَجْعِ فَاَرَادَ أَبُو بَكْرٍ اَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ اُتِىَ بِهِ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى جَنْبِهِ فَقِيْلَ لِلْاَعمَشِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ أَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعمَشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَبُوْ مَعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِىْ بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى قَائِمًا .

৬২৪. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আয়েশার কাছে বসে নিয়মিত নামায পড়া ও নামাযের যথাযথ মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ সময় তিনি

বললেনঃ নবী স. যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেন, সে সময় (একদিন) নামাযের সময় হলে আযান দেয়া হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। তাঁকে বলা হলোঃ আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। আপনার স্থলে তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের নামায পড়াতে পারবেন না। তিনি আবার বললেন এবং লোকেরাও আবার একই কথা বললো। তিনি তৃতীয়বার বললেন ঃ তোমরা তো ইউসুফের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী দলের অন্তর্ভুক্ত। আবু বকরকে বলো লোকদের নামায পড়াতে, (তাঁকে বলা হলো) তিনি নামায পড়াবার জন্য বের হলেন। ইত্যবসরে নবী স. রোগের কিছুটা উপশমবোধ করলেন। তখন তিনি দুজন লোকের ওপর ভর দিয়ে বের হলেন। আমি (আয়েশা) এখনো যেন দেখছি রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি পা দুটি মাটিতে হেঁচড়ে চলছেন। আবু বকর পিছনে হটতে চাইলেন। কিন্তু নবী স. তাঁকে ইশারায় নিজ জায়গায় থাকতে বললেন। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তিনি গিয়ে আবু বকরের পাশে বসলেন।

আ'মাশকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ নবী স. নামায পড়ছিলেন এবং আবু বকর তাঁর নামাযের অনুসরণ করছিলেন আর লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করছিল ? আ'মাশ তাঁর মাথার ইশারায় হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। আবু মুআবিয়া আরো একটু যোগ করে বলেছেন ঃ তিনি আবু বকরের বাম দিকে বসলেন এবং আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে থাকলেন।[৯]

٦٢٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَاَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الْاَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ اٰخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ.

৬২৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন রসূল স. রোগাক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলো তখন আমার ঘরে তাঁর রোগ-সেবার জন্য স্ত্রীদের অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সকলেই অনুমতি দিলেন। (নামাযের সময় হলে) তিনি দুজন লোকের ওপর ভর করে নামাযের জন্য বের হলেন। তাঁর পা দুটি মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। তিনি আব্বাস এবং অপর এক ব্যক্তির ওপর ভর দিয়ে চলছিলেন। উবাইদুল্লাহ্ বলছেন ঃ আয়েশা আমার কাছে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন আমি ইবনে আব্বাসের কাছে সে কথা ব্যক্ত করলে তিনি আমাকে বললেন ঃ অপর যে ব্যক্তির নাম আয়েশা বলেননি তুমি জান সে ব্যক্তি কে ছিলেন ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ অপর ব্যক্তি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি এবং ওযর বশত ঘরে নামায পড়ার অনুমতি।

৯. এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোনো মানুষের সাহায্য নিয়েও জামাআতে শরীক হবার শক্তি থাকলে জামাআতের নামাযে শরীক হওয়া উচিত।

٦٢٦. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ، ثُمَّ قَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ٠

৬২৬. নাফে' রা. বর্ণনা করেছেনঃ এক ঠাণ্ডা ও ব্যাত্যা বিক্ষুব্ধ রাতে ইবনে উমর নামাযের জন্য আযান দিয়ে পরে বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নাও। এরপর তিনি বললেন ঃ ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে রসূলুল্লাহ স. মুয়াযযিনকে (আযান দেয়ার পর) একথা বলার জন্য হুকুম দিতেনঃ হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নাও।

٦٢٧. عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمٰى وَاَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ السَّيْلُ وَاَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ بَيْتِىْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ فَاَشَارَ اِلٰى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ٠

৬২৭. মাহমুদ ইবনে রবী আনসারী রা. বর্ণনা করছেন। ইতবান নামক জনৈক সাহাবী তার কওমের ইমামতী করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। (একদিন) তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অন্ধ, (যখন) অন্ধকার থাকে এবং বৃষ্টি পড়তে থাকে (আমি তখন জামাআতে আসতে পারি না) অতএব আপনি আমার ঘরের কোনো এক জায়গায় নামায পড়ুন। আমি সে জায়গাটিকে মুসাল্লা (নামাযের জায়গা) বানিয়ে নেব। রসূলুল্লাহ স. তার ঘরে এসে বললেন ঃ তুমি কোন্ জায়গাটি আমার নামায পড়ার জন্য পসন্দ কর ? তিনি ঘরের একটি জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ স. সে জায়গায় নামায পড়লেন।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যত সংখ্যক লোকই উপস্থিত হবে তাদেরকে নিয়েই কি ইমাম নামায পড়বেন ? বৃষ্টির দিনেও কি জুমআর খুতবা পড়বে ?

٦٢٨.عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ رَدْغٍ فَاَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ قُلْ اَلصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَكَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوا، فَقَالَ كَاَنَّكُمْ اَنْكَرْتُمْ هٰذَا، اِنَّ هٰذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ اَنَّهَا عَزْمَةٌ وَاِنِّى كَرِهْتُ اَنْ اُخْرِجَكُمْ .

৬২৮. আবদুল্লাহ ইবনে হারেস রা. থেকে বর্ণিত। এক ঝড় বৃষ্টির দিনে ইবনে আব্বাস আমাদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। মুয়াযযিন যখন حَىَّ عَلَى الصَّلٰوة (নামাযের জন্য এসো) এই বাক্যে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে এই বলতে হুকুম করলেন ঃ তোমরা নিজ নিজ

আবাসে নামায পড়ে নাও। এই শুনে লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তারা যেন এটা খারাপ মনে করছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মনে হচ্ছে তোমরা এটাকে খারাপ মনে করছ। আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তো এরূপ করেছেন অর্থাৎ নবী স.। একথা সত্য যে, আযান হলে মসজিদে আসা ওয়াজিব কিন্তু এ ঝড়-বৃষ্টির দিনে আমি তোমাদেরকে বাইরে আনা ভাল মনে করিনি।

٦٢٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ فَقَالَ جَاءَ تْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتّٰى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِن جَرِيْدِ النَّخْلِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِه ٠

৬২৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। একবার বৃষ্টি এলে (মসজিদে নববীর) ছাদ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। ছাদ ছিল খেজুর ডালের তৈরী। এ সময় নামাযের ইকামত হলো। তখন রসূলুল্লাহ্ স.-কে দেখলাম কাদামাটির ওপর সিজদা করছেন। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদামাটির চিহ্নও দেখতে পেলাম।

٦٣٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِىِّ اِنِّى لَا اَسْتَطِيْعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ اِلَى مَنْزِلِه فَبَسَطَ لَهُ حَصِيْرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيْرِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اٰلِ الْجَارُوْدِ لِاَنَسٍ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا اِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

৬৩০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসারী [রসূলুল্লাহ স.-কে] বললো ঃ আমি আপনার সাথে নামায পড়তে অক্ষম। লোকটি ছিল মোটা। সে নবী স.-এর জন্য খাবার তৈরী করলো এবং তার বাড়ীতে তাঁকে দাওয়াত দিল তাঁর জন্য একটি চাটাই পেতে দিয়ে চাটাইয়ের এক প্রান্তে পানি ছিটিয়ে মুছে দিল। তিনি এর ওপর দু' রাকআত নামায পড়লেন। জারুদ পরিবারের এক ব্যক্তি আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলো নবী স. কি চাশ্তের নামায পড়তেন ? তিনি বললেন ঃ ঐ দিন ছাড়া আর কোনো দিন তাঁকে এ নামায পড়তে দেখিনি।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ খাবার এসে যাবার পর যদি নামাযের ইকামত হয়। ইবনে উমর এ সময় প্রথমে খেয়ে নিতেন। আবুদ দারদা বলেছেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ হচ্ছে প্রথমে প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়া, যাতে পরিতৃপ্ত মনে নামায পড়া যেতে পারে।

٦٣١. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ ٠

৬৩১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যখন খাবার সামনে রাখা হয় এবং নামাযেরও ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

٦٣٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُدِمَ الْعَشَاءُ فَأَبْدَؤُا بِهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ ·

৬৩২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ রাতের বেলার খাবার যখন সামনে রাখা হয়, তখন মাগরিবের নামায পড়ার আগে খাবার খেয়ে নাও। আর খেতে গিয়ে তাড়াহুড়া করো না।

٦٣٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَلاَ يَأْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَائَةَ الْاِمَامِ وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَاِنْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ·

৬৩৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারোর সামনে খাবার রাখা হয়, আর এমনি সময় নামাযের ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথম খেয়ে নেবে এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবে না। ইবনে উমরের অভ্যাস ছিল, যখন তাঁর সামনে খাবার রাখা হতো তখন নামাযের জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে খাবার কাজ শেষ না করে নামাযে যেতেন না। অথচ তিনি ইমামের কেরাত শুনতে পেতেন। ইবনে উমর রা. থেকে আরো বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খেতে বসে যাবে, পরিতৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করবে না। এমনকি নামাযের ইকামত হয়ে গেলেও না।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম হাতে নিয়ে কিছু খাচ্ছেন এমন সময় তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলে।

٦٣٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

৬৩৪. আমর ইবনে উমাইয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে একটি পাঁজরের হাড় থেকে গোশত কেটে কেটে খেতে দেখলাম। এমন সময় তাঁকে নামাযের জন্য ডাকা হলো। তিনি ছুরি নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়ালেন এবং অযু না করেই নামায পড়লেন।[১০]

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হলে নামাযে চলে যাবে।

---

১০. এতে বুঝা গেল গোশত খাবার পর আবার নতুন করে অযু করার প্রয়োজন নেই।

٦٣٥. عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَ كَانَ يَكُوْنُ فِي مِهْنَةِ اَهْلِهِ ، تَعْنِيْ خِدْمَةَ اَهْلِهِ ، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ .

৬৩৫. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী স. ঘরে কি কাজ করতেন ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তিনি সংসারের কাজ করতে থাকতেন এবং যখন নামাযের সময় হতো নামাযে চলে যেতেন।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি লোকদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়া ও নিয়ম-নীতি শিখাবার জন্য নামায পড়ে দেখায়।

٦٣٦. عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَ نَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِيْ مَسْجِدِنَا هٰذَا فَقَالَ اِنِّي لَأُصَلِّى بِكُمْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلاَةَ اُصَلِّى كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى فَقُلْتُ لِاَبِيْ قِلاَبَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ قَبْلَ اَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى.

৬৩৬. আবু কালাবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের এ মসজিদে মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস এসে বললেন ঃ আমি তোমাদের সামনে এ উদ্দেশ্যে নামায পড়ে দেখাচ্ছি যে, নবী স. কিভাবে নামায পড়তেন তা তোমাদেরকে দেখাব। আমি (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) আবু কালাবাকে বললাম ঃ তাহলে তিনি কিভাবে নামায পড়তেন ? তিনি বললেন ঃ আমাদের এই শায়খ (আমর ইবনে সালামা)-এর মতো। এ শায়খের অভ্যাস ছিল, যখন তিনি প্রথম রাকআতের সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন দাঁড়াবার আগে বসে পড়তেন।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ শরীআতের জ্ঞানের অধিকারী বিদ্যান ব্যক্তিই ইমামতীর অধিক যোগ্য।

٦٣٧. عَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقٌ اِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِيْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৩৭. আবু মূসা রা. বর্ণনা করেছেন। যখন নবী স. রোগাক্রান্ত হলেন এবং তাঁর রোগ খুব বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। এতে আয়েশা বললেন ঃ তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আপনার স্থলে তিনি দাঁড়ালে লোকদেরকে নামায পড়াতে পারবেন না। তিনি আবার বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের

নামায পড়াতে বল। তিনি (আয়েশা) আবার একই কথা বললেন। তখন তিনি [নবী স.] আবার বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। তোমরা তো ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গিনী সেই নারী জাতি। এরপর আবু বকরের কাছে বার্তাসহ এসে খবর দিলে তিনি নবী স.-এর জীবদ্দশায়ই লোকদেরকে নামায পড়ালেন।

٦٣٨. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ مَرَضِه مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِى لَهُ اِنَّ اَبَا بَكر اِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا ـ

৬৩৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর অসুখের সময় বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। আয়েশা বলেন, আমি বললাম ঃ আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার দরুন লোকদেরকে (নিজ স্বর) শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমরকে হুকুম দিন লোকদের নামায পড়াতে। আয়েশা আরো বলেন, আমি হাফসাকে বললাম ঃ আপনি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলুন যে, আবু বকর তাঁর জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার দরুন (নিজ স্বর) লোকদেরকে শুনাতে পারবেন না। অতএব উমরকে বলুন লোকদের নামায পড়াতে। হাফসা তা-ই করলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ স. বললেন ঃ থাম, তোমরা তো ইউসুফ আ. সম্পর্কে সমস্যা সৃষ্টিকারী নারী দলের অন্তর্ভুক্ত। আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াতে। তখন হাফসা আয়েশাকে বললেন ঃ আমি কখনো তোমার কাছ থেকে কল্যাণ পেতে পারলাম না।

٦٣٩. عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَلْاَنصَارِىُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يَصَلِّى لَهُمْ فِىْ وَجَعِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيْهِ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِى الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِىُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ اِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَاَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا اَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَارِجٌ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَشَارَ اِلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ اَن اَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ وَاَرْخَى السِّتْرَ فَتُوُفِّىَ مِنْ يَوْمِهِ ﷺ ـ

৬৩৯. আনাস ইবনে মালেক আনসারী রা. যিনি রসূলুল্লাহ্ স.-এর অনুগামী, খাদেম ও সাহাবী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ স. যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন আবু বকর লোকদের নামায পড়াতেন। অবশেষে সোমবার দিন সবাই নামাযে কাতার বেঁধে দাঁড়াল। নবী স. হুজরার পর্দা তুলে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারা তখন কুরআনের পৃষ্ঠার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি মৃদু হাসছিলেন। নবী স.-কে দেখার খুশীতে আমাদের (নামায ছেড়ে) বেরিয়ে আসার উপক্রম হচ্ছিল। কাতারে শামিল হবার জন্য আবু বকরও পিছনে সরে এলেন। তিনি অনুমান করছিলেন যে, নবী স. নামাযের জন্য বাইরে আসছেন। এ সময় নবী স. আমাদেরকে ইশারায় বললেন, তোমাদের নামায পূর্ণ কর। এরপর তিনি পর্দা ছেড়ে দিলেন। এ দিনই নবী স.-এর ওফাত হয়।

٦٤٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثًا فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَذَهَبَ أَبُوْ بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ اَعْجَبَ اِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا فَاَوْمَاءَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى أَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يَتَقَدَّمَ وَاَرْخٰى النَّبِيُّ ﷺ اَلْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتّٰى مَاتَ ـ

৬৪০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। (মৃত্যুর পূর্বে রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন বলে) নবী স. তিনদিন বাইরে আসেননি। একদিন নামাযের ইকামত হয়েছে এবং (নামায পড়াবার জন্য) আবু বকর এগিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় নবী স. পর্দা ওঠালেন। নবী স.-এর চেহারার এতো সৌন্দর্য এর আগে আর আমরা কখনো দেখিনি। এরপর নবী স. আবু বকরকে এগিয়ে যাবার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন এবং নবী স. পর্দা ছেড়ে দিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আর (বাইরে আসতে) সক্ষম হননি।

٦٤١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ اِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوْهُ فَيُصَلِّى فَعَاوَدَتْهُ قَالَ مُرُوْهُ فَيُصَلِّى اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ .

৬৪১. আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স.-এর রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলে নামাযের ইমামতী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াতে। আয়েশা রা. বললেন ঃ আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। নামাযে কুরআন পড়ার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। তিনি বললেন ঃ তাঁকেই নামায পড়াতে বল। আয়েশা রা. দ্বিতীয়বার ঐ একই কথা বললেন। তিনি আবার বললেন ঃ তাঁকেই নামায পড়াতে বল। তোমরা তো ইউসুফের সঙ্গিনী সেই নারীদের মত।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ ওযর বশতঃ মুকতাদী ইমামের পাশে দাঁড়াবে।

٦٤٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِىْ مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّى بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَاِذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَاٰهُ أَبُوْ بَكْرٍ اِسْتَاْخَرَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ كَمَا اَنْتَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِىْ بَكْرٍ اِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ أَبِىْ بَكْرٍ.

৬৪২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর রোগের সময় আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে হুকুম করলেন। তিনি লোকদেরকে নামায পড়াতে লাগলেন। উরওয়াহ বলেছেন ঃ (ইতিমধ্যে) রসূলুল্লাহ স. রোগের কিছুটা উপশম অনুভব করলেন। তিনি বাইরে এলেন। এ সময় আবু বকর লোকদের ইমামতী করছিলেন। আবু বকর তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে হটে যেতে চাইলেন। তিনি তাঁকে যেভাবে আছেন সেভাবে থাকতে ইশারা করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ স. আবু বকরের পাশে বসে পড়লেন। তখন আবু বকর রসূলুল্লাহ স.-কে অনুসরণ করে নামায পড়ছিলেন আর লোকেরা আবু বকরকে অনুসরণ করে নামায পড়ছিল।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো এক ব্যক্তি লোকদের ইমামতী করার জন্য এগিয়ে গেলে যদি প্রথম ইমাম এসে যায়, তাহলে পূর্ববর্তী ইমাম পিছনে হটে আসুক বা না আসুক তার নামায জায়েয হবে। হযরত আয়েশা রা. নবী স. থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٤٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلَى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اَتُصَلِّى لِلنَّاسِ فَاُقِيْمُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِى الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَرَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ اسْتَاْخَرَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اِسْتَوَى فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالِىْ رَأَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ مَنْ

رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

৬৪৩. সাহ্ল ইবনে সাআদ আস-সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. একবার বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে (একটা বিষয়) মিটমাট করাতে। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হলো। তখন আবু বকরের কাছে মুয়াযযিন এসে বললো ঃ আপনি কি লোকদের নামায পড়াবেন ? আমি তাহলে ইকামত দেই। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আবু বকর নামায পড়াতে শুরু করলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ্ স. এলেন। লোকেরা তখন নামাযে ছিল। তিনি কাতার ভেদ করে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এতে লোকেরা হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দ করতে লাগলো। আবু বকর নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করতেন না। কিন্তু লোকেরা যখন বেশী আওয়াজ করতে লাগলো তিনি পাশে তাকালেন এবং রসূলুল্লাহ্ স.-কে দেখতে পেলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ স. তাঁকে ইশারায় নির্দেশ দিলেন ঃ তোমার জায়গায় স্থির থাক। রসূলুল্লাহ্ স.-এর এ নির্দেশে আবু বকর হাত তুলে আল্লাহর শোকর করলেন। তারপর আবু বকর পিছনে সরে এসে কাতারে শামিল হলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ স. এগিয়ে গিয়ে নামায পড়ালেন। নামায থেকে ফিরে তিনি বললেন ঃ হে আবু বকর, আমি যখন তোমাকে হুকুম করলাম তখন (নিজের জায়গায়) স্থির থাকতে কি বাধা ছিল ? আবু বকর বললেন ঃ আবু কুহাফার পুত্রের শোভা পায় না যে, সে রসূলুল্লাহ্ স.-এর উপস্থিতিতে নামায পড়ায়। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন ঃ এমন কি ঘটেছিল যে, তোমরা হাতের পিঠে এত শব্দ করছিলে ? নামাযে কারোর কোনো সন্দেহ হলে 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে। কারণ যখন সে সুবহানাল্লাহ্ বলবে, তখন তার দিকে লক্ষ্য করা হবে। হাত মেরে শব্দ করা শুধু নারীদের জন্য (পসন্দনীয়)।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েক ব্যক্তি কেরাতে সমান হলে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ইমাম হবেন।

٦٤٤. عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيْمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوْهُمْ فَلْيُصَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنَ كَذَا وَصَلاَةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৬৪৪. মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা একবার নবী স.-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা ছিলাম সমবয়সী যুবক। আমরা তাঁর খেদমতে প্রায় কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলাম। নবী স. ছিলেন স্নেহপরায়ণ। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে লোকদের দীনের (শরীয়াতের) তালীম দেবে। তাদেরকে (নামাযের সময় ও নিয়ম-কানুন বাতলে দিয়ে) বলবে ঃ এ সময় এমনিভাবে এবং এ সময় এমনিভাবে নামায পড়তে হয়। তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশী সে ইমাম হবে।

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কোথাও পরিদর্শনে গেলে, নামাযে সে এলাকার লোক ইমামতী করবেন।

٦٤٥.عَنْ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِى قَالَ اِسْتَاْذَنَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَن اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِى اُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا ٠

৬৪৫. ইতবান ইবনে মালেক আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. আমার বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি প্রদান করলাম। (প্রবেশের পর) তিনি বললেন, তোমাদের বাড়ীতে আমার কোন্ জায়গায় নামায আদায় করা তোমরা পসন্দ করো (সে জায়গা আমাকে দেখিয়ে দাও)? সুতরাং আমার পসন্দমত জায়গা আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি (নামাযে) দাঁড়ালে আমরা কাতার বেঁধে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। (নামায শেষে) তিনি সালাম ফিরালে আমরাও সালাম ফিরালাম।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ এক্তেদা বা অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়।

রসূলুল্লাহ স. তাঁর মৃত্যু পীড়ায় বসে বসে ইমামতী করেছেন। ইবনে মাসউদ বলেন, (মুকতাদীদের) কেউ ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে তাকে পুনরায় সিজদায় বা রুকূতে গিয়ে ততটুকু সময় বেশী অপেক্ষা করতে হবে, যতটুকু সময় সে মাথা উঠিয়েছিল। এরপর সে ইমামকে অনুসরণ করবে। হাসান বসরী বলেছেন ঃ কেউ দু' রাকআত বিশিষ্ট নামায (জুমআ বা দুই ঈদ) ইমামের পিছনে আদায় করলে এবং ভিড়ের কারণে সিজদা করতে সক্ষম না হলে শেষ রাকআতে দুই সিজদা আদায় করবে এবং এরপর সিজদাসহ প্রথম রাকআত আদায় করবে। আর যে ভুলক্রমে সিজদা না করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে সে পরে সিজদা আদায় করবে।

٦٤٦.عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِى عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَلٰى ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ قَالَ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ قَالَ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ لِصَلاَةِ

الْعِشَاءِ الْاٰخِـرَةِ فَـاَرْسَلَ الـنَّبِىُّ ﷺ اِلَى أَبِى بَكْرٍ بِاَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَـاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُوْ بَكرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيْقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلّٰى أَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ أَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَا اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِاَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ اَجْلِسَانِىْ اِلَى جَنْبِهِ فَاَجْلَسَاهُ اِلَى جَنْبِ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلَاةِ النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبُوْ بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ اَلَا اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا اَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلُ الَّذِى كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ۔

৬৪৬. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ্ রা. বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা রা.-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ স.-এর পীড়া (যাতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন না ? উত্তরে তিনি (আয়েশা) বললেন, হ্যাঁ, বলছি। নবী স. পীড়িত হয়ে পড়লে (রোগযন্ত্রণা সাময়িকভাবে প্রশমিত হবার পর) জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করছে ? আমি বললাম, না, হে আল্লাহর রসূল, বরং তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য পানির ব্যবস্থা কর। আয়েশা রা. বলেন, আমি তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। চেতনা ফিরে এলে আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে নিয়েছে ? উত্তরে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তারা নামায আদায় করেনি, বরং আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এদিকে লোকজন এশার নামাযে নবী স.-এর জন্য মসজিদে অপেক্ষমান ছিল। শেষ পর্যন্ত নবী স. (বাধ্য হয়ে) লোক পাঠিয়ে আবু বকরকে লোকদের নামায আদায় করার নির্দেশ দিলেন। সংবাদ বাহক তাঁর কাছে গিয়ে বললো, রসূলুল্লাহ স. আপনাকে লোকদের সাথে নিয়ে নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আবু বকর ছিলেন কোমল স্বভাবের অধিকারী। তাই তিনি উমরকে বললেন, হে উমর! তুমি লোকদের সাথে নিয়ে নামায আদায় কর। (অর্থাৎ ইমামতী করো)। উমর বললেন, আপনিই এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং আবু বকর রা. ঐ কদিন ইমাম হয়ে নামায আদায় করলেন। এরপর রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে গেলে নবী স. দুজনের সাহায্য নিয়ে, যাদের একজন ছিলেন আব্বাস—যোহরের নামাযের জন্য আসলেন। তখন আবু বকর রা. লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে দেখে পিছিয়ে

আসতে উদ্যত হলে নবী স. তাঁকে পিছু না হটতে ইংগিত করলেন। তারপর বললেন, তোমরা দুজন আমাকে তার (আবু বকর) পাশে বসিয়ে দাও। সুতরাং তারা তাঁকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আবু বকর রা. এমনভাবে নামায আদায় করছিলেন যে, তিনি নবী স.-এর নামাযের অনুসরণ করছিলেন অথচ লোকেরা (মুকতাদীগণ) আবু বকরের অনুসরণ করছিল। নবী স. তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ স.-এর পীড়া সম্পর্কে আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনাকে অবহিত করবো না ? তিনি আবদুল্লাহ ইবনে (আব্বাস) বললেন, 'বলো'। সুতরাং আমি তাঁর (আয়েশার) বর্ণিত হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে শুনালাম। তিনি একটি কথা— ছাড়া (এর) কোনো কথাই অস্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, আব্বাসের সাথে আর যে লোকটি ছিলেন, তাঁর নাম কি আয়েশা তোমাকে বলেছেন ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে লোকটি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব।

٦٤٧.عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ ٠

৬৪৭. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পীড়িত অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. নিজ ঘরে বসে বসে নামায আদায় করেছেন, আর তাঁর পিছনে একদল লোক দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তিনি তাদেরকে ইংগিত করে বসতে বললেন। নামাযান্তে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম রুকূ করলে রুকূ করবে এবং মাথা উঠালে মাথা উঠাবে। ইমাম যখন 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তা শুনেন) বলবে, তখন তোমরা বলবে, 'রাব্বানা লাকাল হামদ' (হে আমাদের রব! সব প্রশংসা তোমারই জন্য)। 'আর ইমাম বসে নামায আদায় করলে তোমরাও সবাই বসেই নামায আদায় করবে।'

٦٤٨.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ اِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا

جُلُوْسًا هُوَ فِيْ مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُوْدِ وَاِنَّمَا يُوْخَذُ بِالْاٰخِرِ فَالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৪৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. এক সময়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পেটের ডান পাশে (পাঁজরে) সামান্য আঘাত পান। কাজেই এক ওয়াক্ত নামায তিনি বসে বসে আদায় করলেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে বসেই নামায আদায় করলাম। পরে (নামায শেষে) তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। রুকূ করলে রুকূ করবে, মাথা উঠালে মাথা উঠাবে এবং যখন "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তা শুনেন) বলবে, তোমরা তখন বলবে, "রাব্বানা লাকাল হামদ" (হে আমাদের রব, সব প্রশংসা তোমারই জন্য) বলবে। আর ইমাম বসে নামায আদায় করলে, তোমরাও সবাই বসেই নামায আদায় করবে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ হুমাইদী বর্ণনা করেছেন, ইমাম বসে নামায আদায় করলে তোমরাও বসেই আদায় করবে। রসূলুল্লাহ স.-এর একথাটি তাঁর প্রথমোক্ত রোগের অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার সময়কার বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে নবী স. (তাঁর মৃত্যু পীড়ায়) বসে নামায আদায় করলেও লোকেরা (তাঁর পিছনে) দাঁড়িয়ে তাঁকে ইক্তেদা করেছে। এ সময় তিনি তাদেরকে বসতে নির্দেশ দেননি। এটি পরবর্তীকালে সংঘটিত কাজ। আর রসূলুল্লাহ স.-এর সর্বশেষ কাজ অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদীগণ কখন সিজদা করবে ? আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, 'ইমাম সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাবে।'

٦٤٩. عَنِ الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُوْدًا بَعْدَهُ .

৬৪৯. সত্যবাদী বারায়া রা.[১১] থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. নামাযে "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ" (যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা শুনে থাকেন) বলে রুকূ থেকে মাথা উঠালেন। যতক্ষণ না তিনি সিজদায় যেতেন, ততক্ষণ আমাদের কেউ-ই পিঠ বাঁকা করতো না অর্থাৎ সিজদায় যেতো না। তিনি সিজদায় গেলে আমরাও সিজদায় যেতাম।

১১. সত্যবাদী (বারায়া) মূল হাদীসে "গায়রু কাযুব" "মিথ্যাবাদী নন" কথাটি বলা হয়েছে। এ ধরনের উক্তি বর্ণনাকারী সাহাবী যা বর্ণনা করেছেন তার ওপর গুরুত্ব আরোপ বা জোর দেয়ার জন্যই বলা হয়েছে। তাঁর কথায় সন্দেহ করার মত কোনো কারণ বা অনুরূপ কোনো দুর্বলতা রয়েছে, এজন্য এরূপ উক্তি করা হয়েছে বলে মনে করা ঠিক নয়। বরং এটি আরবী ভাষার একটি প্রতিষ্ঠিত বাকরীতি। যেমন রসূলুল্লাহ স.-এর ক্ষেত্রেও বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবীগণ বলেছেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত। নবী স. (সাদেকুল মাসদুক) বলেছেন। আর রসূলুল্লাহ স.-এর ক্ষেত্রে এরূপ শব্দ ব্যবহার করার কারণে আমরা তাঁর মিথ্যা কথা বলার চিন্তা মোটেই করতে পারি না।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পূর্বে (রুকূ' ও সিজদা থেকে) মাথা ওঠানোর গোনাহ।

٦٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَمَا يَخْشَى اَحَدُكُمْ اَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ ٠

৬৫০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের পূর্বেই মাথা ওঠায়, সে কি আল্লাহ্ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করার অথবা তাকে গাধার আকৃতি দান করার ভয় করে না ?

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাস বা আযাদকৃত ক্রীতদাসের ইমামতী ঃ আয়েশার ক্রীতদাস যাকওয়ান মুসহাফ (কুরআন মজীদ) দেখে দেখে তেলাওয়াত করে ইমামতী করতো, আর তিনি তার পিছনে ইক্তেদা করতেন। অবৈধ সন্তান, গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক এবং স্বপ্নদোষ হয়নি (নাবালেগ) এমন বালকের ইমামতী রসূলুল্লাহ স.-এর এ উক্তি অনুযায়ী বৈধ যে, যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর পাঠ সর্বাপেক্ষা উত্তম জানে সে-ই ইমামতী করবে।[১২] ক্রীতদাসকে বিনা কারণে জামাআতে যোগদান করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে না।

٦٥١. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعًا بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا ٠

৬৫১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স.-এর হিজরতের পূর্বে মদীনার কুব্বা এলাকার উছরাহ নামক জায়গায় মুহাজিরদের প্রথম দলের অবস্থান কালে আবু হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সালেম নামাযে তাদের ইমামতী করতেন। তিনি সবার চেয়ে ভাল কুরআন পাঠ করতে পারতেন।

٦٥٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِىٌّ كَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ ٠

৬৫২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যদি আঙ্গুরের মত ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট কোনো হাবশী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তাহলেও তার প্রতি আনুগত্য পোষণ কর এবং তার নির্দেশ শ্রবণ কর।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের নামায শেষ না হতেই যদি মুকতাদী নামায শেষ করে।

٦٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ وَاِنْ اَخْطَاوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ -

১২. হাদীসে 'কারাআ' শব্দ আছে। কারাআ অর্থ পাঠ করা। অর্থাৎ কুরআন যে সবচেয়ে ভাল পাঠ করে। তবে ভাল পাঠ করা অর্থ হবে এখানে কুরআনের জ্ঞান সবচেয়ে বেশী রাখে। কারণ পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হয়।

৬৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তারা (ইমামগণ) তোমাদের জন্য নামায আদায় করেন। সঠিকভাবে নামায আদায় করলে তোমাদের কল্যাণ হয়ে থাকে। কিন্তু সঠিকভাবে আদায় না করে ভুল করলে তোমাদের কল্যাণ ও সওয়াব হয়, কিন্তু তাকে (ইমামকে) গোনাহর বোঝা বহন করতে হয়।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফেতনাবাজ (বিদ্রোহী) ও বেদআতী ব্যক্তির ইমামতী করা। হাসান বলেছেন, তাদের পিছনেও নামায আদায় করবে। কারণ, তাদের বেদআতের অকল্যাণ তাদের প্রতিই আপতিত হবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ, আওযায়ী, যুহরী, হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার থেকে আমার নিকট (ইমাম বুখারী) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার) উসমান যখন (বিদ্রোহীদের দ্বারা) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আপনিই তো প্রকৃতপক্ষে সবার ইমাম। এখন নিজের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝছেন। এখন আমাদের নামাযে ফেতনাবাজরা (বিদ্রোহীরা) ইমামতী করছে। এতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি। একথা শুনে উসমান বললেন, মানুষের সকল কাজের মধ্যে নামায সর্বোত্তম। সুতরাং লোকেরা ভাল কাজ করলে তুমিও তাদের সাথে থাক। আর খারাপ কাজ করলে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তা বর্জন কর। যুবাইদী বর্ণনা করেন, যুহরী বলেছেন ঃ নারী স্বভাবের পুরুষের পিছনে একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে নামায আদায় করা যেতে পারে না।

٦٥٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَبِىْ ذَرٍّ اِسْمَعْ وَاَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِىٍّ كَاَنَّ رَاْسَهٗ زَبِيْبَةٌ ـ

৬৫৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. আবু যারকে বলেন, আঙ্গুরের ন্যায় (ক্ষুদ্র) মস্তক বিশিষ্ট কোনো হাবশী (আমীর) হলেও তার আনুগত্য কর ও নির্দেশ পালন কর।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ দুজন নামায আদায় কালে মুকতাদী ইমামের কাঁধ বরাবর ডান দিকে দাঁড়াবে।

٦٥٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَصَلّٰى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهٗ اَوْ قَالَ خَطِيْطَهٗ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ ـ

৬৫৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময়ে আমি আমার খালা মায়মুনার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলাম। দেখলাম, রসূলুল্লাহ স. মসজিদ থেকে এশার চার রাকআত নামায পড়ে ঘরে এসে আরো চার রাকআত পড়লেন, তারপর নিদ্রা গেলেন। পরে জেগে উঠে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তখন আমি গিয়ে (তাঁর সাথে নামাযের জন্য) তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং পাঁচ রাকআত

নামায আদায় করে পরে আরো দু' রাকআত পড়ে নিদ্রা গেলেন। তখন আমি নিদ্রাবস্থায় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। পরে তিনি (ফজর) নামাযের জন্য (মসজিদে) গেলেন।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি ইমামের বাম পাশে দাঁড়ালে ইমাম যদি তাকে ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দেন, তাহলে কারো নামাযই নষ্ট হবে না।

٦٥٦.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرُو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِيْ كُرَيْبٌ بِذٰلِكَ .

৬৫৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি (আমার খালা) মায়মুনার ঘরে নিদ্রা গেলাম। সে রাতে নবী স.-ও তাঁর ঘরে ছিলেন। এক সময় তিনি অযু করে নামায পড়তে দাঁড়ালে আমি গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। তিনি তের রাকআত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি তাঁর নাক ডাকতে লাগল। নিদ্রা গেলে তাঁর নাক ডাকত। অতপর মুয়ায্যিন (ডাকতে) আসলে অযু ছাড়াই তিনি নামাযের জন্য চলে গেলেন। আমর বলেন, এ হাদীসের বিষয়বস্তু আমি বুকাইরের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, কুরাইব (ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস) আমাকে এটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের ইক্তেদা করার কারণে ইমামতীর নিয়ত ছাড়াই যদি ইমাম নামায পড়েন। (অর্থাৎ নামাযে একাকী দাঁড়ানোর পর যদি কোনো লোক এসে ইক্তেদা করে এবং এ অবস্থায় ইমামতী করা হয়।)

٦٥٧.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ اُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِرَأْسِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ .

৬৫৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মুনার ঘরে একদিন রাত্রি যাপন করলাম। [সেখানে নবী স.-ও ছিলেন।] রাতে তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে আমিও তাঁর সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালে তিনি আমার মাথার চুল ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম নামায দীর্ঘ করায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনের জন্য ইমামের পিছনে নামায ছেড়ে একাকী নামায আদায় করা।

٦٥٨.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ ـ

৬৫৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করে ফিরে যেতেন এবং নিজের লোকদের ইমামতী করতেন।[১৩]

٦٥٩. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَانَ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ اَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَاَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ اَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرٌ لاَاَحْفَظُهُمَا ۔

৬৫৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে আর এক সনদে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করে ফিরে গিয়ে নিজের কওমের লোকদের ইমামতী করতেন। এক সময় তিনি এশার নামায আদায় করতে সূরা বাকারা আরম্ভ করেন। এতে এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে চলে গেলে মুআয ঐ ব্যাপারে দুঃখ অনুভব করতে থাকেন। খবরটি নবী স.-এর কাছে পৌছলে তিনি মুআযকে লক্ষ্য করে তিনবার বলেন, 'তুমি বড় ফেতনা সৃষ্টিকারী' এবং তিনি তাকে আওসাত মুফাসসাল (নাতিদীর্ঘ) দুটি সূরা পাঠ করার আদেশ করেন। আমর বর্ণনা করেন, সূরা দুটি কোন্ কোন্‌টি তা আমার মনে নেই।'

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকূ ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা ইমামের কর্তব্য।

٦٦٠. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّى لاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ ۔

৬৬০. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রসূল! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামাআতে হাজির হই না। কেননা, সে নামাযকে দীর্ঘায়িত করে। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিনের বক্তৃতায় নবী স.-কে যত রাগান্বিত দেখেছি, তার চেয়ে বেশী অন্য কোনোদিন দেখিনি। নবী স. বললেন ঃ তোমাদের অনেকেই আছ, যারা নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোল। কাজেই যে কেউ-ই লোকদের নিয়ে নামায আদায় করবে (ইমামতী করবে) সে যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কেননা জামাআতে দুর্বল, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকও থাকে।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কেরায়াত দীর্ঘ করা যায়।

---

১৩. মুআয ইবনে জাবাল রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে এশার নামায আদায় করতেন এবং নিজের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে একই নামাযের ইমামতী করতেন। কারণ, তখন ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ। আর মুআয ইবনে জাবালের মত সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী লোক ঐ এলাকায় আর ছিল না। তাই নবী স. তাঁর এ কাজে মৌন সম্মতি দান করেছিলেন। এ মর্মে ইমাম শাফেয়ী জাবির থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, এ নামায মুআযের জন্য নফল হিসেবে আদায় হতো। আর মুকতাদীগণ ফরয হিসেবে আদায় করতেন।

٦٦١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُم لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَاِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ.

৬৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন ইমামতী করবে, তখন যেন সে স্বল্প কেরায়াত করে। কেননা জামাআতে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। কিন্তু তোমরা কেউ একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কেরায়াত দীর্ঘ করতে পার।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের বিরুদ্ধে নামায দীর্ঘ করার অভিযোগ। আবু উসায়েদ তার পুত্রকে বলেছিলেন, বেটা, তুমি নামায অত্যন্ত দীর্ঘ করেছ।

٦٦٢. عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لاَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فُلاَنٌ فِيْهَا فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَارَأَيْتُهُ غَضِبَ فِىْ مَوْضِعٍ كَانَ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَمَنْ اَمَّ مِنْكُمْ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَاالْحَاجَةِ ٠

৬৬২. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি ফজরের নামাযে (জামাআতে) আসি না। কেননা, অমুক ব্যক্তি (ইমাম) নামায অনেক দীর্ঘ করে থাকে। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ্ স. সেদিন এতবেশী রাগান্বিত হলেন যে, ভাষণ দানের সময় আমি তাঁকে অতো রাগান্বিত হতে কোনোদিন দেখিনি। তিনি বললেন, হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা (দীনের প্রতি) মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। সুতরাং তোমাদের কেউ লোকদের নামাযে ইমামতী করলে তার নামায সংক্ষিপ্ত করতে হবে। কেননা, তার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও জরুরী প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকেরাও নামায আদায় করে থাকে।

٦٦٣. جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَاَقْبَلَ اِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ اَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ اَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَشَكَا اِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اَوْ قَالَ اَفَاتِنٌ اَنْتَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَاِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُوالْحَاجَةِ ٠

৬৬৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দুটি উটের পিঠে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এ সময় সে মুআযকে নামাযে রত দেখতে পেয়ে উট দুটি বসিয়ে মুআযের সাথে নামাযে শামিল হলো।

তিনি নামাযে সূরা বাকারা অথবা নিসা পাঠ করতে থাকলে লোকটি (বিরক্ত হয়ে নামায ছেড়ে) চলে গেল। পরে সে জানতে পারলো, তার এ কাজে মুআয মনক্ষুণ্ন বা দুঃখিত হয়েছেন। সুতরাং সে নবী স.-এর নিকট গিয়ে মুআযের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী স. তাকে তিনবার বললেন, হে মুআয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী (হিসেবে গণ্য হতে চাও)? তুমি 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল-আ'লা', 'ওয়াশ্‌শামসি ওয়াদুহাহা' কিংবা 'ওয়াল লাইল ইযা ইয়াগশা'-র মত সূরা পাঠ করে নামায আদায় করলে কতই না উত্তম হতো। কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও (জরুরী) প্রয়োজনে ব্যস্ত (সব রকমের) লোকই নামায আদায় করে থাকে।

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামায সংক্ষিপ্ত ও পুরোপুরি আদায় করা।

٦٦٤.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا ۔

৬৬৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামায সংক্ষিপ্ত করতেন, তবে পূর্ণাঙ্গ করে আদায় করতেন।

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের ক্রন্দনের কারণে নামায সংক্ষিপ্ত করা।

٦٦٥.عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّى لَاَقُوْمُ فِى الصَّلاَةِ اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلاَتِىْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمِّهِ .

৬৬৫. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, নামায দীর্ঘ করে পড়ার সংকল্প করে আমি নামাযে দাঁড়াই। কিন্তু শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে সংক্ষিপ্ত করে নেই। কারণ নামায দীর্ঘ করে পড়তে গিয়ে তার (শিশুর) মায়ের কষ্টের কারণ হই, তা আমি পসন্দ করি না।

٦٦٦. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٌ قَطُّ اَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ اَتَمَّ مِنَ النَّبِى ﷺ وَاِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَن تُفْتَنَ اُمُّهُ ۔

৬৬৬. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমি নবী স. ছাড়া সংক্ষিপ্ততর ও পূর্ণাঙ্গ নামায আর কোনো ইমামের পিছনে আদায় করিনি। আর যদি তিনি শিশুদের ক্রন্দন শুনতেন, তাহলে তার মায়ের কষ্ট হবে এ আশংকায় নামায আরো সংক্ষিপ্ত করতেন।

٦٦٧.عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنِّى لَاَدْخُلُ فِى الصَّلاَةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلاَتِىْ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ ۔

৬৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমি নামায পড়তে শুরু করি এবং তা দীর্ঘায়িত করতে চাই। কিন্তু শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে তার মায়ের চরম দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ হবে ভেবে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ নিজে নামায আদায় করে পুনরায় অন্যদের ইমামতী করা।

٦٦٨.عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِى قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ.

৬৬৮. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুআয নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করতেন এবং নিজের গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতী করতেন।

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে মুকতাদীদেরকে ইমামের তাকবীর শুনতে সাহায্য করে।

٦٦٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اَتَاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِى فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِالرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْاَرْضَ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ صَلِّ فَتَاَخَّرَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيْرَ.

৬৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। যে পীড়ায় নবী স. ইন্তেকাল করেন, সেই পীড়ায় তিনি আক্রান্ত হলে (এক সময়ে) বেলাল তাঁকে নামাযের (সময় হয়েছে এ) কথা অবহিত করতে গেলে তিনি বললেন, 'আবু বকরকে বল লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে।' আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, আবু বকর নম্র স্বভাবের অধিকারী। আপনার পরিবর্তে আপনার জায়গায় নামায পড়তে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং সেজন্য কুরআন পড়তে সক্ষম হবেন না। (একথা শুনে) তিনি আবার বললেন, আবু বকরকে নামায পড়তে নির্দেশ দাও। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, আমি আবারও আগের মত বললাম। তিনি তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার বললেন, তোমরা দেখছি ইউসুফের সময়কার সেই মেয়েদের মত। আবু বকরকে বল, সে ইমাম হয়ে নামায আদায় করুক।' সুতরাং আবু বকর নামায আরম্ভ করলে তিনি [নবী স.] দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন। তাঁর পা দুটি মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছে তা যেন আমি এ মুহূর্তেও দেখতে পাচ্ছি। আবু বকর তাঁকে দেখে পিছু হটতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ইশারায় নামায আদায় করতে আদেশ করলেন। সুতরাং আবু বকর কিছুটা পিছনে সরে আসলে নবী স. তার পাশে বসে পড়লেন। আর আবু বকর লোকদেরকে তাকবীর শুনিয়ে যেতে থাকলেন।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তির ইমামের ইক্তেদা করা এবং অবশিষ্ট মুকতাদীদের উক্ত ব্যক্তির ইক্তেদা করা। নবী স. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা আমার ইক্তেদা কর এবং তোমাদের পরে যারা আছে তারা তোমাদের ইক্তেদা করুক।

٦٧٠.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ

وَانَّهُ مَتٰى مَايَقُمْ مَقَامَكَ لاَيُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِى لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَانَّهُ مَتٰى مَايَقُمْ مَقَامَكَ لاَيُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّكُنَّا لاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفُ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِى الاَرْضِ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى قَاعِدًا يَقْتَدِىْ أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُقْتَدُوْنَ بِصَلاَةِ أَبِىْ بَكْرٍ.

৬৭০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর পীড়া বৃদ্ধি পেলে (নামাযের সময়) বেলাল তাঁকে নামায সম্পর্কে অবহিত করতে আসলেন। তিনি [নবী স.] বললেন, আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দাও (অর্থাৎ ইমামতী করতে বল)। আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবু বকর অত্যন্ত দয়াদ্র হৃদয় ও নম্র স্বভাবের অধিকারী। (নামায পড়তে) আপনার পরিবর্তে তিনি দাঁড়ালে লোকদের শ্রবণ উপযোগী করে কেরায়াত পড়তে পারবেন না। তাই এ আদেশ উমরকে করলে ভাল হয়। (একথা শুনে) তিনি বললেন, লোকদের নিয়ে আবু বকরকে নামায পড়তে বল। (আয়েশা রা. বর্ণনা করেন) আমি হাফসাকে বললাম, তাঁকে বল, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি আপনার স্থলে (নামায পড়াতে) দাঁড়ালে লোকদের শোনার মত কেরায়াত করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমরকে এ আদেশ করলে খুব ভাল হয়। (সুতরাং হাফসা তাই বললো।) তিনি [রসূল স.] বললেন, তোমরা দেখছি ইউসুফকে পরিবেষ্টনকারিণী (নারীদের) মত। আবু বকরকে বল, লোকদের সাথে নিয়ে নামায আদায় করুক। অতপর তিনি (আবু বকর) নামায আরম্ভ করলে তিনি [রসূলুল্লাহ স.] নিজেকে কিছুটা হালকা (সুস্থ) মনে করলেন। সুতরাং দুজনের সাহায্য নিয়ে বের হলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁর পা দুখানি যেন মাটির উপর হেঁচড়ে যাচ্ছিল (দুর্বলভাবে মাটিতে পড়ছিল)। আবু বকর তাঁর (আগমনের) আভাস পেয়েই হটতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ইশারা করে সেখানেই থাকতে বললেন। অতপর নবী স. গিয়ে আবু বকরের বাম পাশে বসলেন। আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে থাকলেন আর রসূলুল্লাহ স. বসে নামায আদায় করতে থাকলেন, আর আবু বকর রসূলুল্লাহ স.-এর (নামাযের) এক্তেদা করলেন এবং লোকেরা আবু বকরের (নামাযের) ইক্তেদা করলো।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সন্দেহ হলে কি তিনি মুকতাদীদের কথা গ্রহণ করবেন ?

٦٧١-عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ

اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ۔

৬৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক সময়ে রসূলুল্লাহ স. (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে) দু রাকআত মাত্র পড়ে নামায শেষ করলে 'যুল-ইয়াদাইন' নামক এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামায (এভাবে) সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন ? (উপস্থিত অন্যদেরকে) রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, 'যুল-ইয়াদাইন' কি ঠিক বলছে ? লোকেরা সবাই বললো, হ্যাঁ, সে ঠিকই বলছে। তখন রসূলুল্লাহ স. উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্য দু রাকআত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে স্বাভাবিকভাবে সিজদায় গেলেন অথবা তার কিছু বেশী সময় সিজদায় কাটালেন।

٦٧٢۔ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيْلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ۔

৬৭২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সময়ে) নবী স. যোহরের নামায দু রাকআত পড়লে তাঁকে বলা হলো, আপনি দু রাকআত মাত্র পড়েছেন। তখন তিনি আরো দু রাকআত পড়লেন এবং সালাম ফিরিয়ে দু'বার সিজদা (সুহু) করলেন।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামের ক্রন্দন করা। শাদ্দাদ র. বর্ণনা করেন, আমি শেষ কাতারে থেকেও নামাযের মধ্যে উমরের কাঁদার শব্দ শুনেছি। তিনি (সে সময়) কুরআনের আয়াত اِنَّمَا اَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ **"আমি আমার চরম দুঃখ ও মনোকষ্টের অভিযোগ আমার প্রভু আল্লাহর কাছে পেশ করছি।"–(সূরা ইউসুফ) পড়ছিলেন।**

٦٧٣. عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ يُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِيْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبُ مِنْكِ خَيْرًا ۔

৬৭৩. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. পীড়িত হওয়ার (যে পীড়ায় তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন) পর বলেছিলেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াবার আদেশ দাও। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, (একথা শুনে) আমি তাঁকে বললাম, আপনার স্থলে আবু বকর নামায পড়াতে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবে এবং এজন্য লোকদের শ্রবণ উপযোগী

করে কেরায়াত করতে পারবেন না। সুতরাং লোকদের নামায পড়াবার জন্য উমরকে আদেশ করুন। (একথা শোনার পরও) তিনি বললেন, আবু বকরকে আদেশ কর, সে লোকদের সাথে নামায আদায় করুক। আয়েশা রা. বলেন, এ সময়ে আমি হাফসাকে বললাম। তাঁকে বল, আবু বকর আপনার স্থলে নামাযে ইমামতী করতে দাঁড়ালে কাঁদার কারণে লোকদের শ্রবণের মত করে কেরায়াত করতে পারবেন না। তাই উমরকে আদেশ করুন। তিনি লোকদের নামায পড়াবেন। হাফসা তাই বললো। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা দেখছি ইউসুফকে পরিবেষ্টনকারিণী নারীদের মত। আবু বকরকে বল, লোকদেরকে নামায পড়াতে। একথা শুনে হাফসা (অভিমানের সুরে) আয়েশাকে বললো, তোমার থেকে আমি কখনো কল্যাণ লাভ করিনি।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় কিংবা তার পরপরই কাঁতার সোজা করে দাঁড়ানো।

٦٧٤. عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وَجُوْهِكُمْ ٠

৬৭৪. নো'মান ইবনে বশীর রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, (নামাযে) তোমরা কাতার সোজা করে নেবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার[১৪] মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।

٦٧٥.عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ فَانِّى اَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِى٠

৬৭৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা (নামাযে) কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াবে। আমি কিন্তু পিছনের দিকেও তোমাদেরকে দেখে থাকি।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার ঠিক করার সময়ে ইমামের মুকতাদীদের সামনে আগমন বা ঘুরে দাঁড়ানো।

٦٧٦.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَانِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى ٠

৬৭৬. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, একবার নামাযে ইকামত দেয়া হলে রসূলুল্লাহ্ স. আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা নামাযে কাতারগুলো ঠিক করে নাও এবং সারিবদ্ধ হয়ে মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে আমার পিছনেও দেখে থাকি।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম কাতার বা সারির গুরুত্ব।

٦٧٧. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلشُّهَدَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْهَدِمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لاَسْتَهَمُوْا٠

১৪. চেহারার বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়ার অর্থ হলো, তোমাদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ ও রেষারেষী সৃষ্টি হবে ও তা বৃদ্ধি পাবে। কেননা, হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই একে অপরকে হাসিমুখে বরণ করতে পারে না বরং একে অপরের চেহারা দেখতেও বিরক্তি ও ঘৃণাবোধ করে।

৬৭৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, পানিতে ডুবে, পেটের পীড়ায়, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে এবং ভূমি ধ্বসে বা চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তিরা সবাই শহীদ হিসেবে গণ্য। তিনি আরো বলেছেন, লোকেরা যদি জানতো প্রথম ওয়াক্তে (সময় হওয়া মাত্রই) নামায আদায় করার কত মর্যাদা, তাহলে প্রতিযোগিতা করতো। তারা যদি জানতো এশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করার মর্যাদা কতো তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই জামাআতে হাযির হতো। আর জামাআতের প্রথম সারিতে নামায আদায় করার মর্যাদা সম্পর্কে যদি তারা জানতো তাহলে সেখানে দাঁড়ানোর জন্য লটারী করতে বাধ্য হতো।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার ঠিক করাই নামাযের পূর্ণাঙ্গতা।

٦٧٨. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ انَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَاذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ وَاَقِيْمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ .

৬৭৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, ইক্তেদা বা অনুসরণের জন্যই ইমাম নিয়োগ করা হয়। সুতরাং তার সাথে বা তার ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ো না। সে রুকূ করলে রুকূ করো এবং সে (রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে) "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" (অর্থাৎ কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বললে তোমরা "রাব্বানা লাকাল হামদ" (অর্থাৎ হে আমাদের রব সকল প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট) বলবে। আর ইমাম সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাবে, সে বসে নামায পড়লে তোমরাও সবাই বসে নামায আদায় করবে। আর তোমরা নামাযের কাতার ঠিক করে নেবে, কেননা কাতার ঠিক করে নেয়া নামাযের সৌন্দর্যের অন্তর্গত।

٦٧٩. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ .

৬৭৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা নামাযে কাতারগুলো সোজা করে নেবে। কেননা, কাতার সোজা করে নেয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার অংগীভূত।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কাতার পুরো না করলে সে গোনাহর কাজ করলো।

٦٨٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقِيْلَ لَهُ مَا اَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَنْكَرْتُ شَيْئًا اِلاَّ اَنَّكُمْ لاَتُقِيْمُوْنَ الصُّفُوْفَ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِيْنَةَ بِهٰذَا .

৬৮০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনায় আগমন করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমাদের মধ্যকার কি কি কাজকে আপনি রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের কাজের পরিপন্থী বলে মনে করেন ? তিনি বললেন, তোমরা নামাযে কাতার ঠিক করো না—এ কাজটি ছাড়া আর কোনো পরিপন্থী কাজ আমি দেখছি না। উকবাহ ইবনে উবাইদ বুশাইর ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ জিনিসটি নিয়েই আনাস মদীনায় আগমন করেছিলেন।

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার ঠিক করা। নো'মান ইবনে বশীর বলেন, কাতার ঠিক করার সময় এক ব্যক্তিকে তার পাশের ব্যক্তির পায়ের গিঁটের সাথে গিঁট মিলাতে দেখেছি।

٦٨١.عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُم فَانِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

৬৮১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, নামাযের সময় তোমরা কাতারগুলো সোজা করে নেবে। কেননা, আমি পিছনের দিকেও তোমাদের দেখে থাকি। (আনাস রা. বলেন,) আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত।

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি ইমামের বাম পাশে খাড়া হয়ে ইক্তেদা করলে ইমাম তাকে ধরে পিছনে ঘুরিয়ে যদি ডান পাশে খাড়া করে দেয় তবুও তার নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

٦٨٢.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِىْ مِنْ وَرَائِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلّٰى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَيُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

৬৮২. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদিন রাতে আমি নবী স.-এর সাথে নামায পড়তে গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ স. পিছন দিক হতে আমার মাথা (অর্থাৎ চুল) ধরে (ঘুরিয়ে নিয়ে) তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি নামায আদায় করে ঘুমালেন। পরে মুয়াযযীন এসে নামাযের সময় জানালে তিনি উঠে অযু ছাড়াই নামায আদায় করতে চলে গেলেন।

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ নারী একাই এক কাতারে দাঁড়াবে।

٦٨٣.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَاُمِّىْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

৬৮৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের বাড়ীতে আমি এবং একজন ইয়াতীম বাচ্চা নবী স.-এর পিছনে নামায আদায় করেছি। আর আমার মা উম্মে সুলাইম দাঁড়িয়েছেন আমাদের সবার পিছনে।

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মসজিদের ডান দিকের বর্ণনা। অর্থাৎ মুকতাদী একাকী হলে ইমামের ডানে দাঁড়াবে। এটিই মুকতাদীর দাঁড়ানোর জায়গা।

٦٨٤.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّى عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِى أَوْ بِعَضُدِىْ حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِىْ -

৬৮৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক রাতে নামায পড়ার জন্য আমি নবী স.-এর বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার কাঁধ কিংবা হাত ধরে তাঁর ডান পাশে খাড়া করেছিলেন এবং হাত দ্বারা পিছনের দিকে ইশারা করে দেখিয়েছেন।

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুকতাদীদের মধ্যে কোনো দেয়াল বা পর্দা থাকা। হাসান (বসরী) র. বলেছেন, ইমাম ও তোমার মধ্যে কোনো নহর থাকলেও কোনো দোষ নেই। আবু মিজলাম র. বলেছেন, ইমামের তাকবীর শোনা যায় এমন অবস্থায় যদি ইমাম ও মুকতাদীর মধ্যখানে কোনো রাস্তা বা প্রাচীরও থাকে তবুও ইক্তেদা করা চলবে।

٦٨٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فِىْ حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذٰلِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوْا ذٰلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى اِذَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ النَّاسُ فَقَالَ اِنِّى خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُم صَلَاةُ اللَّيْلِ.

৬৮৫. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর কক্ষেই রাত্রিকালীন নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। কক্ষটির দেয়াল নীচু থাকার কারণে (নামাযরত অবস্থায়) তাঁর শরীর দেখতে পেয়ে বেশ কিছু লোক তাঁর ইক্তেদা করে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেল (এবং নামায আদায় করলো)। সকাল বেলা তারা এ নিয়ে অন্যদের সাথেও আলাপ করলো। দ্বিতীয় রাতে নবী স. আবার নামাযে দাঁড়ালে (সে রাতেও) কিছু লোক তাঁর পিছনে ইক্তেদা করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। তারা দু বা তিন রাত (পর পর) এরূপ করলে পরবর্তী সময়ে (রাতে) রসূলুল্লাহ স. নামায না পড়ে বসে থাকলেন। (এবং এভাবে রাত কেটে গেল।) সকাল বেলা লোকেরা এ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে তিনি বললেন, আমি আশংকাবোধ করলাম যে, (এমন করতে থাকলে) রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হবে।

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)।

٦٨٦.عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ اِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلُّوْا وَرَاءَ هُ.

৬৮৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর একখানা চাটাই ছিল। দিনের বেলা সেটি তিনি বিছাতেন আর রাতের বেলায় তার সাহায্যে কামরা বানাতেন অর্থাৎ পর্দা হিসেবে লটকিয়ে আড়াল করতেন এবং সেখানে রাতের নামাযও (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। কিন্তু কিছু লোক তাঁর কাছে এসে পিছনে কাতারবন্দী হয়ে নামায আদায় করতে শুরু করলো।

٦٨٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ فِيْ رَمَضَانَ فَصَلّٰى فِيْهَا لَيَالِيَ فَصَلّٰى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِيْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوا اَيُّهَاالنَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

৬৮৭. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. রযমান মাসে একটি কামরা তৈরী করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বুশর ইবনে সাঈদ বলেন,) মনে হয় সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বলেছিলেন যে, কামরাটি ছিল চাটাই নির্মিত। এ কামরায় নবী স. বেশ কয়েক রাত নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করেছিলেন। তখন তাঁর কিছু সাহাবীও তাঁর এ নামাযে ইক্তেদা করতেন। তিনি তা জানতে পেরে (এক রাতে) বসে থাকলেন। সকালে তিনি তাদের কাছে বললেন, আমি তোমাদের কাজ-কর্ম অর্থাৎ নামাযের প্রতি আসক্তি দেখেছি ও তা অনুধাবন করেছি। হে লোকেরা, তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতেই নামায আদায় কর। কেননা, ফরয নামায ছাড়া মানুষের নামাযের মধ্যে সবচেয়ে ভাল নামায হচ্ছে তা, যা তার বাড়ীতে পড়া হয়।[১৫]

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলা ওয়াজিব।

٦٨٨. عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكِ اْلاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الاَيْمَنُ قَالَ اَنَسٌ فَصَلّٰى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

৬৮৮. আনাস ইবনে মালেক আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। এক সময়ে রসূলুল্লাহ স. ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং ডান পাঁজরে আঘাত পান। আনাস রা. বলেন, সে সময় তিনি বসে বসে এক (ওয়াক্ত) নামায পড়েন। আমরাও বসে বসেই তাঁর পিছনে নামায আদায় করলাম। পরে সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, ইক্তেদা (অনুসরণ) করার জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে আদায় করবে। রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে, রুকূ থেকে উঠলে তোমরাও উঠবে, সিজদা করলে

---

১৫. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ছয়জন রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণনা করেছেন বুশরা ইবনে সাঈদ। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স.-এর তৈরী উক্ত হুজরা বা কামরা কিসের দ্বারা তৈরী বলে সাহাবী বলেছিলেন তা আমার ভাল মনে নেই। তবে মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তা চাটাই এর তৈরী ছিল।

তোমরাও সিজদা করবে এবং যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলবে, তখন তোমরা "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" (অর্থাৎ হে আমাদের রব, সকল প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট) বলবে।

٦٨٩.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَلِكٍ اَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ اَوْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ٠

৬৮৯. আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেছেন, এক সময়ে রসূলুল্লাহ স. ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গিয়ে ডান পাঁজরে আঘাত পান। সে সময় তিনি বসে বসে আমাদের নামাযে ইমামতী করেন। আমরাও বসেই তাঁর পিছনে ইক্তেদা করি। (নামায শেষে) তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং সে তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে, রুকূ থেকে মাথা উঠালে তোমরাও উঠাবে, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলবে এবং সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে।

٦٩٠. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ٠

৬৯০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, ইমাম এজন্য নিযুক্ত হয় যে, তাঁকে অনুসরণ করা হবে। সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে, তোমরাও তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলবে, সিজদা করলে সিজদা করবে এবং বসে নামায আদায় করলে তোমরাও সবাই বসে নামায আদায় করবে।

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামায আরম্ভ করার সময় প্রথম তাকবীরে দু হাত সমভাবে উঠান।

٦٩١.عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ اَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ ٠

৬৯১. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. নামায শুরু করার সময় কাঁধ বরাবর দু হাত উঠাতেন। রুকূর জন্য তাকবীর বলার সময় এবং

রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় অনুরূপভাবেই দু হাত উঠাতেন এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' ও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় তিনি অনুরূপ (হাত উঠানোর কাজ) করতেন না।

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ করা এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় দু হাত উপরে উঠানো।

٦٩٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَامَ فِى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ اذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ

৬৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ স. নামায পড়তে দাঁড়িয়ে (নামায শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমায়) দু হাত উঠিয়েছেন—হাত দু খানি কাঁধ বরাবর উঠেছে। রুকূর তাকবীর বলার সময় তিনি এমনটি করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় এরূপ করতেন এবং "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় তিনি এরূপ (দু হাত উঠানো) করতেন না।

٦٩٣.عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ اَنَّهُ رَأٰى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ اذَا صَلّٰى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ هٰكَذَا .

৬৯৩. আবু কিলাবাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন, মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস নামায পড়তে দাঁড়ালে তাকবীরে তাহরীমা বলে দু হাত উঠাতেন, রুকূতে যাওয়ার সময় দু হাত উঠাতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় দু হাত উঠাতেন। আর তিনি (মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. এরূপ করেছেন।

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত যে পর্যন্ত উঠাতে হবে। আবু হামেদ রা. তার বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী স. তাকবীরে তাহরীমার সময় তাঁর দু খানি হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন।

٦٩٤.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِى الصَّلاَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَاذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ.

৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী স.-কে নামায শুরু করার সময় তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে শুরু করতে দেখেছি। তাকবীর বলার

সময় তিনি দু হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়েছেন। আবার যখন রুকূর তাকবীর বলেছেন, তখনও অনুরূপ করেছেন (দু হাত উঠিয়েছেন) এবং পরে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলেও অনুরূপ করেছেন এবং "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" (হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা স্তুতির উপযোগী একমাত্র তুমিই) বলেছেন। কিন্তু সিজদা করার সময় বা সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তিনি এরূপ করতেন না।

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু রাকআত পড়ে উঠার সময় দু হাত উঠানো।

٦٩٥. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ.

৬৯৫. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলে দু'হাত উঠাতেন। যখন রুকূ' করতেন দু'হাত উঠাতেন। যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলতেন তখন দু'হাত উঠাতেন। আর যখন দু'রাকআত শেষ করে উঠতেন, তখনও দু'হাত উঠাতেন। ইবনে উমর একথাগুলো রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন অর্থাৎ তিনি একথাগুলো বলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬]

---

১৬. নামাযের বিভিন্ন পর্যায়ে রফ-এ ইয়াদাইন বা দু হাত উঠাবার কথা বেশ কিছুসংখ্যক হাদীসে কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। এর পক্ষে ও বিপক্ষে হাদীস উল্লেখ আছে। রসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন সময়ের কথার মধ্যে ও বিভিন্ন সময়ের কাজের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বৈপরীত্য বা সাংঘর্ষিক অবস্থা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, তবে একজন খাঁটি মুসলমানের কাজ তা নিয়ে কোনো প্রকার বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া। বরং এর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে বের করা দরকার। কেননা, নবী স.-এর কথায় ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য বা সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকতে পারে না। বরং যাকিছু আমরা বাহ্যিকভাবে দেখে থাকি তা আমাদের অবোধগম্যতার ফল।

নামাযের বিভিন্ন পর্যায়ে দু'হাত উঠানোর নিয়মকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু দাউদ এবং ইবনে জারীর তাহাবীর মত মনীষীগণ গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোনো পর্যায়ে দু হাত উঠানোকে সঠিক বলে স্বীকার করেন না। সাওরী, নখয়ী, ইবনে আবী লায়লা, আলকামাহ ইবনে কায়েস, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আমের শাবী, আবু ইসহাক সাবিয়ী, খায়ছামাহ, মুগীরাহ, ওয়াকী এবং আছেম ইবনে কুলাইব এ মতকেই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। উভয় মতামতের স্বপক্ষেই দৃঢ় প্রমাণাদি রয়েছে। যারা হাত উঠানোর পক্ষে, তারা দলীল হিসেবে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস এবং বুখারীতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসগুলো পেশ করে থাকেন। আর যারা হাত উঠানোকে সঠিক বলে মনে করেন না, তারা বলেন, নবী স. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাত উঠাতেন। কিন্তু পরে তিনি তা পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা, আল্লাহর তরফ থেকে তা মানসুখ বা বাতিল করা হয়েছিল। দলীল হিসেবে তারা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ رَأَى رَجُلاً يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ هٰذَا شَيْئٌ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. দেখলেন, এক ব্যক্তি নামাযে রুকূ করার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় 'রফ-এ ইয়াদাইন' বা দু হাত উঠাচ্ছে। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) লোকটিকে বললেন, এরূপ (অর্থাৎ হাত উঠানো) করবে না। কেননা, এ কাজ রসূলুল্লাহ স. প্রথম দিকে (ইসলামের প্রথমাবস্থায়) করেছিলেন, কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন।" ইমাম তাহাবী সহীহ সনদে একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যা থেকে 'রফ-এ ইয়াদাইন' বা দু হাত উঠানো মানসুখ হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়। হাদীসটি সনদসহ নিম্নরূপ ঃ

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর বাঁধার বর্ণনা।

٦٩٦.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ يَنْمِى ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِسْمعِيْلُ يُنْمٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِى ٠

৬৯৬. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে লোকদেরকে ডান হাত বাঁ হাতের উপর স্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হতো। আবু হাযেম বলেছেন, এ কাজটিকে আমি নবী স.-এর কাজ বলেই জানি।

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ دَاوُدَا وَقَالَ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْنُسَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكَرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلاَّ فِى التَّكْبِيْرَاتِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ

ইমাম তাহাবী র. বলেন, ইবনে আবু দাউদ র. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস আমাকে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আবু বকর ইবনে আইয়াশ হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে. মুজাহিদ বলেছেন, আমি ইবনে উমরের পিছনে নামায আদায় করেছি, (তাঁকে দেখেছি) তিনি নামাযে (শুরু করার সময়) একমাত্র প্রথম তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) ছাড়া 'রফ-এ ইয়াদাইন' (দু হাত উঠানো) করতেন না।

এখন প্রকৃত কথা হলো এই যে, রফ-এ ইয়াদাইন বা হাত উঠানোর পক্ষে ও বিপক্ষে মজবুত প্রমাণাদি রয়েছে। কিন্তু দুটির উপরই আমল করা সম্ভব নয়। বরং যে কোনো একটির উপর আমল করতে হবে। আর তা করতে হলে কোন্ কাজটি রসূলুল্লাহ স. আগে করেছেন আর কোন্‌টি পরে করেছেন তা প্রমাণ করে পরের কাজটির উপরই আমল করতে হবে। আর উপরের আলোচনার মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে ইমাম তাহাবী সুদীর্ঘ আলোচনার পর বলেছেন, অন্য সকল প্রশ্ন বাদ দিলেও 'রফ-এ ইয়াদাইন' বা হাত উঠানোর পক্ষে ও বিপক্ষে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার বর্ণনাকারী রাবীদের জ্ঞান ও ইলমের দিক বিচার করলেও 'রফ-এ ইয়াদাইন' বা হাত উঠানোর বিপক্ষের হাদীসই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আবু হানিফার মধ্যে কার একটি আলোচনা উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইবনে উয়াইনার বর্ণনা মতে, এক সময় মক্কায় ইমাম আওযায়ী ও আবু হানিফা পরস্পর মিলিত হলে ইমাম আওযায়ী ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আপনি নামাযে রুকূ করার সময় ও রুকূ থেকে উঠার সময় হাত উঠান না কেন ? উত্তরে ইমাম আবু হানিফা বললেন, তা করতে হবে একথা নবী স. থেকে প্রমাণিত নয়, এজন্য করি না। একথা শুনে আওযায়ী বললেন, প্রমাণিত নয় কি করে ?

حَدَّثَنِىْ الزُّهْرِىْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ .

"যুহরী সালেম রা. থেকে তার পিতার মাধ্যমে নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. নামায শুরু করার সময় (তাকবীরে তাহরীমার সময়) রুকূর সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় দু হাত উঠাতেন।" আবু হানিফা র. বললেন ঃ

حَدَّثَنِىْ حَمَّادُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَيَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلاَّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ بِشَيْئٍ مِّنْ ذٰلِكَ

"হাম্মাদ, ইবরাহীম, আলকামা এবং আসওয়াদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. একমাত্র নামায শুরু করার সময় (তাকবীরে তাহরীমার সময়) দু হাত উঠাতেন। এছাড়া নামাযের মধ্যে আর কখনো তিনি হাত উঠাননি।' আওযায়ী বললেন, আমি যুহরী, সালেম ও তার পিতার মত লোকের (রাবীর) মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস আপনার নিকট বর্ণনা করছি, আর আপনি হাম্মাদ ও ইবরাহীমের মত লোকের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের কথা বলেছেন। একথা শুনে আবু হানিফা বললেন, হাম্মাদ যুহরীর চেয়ে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, ইবরাহীম সালেমের

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে একাগ্রতা রক্ষা করা।

٦٩٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا وَاللّٰهِ مَا يَخْفٰى عَلَىَّ رُكُوْعُكُمْ وَلاَ خُشُوْعُكُمْ وَاِنِّى لاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِى.

৬৯৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা কি মনে করো যে, নামাযে আমার মুখ শুধু কেবলার দিকে থাকে ? আল্লাহর শপথ তোমাদের রুকূ করা এবং (নামাযের মধ্যে) একাগ্রতা অবশ্যই আমার অগোচর থাকে না। আমি পিছন দিক থেকে তোমাদেরকে দেখতে পাই। (অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় তোমরা আমার পিছনে থাকলেও আমি তোমাদের রুকূ' ও একাগ্রতাসহ সবকিছু দেখে থাকি।)

٦٩٧.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى اِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُّمْ.

৬৯৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমরা রুকূ ও সিজদাগুলোকে ঠিকভাবে আদায় কর। আল্লাহর শপথ, তোমরা রুকূ ও সিজদা কালে (আমার পিছনে থাকলেও) আমি পিছন দিকেও দেখে থাকি। (অর্থাৎ আমি সামনে যেমন দেখতে পাই পিছনেও তেমনি দেখে থাকি।)

চেয়ে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, আর আলকামাহ জ্ঞান ও বিচক্ষণতায় ইবনে উমর থেকে কম নয়। যদিও ইবনে উমর রসূলুল্লাহ স.-এর সুহবত বা সাহচর্য লাভ করেছেন, কিন্তু আলকামাহ ইবনে উমরের সাহচর্য লাভ করেছেন। আসওয়াদের মর্যাদা তো অনেক দিক দিয়ে। আর আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) তো আবদুল্লাহই। (তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না)। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রাবীদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দিক বিচার করে যাদের মধ্যে তা আছে তাদের বর্ণিত হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, কোনো বিশেষ বিচারে কেউ মর্যাদাবান ও সম্মানী হতে পারেন ; তাই বলে জ্ঞান তাঁর থাকবেই এমন কোনো কথা নয়। হাদীস স্মৃতিতে ধরে রাখা, হাদীস বুঝা ও সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা জ্ঞানী ও বিচক্ষণদের কাজ। সুতরাং তাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করাই তুলনামূলকভাবে বেশী নিরাপদ। এ ছাড়াও ইমাম তাহাবী ও ইমাম বায়হাকী সহীহ সনদে হাসান ইবনে আইয়াশের মাধ্যমে আসওয়াদ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى اَوَّلِ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ.

"আসওয়াদ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে নামাযের প্রথম তাকবীরে (তাকবীরে তাহরীমায়) শুধু দুখানি হাত উঠাতে দেখেছি। এছাড়া নামাযের মধ্যে আর কোথায়ও তিনি হাত উঠাননি।"

ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদের মাধ্যমে ইবরাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ السُّجُوْدِ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ صَلٰوةً اُرٰى قَبْلَهَا اَفَهُوَ اَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَصْحَابِهِ الخ

"ইবরাহীম র. বলেন, তার (আমার) কাছে ওয়ায়েল ইবনে হুজর উল্লেখ করেছেন যে, সে নবী স.-কে রুকূ ও সিজদা করার সময় হাত উঠাতে দেখেছেন। অতএব এক বেদুঈন বললো, আমার এটা দেখার পূর্বে সে নবী স.-এর সাথে নামায পড়েনি। সে কি আবদুল্লাহ এবং রসূলের সাহাবীদের চেয়ে বেশী জানে ?"

এছাড়াও অসংখ্য বর্ণনাকারী রাবী আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-এর নিকট থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধু নামায শুরু করার সময় হাত উঠাতেন। এ হাদীস তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইসলামী শরীয়াতে, বিধি-বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি নবী স.-এর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। কেননা, তিনি বাড়ীতে ও সফরে নবী স.-এর খাদেম ছিলেন এবং তাঁর সাথে অসংখ্য নামায আদায় করেছেন। সুতরাং হাদীসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করাই উত্তম। আর এসব কারণেই রফ-এ ইয়াদাইন বা দু হাত উত্তোলনের হাদীসের উপর আমল করা যেতে পারে না।

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরের (তাহ্রীমা) পর কি পড়তে হবে ?

٦٩٩. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٠

৬৯৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. আবু বকর ও উমর "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" বলে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা দ্বারা নামায শুরু করতেন।

٧٠٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسكَاتَةً قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِاَبِىْ وَاُمِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ٠

৭০০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. (নামায শুরু করে) তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) ও কেরায়াতের মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন (অর্থাৎ প্রকাশ্যে কিছু শোনা যেত না বা চুপেচুপে পড়লেও বুঝা যেত না)। আবু যারআ বলেন, আমার মনে হয় বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা বলেছিলেন যে, তিনি অল্প কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি (আবু হুরাইরা) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, তাকবীর ও কেরায়াতের মাঝখানে নিশ্চুপ থাকার সময় আপনি কি বলেন ? উত্তরে তিনি [নবী স.] বললেন, তখন আমি বলি, হে আল্লাহ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান রয়েছে তদ্রূপ আমার এবং আমার গোনাহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! সাদা কাপড়কে ময়লা হতে যেরূপ পবিত্র করা হয়, তদ্রূপ আমাকে গোনাহ্ হতে পবিত্র কর। হে আল্লাহ ! আমার গোনাহ্ ও পাপরাশিকে তুমি পানি, বরফ ও তুষারকণিকা দ্বারা ধৌত করে দাও।

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ[১৭]

٧٠١. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَد فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ سَجَد فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ

১৭. এ অনুচ্ছেদে কোনো শিরোনামা নেই।

مِنِّى الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ اَىْ رَبِّ اَوْ اَنَا مَعَهُمْ فَاِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَاْنُ هٰذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا لاَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ اَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشِيشِ اَوْ خِشَاشِ الْاَرْضِ .

৭০১. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (সূর্যগ্রহণ হলে) সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতে কুসূফ) আদায় করতে শুরু করলে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরে দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে কিয়াম করলেন। পরে আবার রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এরপর রুকূ থেকে উঠে সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন এবং উঠে আবার সিজদায় গিয়ে দীর্ঘসময় থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআত পড়ার জন্য উঠলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং কিয়াম করলেন। এরপর রুকূ করে দীর্ঘক্ষণ থেকে উঠলেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থেকে আবার রুকূতে গেলেন। এবারও দীর্ঘসময় রুকূতে থাকলেন। পরে রুকূ থেকে উঠে সিজদায় গিয়ে দীর্ঘ সময় থাকলেন এবং মাথা উঠিয়ে আবার সিজদায় গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটালেন। এরপর নামায শেষ করে বললেন, এ নামাযের মধ্যে জান্নাত আমার অনেক নিকটবর্তী হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে জান্নাতের এক ছড়া ফল তোমাদের কাছে আনতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার অনেক নিকটবর্তী হয়েছিল, এতো নিকটবর্তী হয়েছিল যে, আমি বললাম, হে রব! আমিও কি তাদের সাথে থাকবো ? অর্থাৎ জাহান্নামবাসীদের মধ্যে গণ্য ? এ সময় আমি একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমার মনে হয় নবী স. বলেছিলেন, একটি বিড়াল তাকে থাবা মেরে মেরে নখর বিঁধিয়ে (রক্তাক্ত করে) দিচ্ছে। [নবী স. বলেন,] আমি বললাম, এ স্ত্রীলোকটির এ কিরূপ অবস্থা (অর্থাৎ এরূপ অবস্থা কেন) ? (সেখানে উপস্থিত) লোকেরা বললো, এ স্ত্রীলোকটি বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু খেতে দেয়নি বা মুক্ত করে দিয়ে খাওয়ার সুযোগ করে দেয়নি এবং এভাবে বিড়ালটি মারা গিয়েছিল। নাফে' (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, বিড়ালটিকে বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে পোকা-মাকড় ধরে খাওয়ার সুযোগ দেয়নি।

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামের দিকে তাকানো। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. সালাতে কুসূফ (সূর্যগ্রহণের নামায) সম্পর্কে বলেছেন, (এ নামাযে) যখন তোমরা আমাকে বিলম্ব করতে দেখলে, তখন আমি দেখলাম জাহান্নামের আগুন পরস্পরকে আক্রমণ করছে।

٧٠٢. عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَاكَ قَالَ بِاِضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

৭০২. আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (ইবনে ইরত তামী)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যোহর এবং আসরের নামাযে কি রসূলুল্লাহ স. কিছু পাঠ করতেন ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা বললাম, তা তোমরা কিভাবে বুঝতে পারতে? তিনি (খাব্বাব) বললেন, আমরা তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারতাম (যে, তিনি কিছু পড়ছেন)।

٧٠٣. عَنِ الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرُ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامُوْا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ ·

৭০৩. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না) তাঁরা (সাহাবীগণ) যখন নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করতেন, তখন নবী স. রুকূ থেকে মাথা উঠালে সাহাবীগণ ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না তাঁকে সিজদায় যেতে দেখতেন। (তিনি সিজদায় গেলে তারাও সিজদায় যেতেন)।[১৮]

٧٠٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ اِنِّى اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا ·

৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলে তিনি "গ্রহণের নামায" (সালাতে খুসূফ) আদায় করলেন। (নামায শেষে) সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখতে পেলাম, আপনি যেন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু উঠালেন। তারপর দেখলাম আপনি যেন পিছু হটলেন। (একথা শুনে) তিনি বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেয়ে তা থেকে একটা ফলের ছড়া বা কাঁদি উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে তা তোমরা দুনিয়া ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত খেতে পারতে।

٧٠٥. عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَاَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْاٰنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ : اَلْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِىْ قِبْلَةِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلَاثًا ـ

৭০৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী স. আমাদের নামায পড়ানোর পর মিম্বরে আরোহণ করে নিজের দু হাত দিয়ে মসজিদের কিবলার দিকে ইশারা করে বললেন, আজ আমি যখন তোমাদের নামায পড়াতে শুরু করলাম (ঠিক) সেই সময় কিবলার দিকের এ প্রাচীরে জান্নাত এবং জাহান্নামের ছবি দেখতে

১৮. বারাআ সম্পর্কে كان غير كذوب বা 'মিথ্যাবাদী ছিলেন না' কথা বলা হয়েছে। এটা এজন্য নয় যে, তাঁর সম্পর্কে কারো এ ধারণা ছিল যে, তিনি মিথ্যাবাদী। সুতরাং সেই ধারণা অপনোদনের জন্য কথাটি বলা হয়েছে। বরং এটি তৎকালীন আরবদের সাধারণ বাকরীতি ছিল। যেমন নবী স. সম্পর্কেও অনেক জায়গায় বলা হয়েছে : الصادق المصدوق "সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত"। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তো আর একথা বলা যায় না যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন বলে কেউ ধারণা করতে পারে। তাই সেই ধারণা দূর করার জন্য উপরোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।' এটা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং বারাআ সম্পর্কে كان غير كذوب কথাটি এখানে তৎকালীন বাকধারা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পেলাম। আজকের দিনের মতো কল্যাণ আর অকল্যাণ এবং ভাল ও মন্দকে (জান্নাত কল্যাণ ও ভাল, জাহান্নাম অকল্যাণ ও মন্দ) এরূপভাবে (স্পষ্ট করে) কোনোদিনও দেখিনি। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

٧٠٦. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلاَتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيْ ذَالِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَالِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ ـ

৭০৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, এসব লোকের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর কথা বললেন, এমনকি পরিশেষে বললেন, তারা এ কাজ থেকে বিরত হোক। অন্যথায়, অকস্মাৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা।

٧٠٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ ٠

৭০৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা এক প্রকার চুরি, যা শয়তান বান্দার নামায থেকে করে থাকে।

٧٠٨. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِى اَعْلاَمُ هٰذِهِ اِذْهَبُوْا بِهَا اِلَى اَبِىْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةٍ ٠

৭০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন তাঁর (আয়েশার) একখানা নকশা করা কাপড়ে নামায পড়লেন এবং নামায শেষ করে বললেন, কাপড়ের এ নকশা (ও কারুকার্য) গুলো নামাযের মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। সুতরাং (কাপড় বিক্রেতা) আবু জাহমের কাছে গিয়ে (এটি পালটিয়ে দিয়ে) নকশাবিহীন একখানা মোটা কাপড় নিয়ে এসো।

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে অথবা থুথু কিংবা অন্য কোনো কিছু সামনে দেখলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা যাবে কিনা? সাহল র. বর্ণনা করেছেন, আবু বকর একদিকে তাকালে নবী স.-কে দেখতে পেয়েছিলেন।

٧٠٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّىْ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ اَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِى الصَّلاَةِ ـ

৭০৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক সময় রসূলুল্লাহ স. মসজিদের কিবলার দিকে (নিজের সামনে) থুথু বা কফ দেখতে পেলেন। সে সময় তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। তিনি থুথু বা কফ পরিষ্কার করলেন। তারপর নামায সমাধা করে বললেন, তোমরা কেউ যখন নামায আদায় করবে, তখন মনে করবে যে আল্লাহ তার সামনেই আছেন। অতএব, কেউ যেন নামাযে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে।

٧١٠.عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأَهُمْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُم صُفُوْفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ اَنَّهُ يُرِيْدُ الْخُرُوْجَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ اَن يَّفْتَتِنُوْا فِىْ صَلاَتِهِمْ فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَتِمُّوْا صَلاَتَكُمْ فَاَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّيَ مِنْ آخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ·

৭১০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন মুসলমানগণ ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রসূলুল্লাহ স. তাদের সামনে এসে গেলেন। (অর্থাৎ সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে পেলেন) তিনি আয়েশার ঘরের পর্দা উঠিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। এ সময় তারা কাতারবন্দী হয়ে (নামায আদায় করতে) ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি (রসূল) আনন্দিত হয়ে মুচকি হাসলেন। এ সময় আবু বকর মনে করলেন, তিনি [নবী স.] হয়তো বাইরে আসতে চাচ্ছেন। তাই তিনি পিছু হটে কাতারে শামিল হয়ে [ইমামতীর জন্য রসূলুল্লাহ স.-কে] জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্যত হলেন এবং মুসলমানরাও নামায ছেড়ে দিতে উদ্যত হলো। তিনি তাদেরকে ইশারা করে বললেন, নামায সমাধা করে নাও। আর এ সময় তিনি পর্দাও নামিয়ে দিলেন। এ দিনটির শেষভাগেই তিনি ওফাত পেয়েছিলেন।

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে কিংবা বাড়ীতে, নীরবে কিংবা সরবে পাঠ করার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সকল নামাযেই ইমাম ও মুকতাদীদের জন্য কেরায়াত ওয়াজিব।

٧١١. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا اِلَى عُمَرَ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوْا اَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ، فَقَالَ يَا اَبَا اِسْحَاقَ اِنَّهُ هٰؤُلاَءِ يَزْعُمُوْنَ اَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّى قَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ اَمَّا اَنَا وَاللّٰهِ فَاِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّى بِهِمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَخْرِمُ عَنْهَا اُصَلِّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَاَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَخِفُّ فِى الْاُخْرَيَيْنِ، قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا

اَبَا اِسْحٰقَ فَاَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً اَوْ رِجَالاً اِلَى الْكُوْفَةِ يُسْاَلُ عَنْهُ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا اِلاَّ سَاَلَ عَنْهُ وَيُثْنُوْنَ عَلَيْهِ مَعْرُوْفًا حَتّٰى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِىْ عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ اُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنٰى اَبَا سَعْدَةَ قَالَ اَمَّا اِذْ نَشَدْتَنَا فَاِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَيَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِى الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ اَمَا وَاللّٰهِ لاَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَاَطِلْ عُمْرَهُ وَاَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ ، قَالَ فَكَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ اَصَابَتْنِىْ دَعْوَةُ سَعْدٍ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَاَنَا رَاَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَاِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِىْ فِى الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ ـ

৭১১. জাবির ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফাবাসীগণ উমরের কাছে সাআদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে পদচ্যুত করে আম্মারকে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তারা (কুফাবাসীগণ) সাআদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেশ করলো। এমনকি তারা বললো যে, তিনি নামাযও ভালভাবে আদায় করেন না। সুতরাং উমর তাঁকে ডেকে পাঠালেন। (তিনি আসলে) উমর বললেন, হে আবু ইসহাক! এরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, আপনি নামাযও ভালভাবে আদায় করেন না। (একথা শুনে) সাআদ বললেন, আমি ভালভাবে নামায আদায় করি না। তাহলে শুনুন, আমি তাদের সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ স. যেভাবে নামায আদায় করতেন, ঠিক সেভাবেই নামায আদায় করতাম। রসূলুল্লাহ স.-এর নামায থেকে কোনো কিছুই বাদ দিতাম না। আমি এশার নামায এভাবে আদায় করতাম যে, প্রথম দু রাকআতে সময় লাগাতাম। কিন্তু শেষ দু রাকআত তাড়াতাড়ি শেষ করতাম। (একথা শুনে) উমর বললেন, হে আবু ইসহাক, আপনার সম্পর্কে আমার এটিই ধারণা ছিল। সুতরাং উমর সাআদের সাথে একজন কিংবা কয়েকজন লোককে কুফায় পাঠালেন—কুফাবাসীদের নিকট থেকে তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য। এ তদন্তে তারা কুফার কোনো মসজিদ বাদ না দিয়ে সকল মসজিদে উপস্থিত হলো। (মুসল্লীদের কাছে) সাআদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো এবং সব জায়গার লোকই তার ভূয়সী প্রশংসা করলো। অবশেষে বনী আবাসের মসজিদে উপস্থিত হলে এক ব্যক্তি—যাকে উসামাহ ইবনে কাতাদাহ বলে ডাকা হতো এবং উপনাম ছিল আবু সা'দাহ—সে বললো, যখন তোমরা আমাদেরকে শপথ করালে, তখন শোন, সাআদ জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন না, গনীমতের সম্পদ (যুদ্ধলব্ধ অর্থ) সমভাবে অর্থাৎ বিধান মত বন্টন করতেন না এবং বিচার-ফায়সালায় ইনসাফ করতেন না। (সব কথা শুনে) সাআদ বললেন, তাহলে (এরপর যেহেতু আমার বলার কিছু নেই) আমি তোমাকে তিনটি বদদোয়া দিচ্ছি, (অতপর তিনি বললেন), হে আল্লাহ ! তোমার এ বান্দা যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে, আর প্রদর্শনী (রিয়া) ও

প্রচারের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে থাকে, তাহলে তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করে দাও এবং দারিদ্র ও অভাব বৃদ্ধি করে দীর্ঘায়িত করে দাও এবং তাকে ফেতনা ও অশান্তিতে নিমজ্জিত করে দাও। পরবর্তীকালে এ ব্যক্তিকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলতো, আমি দীর্ঘ বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, ফেতনা ও অশান্তিতে নিমজ্জিত এক বৃদ্ধ। আমার ওপর সাআদের বদদোআ কার্যকরী হয়েছে। (এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) আবদুল মালেক বলেন, পরবর্তীকালে আমি লোকটিকে দেখেছিলাম। অতি বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছার কারণে তার চোখের ওপরের ভ্রূ-যুগল চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল। সে পথে যুবতীদেরকে উত্যক্ত করতো এবং তাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করতো।

٧١٢. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

৭১২. উবাদাহ ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়লো না, তার নামাযই হলো না।

٧١٣. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَدَّ ، وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا، فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِى فَقَالَ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرَانِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَالِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا -

৭১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. (এক সময়) মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য এক ব্যক্তিও মসজিদে প্রবেশ করলো এবং নামায আদায় করে নবী স.-কে এসে সালাম জানাল, তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, গিয়ে আবার নামায আদায় কর। কেননা, তুমি নামায আদায় করনি। (অর্থাৎ তোমার নামায আদায় করা হয়নি) লোকটি গিয়ে পূর্বের মতোই নামায আদায় করলো এবং ফিরে এসে নবী স.-কে সালাম দিল। তিনি পুনরায় বললেন, গিয়ে আবার নামায আদায় কর। কেননা, তোমার নামায আদায় হয়নি। এরূপ তিনবার বললেন। এরপর লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন, এর চেয়ে ভাল করে (নামায) আদায় করতে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী স. বললেন, যখন তুমি নামায পড়তে দাঁড়াবে, তাকবীর (তাহরীমা) বলে শুরু করবে এবং কুরআনের যেখান থেকে তোমার জন্য সহজ হয়, সেখান থেকে পড়বে। তারপর রুকূ করবে এবং তৃপ্তি সহকারে রুকূ করবে। অতপর উঠে ঠিকভাবে দাঁড়াবে। এরপর সিজদায় গিয়ে তৃপ্তি সহকারে সিজদা

করবে। তৎপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে তৃপ্তি সহকারে বসবে। আর এভাবেই সকল নামায আদায় করবে।[১৯]

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা।

٧١٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَعْدٌ كُنْتُ أُصَلِّىْ بِهِمْ صَلَوٰةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتِى الْعِشَاءِ لاَ اَخْرِمُ عَنْهَا كُنْتُ اَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ ذَالِكَ الظَّنُّ بِكَ۔

৭১৪. জাবির ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন। সাআদ (তার বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের অভিযোগের জবাবে) বলেছিলেন, আমি তাদের (কুফাবাসীদের) নিয়ে এমনভাবে নামায আদায় করেছি যেমনভাবে রসূলুল্লাহ স. আদায় করেছেন। এশার নামায আদায় করতে আমি নবী স.-এর নামাযের চেয়ে কিছুই কম করিনি। এশার প্রথম দু রাকআত আমি দীর্ঘায়িত করে পড়েছি এবং শেষ দু রাকআত সংক্ষিপ্ত বা হালকা করে পড়েছি। (সাআদের একথা শুনে) উমর বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণাও এটাই। অর্থাৎ তুমি এরূপ করবে এটাই ধারণা।

٧١٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَن اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْاٰيَةَ اَحْيَانًا. وَكَانَ يَقْرَأُ فِى الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ۔

৭১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. যোহরের নামাযের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য আরো দুটি সূরা পড়তেন এবং প্রথম রাকআত দীর্ঘ করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর একটি বড় সূরা) পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর অন্য একটা ছোট্ট সূরা) পড়তেন এবং কোনো কোনো সময় শ্রবণোপযোগী করে আয়াত পড়তেন। আর তিনি আসরের নামাযের (প্রথম দু রাকআতে) সূরা ফাতিহা এবং অন্য দুটি সূরা পড়তেন। আর ফজরের নামাযের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর দীর্ঘ সূরা) পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ সূরা ফাতেহার পর ছোট্ট একটা সূরা) পড়তেন।

---

১৯. এ অধ্যায়ে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তা থেকে একথা প্রকাশ হয় না যে, ইমামের পেছনে দাঁড়ানো মুক্তাদীদের জন্যও কেরায়াত ওয়াজিব। প্রথম হাদীসে হযরত সাআদ রা.-এর বর্ণনা এসেছে। তিনি নিজের নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নিজে ইমামতী করতেন। আর ইমামের জন্য কেরায়াত ওয়াজিব এ ব্যাপারে সবাই একমত। দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রা.। এতে সূরা ফাতিহা পড়ার অপরিহার্যতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ অপরিহার্যতা কোন্ কোন্ অবস্থায় এবং কার কার জন্য, সে বিস্তারিত বর্ণনা এখানে নেই। তৃতীয় হাদীস হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত। এতে আছে জামায়াতবিহীন একক ব্যক্তির নামাযের বর্ণনা। আর একক ব্যক্তির কেরায়াত পড়ার ব্যাপারে সবাই একমত।–সম্পাদক

٧١٦. عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ سَاَلْنَا خَبَّابًا اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِاَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ٠

৭১৬. আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা খাব্বাবকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি যোহর এবং আসরের নামাযে কিছু পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। আমরা বললাম, কেমন করে আপনারা বুঝতে পারতেন যে, তিনি কিছু পড়ছেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে বুঝতাম যে, তিনি কিছু পড়ছেন।

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা।

٧١٧. عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ٠

৭১৭. আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি খাব্বাব ইবনে আরাত-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. যোহর ও আসরের নামাযে কি কিছু পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। আমি বললাম, কিভাবে আপনারা জানতেন যে, তিনি পড়তেন ? উত্তরে তিনি বললেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়ায় বুঝতে পারতাম যে, তিনি কিছু পড়ছেন।

٧١٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ سُوْرَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا ٠

৭১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. যোহর ও আসরের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতেহা এবং একটি একটি করে (প্রতি রাকআতে) অন্য সূরা পড়তেন। আর কোনো কোনো সময় আয়াত (অর্থাৎ আয়াত পড়ার আওয়াজ) আমাদের কর্ণগোচর হতো।

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে কেরায়াতের বর্ণনা।

٧١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَىَّ وَاللّٰهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِىْ بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَاٰخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ ٠

৭১৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, তাঁর আম্মা উম্মুল ফযল তাঁকে (ইবনে আব্বাসকে) "ওয়াল মুরসালাতে উরফান" সূরাটি পড়তে শুনে বললেন, বেটা, এ সূরাটি পড়ে তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, এ সূরাটিই আমি শেষবারের মত

মাগরিবের নামাযে রসূলুল্লাহ স.-কে পড়তে শুনেছিলাম। [অর্থাৎ এ সূরাটির পর আর কোনো সূরা রসূলুল্লাহ স.-কে পড়তে শুনিনি।]

৭২০. عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمْ قَالَ قَالَ لِيْ زَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ مَالَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ ٠

৭২০. মারওয়ান ইবনে হাকাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, এক সময়ে যায়েদ ইবনে সাবেত আমাকে বললেন, কি ব্যাপার আপনি মাগরিবের নামাযে ছোট ছোট সূরা পাঠ করেন কেন? অথচ আমি নবী স.-কে (মাগরিবের নামাযে) দুটি বড় সূরার মধ্যে বড়টি পাঠ করতে শুনেছি।

৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ করা।

৭২১. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ ٠

৭২১. মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতঈম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযে আমি রসূলুল্লাহ স.-কে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি।

১০০. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত করা।

৭২২.عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ اَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا اَزَالُ اَسْجُدُ بِهَا حَتَّى اَلْقَاهُ ٠

৭২২. আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরার সাথে এশার নামায আদায় করেছি। তিনি এ সময় (নামাযে) "ইযায সামাউন শাক্কাত" সূরাটি পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। এ দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি আবুল কাসেম রা.-এর পিছনে নামায পড়তে এ সূরাতে সিজদা করেছি। [অর্থাৎ নবী স. সিজদা করলে আমিও সিজদা করেছি।] অতএব তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এ সূরায় সিজদা করতে থাকবো।

৭২৩. عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ٠

৭২৩. আদী (ইবনে সাবেত আনসারী) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, আমি বারাআর নিকট থেকে শুনেছি নবী স. সফরে এশার নামাযের প্রথম দু রাকআতের কোনো এক রাকআতে সূরা "ওয়াততীনে ওয়ায-যায়তুন" পাঠ করেছেন।

১০১. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে সিজদা বিশিষ্ট আয়াত পাঠের বর্ণনা।

٧٢٤. عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ قَالَ سَجَدْتُ فِيْهَا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ اَزَالُ أَسْجُدُ فِيْهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ ·

৭২৪. আবু রাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সময়ে আবু হুরাইরার সাথে এশার নামায আদায় করেছি। তিনি এ নামাযে সূরায়ে ইনশিকাকের "ইযাস সামায়ুন শাককাত" পর্যন্ত পড়ে সিজদা (সিজদায়ে তেলাওয়াত) করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ কি করলেন ? তিনি বললেন, আবুল কাসেম স.-এর পিছনে নামাযে এ আয়াতটিতে (পাঠ করার পর) সিজদা করেছি। সুতরাং তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত) আমি এ কাজ করতে থাকবো।

১০২. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা।

٧٢٥. عَنْ عَدِىِّ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ اَوْ قِرَاءَةً

৭২৫. আদী ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বারাআকে বলতে শুনেছেন, আমি নবী স.-কে এশার নামাযের (প্রথম দু রাকআতের কোনো এক রাকআতে) "ওয়াততীনি ওয়ায যায়তুনি" সূরাটি পড়তে শুনেছি। আমি আর কারো নিকট থেকে তাঁর মত মিষ্ট কণ্ঠ বা উত্তম কেরায়াত শুনিনি।

১০৩. অনুচ্ছেদ ঃ (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে) প্রথম দু রাকআতকে দীর্ঘায়িত করা (সূরা ফাতিহার পর অন্য আর একটি সূরা পড়া) এবং শেষ দু রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করা (সূরা ফাতিহার পর কোনো সূরা না পড়া)।

٧٢٦.عَنْ جَابِرِ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْكَ فِىْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى الصَّلاَةِ قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَمُدُّ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَلاَ اٰلُوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَدَّقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ اَوْ ظَنِّىْ بِكَ ·

৭২৬. জাবির ইবনে সামুরাহ রা. বর্ণনা করেন, উমর সাআদকে বললেন, (কুফাবাসীগণ) প্রতিটি ব্যাপারে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, এমনকি নামায (আদায়) সম্পর্কেও। (অর্থাৎ তুমি উত্তমরূপে নামায আদায় করো না।) সাআদ বললেন, (আমার সম্পর্কে তারা অভিযোগ করেছে) তাহলে শুনুন। (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের) প্রথম দু রাকআত আমি দীর্ঘ করে পড়তাম আর শেষ দু রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়তাম। (অর্থাৎ প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি করে সূরা পড়তাম আর শেষ দু রাকআতে সূরা ফাতিহার পর তা পড়তাম না। আর আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযে যেভাবে ইক্তেদা করেছি তার চেয়ে কম করিনি। (কথা শুনে) উমর বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার সম্পর্কে আমার এটাই ধারণা ছিল।

১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা। উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. ফজরের নামাযে সূরা আত-তূর পাঠ করেছেন।

٧٢٧. عَنْ سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلَى اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ اِلَى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِى بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيْسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اَوْ اِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ـ

৭২৭. সাইয়্যার ইবনে সালামা রা. বর্ণনা করেন, আমি ও আমার পিতা আবু বারযাহ আসলামীর কাছে গিয়ে তাঁকে নামাযসমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী স. সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে যোহরের নামায আদায় করতেন, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, কোনো ব্যক্তি তাঁর সাথে নামায আদায় করে মদীনার দূরপ্রান্তে গমন করতো এবং সূর্যের তেজ তখন বিদ্যমান থাকতো। সাইয়্যার বলেছেন, আবু বারযাহ মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার নামাযের জন্য রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তিনি অবলীলাক্রমে বিলম্ব করতেন। এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো তিনি পসন্দ করতেন না এবং (নামাযের) পরে (নিদ্রা বাদ দিয়ে) কথা বলাও পসন্দ করতেন না। আর ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, নামাযের পর একজন লোক তার পাশের লোককে চিনতে পারতো। আর ফজরের দু রাকআতে অথবা প্রতি রাকআতে তিনি ষাট হতে একশ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন।

٧٢٨.عَنْ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفَى عَنَّا اَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَاِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى اُمِّ الْقُرْاٰنِ أَجْزَأَتْ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

৭২৮. আতা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছেন, সকল নামাযেই কুরআন শরীফ পড়া হয়। যেসব নামাযে রসূলুল্লাহ স. আমাদের শুনিয়ে কেরায়াত করেছেন সেসব নামাযে আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়ে কেরায়াত করে থাকি আর যেসবে তিনি নীচু আওয়াজে (মনে মনে) পড়েছেন, আমরাও সেসব নামাযে তোমাদের সামনে নীচু আওয়াজে (মনে মনে) পড়ে থাকি। আর সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত যদি না পড় (ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা না পড়) তবুও কোনো দোষ হবে না (নামায আদায় হয়ে যাবে)। কিন্তু যদি পড় তবে সেটাই উত্তম।

১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের কেরায়াত উচ্চস্বরে পড়ার বর্ণনা। উম্মে সালামাহ রা. বর্ণনা করেন, আমি লোকদের (মুকতাদীদের) পিছনে ঘুরে দেখেছি (যখন তারা নামাযরত)। নবী স. তখন নামাযে সূরায়ে 'আত-তূর' পড়ছিলেন।

٧٢٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ اِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ اِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا مَالَكُمْ قَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوْا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ اِلاَّ شَيْئٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَاهٰذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ وَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِيْنَ اِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اسْتَمَعُوْا لَهُ، فَقَالُوْا هٰذَا وَاللّٰهِ الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِيْنَ رَجَعُوْا اِلَى قَوْمِهِمْ ، وَقَالُوْا يَا قَوْمَنَا : اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَاِنَّمَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ .

৭২৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে 'উকাযে'র বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এ সময় শয়তানদের (দুষ্ট জিন) জন্য আসমানের খবরাখবর আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। (খবর আনতে গেলে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করা হতো। শয়তানরা তাদের কওমের কাছে ফিরে আসলে তারা বললো, তোমাদের কি হলো (যে তোমরা ফিরে আসলে)? উত্তরে তারা বললো, আমাদের আসমানী খবর আনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ শুরু করা হয়েছে। কওমের শয়তানরা বললো, কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটা ছাড়া তোমাদের জন্য আসমানের খবর নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়নি। তোমরা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে বিচরণ করে দেখ, কি কারণে আসমানের খবর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। সুতরাং তারা তেহামার দিকে নবী স.-এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। এ সময় তিনি উকাযের দিকে রাওয়ানা করে 'নাখলা' নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। এসব জিন যখন সেখানে উপনীত হলো তখন নবী স. সাহাবীদের সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জিনেরা কুরআন পাঠ করতে শুনে সেদিক মনোযোগ দিল এবং বললো, আল্লাহর শপথ, এ জিনিসই তোমাদের আসমানের খবর সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই তারা নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে আমাদের কওম! আমরা অদ্ভুত কুরআন (পাঠ) শুনে আসলাম, যা হেদায়াতের পথের সন্ধান দান করে, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর কখনো আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না। অতপর আল্লাহ তাঁর নবী স.-এর প্রতি এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "বল, আমার ওপর যে অহী নাযিল করা হয়েছে জিনদের একটি দল তা শ্রবণ

করেছে এবং বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। আর তাঁকে অহীর মাধ্যমে জিনদের কথোপকথন জানিয়ে দেয়া হয়েছে।"

٧٣٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيْمَا أُمِرَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৭৩০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেখানে নবী স.-কে উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে তিনি উচ্চস্বরে পড়েছেন এবং যেখানে চুপে চুপে পড়তে বলা হয়েছে সেখানে চুপে চুপে পড়েছেন। তোমার রব (আল্লাহ) ভুল করেন না (যে, তিনি ভুল করে কোনো অনুচিত নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন)। আর অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে গ্রহণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের একই রাকআতে দু সূরা পাঠ করা, সূরার শেষ আয়াতসমূহ বা এক সূরার পূর্বে আরেক সূরা পাঠ করা কিংবা সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো পাঠ করার বর্ণনা। আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব রা. থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, নবী স. ফজরের নামাযে সূরা মু'মিনূন পাঠ করেছেন। যেখানে এ সূরার মধ্যে মূসা ও হারুনের বর্ণনা আছে—যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন অথবা ঈসার বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন কাশি এলো এবং তিনি রুকূতে চলে গেলেন। আর উমর (ফজরের নামাযের) প্রথম রাকআতে সূরা আল বাকারার একশ বিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে একটি মাসানী (প্রায় একশ আয়াত বিশিষ্ট) সূরা পাঠ করেছেন। আহনাফ প্রথম রাকআতে সূরা কাহফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইউসুফ অথবা ইউনুস পাঠ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, উমরের সাথে উক্ত সূরা দুটির সাহায্যে ফজরের নামায পড়েছেন। ইবনে মাসউদ রা. প্রথম রাকআতে সূরা আনফালের চল্লিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে একটি সূরা মুফাসসাল (সূরা কেতাল, ফাতাহ, হুজুরাত, কাফ বা অনুরূপ সূরাগুলো) পাঠ করেছেন। যে ব্যক্তি একটা সূরা ভাগ করে দু রাকআতে পাঠ করে কিংবা একই সূরা দু রাকআতেই পাঠ করে তার সম্পর্কে আবু কাতাদা রা. বলেছেন, সবই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব (যেমনটি ইচ্ছা পাঠ কর)। আনসারদের কোনো এক ব্যক্তি মসজিদে কুবাতে আনসারদের ইমামতী করতো। যেসব নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত করা হয় এমন কোনো নামায শুরু করতে সে প্রথমে কুল-হুওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস) সূরাটি দিয়ে শুরু করতো এবং এরপর অন্য একটা পড়তো। আর এটা ছিল তার অভ্যাস। সুতরাং সে প্রতি রাকআতেই এরূপ করতো। এ ব্যাপারে লোকেরা তার সাথে আলাপ-আলোচনার পর বললো, আপনি এ সূরাটি (সূরা ইখলাস) দিয়ে শুরু করেন কিন্তু আমরা দেখি যে, আপনি শুধু এটিকে যথেষ্ট মনে করেন না, তাই আরেকটি সূরা এর সাথে পড়ে থাকেন। এখন কথা হলো, আপনি কি এ সূরাটি দিয়েই নামায সমাধা করবেন, অথবা এটি আদৌ না পড়ে অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন। একথা শুনে সে বললো, আমি তা (আমার এ নিয়ম) পরিত্যাগ করতে পারবো না। এভাবে ইমামতী করা তোমরা পসন্দ করলে আমি তোমাদের ইমামতী করবো। অন্যথায় ইমামতী পরিত্যাগ করবো। লোকেরা তাকে নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে জানতো। সে ছাড়া অন্য কেউ তাদের ইমামতী করুক সেটাও তারা পসন্দ করতো না। পরে এক সময় নবী

স. সেখানে আগমন করলে লোকেরা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, কি হে, এ লোকেরা যেভাবে নামায আদায় করতে বলে সেভাবে করতে তোমার বাধা কি ? আর কি কারণেই বা তুমি প্রতি রাকআতে সূরাটি নির্দিষ্ট করে নিয়ে পাঠ করে থাক ? উত্তরে লোকটি বললো, আমি ওটিকে (সূরাটিকে) ভালবাসি। একথা শুনে নবী স. বললেন, "ওর প্রতি ভালবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"

٧٣١.عَنْ اَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِىْ رَكْعَةٍ ، فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ·

৭৩১. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদের কাছে এসে বললো, আমি আজ রাতে এক রাকআতে একটি মুফাসসাল সূরা পড়েছি। এতো দ্রুত পড়েছি যেমন কবিতা পড়া হয়ে থাকে। আমি মুফাসসাল সূরার বহু দৃষ্টান্ত জানি, যেগুলোর দুটোকে এক সাথে মিলিয়ে রসূলুল্লাহ স. নামাযে পাঠ করতেন। অতপর সে বিশটি মুফাসসাল সূরার উল্লেখ করলো।

১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের) শেষের দু রাকআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

٧٣٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِى الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِى الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِى الصُّبْحِ ·

৭৩২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. যোহরের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং (প্রতি রাকআতে একটা করে) আরো দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। কোনো কোনো সময় আমরা তাঁর আয়াত পাঠ শুনতে পেতাম। আর প্রথম রাকআতটি তিনি যেমন দীর্ঘ করতেন দ্বিতীয় রাকআতটি তেমন করতেন না। আসর ও ফজর উভয় ওয়াক্তেই এরূপ করতেন।

১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ যোহর এবং আসরের নামাযে চুপে চুপে কেরায়াত পড়া।

٧٣٣.عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَامِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِه·

৭৩৩. আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাবকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি যোহর এবং আসরের নামাযে কিছু পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। আমরা বললাম, কিভাবে আপনি জানতেন যে, তিনি কিছু পড়ছেন! জবাবে তিনি বললেন, তাঁর দাড়ি আন্দোলিত হতে দেখে বুঝতাম (যে, তিনি কিছু পড়ছেন)।

১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক মুকতাদীদেরকে আয়াত শোনান। অর্থাৎ ইমাম মুকতাদীদের শ্রবণোপযোগী করে আয়াত পড়লে তাতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

٧٣٤.عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الاُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الاٰيَةَ اَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِى الرَّكْعَةِ الاُولٰى .

৭৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. যোহর এবং আসরের নামাযের প্রথম দু রাকআত সূরা ফাতেহা এবং তার সাথে আরেকটি করে অন্য সূরা পড়তেন। কোনো কোনো সময় তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে (অর্থাৎ শ্রবণোপযোগী করে) আয়াত পড়তেন আর প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন।

১১০. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম রাকআত দীর্ঘায়িত করা।

٧٣٥.عَنْ عَبدِاللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَن اَبِيهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الاُولٰى مِنْ صَلاَةِ الظُّهرِ وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَيَفعَلُ ذَالِكَ فِى صَلاَةِ الصُّبحِ.

৭৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. যোহরের নামাযের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন অর্থাৎ লম্বা কেরায়াত করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপে করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও এরূপ করতেন।

১১১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা। আতা র. বর্ণনা করেছেন, আমীন বলা হলো একটা দোআ। ইবনে যুবায়ের এবং তাঁর পিছনে যারা মুকতাদী থাকতো তারা এতো উচ্চস্বরে আমীন বলতেন যে, মসজিদে প্রতি-ধ্বনিত হতো। আবু হুরাইরা রা. ইমামকে বলে দিতেন, আমার আমীনকে নষ্ট করে দিও না। অর্থাৎ জোরে আমীন বলে আমার আমীন বলাতে বাধার সৃষ্টি কর না। নাফে র. বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর রা. আমীন বলা পরিত্যাগ করতেন না, বরং লোকদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর নিকট হতে একটা হাদীস শ্রবণ করেছি।

٧٣٦.عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ ـ

৭৩৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নামাযে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, (নামাযে) রসূলুল্লাহ স. আমীন বলতেন।

১১২. অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলার মর্যাদা।

٧٣٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৭৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (নামাযে) তোমাদের কেউ আমীন বললে আসমানে ফেরেশতারাও আমীন বলে থাকে। উভয় আমীন (তোমাদের ও ফেরেশতাদের আমীন) পরস্পর মিলিত হলে (অর্থাৎ একই সময় উচ্চারিত হলে) তার (আমীন উচ্চারণকারীর) পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মোক্তাদীদের উচ্চস্বরে আমীন বলা।

٧٣٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ : فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ইমাম যখন (সূরা ফাতিহার সর্বশেষ আয়াত) "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দললীন" উচ্চারণ করবেন, তখন তোমরা "আমীন" বলবে। কেননা, যার কথা (আমীন বলা) ফেরেশতাদের কথার (আমীন বলার) সাথে মিলে যায় (একই সময়ে উচ্চারিত হবে) তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

১১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকূ করা।

٧٣٩ـ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَّصِلَ اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حَرْصًا وَلاَ تَعُدْ٠

৭৩৯. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি নবী স.-এর কাছে এমন সময় পৌছলেন, যখন তিনি [নবী স.] নামাযে রুকূ অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং তিনি (আবু বাকরা) কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকূ করে নিলেন। পরে তা নবী স.-এর কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। তুমি পুনরায় (আর কোনো দিন) এরূপ করবে না।

১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে তাকবীর পূর্ণাঙ্গ, দীর্ঘ ও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। একথাগুলো ইবনে আব্বাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস রা.-ও এর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٧٤٠.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلّٰى مَعَ عَلِىٍّ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هٰذَا الرَّجُلَ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ.

৭৪০. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বসরায় হযরত আলী রা.-এর সাথে নামায আদায় করেছেন। ইমরান বর্ণনা করেছেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ আলী আমাদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায আদায়ের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি উল্লেখ করলেন, আমরা তাঁর [নবী স.] সাথে নামায আদায়কালে দেখতাম, তিনি রুকূতে যাবার এবং রুকূ থেকে উঠার সময় তাকবীর বলতেন।

٧٤١. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ لاَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৪১. আবু সালামা রা. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি লোকদের সাথে নামায আদায় করতেন। যখন রুকূ বা সিজদায় যেতেন কিংবা রুকূ ও সিজদা থেকে উঠতেন, তখন তাকবীর বলতেন। নামায শেষ করে তিনি বলতেন, নামাযের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সবার চেয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বেশী সাদৃশ্য রক্ষাকারী ব্যক্তি।

১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় পূর্ণাঙ্গ তাকবীর বলা।

٧٤٢. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ اَخَذَ بِيَدِيْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِىْ هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৪২. মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন আলী ইবনে আবু তালিবের পিছনে নামায পড়েছি। তিনি (আলী ইবনে আবু তালিব) যখন সিজদায় যেতেন তাকবীর বলতেন, যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তাকবীর বলতেন এবং যখন দু রাকআত শেষ করে (তৃতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলতেন। তিনি এভাবে নামায পড়লে ইমরান ইবনে হুসাইন আমার হাত ধরে বললেন, ইনি (অর্থাৎ আলী ইবনে আবু তালিব) আমার মধ্যে মুহাম্মাদ স.-এর নামাযের স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন অথবা (কথাটি এরূপ বললেন) তিনি আমাদের সাথে নিয়ে মুহাম্মাদ স.-এর মত নামায আদায় করলেন।

٧٤٣.عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَاِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلاَةَ النَّبِىِّ ﷺ لاَ اُمَّ لَكَ .

৭৪৩. একরামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মাকামে (ইবরাহীম)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলাম। সে প্রতি উঠা-নামার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময় তাকবীর বলছিল। আমি ইবনে আব্বাসকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন, তোমার মা মরুক বা তুমি মাতৃহীন হও, এটা কি নবী স.-এর অনুরূপ নামায নয়?

১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা শেষে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা।

٧٤٤.عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ اَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ سُنَّةُ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ.

৭৪৪. ইকরামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় এক (বৃদ্ধ) ব্যক্তির পিছনে নামায পড়েছি। তিনি সেই নামাযে বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি ইবনে আব্বাসের কাছে একথা বর্ণনা করে বললাম, লোকটা এক আহমক। (একথা শুনে) তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, তোমার মা তোমার জন্য অশ্রুপাত করুক, আবুল কাসেম [নবী স.]-এর সুন্নত তো এটিই। অর্থাৎ ঐ লোকটা যেভাবে নামায পড়েছে নবী স.-ও ঐভাবে নামায পড়তেন।

٧٤٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ.

৭৪৫. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন (শুরু করার সময়) তাকবীর বলে শুরু করতেন। অতপর যখন রুকূতে যেতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং প্রথম রাকআতের রুকূ হতে উঠার সময় "সামিআল্লাহু লেমান হামিদা" বলতেন। এরপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলতেন। অতপর সিজদার জন্য আনত হওয়াকালে সিজদা হতে মাথা উত্তোলনকালে এবং পুনরায় সিজদায় যাওয়াকালে তাকবীর বলতেন। পরে সিজদা হতে মাথা উত্তোলনকালে আবার তাকবীর বলতেন এবং এভাবেই গোটা নামায শেষ করতেন। আর দু রাকআত পড়ে বসার পর যখন উঠতেন, তখনও একবার তাকবীর বলতেন।

১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর সময় হাতের তালু হাঁটুর ওপর স্থাপন করা। আবু হুমাইদ তাঁর বন্ধুদের এক বৈঠকে বলেছেন, রুকূতে গিয়ে নবী স. তাঁর দু হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরতেন।

٧٤٦.عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ اَبِىْ فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّىَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَىَّ فَنَهَانِىْ اَبِىْ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ اَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

৭৪৬. আবু ইয়াফুর রা. মুসআব ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক সময় আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সময় রুকূতে দু হাত এক সাথে যুক্ত করে দু হাঁটুর মধ্যে স্থাপন করলে (নামায শেষে) তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ

করলেন। তিনি বললেন, আমরা এক সময় এরূপ করতাম। কিন্তু আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হলো এবং এর পরিবর্তে হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদিষ্ট হলাম।

১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ আদায় না করে।

٧٤٧. عَنْ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَقَالَ مَاصَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِىْ فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

৭৪৭. যায়েদ ইবনে ওয়াহাব রা. বর্ণনা করেন, হুযাইফা এক ব্যক্তিকে নামাযরত দেখলেন। সে রুকূ এবং সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করছিল না। তাই তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, তোমার নামায আদায় করা হয়নি। এরূপ নামায আদায় করে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো, তাহলে তোমার মৃত্যু হবে মুহাম্মাদ স.-কে আল্লাহ যে প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতি ও স্বভাবের বিরুদ্ধ পরিবেশে।

১২০. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূকালে পিঠ সোজা বা সমান্তরাল হওয়ার বর্ণনা। আবু হুমাইদ রা. তাঁর বন্ধুদের এক বৈঠকে বলেছেন, নবী স. রুকূ করলেন আর নিজের পিঠ বাঁকা করে দিলেন।

১২১. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ করা এবং রুকূতে বিলম্ব ও আরামের সীমা।

٧٤٨. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِىِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَاخَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৪৮. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর নামাযে কিয়াম ও কুয়ুদ (সূরা পড়ার জন্য দাঁড়ান এবং তাশাহহুদ ও দুরূদের জন্য বসা) ছাড়া রুকূ ও সিজদার মাঝে, দু সিজদার মাঝে এবং রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করে দাঁড়ানোর সময় সমপরিমাণ বিলম্ব হতো। (কিয়াম ও বৈঠকে বেশী সময় লাগত।)

১২২. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ পূর্ণরূপে রুকূ না করলে নবী স. তাকে পুনরায় নামায পড়ার আদেশ প্রদান করতেন।

٧٤٩.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا اُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِىْ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا .

৭৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য একজন লোকও মসজিদে প্রবেশ করলো। লোকটি নামায পড়লো এবং নবী স.-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম জানাল। নবী স. তাকে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, গিয়ে আবার নামায পড়ো। কারণ, তোমার নামায হয়নি। সুতরাং সে গিয়ে আবার নামায পড়লো এবং ফিরে এসে নবী স.-কে সালাম জানাল। তিনি [নবী স.] এবারও বললেন, গিয়ে আবার নামায পড়ো, তোমার নামায হয়নি। এবার লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে নামায পড়তে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী স. বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর (তাকবীর তাহরীমা) বলে আরম্ভ করবে এবং কুরআনের যেখান থেকে পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হয় সেখান থেকে পাঠ করবে। অতপর ততক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে রুকূ করবে যেন রুকূতে প্রশান্তি আসে। রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। প্রশান্তভাবে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সিজদায় প্রশান্তি আসে। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তভাবে কিছুক্ষণ বসবে। অতপর আবার প্রশান্তভাবে সিজদা করবে এবং এভাবে তোমার সমস্ত নামায সম্পন্ন করবে।

১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ অবস্থায় দোআ।

٧٥٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ -

৭৫০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর নামাযে রুকূ ও সিজদায় "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী" (হে আল্লাহ, আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তোমার প্রশংসার সাথে তোমাকে স্মরণ করছি। হে আল্লাহ, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও) বলতেন।[২০]

১২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম এবং তার পিছনে নামায আদায়কারী (মুকতাদীগণ) রুকূ হতে (ইমামের) মাথা উঠাবার সময় কি বলবে ?

٧٥١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

৭৫১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামাযে (রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময়) যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তার পরপরই "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ"ও বলতেন। আর নবী স. যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু সিজদাহ পর যখন দাঁড়াতেন তখন "আল্লাহু আকবার" বলতেন।

২০. রুকূ ও সিজদায় এ দোয়া নবী স. ইসলামের প্রথম দিকে পড়তেন। তখন রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং 'সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়ার নির্দেশ হয়নি। পরে এ দুটি দো'য়া নাযিল হলে এবং তা পড়বার আদেশ হলে পূর্বে উল্লেখিত দো'য়া মানসুখ বা বাতিল হয়ে যায়।

১২৫. অনুচ্ছেদ ঃ (রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর) "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ" বলার মর্যাদা।

٧٥٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَاِنَّهُ مَن وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৭৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (নামাযে রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময়) ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তোমরা তখন "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ" বল। কেননা, যে ব্যক্তির একথা ফেরেশতাদের একথার সাথে (অর্থাৎ একই সময়ে) উচ্চারিত হবে, তার অতীতের সকল গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

১২৬. অনুচ্ছেদ ঃ

٧٥٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَأُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِىِّ ﷺ فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى رَكْعَةِ الْاُخْرٰى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . . عُو لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ٠

৭৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মুকতাদীদেরকে বললেন, আমি (তোমাদের) নামাযকে নবী স.-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেব। সুতরাং আবু হুরাইরা যোহর, এশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাকআতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর দোআ কুনূত পড়তেন এবং তাতে মুমিনদের জন্য কল্যাণ কামনা করে দোআ এবং কাফেরদের জন্য লানত বা অভিসম্পাত করতেন।

٧٥٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ٠

৭৫৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সময়ে ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়া হতো।

٧٥٥. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ ٠

৭৫৫. রিফাআ ইবনে রাফে' যুরাকী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী স.-এর পিছনে নামায আদায় করছিলাম। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময়

"সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে, পিছন থেকে (মুকতাদীদের মধ্য হতে) এক ব্যক্তি বলে উঠলো, "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহে"। নামায শেষ করে তিনি [নবী স.] জিজ্ঞেস করলেন, কে কথা বলছিল ? লোকটি বললো, আমি বলেছি। তখন নবী স. বললেন, আমি দেখলাম (কথাগুলো বলার সাথে সাথে) ত্রিশজনেরও অধিক ফেরেশতা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য (নিজেদের মধ্যে) প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।

১২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে উঠে আরামে দাঁড়ানো। আবু হুমাইদ বলেছেন, নবী স. রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে, তাঁর মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে সংস্থাপিত হয়ে যেত। (অর্থাৎ গোটা মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যেত)।

٧٥٦. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِىِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّى وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ نَسِىَ ٠

৭৫৬. সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস আমাদেরকে নবী স. যেভাবে নামায পড়েন, তা বর্ণনা করে শুনাতেন এবং নামায পড়ে দেখাতেন। সুতরাং নামাযে যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতেন তখন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সিজদায় যাওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছেন।

٧٥٧.عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِىِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ ٠

৭৫৭. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর রুকূ ও সিজদা, রুকূ থেকে মাথা উঠানো এবং দু সিজদার মাঝের বিরতি– –এ সবের সময় প্রায় একই পরিমাণ হতো।

٧٥٨. عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِيْنَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِىِّ ﷺ وَذَاكَ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَ فَاَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَمْكَنَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْصَبَّ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا هٰذَا اَبِىْ بُرَيْدٍ وَكَانَ اَبُوْ بُرَيْدٍ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ اسْتَوٰى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ٠

৭৫৮. আবু কিলাবাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যেভাবে নামায আদায় করতেন মালেক ইবনে হুওয়াইরিস তা আমাদেরকে দেখাতেন। আর এটা তিনি দেখাতেন নামাযের ওয়াক্তের বাইরে (কোনো সময়ে)। এভাবে একদিন তিনি নামায শুরু করে পূর্ণাঙ্গরূপে কিয়াম করলেন। অতপর রুকূ হতে উঠে অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবু কিলাবাহ বর্ণনা করেন, সেই সময় মালেক ইবনে হুওয়াইরিস আমাদের শায়খ আবু ইয়াযীদের মত নামায আদায় করলেন। আবু ইয়াযীদ শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠালে সোজা হয়ে বসতেন এবং কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর দাঁড়াতেন।

১২৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় তাকবীর বলতে বলতে ঝুঁকবে বা আনত হবে। নাফে' বলেছেন, সিজদায় গিয়ে ইবনে উমর প্রথমে দু হাত ও পরে হাঁটু স্থাপন করতেন।

٧٥٩.عَنْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ وَغَيْرِهَا فِىْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْجُلُوْسِ فِى الاِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَالِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ هٰذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا، قَالاَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيْهِمْ بِاَسْمَائِهِمْ ، فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُوْنَ لَهُ.

৭৫৯. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। ফরয কিংবা অন্য যে কোনো নামাযই হোক রমযান ও অন্যান্য মাসেও আবু হুরাইরা সকল নামাযে তাকবীর বলতেন। তিনি যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন এবং রুকূ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন। অতপর রুকূ থেকে উঠে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" ও তৎপর সিজদায় যাওয়ার পূর্বে "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলতেন। অতপর সিজদার জন্য আনত হওয়ার সময়, সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, পুনরায় সিজদাকালে, আবার সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময়, অতপর দু রাকআত পড়ে বসার পর উঠার সময় তাকবীর বলতেন। নামায শেষ না করা পর্যন্ত প্রতি রাকআতেই এরূপ করতেন। পরে লোকদের (মুকতাদীদের) দিকে ফিরে বলতেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, নামাযের বিচারে তোমাদের মধ্য হতে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আমার সাদৃশ্য বেশী। দুনিয়া থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত এ ছিলো তাঁর [নবী স.] নামায। এ হাদীসের দুজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ও আবু সালমাহ বলেছেন, আবু হুরাইরা বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলতেন। আর কিছুসংখ্যক লোকের নাম নিয়ে তাদের কল্যাণের জন্য দোআ করতেন।

দোআয় বলতেন, হে আল্লাহ্! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সালমা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআ এবং অন্যান্য দুর্বল মুসলমানদেরকে অত্যাচারীর থাবা থেকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ্, মুদার গোত্রের ওপর তোমার ধ্বংসকারিতাকে কঠোরতর কর। ইউসুফের যুগের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ তাদের জন্য নির্দিষ্ট কর। সেই সময় মুদার গোত্রের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীগণ নবী স.-এর বিরোধী ছিল।

٧٦٠.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُوْدًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا .

৭৬০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক সময় রসূলুল্লাহ্ স. অশ্বপৃষ্ঠ হতে (কোনো কোনো সময় সুফিয়ান হাদীস বর্ণনা করতে عن فرس শব্দের স্থলে عن مفرس শব্দ উল্লেখ করতেন।) পড়ে ডান পাঁজরে সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হন। আমরা সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। নামাযের সময় হলে তিনি আমাদের নিয়ে বসে নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে নামায পড়লাম। নামায শেষ করে তিনি বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। কাজেই তিনি তাকবীর বললে তোমরা তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে। রুকূ থেকে মাথা উঠালে মাথা উঠাবে, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে, "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলবে এবং সিজদা করলে সিজদা করবে।

১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা করার মর্যাদা।

٧٦١.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَرى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُوْنَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَهَلْ تُمَارُوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقَى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَاِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوْهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ

ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ اِلاَّ الرُّسُلُ وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ رَحْمَةَ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللّٰهُ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِاٰثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ اِلاَّ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا، فَيَقُوْلُ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ فُعِلَ ذَالِكَ بِكَ اَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللّٰهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَاِذَا اَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِيْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ لاَ اَكُوْنُ اَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَمَا عَسَيْتَ اِن اُعْطِيْتَ ذَالِكَ اَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْأَلُ غَيْرَ ذَالِكَ فَيُعْطِيْ رَبَّهُ مَاشَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ، فَيَسْكُتُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ اُعْطِيْتَ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لاَتَجْعَلْنِيْ اَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى اِذَا انْقَطَعَ

أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا اَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتّٰى اِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ، فَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ اَحْفَظْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَوْلَهُ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ اِنِّىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ.

৭৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক সময় লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন, মেঘমুক্ত রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয়? সবাই জবাব দিল, জি-না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি [নবী স.] আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে? সবাই বললো, জি-না। তখন নবী স. বললেন, (কিয়ামতের দিন) তেমনি স্পষ্টভাবেই আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে জীবিত করে একত্রিত করা হবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে যে যার ইবাদাত করতে সে তার সাথে হয়ে যাও। সুতরাং কেউ সূর্যের সাথে হয়ে যাবে, কেউ চন্দ্রের সাথে হয়ে যাবে এবং কেউ আল্লাহদ্রোহী তাগুত ও শয়তানের সাথে হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আমার এ উম্মত। অবশ্য তাদের মধ্যে মুনাফিকও থাকবে। এ সময় আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন, আমি তোমাদের রব ও পালনকর্তা। তারা বলবে, এটা আমাদের জায়গা, (অর্থাৎ এখানেই আমরা অবস্থান করবো) যতক্ষণ না আমাদের রব আসেন ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকবো। (যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রকৃত পরিচয়ে আসবেন না, তাই তারা চিনতে না পেরে একথা বলবে)। আমাদের রব (আল্লাহ) আমাদের কাছে আসলে আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারবো। অতপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ (স্ব-পরিচয়ে) তাদের কাছে এসে বলবেন, আমিই তোমাদের রব। তখন তারা সবাই বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। অতপর জাহান্নামের ওপর দিয়ে একটা পথ খোলা হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে আহ্বান করবেন। [নবী স.] বলেন, রসূলদের মধ্যে আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে তাঁর উম্মত সমভিব্যহারে (জাহান্নামের ওপর দিয়ে) এ পথ অতিক্রম করবে। সেদিন একমাত্র রসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না। আর রসূলগণও শুধু "আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম" (হে আল্লাহ, শান্তি বর্ষণ কর, নিরাপত্তা দান কর) বলতে থাকবেন। আর জাহান্নামের মধ্যে সাদানের কাঁটা সদৃশ আঁকড়ার মতো থাকবে। তোমরা কি কখনো সাদানের কাঁটা দেখেছ? সবাই বললো, জি-হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বললেন, জাহান্নামের আঁকড়াগুলো সাদানের কাঁটার মতোই। তবে তার বিরাটত্বের পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। মানুষের আমল মোতাবেক তা দিয়ে টেনে বা খামচে ধরবে। সুতরাং আমল খারাপ হওয়ার কারণে কেউ এভাবে জাহান্নামে পতিত হবে, আবার কারো দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু পরে সে নাজাত পাবে। অতপর আল্লাহ জাহান্নামবাসীদের প্রতি দয়া করতে চাইলে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহর ইবাদাত করতো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। সিজদার চিহ্ন দেখে

ফেরেশতাগণ তাদেরকে চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ বান্দার সিজদার জায়গা দগ্ধ করা জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। তা দেখে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। সুতরাং একমাত্র সিজদার জায়গা ছাড়া বনী আদমের সকল দেহই জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে। তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার সময় দেখা যাবে তারা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। তাদেরকে আবেহায়াত বা সঞ্জীবনী পানি দ্বারা গোসল করানো হবে। তাতে প্রবহমান নদীর পাড়ে যেমন বীজ ফুটে তরতাজা গাছ দ্রুত বেড়ে উঠে তারাও তেমনি দ্রুত তরতাজা হয়ে উঠবে (অর্থাৎ নবজীবন লাভ করবে)। তারপর আল্লাহ বান্দাদের বিচারকার্য সমাধা করবেন। এ সময় এক ব্যক্তি–জান্নাত লাভকারী সর্বশেষ জাহান্নামী— জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অপেক্ষমান অবস্থায় থেকে যাবে। সে সময় তার মুখমণ্ডল হবে জাহান্নামের দিকে। তাই সে ফরিয়াদ করবে, প্রভু হে, জাহান্নামের দিক হতে আমার মুখটা শুধু ঘুরিয়ে দাও। এর বাতাস আমাকে বিষাক্ত করে দিয়েছে এবং আগুনের লেলিহান শিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলেছে। (একথা শুনে) আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এরূপ করা হলে (অর্থাৎ তুমি যা প্রার্থনা করছ তা পূর্ণ করা হলে) পুনরায় আর কিছু প্রার্থনা করবে না তো ? লোকটি বলবে, তোমার ইয্যত ও মর্যাদার শপথ করে বলছি, তা করবো না। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যতটা ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নেবেন এবং জাহান্নামের দিক থেকে তার মুখ ঘুরিয়ে দেবেন। এরপর তার মুখমণ্ডল যখন জান্নাতের দিকে করা হবে তখন সে জান্নাতের অভ্যন্তরের সৌন্দর্য ও শ্যামলতা দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন সে মৌন হয়ে থাকবে। পরে এক সময়ে সে আবার বলবে, প্রভু হে, আমাকে জান্নাতের দরযার সম্মুখে করে দিন। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি কি এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করনি যে, ইতিপূর্বে যা প্রার্থনা করেছিলে তার বাইরে আর কিছু চাইবে না ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, তোমার সৃষ্টির মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভাগ্যহীন ও দুর্দশাগ্রস্ত হতে চাই না। তখন আল্লাহ বলবেন, এগুলো তোমাকে দেয়া হলে, এর বাইরে আর কিছু চাইবে না তো ? সে লোকটি বলবে, তোমার ইয্যত ও মর্যাদার শপথ করে বলছি, এরপরে আর কিছুই আমি চাইব না। অতএব, তার প্রতিপালক তার থেকে যেরূপ ইচ্ছা ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞা নেবেন এবং তাকে জান্নাতের প্রবেশ পথের নিকটবর্তী করে দেবেন। লোকটি জান্নাতের প্রবেশ পথের নিকটে পৌঁছলে এর প্রাণপ্রাচুর্য, শ্যামলতা ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সে কিছুকাল চুপচাপ থাকবে। অতপর বলবে, প্রভু হে, আমাকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। এ সময় মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলবেন, হে বনী আদম ! তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি এ (মর্মে) প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলে না যে, যাকিছু তোমাকে প্রদান করা হয়েছিল তার অতিরিক্ত কিছু চাইবে না ? সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা করো না। তার একথায় আল্লাহ হাসবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে এবং (প্রবেশের পর) বলা হবে, তুমি চাও (যা তুমি ইচ্ছা কর)। সে চাইতে থাকবে, এমনকি তার আকাঙ্ক্ষাও উবে যাবে (অর্থাৎ প্রার্থিত সবকিছুই পাওয়ার কারণে চাইবার মত আর কিছু থাকবে না)। তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন, এগুলো আর এগুলো বেশী করে চাও। তার প্রতিপালক সেই সময় তাকে ঐগুলো স্মরণ করিয়ে দেবেন। এমনকি এভাবে চেয়েও

তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, এ পর্যন্ত যা পেয়েছ, তা সবই তোমাকে দেয়া হলো এবং তার সাথে আরো অনেক দেয়া হলো। একথা (হাদীস) শুনে আবু সাঈদ খুদরী আবু হুরাইরাকে বললেন, রসূলুল্লাহ স. (এখানে) বলেছেন, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তখন বলবেন ঃ এগুলো (এ পর্যন্ত যা চেয়ে নিয়েছ) সবই তোমার এবং এর অনুরূপ আরো দশ গুণ তোমাকে দেয়া হলো।

১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে সিজদার সময় পুরুষেরা দু বগল খোলা রাখবে এবং পেট হাঁটু থেকে পৃথক রাখবে।

٧٦٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ نَحْوَهُ.

৭৬২. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত। নামায আদায়ের সময় নবী স. তাঁর দু হাত বগল থেকে পৃথক রাখতেন, যার ফলে তাঁর দু বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়তো (দেখা যেত)। লাইস র. বর্ণনা করেছেন যে, জাফর ইবনে রাবীআও আমার নিকট অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদাকালে পায়ের আংগুলসমূহও কেবলামুখী রাখতে হবে। আবু হুমাইদ নবী স. থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩২. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গ সিজদা না করা।

٧٦٣.عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৬৩. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে নামাযে রুকূ ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করছে না। লোকটি নামায শেষ করার পর হুযাইফা তাকে বললেন, তুমি নামায পড়নি (তোমার নামায হয়নি)। আবু ওয়ায়েল বলেন, আমার মনে হয় এখানে হুযাইফা একথাও বলেছিলেন যে, এভাবে নামায পড়ে যদি তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও তাহলে মুহাম্মাদ স. প্রদত্ত পদ্ধতির বা সুন্নতের ওপর তোমার মৃত্যু হবে না।

১৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে হবে।

٧٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا ـ اَلْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ .

৭৬৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করার এবং চুল ও কাপড় না সরাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গগুলো হলো), কপাল, দু হাত, দু হাঁটু এবং দু পা।

٧٦٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَلاَ نَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعَرًا .

৭৬৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, সাত হাড়ের (অঙ্গের) দ্বারা সিজদা করার এবং কাপড় ও চুল না সরাবার জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম।

٧٦٦. عَنْ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ ·

৭৬৬. সত্যবাদী বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর পিছনে নামায পড়তাম। তিনি যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তখনও আমাদের কেউ সিজদায় যাওয়ার জন্য পিঠ বাঁকাতো না যতক্ষণ না নবী স. তাঁর কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন।

১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা সিজদা করা।

٧٦٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى اَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ ·

৭৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমি সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। তাহলো, কপাল এরপর তিনি ইশারা করে নাক দেখিয়ে তারপর বললেন, দু হাত, দু হাঁটু এবং দু পায়ের আঙুলসমূহ। তিনি আরো বললেন, আমি নামাযে কাপড় টেনে না ধরা বা চুল ঠিক না করার জন্যও আদিষ্ট হয়েছি।

১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মাটি বা কাদার ওপরেও নাক দ্বারা সিজদা করতে হবে।

٧٦٨. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ اِلَى اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ فَقُلْتُ اَلاَ تَخْرُجْ بِنَا اِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَ الْاَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشَرَ الْاَوْسَطَ فَاعْتَكَفنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ خَطِيْبًا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَاِنِّىْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ نُسِّيْتُهَا وَاِنَّهَا فِى الْعَشَرِ الْاَوَاخِرِ فِىْ وِتْرٍ وَاِنِّى رَأَيْتُ كَأَنِّىْ أَسْجُدُ فِىْ طِيْنٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيْدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى

فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ.

৭৬৮. আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি আবু সাঈদ খুদরীর কাছে গিয়ে বললাম, আমার সাথে অমুক খেজুর গাছের কাছে চলুন না, কিছু আলাপ-আলোচনা করবো। তিনি (আমার সাথে) আসলেন। আমি তাকে বললাম ঃ শবে কদর সম্পর্কে আপনি নবী স.-এর নিকট থেকে কি শুনেছিলেন তা আমাকে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, একবার রমযান মাসের প্রথম দশ দিনের জন্য রসূলুল্লাহ্ স. এতেকাফ করলে আমরাও তার সাথে এ'তেকাফ করলাম। ইত্যবসরে জিবরাঈল এসে নবী স.-কে বললেন, আপনি যা খুঁজছেন (অর্থাৎ শবে কদর) তা সামনের দিকে আছে (অর্থাৎ এ দশ দিনের পরে)। সুতরাং তিনি [নবী স.] রমযানের মধ্যবর্তী দশ দিনের জন্য এ'তেকাফ করলে আমরাও তাঁর সাথে এ'তেকাফ করলাম। (এ সময় আবার) জিবরাঈল এসে তাঁকে বললেন, আপনি যা সন্ধান করছেন, তা সামনের দিকে (অর্থাৎ পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে) আছে। সুতরাং এরপর রমযানের বিশ তারিখ সকালে নবী স. খুতবা দেয়ার (বক্তৃতা করার) জন্য দাঁড়িয়ে বললেন ঃ যারা নবীর সাথে এ'তেকাফ করেছ, তাদের আবার এ'তেকাফ করা উচিত। শবে কদরের সন্ধান আমাকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। অবশ্য তা (রমযানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে হবে। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা করছি। সে সময় মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর শাখার দ্বারা নির্মিত। সেই সময় আমরা আকাশে কোনো কিছু দেখলাম না। ইতিমধ্যে একখণ্ড মেঘ ভেসে আসলো এবং আমাদের ওপর বর্ষিত হলো। এ অবস্থায় নবী স. আমাদের নিয়ে (মসজিদে) নামায পড়লেন। পরে নামায শেষে আমরা তার কপালে ও নাকের পাশে কাদার চিহ্ন দেখেছি। আর এভাবে তাঁর স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হলো।

১৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে গিরা লাগানো বা বেঁধে নেয়া এবং লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ায় কেউ যদি কাপড় জড়িয়ে নেয়।

٧٦٩.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوْا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجَالُ جُلُوْسًا .

৭৬৯. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করতো, কিন্তু ছোট হওয়ার কারণে লুঙ্গি বা ইযার গলার সাথে বেঁধে নিত। আর মেয়েদের বলে দেয়া হয়েছিল, যতক্ষণ পুরুষেরা সোজা হয়ে ঠিকমত না বসবে ততক্ষণ তোমরা সিজদা থেকে মাথা উঠাবে না।

১৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে চুল ঠিক করবে না।

٧٧٠. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ يُكُفَّ ثَوْبَهُ وَلاَ شَعَرَهُ .

৭৭০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করতে, নামাযের মধ্যে চুল ঠিক না করতে এবং কাপড় টেনে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কাপড় টেনে না তোলা।

٧٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُمِرَ اَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ لاَ اَكُفُّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا ـ

৭৭১. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, সাত হাড়ে (অঙ্গে) সিজদা করার এবং নামাযরত অবস্থায় চুল ঠিক না করার ও কাপড় টেনে না ধরার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় দোআ ও তাসবীহ্ পাঠ।

٧٧٢-عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ ـ

৭৭২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর রুকূ ও সিজদায় বেশীর ভাগ যা বলতেন, তাহলো "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী" (হে আল্লাহ! আমাদের রব, তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও)। (এ ক্ষেত্রেও) তিনি কুরআনের হুকুম অনুযায়ী কাজ করতেন।

১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ দু সিজদার মাঝে বসে কিছু সময় অপেক্ষা করা।

٧٧٣-عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ اَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لاَصْحَابِهِ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِىْ غَيْرِ حِيْنِ صَلاَةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ اَيُّوْبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ اَرَهُمْ يَفْعَلُوْنَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِى الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَاَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ اِلَى اَهْلِيْكُمْ صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِىْ حِيْنَ كَذَا صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ ـ

৭৭৩. আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত। মালেক ইবনে হুওয়াইরিস তাঁর বন্ধুদেরকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে কি রসূলুল্লাহ্ স.-এর নামায কিরূপ ছিল তা জানাব না ? আবু কিলাবা রা. বর্ণনা করেছেন, (যখন তিনি একথা বললেন), সেটা কোনো নামাযের ওয়াক্ত ছিল না। অতপর তিনি (দেখানোর জন্য) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। রুকূ করার

সময় তাকবীর বললেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সিজদা করলেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সিজদা করলেন। এবারও সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ বৃদ্ধ আমর ইবনে সালামার মত করে নামায আদায় করলেন। আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁকে একটা কাজ এমন করতে দেখেছি, যা আর কাউকে করতে দেখিনি। তাহলো, তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকআতে বসতেন (অর্থাৎ বৈঠক করতেন)। (মালেক ইবনে হুওয়াইরিস বর্ণনা করেছেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর) নবী স.-এর কাছে এসে (কিছুদিন) অবস্থান করলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে ফিরে গেলে অনুরূপভাবেই অমুক অমুক সময়ে (ওয়াক্তে) নামায আদায় করবে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতী করবে।

٧٧٤. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُوْدُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوْعُهُ وَقُعُوْدُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

৭৭৪. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সিজদা, রুকূ এবং দু সিজদার মাঝে বসার সময় প্রায় সমানই লাগত।

٧٧٥. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنِّىْ لاَ اَلُوْ اَنْ اُصَلِّىَ بِكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِىَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِىَ.

৭৭৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি, আমি তোমাদের সাথে কমবেশী না করে অনুরূপ নামাযই পড়বো। সাবিত বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনে মালেক এমন কিছু করতেন, যা তোমাদেরকে করতে দেখি না। তিনি রুকূ' থেকে মাথা তুলে এতটা দেরী করতেন যে, লোকেরা (মনে মনে) বলতো, তিনি হয়তো সিজদার কথা ভুলেই গেছেন এবং দু' সিজদার মাঝেও তিনি এতটা সময় বসতেন যে, লোকেরা (মনে মনে) বলতো, তিনি বুঝি (দ্বিতীয় সিজদার কথা) ভুলে গেছেন।

১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় দু বাহু বা কনুই বিছিয়ে না দেয়া (অর্থাৎ মাটিতে স্থাপন না করা)। আবু হুমাইদ রা. বর্ণনা করেছেন, সিজদার সময় নবী স. দু হাত বা বাহু এমনভাবে রেখেছেন যে, তা পুরো বিছিয়েও দেননি আবার গুটিয়েও রাখেননি।

٧٧٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৭৭৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, সিজদার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা কর। তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় কুকুরের (মত) দু বাহু বিছিয়ে না দেয়।

১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের বেজোড় রাকআতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো।

٧٧٧. عَنْ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى فَاِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا ·

৭৭৭. মালেক ইবনে হুয়াইরিছ লাইছী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি [নবী স.] যখন নামাযের বেজোড় রাকআতের (সিজদা) থেকে উঠতেন, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াতেন না যতক্ষণ না ঠিকভাবে কিছু সময় বসতেন।

১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ (নামাযের) রাকআত শেষ করে উঠে কিভাবে বসতে হবে ?

٧٧٨. عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَ نَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِىْ مَسْجِدِنَا هٰذَا فَقَالَ اِنِّىْ لَاُصَلِّى بِكُمْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلاَةَ وَلٰكِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى قَالَ اَيُّوْبُ فَقُلْتُ لاَبِىْ قِلاَبَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هٰذَا· يَعْنِىْ عَمْرَو بنَ سَلَمَةَ قَالَ اَيُّوْبُ وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ قَامَ·

৭৭৮. আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (আমাদের কাছে) এসে আমাদের এ মসজিদে আমাদের সাথে নামায পড়লেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়বো। আমি নামায পড়তে চাচ্ছি না বরং রসূলুল্লাহ স.-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তা তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি। আইয়ুব বলেন, আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (মালেক ইবনে হুওয়াইরিসের) নামায কিরূপ ছিল ? তিনি (আবু কিলাবা) বললেন, আমাদের এ বৃদ্ধ অর্থাৎ আমর ইবনে সালামার (নামাযের) মত। আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, ঐ বৃদ্ধ (আমর ইবনে সালামা) তাকবীর পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতেন এবং যখন দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন ঠিকভাবে মাটিতে বসতেন এবং তারপরে দাঁড়াতেন।

১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ দু সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলতে হবে। ইবনে যুবায়ের রা. দু সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলতেন।

٧٧٩. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ ·

৭৭৯. সাঈদ ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ রা. নামাযে আমাদের ইমামতী করলেন। তিনি প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, সিজদা করার সময়, দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু রাকআত শেষে (তাশাহহুদের বৈঠকের পর) দাঁড়ানোর সময় উচ্চস্বরে তাকবীর বলেছেন। তিনি বলেছেন, এভাবেই নবী স.-কে নামায পড়তে দেখেছি।

٧٨٠.عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنِ حُسَيْنُ صَلاَةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِىْ هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ ·

৭৮০. মুতাররাফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন, আলী ইবনে আবু তালিব রা.-এর পিছনে কোনো এক সময় নামায পড়লাম। দেখলাম, তিনি সিজদা করার সময়, সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু রাকআত শেষে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বললেন। তিনি নামাযের সালাম ফিরালে ইমরান আমার হাত ধরে বললেন, এ ব্যক্তি (আলী) আমাদেরকে মুহাম্মাদ স.-এর নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়ালেন। অথবা একথাটি না বলে তিনি বললেন, এ ব্যক্তি (আলী) আমাকে মুহাম্মাদ স.-এর নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। [অর্থাৎ তিনি নবী স. যেভাবে নামায পড়তেন ইনিও (আলী) সেভাবেই নামায পড়তেন।]

১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদে বসার নিয়ম। আবু দারদা রা. নামাযের তাশাহহুদে পুরুষদের মত বসতেন। তিনি ছিলেন দীন ইসলাম সম্পর্কে ফকীহ বা বিশেষজ্ঞ।

٧٨١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلاَةِ اِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسْرَى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلَىَّ لاَ تَحْمِلاَنِىْ·

৭৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে নামাযে চার হাঁটু হয়ে গুটিমেরে বসতে দেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি সেই সময় অল্পবয়স্ক ছিলাম। আমিও অনুরূপভাবে বসলে তিনি আমাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, নামাযে বসার নিয়ম হলো ডান পায়ের পাতা খাড়া করে দেবে এবং বাঁ পায়ের পাতা বিছিয়ে দেবে। তখন আমি (আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ) বললাম, আপনি যে এরূপ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার পা দুটো আমার দেহের ভার বহন করতে পারে না।

٧٨٢.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اَنَا كُنْتُ اَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُهُ اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْاُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ‏.

৭৮২. মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাথে বসেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী স.-এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করলে আবু হুমাইদ সাঈদী বললেন, তোমাদের মধ্যে আমিই নবী স.-এর নামাযকে স্মৃতিতে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি নামায পড়তে শুরু করলে তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন আর যখন রুকূ করতেন তখন দু হাত দু হাঁটুর ওপর স্থাপন করে চেপে ধরতেন এবং সোজা করে পিঠ ঝুঁকিয়ে দিতেন। অতপর রুকূ' হতে উঠে সোজা হয়ে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে, মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসতো। এরপর সিজদা করতেন। তখন দু হাত একেবারে মাটির উপর বিছিয়েও দিতেন না আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এ সময় দু পায়ের সমস্ত আঙুল কেবলামুখী করে দিতেন। অতপর দু রাকআতে যখন বসতেন তখন বাঁ পায়ের ওপর বসে ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং শেষ রাকআতে বসার সময় বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে দিয়ে নিতম্বের ওপর বসতেন।

১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহহুদ ওয়াজিব নয় বলে যারা মনে করেন। কারণ নবী স. দু রাকআত পড়ার পর তাশাহহুদ না পড়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তাশাহহুদ পড়ার জন্য আর বসেননি।

٧٨٣. عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزْ مَوْلَى بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُحَيْنَةَ قَالَ وَهُوَ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَهُوَ حَلِيْفُ لِبَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى اِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ‏.

৭৮৩. কোনো কোনো সময় রাবীআ ইবনে হারিসের আযাদকৃত দাস বলে কথিত বনী আবদুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাস আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সাহায্যে বনী আবদে মান্নাফের বন্ধুগোত্র আযদ শানুআর লোক আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না বলেছেন, নবী স. তাদের যোহরের নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম দু রাকআত পড়ার পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরাও (মুকতাদীগণ) সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল। এভাবে নামায শেষ হয়ে আসলে সকলে সালামের জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু নবী স. বসেই তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর আগে দুবার সিজদা করলেন। পরে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাধা করলেন।

১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা।

٧٨٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا كَانَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ٠

৭৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. আমাদের যোহরের নামায পড়ালেন। দু রাকআত পড়ার পর যদিও (তাশাহহুদের জন্য) তাঁর বসা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের শেষের দিকে (শেষ বৈঠকের পর) দুটি সিজদা (সহু সিজদা) করে নামায শেষ করলেন।

১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

٧٨٥. عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوْهَا اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ٠

৭৮৫. শাকীক ইবনে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে সময় আমরা নবী স.-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন বৈঠকে বলতাম, জিবরাঈল ও মিকাঈলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, অমুক এবং অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (একদিন আমরা যখন নামাযে এসব কথা বলছিলাম তখন) রসূলুল্লাহ স. আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহ নিজেই তো শান্তি। কাজেই তোমরা কেউ নামায পড়লে বলবে, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীইয়ু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া

আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন" কেননা তোমরা এ দোআ করলে আল্লাহর সকল নেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে—সে আসমানে বা যমীনে যেখানেই থাক না কেন। এর সাথে "আশহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"-ও পড়বে।

১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পূর্বে দোআ করা।

٧٨٦.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِىْ الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ سَمِعْتُ خَلْفُ بْنُ عَامِرٍ يَقُوْلُ فِى الْمَسِيْحِ وَالْمَسِّيحِ لَيْسَ بَيْنَمَا فَرْقٌ وَهُوَ وَاعِدُ اَحَدُهُمَا عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَالْاٰخَرِ الدَّجَّالُ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِىْ صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ٠

৭৮৬. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এ বলে দোআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে, মসীহে দাজ্জালের ফেতনা ও বিপর্যয় থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আরো তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি গোনাহর তৎপরতা ও ঋণ গ্রস্ততা থেকে। এসব শুনে একজন বললো, আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে এতো অধিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন ? (অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত হওয়াকে এতো ভয় করেন কেন ?) নবী স. বললেন, কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে (কথা বলার সময়) মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তা ভঙ্গ করে। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বলেছেন, ইবনে আমেরের পিছনে নামাযে দাঁড়িয়ে তাকে মাসীহ সম্পর্কে বলতে শুনেছি। দু মাসীহের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই, দুজনের একজন হলো ঈসা আ. ও অপরজন হলো দাজ্জাল। যুহরী বলেছেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে নামাযের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনা ও বিপর্যয় থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

٧٨٧.عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلاَتِىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ٠

৭৮৭. আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বললেন, আমাকে এমন একটা দোআ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযেও বলবো। নবী স. বললেন, এ দোআটি বলবে, (আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু -----) "হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি অশেষ যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। তোমার পক্ষ থেকে তা মাফ করে দাও এবং আমার ওপর রহমত বর্ষণ কর। কেননা, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদের পর কি দোআ পড়বে ? তাশাহহুদের পর দোআ পড়া ওয়াজিব নয়।

٧٨٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا اذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَقُولُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَانَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَانَّكُمْ اذَا قُلْتُمْ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ اَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ.

৭৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর পিছনে নামায পড়লে বলতাম, আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে অমুক অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। একথা শুনে নবী স. বললেন, আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক একথা বল না। কারণ, আল্লাহ্ নিজেই তো শান্তি ও শান্তিময়। বরং বলবে, (আত্তাহিয়্যাতু ----) "সমগ্র প্রশংসা গুণগান-পবিত্রতা ও রহমত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক ; বর্ষিত হোক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের প্রতি।" কেননা তোমরা এ কথাগুলো বলে দোআ করলে তা আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার কাছে পৌঁছে যায়, সে আসমানে কিংবা আসমান ও যমীনের মাঝে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন।" উপরোক্ত কথাগুলো বলার পর বলবে, (আশহাদু ----) "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ (প্রভু) নেই, আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল।" অতপর যে কথা বলে দোআ করতে পসন্দ হয়, তা-ই বলে দোআ করবে।

১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষ হওয়ার পূর্বে নাক বা কপালের মাটি বা ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলবে না। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, নামাযে কপাল মোছা যায় না। এ ব্যাপারে হুমাইদী নিম্নের হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করতেন।

٧٨٩. عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتَّى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِيْ جَبْهَتِهِ .

৭৮৯. আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে কাদার মধ্যে (নামাযের) সিজদা করতে দেখেছি। এমন কি তাঁর কপালে কাদা মাটির চিহ্ন লেগে থাকতে দেখেছি।

১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে সালাম ফিরানো।

٧٩٠.عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِىْ تَسْلِيْمَهُ وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ مُكْثَهُ لِكَىْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ

৭৯০. হিন্দা বিনতে হারিস রা. থেকে বর্ণিত। (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামা বলেছেন, নামাযের শেষে রসূলুল্লাহ স. যখন সালাম ফিরাতেন, তখন সালাম শেষ হলে লোকেরা দাঁড়িয়ে পড়ার আগে তিনি কিছুক্ষণ বসতেন। ইবনে শিহাব বলেছেন, আমার মনে হয়, তাঁর এ অপেক্ষা করা (বসে থাকা) মেয়েদেরকে চলে যাবার (সুযোগ দানের) জন্যই। তাহলে যাদের নামায শেষ হয়ে গেছে তারা তাঁদের (মেয়েদের) মধ্যে মিশে যাবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে [সালাম শেষে নবী স.-এর কিছুক্ষণ বসে থাকা] আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীগণও সালাম ফিরাবে। অবশ্যই ইবনে উমর ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুকতাদীদের সালাম ফিরানো উত্তম মনে করতেন।

٧٩١.عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ.

৭৯১. ইতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়েছি। নামায শেষে তিনি যখন সালাম ফিরিয়েছেন, তখন আমরাও সালাম ফিরিয়েছি।

১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা নামাযে ইমামের সালামের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করে না বরং নামাযের সালামকেই যথেষ্ট মনে করে।

٧٩٢.عَنْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِىْ دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىَّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِىْ سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ بَنِىْ سَالِمٍ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاِنَّ السُّيُوْلَ تَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِىْ فَلَوَدِدْتُ اَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِىْ بَيْتِىْ مَكَانًا حَتّٰى اَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ اَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِىْ اَحَبَّ اَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ.

৭৯২ মাহমুদ ইবনে রাবী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কথা তার স্পষ্ট মনে আছে এবং তাদের বাড়ীতে যে একটি পানি পাত্র (বালতি বা এ ধরনের পাত্র যাতে করে কূপ থেকে পানি উঠানো হয়) ছিল তা থেকে নবী স. পানি নিয়ে কুল্লি করে ফেলেছিলেন তাও তার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বলেছেন, আমি ইতবান ইবনে মালেক এবং বনী সালেম গোত্রের কোনো একজনকে বলতে শুনেছি। আমি আমার গোত্র বনী সালেমের লোকদের নামাযে ইমামতী করতাম। একদিন আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। আমার (বাড়ী) থেকে আমার গোত্রের মসজিদের পথ অতিক্রম করতে কয়েক জায়গায় পানি আছে, যা আমার মসজিদে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমি চাই আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক জায়গায় নামায পড়বেন, সে জায়গাটাকে আমি নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নেব। নবী স. বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আমি তা করবো, অর্থাৎ যাব। পরদিন রোদের তেজ বেড়ে যাওয়ায় আবু বকরকে সাথে নিয়ে তিনি আমার এখানে (বাড়ীতে) আসলেন। তিনি (বাড়ীতে) প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি প্রদান করলাম। তিনি প্রবেশ করলেন, কিন্তু বসলেন না এবং তখনই বললেন, তোমার ঘরের কোন্‌খানে আমার নামায পড়া তুমি পসন্দ কর ? নিজের পসন্দমত একটা জায়গা তিনি নবী স.-কে নামায পড়ার জন্য ইশারা করে দেখালেন। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে আমরাও তাঁর পিছনে কাঁতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। অতপর তিনি সালাম ফিরালেন, আমরাও সাথে সাথে সালাম ফিরালাম।

১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের পর যিকির বা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা।

٧٩٣.عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ اِذَا سَمِعْتُهُ.

৭৯৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর সময় ফরয নামায শেষে উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে করতে লোকেরা ঘরে ফিরতো। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, যখন আমি যিকির করতে বা উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে শুনতাম, তখন বুঝতাম নামায শেষ করে লোকেরা ঘরে ফিরছে।

٧٩٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ .

৭৯৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকবীরের আওয়াজে আমি বুঝতে পারতাম যে, নবী স.-এর নামায শেষ হয়ে গেছে।

٧٩٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ مِنَ الْاَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ اَمْوَالٍ يَحُجُّوْنَ بِهَا وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ

وَيَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ اِنْ اَخَذْتُمْ اَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ اَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ اَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِ اِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَنُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ تَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ

৭৯৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। কিছুসংখ্যক দরিদ্র লোক নবী স.-এর কাছে এসে বললো, অর্থশালী ও বিত্তবান লোকেরা অর্থের সাহায্যে উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আরাম অর্জন করছে। তারা আমাদের মত নামায পড়ছে, রোযাও রাখছে এবং অর্থ দ্বারা হজ্জ, উমরাহ, জিহাদ ও সাদকা করার মর্যাদাও লাভ করছে। (অর্থাৎ) অর্থ থাকার কারণে নামায, রোযা ও অন্যান্য সাধারণ ইবাদাত ছাড়াও এসব কাজ আমাদের চেয়ে বেশী করছে। এসব কথা শুনে নবী স. বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু কাজের সন্ধান দিব যা তোমরা করলে যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে তাদের সমপর্যায়ের হয়ে যেতে পারবে এবং পরে আর কেউ তোমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। আর তোমরা এ কাজের কারণে সবার চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হবে? তবে হাঁ, যারা এ ধরনের কাজ আবার করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার করে তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ,)-তাহমীদ (অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। একথা নিয়ে পরে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হলো, কেউ বললো, আমরা তেত্রিশবার তাসবীহ পড়বো, তেত্রিশবার তাহমীদ পড়বো আর চৌত্রিশবার তাকবীর পড়বো। সুতরাং আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সব জানালাম। তিনি বললেন, সুবাহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ও আল্লাহু আকবার বলবে যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

٧٩٦. عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اَمْلَى عَلَىَّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِىْ كِتَابٍ اِلَى مُعَاوِيَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

৭৯৬. মুগীরা ইবনে শো'বার কাতেব (সেক্রেটারী) ওয়াররাদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনে শো'বা আমাকে দিয়ে মুআবিয়াকে এ মর্মে একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী স. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তি লিমা মানাতা ওয়া ইয়ান ফায়ুযাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।" [অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সার্বভৌম ক্ষমতাশালী ইলাহ নেই,

(কোনো অর্থেই) তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট, তিনি সবকিছুর ব্যাপারেই ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, তুমি যা প্রদান করতে চাও তা রোধকারী কেউ নেই, (শক্তি নেই) যা তুমি রোধ কর তা প্রদানকারী কেউ নেই আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টারও কোনো মূল্য নেই।]

১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফেরানোর পর ইমাম মুকতাদীদের দিকে ঘুরে বসবে।

٧٩٧.عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى صَلَاةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

৭৯৭. সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন (ঘুরে বসতেন)।

٧٩٨.عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

৭৯৮. যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ায় রসূলুল্লাহ স. রাতের বৃষ্টির পর ভোরে আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে লোকদের (মুকতাদীদের) দিকে ঘুরে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের মহান ও সর্বশক্তিমান রব কি বললেন ? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। [রসূলুল্লাহ স. বললেন] রব বললেন, আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের ও কেউ আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী হয়ে গেল। যে বলেছে, আল্লাহর রহমত ও করুণায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে ঈমান পোষণকারী এবং তারকা বা নক্ষত্রের বিরুদ্ধাচরণকারী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি ঈমান পোষণ করেছে।

٧٩٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَمَّا صَلَّى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوْا وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ .

৭৯৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. অনেক দেরী করে নামায পড়ালেন। নামায শেষ হলে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, সকলেই নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ ধরে নামাযের জন্য অপেক্ষা করছ, ততক্ষণ যেন নামাযরত আছ।

১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে ইমামের জায়নামাযে কিছুক্ষণ বসে থাকা।

٨٠٠. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِى مَكَانِهِ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ الْفَرِيْضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لاَيَتَطَوَّعُ الاِمَامُ فِىْ مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَّ .

৮০০. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরয নামায পড়তেন, নফলও সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তেন। কাসেমও এরূপ আমলই করেছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে একটা মারফু হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, যেখানে ফরয নামায পড়া হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম নফল নামায পড়বে না। কিন্তু একথা ঠিক নয়।[২১]

٨٠١. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِىْ مَكَانِهِ يَسِيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لِكَىْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ عَنْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَنْصَرِفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৮০১. উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামাযে সালাম ফিরানোর পর নিজের জায়গায় (যে জায়গায় তিনি নামায পড়লেন) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ইবনে শিহাব (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয়, যেসব মহিলা জামাআতে আসতেন (পুরুষদের পূর্বে) তাদেরকে চলে যাবার সুযোগ দেবার জন্য তিনি এরূপ করতেন। হিন্দা বিনতে হারেছ ফেরাসিয়া রা. নবী স.-এর স্ত্রী (উম্মুল মুমিনীন) উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। উম্মে সালামা রা. বলেন, নামাযের সালাম ফিরানোর পর রসূলুল্লাহ স. বাড়ী ফেরার পূর্বেই জামাআতে অংশ গ্রহণকারিণী মেয়েরা ফিরে গিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।

১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে কারো কোনো প্রয়োজনীয় কথা মনে হলে তার লোকদেরকে ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে যাওয়া (জায়েয কি না ?)।

٨٠٢. عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى اَنَّهُمْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَحْبِسَنِىْ فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

৮০২. উকবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় নবী স.-এর পিছনে আসরের নামায আদায় করেছি। সালাম ফিরানোর পর তিনি [নবী স.] ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে তাঁর স্ত্রীদের কোনো এক কক্ষে প্রবেশ করলেন।

২১. 'কিন্তু একথা ঠিক নয়'-এ বাক্যটি ইমাম বুখারীর মন্তব্য।

তাঁর এ ব্যস্ততা দেখে সকলেই শংকাবোধ করতে থাকলো। ফিরে এসে তিনি দেখলেন, তাঁর এ ব্যস্ততায় লোকেরা হতভম্ব হয়ে গেছে। তাই তিনি বললেন, আমার কাছে রক্ষিত কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ে গেল (যে তা ঘরেই রয়ে গেছে)। এ স্বর্ণ আমাকে আল্লাহর পথে মনোযোগ দিতে বাধাদান করুক, তা আমি পসন্দ করতে পারিনি। (তাই সেগুলো সদকা করার নির্দেশ করে আসলাম)।

১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে ডান অথবা বাঁ দিকে মুখ ফিরানো। আনাস ইবনে মালেক রা. কখনো ডান দিকে এবং কখনো বাম দিকে মুখ ফিরাতেন। নির্দিষ্ট করে শুধু ডান দিকে মুখ ফিরানো খারাপ মনে করা হয়।

٨٠٣.عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَجْعَلْ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ يَرَى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

৮০৩. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন, এভাবে তোমরা কেউ তোমাদের নামাযে শয়তানকে অংশ দিও না (অংশীদার কর না) যাতে মনে হবে যে, শয়তানেরও কোনো হক বা অধিকার আছে। আর তাহলো ডান দিকে ছাড়া আর কোনো দিকে মুখ না ফিরানো। আমি নবী স.-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে মুখ ফিরাতে দেখেছি। (এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ডান দিকে আদৌ মুখ ফিরাননি)।

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কাঁচা ও অপরিপক্ক রসুন, পিঁয়াজ এবং এ জাতীয় কোনো দুর্গন্ধযুক্ত মসলা বা তরকারী। নবী স. বলেছেন, ক্ষুধার্ত হয়ে বা এমনি রসুন বা পিঁয়াজ খেয়ে কেউ যেন আমাদের এ মসজিদে না আসে।

٨٠٤. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِى الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

৮০৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. খায়বার যুদ্ধকালে বলেছিলেন, কেউ এ বৃক্ষ অর্থাৎ রসুন খেলে সে যেন আমার মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।

٨٠٥.عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ يُرِيْدُ الثُّوْمَ فَلاَ يَغْشَانَا فِيْ مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِى بِهِ قَالَ مَا اُرَاهُ يَعْنِى اِلاَّ نِيْئَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ اِلاَّ نَتْنَهُ .

৮০৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, কেউ এ জাতীয় বৃক্ষ অর্থাৎ রসুন খেলে যেন আমাদের মসজিদে আমাদের সাথে মিলিত না হয় বা কাছে না আসে। বর্ণনাকারী আতা বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, এর (অর্থাৎ দুর্গন্ধময় বৃক্ষ রসুন) দ্বারা তিনি কি বুঝাচ্ছেন ? জাবির বলেন, এর দ্বারা আমি কাঁচা

রসুন বুঝে থাকি। মাখলাদ ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ দুর্গন্ধময় বৃক্ষের অর্থ পিঁয়াজ ও রসুনের খারাপ গন্ধ বুঝানো হয়েছে।

٨٠٦. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَاَلَ فَاُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلَى بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَاٰهُ كَرِهَ اَكْلَهَا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ اُنَاجِىْ مَنْ لاَ تُنَاجِىْ .

৮০৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, কেউ রসুন এবং পিঁয়াজ খেলে আমাদের থেকে যেন দূরে থাকে অথবা (বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন) সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে কিংবা বাড়ীতে অবস্থান করে। কোনো এক সময়ে নবী স.-এর কাছে রান্না করা কিছু সবজি আনীত হলে তিনিতার গন্ধ পেয়ে তা কি জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন। যে সবজি তাতে ছিল সে সম্পর্কে তাঁকে জানানো হলে তিনি তাঁর একজন সাহাবীকে যিনি সে সময় তার সাথে ছিলেন দেখিয়ে বললেন, তাকে দাও। কেননা, সবজি দেখার পর তিনি তা খেতে অপসন্দ করলেন। কিন্তু সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি খেয়ে নাও। কারণ, আমাকে যার সাথে কথা বলতে হয় তোমাকে তার সাথে বলতে হয় না।

٨٠٧. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ اَنَسُ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ فِى الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا .

৮০৭. আবদুল আযীয রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করলো, রসুন খাওয়া সম্পর্কে আপনি নবী স.-এর কাছ থেকে কি শুনেছেন ? তিনি (আনাস ইবনে মালেক) বললেন, নবী স. বলেছেন, কেউ এ বৃক্ষ (মূল) খেলে সে যেন আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সাথে নামায না পড়ে।

১৬১. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের অযু করা। গোসল, পবিত্রতা অর্জন, জামাআত, দুই ঈদ এবং জানাযায় শরীক হওয়া তাদের প্রতি কখন ওয়াজিব এবং তাদের কাতারবন্দী হওয়া।

٨٠٨. عَنْ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَاَمَّهُمْ وَصَفُّوْا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

৮০৮. শা'বী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছি যিনি নবী স.-এর সাথে একটি বিচ্ছিন্ন কবরের (কবরস্থান থেকে দূরে) পাশে গিয়েছিলেন।[২২] তিনি [নবী স.] সেখানে লোকদের নামাযে ইমামতী করলেন। লোকেরা

২২. শিরোনামের সাথে এ হাদীসের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য এই যে, ইবনে আব্বাস থেকে হাদীস বর্ণিত। যখন নবী স.-এর সাথে তিনি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশে নবী স.-এর পিছনে নামায আদায় করেছিলেন, তখন তিনি বালক ছিলেন।

কাতারবন্দী হয়ে কবরের পাশেই তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। বর্ণনাকারী সুলাইমান বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু উমর! কে তোমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস।

٨٠٩. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

৮০৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, জুমআর দিন গোসল করা প্রত্যেক স্বপ্নে মণিস্খলনকারী (প্রাপ্ত বয়স্ক) মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।

٨١٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْمُنَادِيْ يَأْذَنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ اِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ اِنَّ رُؤْيَا الاَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّىْ أَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

৮১০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মাইমুনার ঘরে একদিন রাত্রি যাপন করলাম। [সেখানে নবী স.-ও ছিলেন]। রাতের কিছু অংশ থাকতে তিনি উঠে একটি ঝুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে হালকা অযু করলেন। আমর এটাকে হালকা অযু বলতেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত বলে বর্ণনা করতেন। এরপর নামায পড়তে দাঁড়ালে (ইবনে আব্বাস বলেন,) আমি উঠে তার মতই হালকা বা সংক্ষিপ্ত অযু করলাম এবং তারপর তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে করে দিলেন এবং যত সময় আল্লাহর ইচ্ছা হলো, তত সময় নামায আদায় করলেন। এরপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, যার কারণে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ হতে থাকলো। এরপর মুয়াযযিন এসে নামাযের সময় জানালে তিনি উঠে নামাযের জন্য তার সাথে চলে গেলেন এবং অযু না করে এ অবস্থায়ই নামায আদায় করলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি আমরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, লোকেরা বলে, নবী স.-এর চক্ষু নিদ্রিত হতো কিন্তু কালব বা হৃদয় জাগ্রত থাকতো একথা কি ঠিক? উত্তরে তিনি বললেন, উবায়েদ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, নবীদের স্বপ্নও অহী (অর্থাৎ নবীদের স্বপ্ন ও অহীর মধ্যে কোনো

পার্থক্য নেই।) এরপর তিনি (কুরআন মজীদের এ আয়াতটি) পাঠ করলেন। (ইবরাহীম আ. ইসমাঈলকে বললেন,) আমি স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে কুরবানী করছি, (এখন তোমার মতামত কি বলো। তিনি বললেন, আব্বাজান, আপনি যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন তা সমাধা করুন। এ ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন)।[২৩]

٨١١.عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوْا فَلاُصَلِّيَ بِكُمْ فَقُمْتُ اِلَى حَصِيْرٍ لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَالَبِثَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْيَتِيْمُ مَعِيَ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ .

৮১১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। (তাঁর মা) ইসহাকের দাদী উম্মে মুলাইকা খাদ্য তৈরী করে তা খাবার জন্য রসূলুল্লাহ স.-কে ডাকলেন। রসূলুল্লাহ স. সেখানে গেলেন এবং তার তৈরী খাবার খেলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদের নামায পড়াব, সুতরাং তোমরা উঠে দাঁড়াও। আনাস রা. বলেন, আমি একটি চাটাইয়ে দাঁড়ালাম যা অধিক ব্যবহারের কারণে বেশী ময়লাযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি সেটি পানি দ্বারা পরিষ্কার করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. নামাযে দাঁড়ালে আমার সাথে (তাঁর পিছনে) ইয়াতীম বাচ্চাটিও দাঁড়িয়ে গেল। আর (আমার) বৃদ্ধা (মা) আমাদের সবার পিছনে দাঁড়ালেন। তখন আমাদের সবাইকে নিয়ে তিনি [নবী স.] দু রাকআত নামায আদায় করলেন।

٨١٢.عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلاَمَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ اَحَدٌ .

৮১২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. দেয়াল বা প্রাচীরের আড়াল ছাড়াই (অর্থাৎ সুতরাহ না দিয়েই) মিনায় লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। এ সময় আমি একটা গর্দভীর উপর আরোহণ করে এগিয়ে গেলাম। সেই সময় আমি প্রায় সাবালকের কাছাকাছি। আমি কোনো কোনো কাতারের (নামাযের কাতার) সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হয়ে (এক জায়গায়) নেমে পড়লাম এবং গর্দভীটিকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। আর আমি একটা কাতারে প্রবেশ করলাম (নামাযে দাঁড়ালাম)। কিন্তু আমার এ কাজকে কেউ-ই অপছন্দ করলো না।

---

২৩. নবীদের স্বপ্নও অহী। আর এ কারণেই স্বপ্নের নির্দেশে হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিশ্চিত না হয়ে করা যায় না। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে নবীগণ যখন এতো নির্ভুল নির্দেশ লাভ করতে পারেন, তখন তাদের নিদ্রাকে গাফলতির নিদ্রা বলা যেতে পারে না, যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রা হয়ে থাকে। বরং নিদ্রিতাবস্থায়ও তাদের মন থাকে সজাগ যা অহীর মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ধারণ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম। এ আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিদ্রাবস্থায় নবী স.-এর চোখ দুটি শুধু তার বাহ্যিক তৎপরতা বন্ধ রাখত আর হৃদয় সম্পূর্ণ সজাগ থাকত। এ সজাগতা অযু থাকার ব্যাপারেও। তাই নিদ্রিতাবস্থায় নবী স.-এর অযু ভঙ্গ হতো না।

٨١٣.عَن عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعِشَاءِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّى غَيْرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

৮১৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এশার নামায পড়তে রসূলুল্লাহ স. অনেক রাত করলেন। শেষ পর্যন্ত উমর তাঁকে ডেকে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে (অর্থাৎ অনেক রাত হয়েছে, যদ্দরুন তারা নিদ্রিত হয়ে পড়েছে)। আয়েশা রা. বলেন, তখন রসূলুল্লাহ স. বের হয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা ছাড়া তো পৃথিবীর আর কেউ এ নামায আদায় করে না। বর্ণনাকারী বলেন, মদীনাবাসী ছাড়া আর কেউ সেই সময় নামায আদায় করতো না।

٨١٤. عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِىْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِىْ مِنْ صِغَرِهِ اَتَى الْعَلَمَ الَّذِىْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تَهْوِى بِيَدِهَا اِلَى حَلْقِهَا تُلْقِىْ فِىْ ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ اَتَى هُوَ وَ بِلَالُ الْبَيْتَ .

৮১৪. আবদুর রহমান ইবনে আবেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা. থেকে শুনেছি, এক ব্যক্তি তাঁকে (ইবনে আব্বাসকে) জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি নবী স.-এর সাথে কোনোদিন ঈদের মাঠে গমন করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকলে কম বয়স্ক হওয়ার কারণে যেতে পারতাম না। (আমার মনে আছে), কাসীর ইবনে সালতের বাড়ীর কাছে, যেখানে চিহ্ন আছে সেখানে এসে তিনি ভাষণ প্রদান করলেন এবং পরে নারীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে উপদেশ দান করলেন, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং সদকা করতে আদেশ করলেন। এসব শ্রবণ করে নারীদের হাতগুলো তাদের আংটির দিকে প্রসারিত হতে লাগলো। (অর্থাৎ হাতের আংটি খুলে দিতে লাগলো) এবং তা (আংটি ও অন্যান্য জিনিস বা গহনাপত্র) বিলালের কাপড়ের মধ্যে ফেলে দিতে থাকলেন। পরে তিনি [নবী স.] ও বিলাল বাড়ী পৌঁছলেন।

১৬২. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে অন্ধকারে নারীদের মসজিদে গমনের বর্ণনা।

٨١٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ وَلاَ يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ اِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ.

৮১৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একদিন এশার নামায পড়তে অনেক বিলম্ব করলেন। শেষ পর্যন্ত উমর তাঁকে ডেকে বললেন, নারী ও শিশুরা তো ঘুমিয়ে পড়লো। আয়েশা রা. বলেন, তখন তিনি [নবী স.] বেরিয়ে গিয়ে বললেন, এ নামাযের জন্য গোটা পৃথিবীর উপর তোমরা ছাড়া আর কেউ-ই অপেক্ষারত নেই। আর সেই সময় মদীনা ছাড়া আর কোথাও নামায আদায় করা হতো না। তারা (মদীনাবাসীগণ) পশ্চিম আকাশের দৃশ্যমান লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় (সূর্যাস্তের পর) থেকে নিয়ে রাতে প্রথম-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এশার নামায আদায় করতেন।

٨١٦.عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ .

৮১৬. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের স্ত্রীরা যদি রাতে মসজিদে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহলে তাদেরকে অনুমতি প্রদান কর।

১৬৩. [জ্ঞানী আলেমের জন্য মানুষের (মুসল্লীদের) অপেক্ষা করা]

٨١٧. عَنْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ.

৮১৭. হিন্দা বিনতে হারিছ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামা তাকে জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে নারীগণ ফরয নামাযের জামাআতে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে পড়তো। আর রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাথে নামায আদায়কারী পুরুষগণ আল্লাহ যতক্ষণ চাইতেন (নিজ নিজ জায়গায়) স্থির হয়ে (বসে) থাকতেন। পরে রসূলুল্লাহ স. উঠলে তারাও উঠে পড়তেন (এবং বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন)।

٨١٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

৮১৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. ফজরের নামায সমাধা করলে নারীরা সর্বশরীর চাদরাচ্ছিত করে ঘরে ফিরতো। অন্ধকারের জন্য তাদেরকে চিনতে পারা যেত না।

٨١٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِىْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمِّهِ.

৮১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা আনসারী রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি নামাযে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করে পড়ব বলে মনস্থ করি। কিন্তু শিশুদের কান্না শুনে আমার নামাযকে এ আশংকায় সংক্ষিপ্ত করি যে, তাদের কান্না তাদের (শিশুদের) মায়েদের জন্য কষ্টদায়ক হবে।

٨٢٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ اسْرَائِيْلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ اَوَ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَم ٠

৮২০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নারীগণ যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা যদি রসূলুল্লাহ স. জানতেন, তাহলে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রা. বলেন, আমি আমরাকে জিজ্ঞেস করলাম, বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে কি নিষেধ করা হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের পিছনে নারীদের নামায পড়ার বর্ণনা।

٨٢١. عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا سَلَّمَ قَامَتِ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِيْ تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِيْ مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ قَالَ نَرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ اَن يُدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ ٠

৮২১. হিন্দা বিনতে হারিছ রা. থেকে বর্ণিত। (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামা রা. বলেছেন, নবী স. নামাযে সালাম ফিরানোর সময় সালাম শেষ হওয়ার সাথে সাথে (জামাআতে অংশ গ্রহণকারিণী) নারীগণ উঠে চলে যেত। আর এ সময় নবী স. উঠার আগে স্বীয় জায়গায় কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। যুহরী বলেন, আমাদের মনে হয় তিনি এটা (বসে থাকা) এজন্য করতেন, যাতে নারীগণ পুরুষদের উঠে পড়ার আগেই বেরিয়ে পড়তে পারে এবং পুরুষগণ তাদের (নারীদের সাথে মিশে না যায়)। কেন তিনি সালাম ফিরানোর পরও নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ বসে থাকতেন তা আল্লাহই ভাল জানেন।

٨٢٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ اُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا ٠

৮২২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. উম্মে সুলাইমের ঘরে নামায আদায় করলেন। আমি আর একটি ইয়াতীম বাচ্চা তাঁর পিছনে নামাযে দাঁড়ালাম এবং উম্মে সুলাইম আমাদের (সবার) পিছনে দাঁড়ালেন।

১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামায শেষে নারীদের দ্রুত বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করা এবং মসজিদে স্বল্পকাল অবস্থান করা।

٨٢٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ اَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ٠

৮২৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. অন্ধকার থাকতে থাকতেই ফজরের নামায আদায় করতেন। (নামায শেষে) মুমিনদের স্ত্রীগণ বাড়ীতে ফিরে যেতেন। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদের চেনা যেত না বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অন্ধকারের জন্য তারা পরস্পরকে চিনতে পারতো না।

১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামায আদায়ের নিমিত্ত মসজিদে যাওয়ার জন্য নারীদের নিজ নিজ স্বামীদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা।

٨٢٤. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا ٠

৮২৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কারোর স্ত্রী (নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার) অনুমতি চাইলে তার স্বামী যেন তাকে বাধা না দেয়। অথবা সে যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

❐

অধ্যায়-১১

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

(জুমআর বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর নামায ফরয হওয়ার বিবরণ।

জুমআর নামায ফরয হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন আল্লাহ্র যিকরের পানে দৌড়াও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

এখানে فَاسْعَوْا "দৌড়াও" অর্থ যাও বা রওয়ানা হও।

٨٢٥.اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ

৮২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছেন, আমরা (দুনিয়ায় আগমনের ক্ষেত্রে) পেছনের সারিতে কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা থাকবো আগে। ব্যতিক্রম এতটুকু যে, তাদেরকেগ্রন্থ দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে। অতপর এটি হচ্ছে তাদের সেই দিন যেদিন ইবাদত করা তাদের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিল ; এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। কাজেই লোকেরা এক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাতবর্তী ইয়াহূদীদের (সম্মানীয় দিন হচ্ছে) আগামী কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের হচ্ছে আগামী পরশু (রোববার)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন গোসল করার ফযীলত। জুমআর নামাযে শিশু ও মহিলাদের হাযির হওয়া কি ফরয ?

٨٢٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমআর নামায আদায় করতে আসলে তার পূর্বে গোসল করে নেয়া উচিত।

٨٢٧. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِى الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الاَوَّلِيْنَ مِن اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ قَالَ اِنِّى شُغِلُ فَلَمْ اَنْقَلِبْ اِلَى اَهْلِى حَتَّى سَمِعْتُ التَّاذِيْنَ فَلَمْ اَزِدْ اَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ ٠

৮২৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব রা. জুমআর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় নবী স.-এর প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি (মসজিদে) হাযির হলেন, উমর তাকে ডেকে বললেন, এটা কি নামাযে আসার সময় ? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি এক কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। এজন্য ঘরেও ফিরে যেতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেলাম ; তাই শুধু অযুই করে নিলাম। উমর বললেন ঃ শুধু অযুই করলেন ? অথচ আপনি জানেন যে, রসূল স. গোসল করার আদেশ দিতেন।

٨٢٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ اَلْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ٠

৮২৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, জুমআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের গোসল করা ওয়াজিব।[১]

৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

٨٢٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ اَلْخُدْرِىِّ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَاَن يَسْتَنَّ وَاَنْ يَمَسَّ طِيْبًا اِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُوٌ اَمَّا الْغُسْلُ فَاَشْهَدُ اَنَّهُ وَاجِبٌ وَاَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيْبُ فَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمُ وَاجِبٌ هُوَ اَمْ لاَ وَلٰكِنْ هٰكَذَا فِى الْحَدِيْثِ ٠

৮২৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, জুমআর দিন প্রত্যেক বয়স্ক লোকের গোসল, মিসওয়াক এবং পাওয়া গেলে সুগন্ধি ব্যবহার করা ওয়াজিব। আমর ইবনে সুলাইম বলেন, গোসল সম্পর্কে আমি সাক্ষ দিচ্ছি তা ওয়াজিব। তবে মিসওয়াক ও সুগন্ধির ব্যবহার ওয়াজিব কি না তা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু হাদীসে এমনটিই আছে।[২]

---

১. হাদীসবিদগণ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস এবং বিশ্বনবী স.-এর জীবন চরিতের আলোকে ওয়াজিবের অর্থ এখানে ঐচ্ছিক কর্তব্য বলেই গ্রহণ করেছেন।

২. অধিকাংশ ইমাম ও ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ মেসওয়াক ও সুগন্ধির ব্যবহারের ন্যায় গোসলও ঐচ্ছিক কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, সকলেই এ সম্পর্কে একমত যে, মেসওয়াক ও সুগন্ধির ব্যবহার অপরিহার্য কর্তব্য অর্থে ওয়াজিব নয়, সুতরাং এ দুটির সাথে গোসলকেও যখন ওয়াজিব বলা হয়েছে, তখন সে ওয়াজিবের অর্থও ঐচ্ছিক কর্তব্য ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর ফযীলত।

٨٣٠. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

৮৩০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, জুমআর দিন যে জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে গোসল করে এবং নামাযের জন্য গমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করলো, যে পরবর্তীক্ষণে গমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করলো, যে তৃতীয়ক্ষণে গমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করলো, যে চতুর্থক্ষণে গমন করে সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করলো এবং যে পঞ্চমক্ষণে গমন করে সে যেন (আল্লাহর পথে) একটি ডিম দান করলো। অতপর ইমাম যখন খুতবা (ভাষণ) দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ 'যিকর' শোনার জন্য উপস্থিত হন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ

٨٣١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِمَ تَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব এক জুমআবার ভাষণ (খুতবা) দিচ্ছিলেন ; এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। হযরত উমর তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ নামাযে (ঠিক সময়ে) আসতে তোমাদের বাধা হয় কেন ? সে ব্যক্তি বললো ঃ আযান শোনার সাথে সাথেই তো আমি অযু করেছি (এবং চলে এসেছি) উমর বললেন ঃ তোমরা কি নবী স.-কে একথা বলতে শোননি যে, যখন তোমাদের কেউ জুমআর নামাযের জন্য রওয়ানা হবে তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর জন্য তেলের ব্যবহার।

٨٣٢. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِن طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرَى .

৮৩২. সালমান ফারসী রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে ও সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা হাসিল করে, আর নিজের তেল থেকে তেল ব্যবহার করে অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করে, এরপর (নামাযের জন্য) বের হয় এবং দুজন লোককে ফাঁক না করে,[৩] অতপর তার তাকদীরে লিখিত পরিমাণ মোতাবেক নামায পড়ে, আর ইমামের খুতবা দেয়ার সময় চুপ করে থাকে, তার সেই জুমআ হতে অন্য জুমআ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

٨٣٣. عَنْ طَاوُسٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوْا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُسَكُمْ وَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا وَاَصِيْبُوا مِنَ الطِّيْبِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، اَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَاَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ اَدْرِيْ ‏.

৮৩৩. তাউস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসের নিকট বলেন যে, লোকেরা বলে, নবী স. বলেছেন, জুমআর দিন গোসল কর এবং মাথা ধুয়ে ফেল যদি তোমরা জানাবাত হেতু অপবিত্র না হয়ে থাক ; আর সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইবনে আব্বাস (একথা শুনে) বললেন ঃ গোসল (সংক্রান্ত নির্দেশ) তো ঠিকই আছে, কিন্তু সুগন্ধি (সংক্রান্ত নির্দেশ) সম্বন্ধে আমার জানা নেই।

٨٣٤. عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَيَمَسُّ طِيْبًا اَوْ دُهْنًا اِنْ كَانَ عِنْدَ اَهْلِهِ ، فَقَالَ لاَ اَعْلَمُهُ ‏.

৮৩৪. তাউস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নবী স.-এর জুমআর দিনের গোসল সংক্রান্ত বাণী উল্লেখ করেন তখন আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করলাম, তিনি যখন ঘরের লোকজনদের মধ্যে অবস্থান করেছেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি কিংবা তেল ব্যবহার করেছেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি তা জানি না।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ (জুমআর দিন) যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পরিধান করা।

٨٣٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوِاشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبِسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى مِنْهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا ‏.

---

৩. অর্থাৎ মসজিদে যারা আগে থেকে বসে রয়েছে তাদেরকে ফাঁক করে সেই ফাঁকে বসে পড়ে বা সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

৮৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন। উমর ইবনে খাত্তাব মসজিদে নববীর দরযার কাছে এক জোড়া রেশমী পোশাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী স.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কতই না ভাল হতো যদি আপনি ওটা খরিদ করতেন এবং জুমআর দিন ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময়ে পরিধান করতেন! রসূলুল্লাহ স. বললেন, ওটা শুধু সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যার আখেরাতে কোনো অংশ নেই। এরপর রসূল স.-এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোশাক আসে এবং এর একটি তিনি উমরকে দেন। উমর রা. আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এটা পরিধান করতে দিলেন ; অথচ আপনি উতারিদের পোশাক সম্বন্ধে বলেছিলেন (যে, এর পরিধানকারীর জন্য আখেরাতের কোনো অংশ নেই)। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, আমি তোমাকে এটা নিজের পরিধান করার জন্য দেইনি। উমর রা. তাঁর মক্কার একজন মুশরিক ভাইকে তা দান করে দিলেন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনে মিসওয়াক করা। আবু সাঈদ খুদরী রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জুমআর দিনে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

٨٣٦.عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ اَوْ عَلَى النَّاسِ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ ·

৮৩৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. বলেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য [কিংবা বলেছেন ঃ লোকদের জন্য] কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তেই (বাধ্যতামূলকভাবে) মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম।

٨٣٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ ·

৮৩৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. বলেন, মিসওয়াক সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অনেক বলেছি।

٨٣٨. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ ·

৮৩৮. হুযাইফা রা. বর্ণনা করেছেন। নবী স. রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন তখন দাঁত মেজে পরিষ্কার করে মুখ ধুয়ে ফেলতেন।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের মিসওয়াক ব্যবহার করা।

٨٣٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِنِيْ هٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَاَعْطَانِيْهِ فَقَصَمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَاَعْطَيْتُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ اِلٰى صَدْرِىْ ·

৮৩৯. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। (একবার) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর একটি মিসওয়াক নিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে প্রবেশ করলো। রসূলুল্লাহ স. তার দিক তাকিয়ে দেখলেন। আমি তাকে বললাম, আবদুর রহমান! মিসওয়াকটি আমাকে দাও। সে তা

আমাকে দিল। আমি তা ভেঙ্গে ফেললাম এবং (একাংশের এক প্রান্ত) চিবিয়ে আল্লাহর রসূল স.-কে দিলাম; তিনি তার সাহায্যে আমার বুকে হেলান দিয়ে মেসওয়াক করলেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন ফজরের নামাযে কি পড়বে ?

٨٤٠. عَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ الٓمٓ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ ·

৮৪০. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন। নবী স. জুমআর দিন ফজরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম, তানযীল ------' এবং 'হাল-আতা আলাল ইনসানি' ---- (সূরা) তেলাওয়াত করতেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ গ্রামে ও শহরে জুমআর নামায।

٨٤١. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثٰى مِنَ الْبَحْرَيْنِ ·

৮৪১. ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদে জুমআর নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম জুমআর নামায হয় বাহরাইনের জুওয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আবদুল কায়স (গোত্রের) মসজিদে।

٨٤٢.عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُوْنُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ اِلٰى اِبْنِ شِهَابٍ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرٰى هَلْ تَرٰى اَنْ اُجَمِّعَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلٰى اَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّوْدَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى اَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَنَا اَسْمَعُ يَأْمُرُهُ اَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اَلْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ اَبِيْهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُم رَاعٍ وَمَسؤُل عَنْ رَعِيَّتِهِ ·

৮৪২. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। লাইস বৃদ্ধি করে বলেন ঃ (ইবনে উমরের পরবর্তী বর্ণনাকারী) ইউনুস বলেছেন, আমি একদিন ইবনে শিহাবের সাথে ছিলাম, তখন রুযাইক ইবনে হুকাইম ওয়াদিল কুরায় থাকা অবস্থায় ইবনে শিহাবের কাছে লিখলেন ঃ আপনার মতে

আমি কি এখানে জুমআ পড়ার ব্যবস্থা করবো ? রুযাইক তখন সেখানে জমি চাষাবাদ করতো এবং সুদানের একদল লোক ছাড়াও অন্যান্য লোক সেখানে থাকত। রুযাইক সেই সময়ে (উমর ইবনে আবদুল আযীযের পূর্বে মিসর ও মক্কার মধ্যবর্তী) আইলা শহরে (আমীর) ছিলেন। ইবনে শিহাব (তাকে) জুমআ কায়েম করার নির্দেশ দিয়ে লিখলেন এবং আমি (তাকে এ নির্দেশ দিতে) শুনলাম এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ অধীনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। রাষ্ট্রপতি দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীন প্রজা-সাধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের কর্তা। তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। আর খাদেম তার মনিবের মাল-আসবাবের রক্ষক, তাকেও তার অধীনকৃত সবকিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ইবনে উমর বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে, আল্লাহর রসূল স. আরো বলেছেন, পুরুষ তার পিতার মাল-আসবাবের রক্ষক এবং তার অধীনকৃত জিনিস সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল ও রক্ষক এবং সবাইকে তার অধীন সব ব্যক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক, বালক বা অন্য যারা জুমআয় হাজির হয় না তাদেরও কি গোসল করা প্রয়োজন ?

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেছেন, যাদের উপর জুমআর নামায ফরয কেবল তাদের জন্যই গোসল প্রয়োজন।

٨٤٣. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ٠

৮৪৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেককেই জুমআর দিন গোসল করে নিতে হবে।

٨٤٤. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ٠

৮৪৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, প্রত্যেক বয়স্কের জন্যই জুমআর দিনের গোসল ওয়াজিব।

٨٤٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ اخْتَلَفُوا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ فَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ٠

৮৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. বলেন, আমরা পেছনে, কিন্তু কিয়ামতের দিন থাকব আগে। ব্যতিক্রম এতটুকু যে, তাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে আমাদের

আগে, আর আমাদেরকে তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। অতপর এ দিন (অর্থাৎ জুমআবারের নির্ধারণ) নিয়েই তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে তা (শুক্রবার) বাতলে দিয়েছেন। এখন আগামীকাল (শনিবার) হচ্ছে ইয়াহুদীদের এবং পরশু (রোববার) হচ্ছে নাসারাদের। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আল্লাহর রসূল স. বললেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আল্লাহর এ হক রয়েছে যে, প্রতি সাতদিনের মধ্যে একদিন সে গোসল করবে—তার মাথা ও শরীর ধুয়ে ফেলবে।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ

٨٤٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِئْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسَاجِدِ

৮৪৬. নবী স. থেকে ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাহাবাদের লক্ষ্য করে) বলেছেন, তোমরা মেয়েদেরকে রাতে (যে নামায পড়া হয় তাতে) মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিও।[৪]

٨٤٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ، فَقِيْلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِيْنَ ، وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ اَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَيَغَارُ، قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْهَانِىْ ، قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ .

৮৪৭. ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমরের এক স্ত্রী ফজর ও এশার ওয়াক্তে মসজিদে জামাআতের নামাযে হাজির হতেন। একবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি (নামাযের জন্য গৃহের) বাইরে কেন আসেন ? অথচ আপনি জানেন যে, উমর একে শুধু অপসন্দই করেন না, মর্যাদাহানিকরও মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তাহলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, তিনি স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না ? বলা হলো, বাধা রয়েছে এই যে, আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির কারণে জুমআর নামাযে হাজির না হওয়ার অবকাশ দান।

٨٤٨.عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِه فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قُلْ صَلُّوْا فِى بُيُوْتِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسَ اِسْتَنْكَرُوْا، قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى اِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّى كَرِهْتُ اَنْ اُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِى الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ .

৮৪৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মুয়াযযিনকে এক বর্ষার দিনে বলেছিলেন, (আযানে) আপনি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার পর 'হাইয়্যা

৪. হাদীসে মেয়েদেরকে রাতের নামাযে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ জুমআর নামায দিবাভাগে। তাই প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের জন্য জুমআ ওয়াজিব নয়।

আলাছছালাহ' বলবেন না ; বলবেন ঃ সাললূ ফী বুয়ূতিকুম (আপনার নিজ নিজ বাড়ীতে নামায পড়ুন)। (উপস্থিত) লোকদের এটা পসন্দ হলো না (বলে তারা পরস্পর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন)। তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই [আল্লাহর রসূল স.] এটা করেছেন, (যদিও) জুমআ নিসন্দেহে ওয়াজিব। এজন্য আমি চাই না যে, আপনাদেরকে (জুমআ বা অন্য নামাযে যেতে) বাধা দিব (এবং বাধা দিয়ে আপনাদের গোনাহর ভাগী হবো), তাই (পথে অভাবনীয়) কাদা ও পিচ্ছিলতার ভেতর দিয়ে আপনারা যেতে পারেন।[৫]

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআয় কতদূর থেকে আসতে হবে এবং তা কার ওপর ওয়াজিব ?

কেননা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ জুমআর দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান জানানো হয় (তখন আল্লাহর যিকরের পানে দৌড়াও ---) আতা র. বলেছেন ঃ যখন তুমি এমন কোনো গ্রামে থাকবে যেখানকার লোকেরা একত্রিত হতে পারে সেখানে জুমআর দিন নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তুমি তা শুনতে পাও বা না পাও তোমাকে অবশ্য জামাআতে হাজির হতে হবে। আর আনাস রা. তার গৃহে থেকে কখনো জুমআ পড়তেন এবং কখনো তা ত্যাগ করতেন। আর তার গৃহ ছিল দু 'ফারসাখ' (অর্থাৎ ছ মাইল) দূরে এক প্রান্তে।

٨٤٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِىْ فَيَأْتُوْنَ فِى الْغُبَارِ يُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا ٠

৮৪৯. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা তাদের বাড়ী ও গ্রাম এলাকা[৬] থেকেও জুমআর নামাযের জন্য আসতো। আর তারা যেহেতু ধুলোবালির ভেতর দিয়ে আসতো সেহেতু তারা ধুলিমাখা ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তাদের (দেহ) থেকে (দুর্গন্ধযুক্ত) ঘাম বের হতো। (একবার) তাদের একজন আল্লাহর রসূল স.-এর নিকট এলো। রসূল তখন আমার কাছে ছিলেন। নবী স. তাকে বললেন, আহা! যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য হেলে গেলে জুমআর ওয়াক্ত হয়। উমর, আলী, নু'মান ইবনে বাশীর ও আমর ইবনে হুরাইছ থেকেও এরূপ উল্লেখ রয়েছে।

٨٥٠. عَنْ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ

---

৫. বৃষ্টি ও কাদায় আরবরা একেবারেই অনভ্যস্ত। কাজেই এ অবস্থাকে আমাদের দেশের অবস্থার সাথে তুলনা করা যাবে না।

৬. মূলে রয়েছে 'আওয়ালি' অর্থাৎ গ্রাম এলাকা। এ গ্রাম এলাকা বলতে মদীনার পূর্ব দিকে দু থেকে আট মাইল পর্যন্ত এলাকাকে বুঝানো হতো।

اَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا اِذَا رَاحُوْا اِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوْا فِيْ هَيْئَتِيْهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَواغْتَسَلْتُمْ ٠

৮৫০. আমরাহ্ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রা. বলেছেন, লোকেরা নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরাই করতো। আর যখন জুমআর জন্য যেত তখন ঐ অবস্থায়ই চলে যেত। এ কারণে তাদেরকে বলে দেয়া হলো, তোমরা গোসল করে নিলেই ভাল হতো।

٨٥١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ٠

৮৫১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. সূর্য হেলে গেলে জুমআ পড়তেন।

٨٥٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ٠

৮৫২. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোনোরূপ দেরী না করেই প্রথম ওয়াক্তেই জুমআর নামায পড়ে নিতাম এবং নামাযের পর শুয়ে পড়তাম।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন (সূর্যের) তাপ যখন বেড়ে যেত।

٨٣٥.عَنْ اَنَسِ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ يَعْنِى الْجُمُعَةَ قَالَ يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلاَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ .

৮৫৩. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। নবী স. যখন ঠাণ্ডা অধিক হতো তখন কোনোরূপ দেরী না করে প্রথম ওয়াক্তেই নামায সম্পন্ন করতেন এবং যখন (সূর্যের) তাপ বেড়ে যেত তখন নামায অর্থাৎ জুমআর নামায তাপ কমে গেলে সম্পন্ন করতেন। আবু খালদা বর্ণিত রেওয়ায়াতে জুমআ শব্দের উল্লেখ নেই।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর জন্য পথ চলা এবং আল্লাহর বাণী 'ফাস্আউ ইলা যিকরিল্লাহ'-এর ভাষ্যের তাৎপর্য।

ভাষ্যে বলা হয়েছে ঃ (ফাসআউ-এর মূল) সাঈ (سعى)-এর অর্থ কাজ করা ও গমন করা ; কেননা আল্লাহর বাণী سعى لها سعيها-এর অন্তর্গত ঃ سعى-এর অর্থ হচ্ছে কাজ করা, আমল করা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তখন (অর্থাৎ জুমআর আযানের পরেই) যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। আতা বলেন, শিল্প-কারিগরীর সকল কাজই তখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইবরাহীম ইবনে সাদ যুহরী র. হতে বর্ণনা করেন, জুমআর দিন যখন মুয়াযযিন আযান দিবে তখন মুসাফির (ভ্রমণকারী) ব্যক্তির জন্য জুমআয় হাযির হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়।

٨٥٤.عَنْ اَبِيْ عَبْسٍ وَاَنَا اَذْهَبُ اِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ ٠

৮৫৪. আবু আবেস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ে আমি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, যার দু'পা আল্লাহর পথে ধুলিমাখা হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম নিষিদ্ধ করে দেন।[৭]

٨٥٥. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ، عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا .

৮৫৫. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, যখন নামায শুরু হয়ে যায়, তখন দৌড় দিয়ে তাতে শামিল হয়ো না। বরং হেঁটে গিয়ে শামিল হও। কেননা (নামাযে) ধীরস্থির হওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং (জামাআতের সাথে নামায) যতটুকু পাও, পড়ে নাও এবং যতটুকু ছুটে যায়, পুরো করে নাও।[৮]

٨٥٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ .

৮৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. (সাহাবীদের লক্ষ্য করে) বলেছেন, আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা (নামাযের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াবে না। কেননা (নামাযের জন্য) তোমাদের স্বস্তি ও স্থিরতা একান্ত আবশ্যক।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন (নামাযে) প্রতি দুজনের মধ্যে কোনো ফাঁক না রাখা।

٨٥٧. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، اَدَّهَنَ اَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَلّٰى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ اَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى .

৮৫৭. সালমান ফারসী রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রসূল স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে পবিত্রতা অর্জন করে, তারপর তেল মেখে (চুল-দাড়ি পরিপাটি করে) নেয় অথবা সুগন্ধি মেখে নেয়। এরপর (মসজিদে) চলে যায়, সেখানে দুজনের মধ্যে ফাঁক করে তাদের মাঝখানে বসে না পড়ে এবং তার ভাগ্যে যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে সে পরিমাণ নামায পড়ে অতপর ইমাম যখন (নামায পড়াবার উদ্দেশ্যে নিজের কামরা থেকে) বের হন তখন চুপ থাকে, তার এ জুমআ এবং পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী নামাযের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

---

৭. জুমআর উদ্দেশ্যে গমন করা আল্লাহর পথে গমনের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপারটা হয়তো আমাদের দেশে খাপছাড়া ও অস্বাভাবিক মনে হতে পারে কিন্তু বিভিন্ন দেশে যেখানে জুমআ মসজিদ কয়েক মাইলের মধ্যে মাত্র একটি বা দুটি থাকে সেখানে অবশ্য এ হাদীসটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

৮. এ হাদীসে যে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জুমআর নামাযও তার অন্তর্ভুক্ত।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন (মসজিদে) কোনো ব্যক্তি তার এক ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না।

٨٥٨. عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ اَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ الْجُمُعَةَ قَالَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا .

৮৫৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এ মর্মে নিষেধ করে দিয়েছেন যে, কোনো লোক যেন তার কোনো ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেই জায়গায় না বসে।

(এ হাদীসের অন্য বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইয বলেন ঃ ইবনে উমর থেকে নাফে' যখন এ হাদীস বর্ণনা করেন, তখন) আমি নাফেকে প্রশ্ন করলাম ঃ এটা কি শুধু জুমআর নামাযের ব্যাপারে ? তিনি উত্তরে বললেন, জুমআ ও অন্যান্য সকল নামাযের ব্যাপারেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনে আযান দেয়া।

٨٥٩. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُهُ اِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوْقِ الْمَدِيْنَةِ .

৮৫৯. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আবু বকর এবং উমরের সময়ে জুমআর দিনের প্রথম আযান ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন তখন দেয়া হতো। অতপর উসমান যখন (খলীফা) হন এবং লোক (সংখ্যা) বেড়ে যায়, তখন তিনি 'জাওরা' থেকে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, যাওরা হচ্ছে মদীনা সংলগ্ন বাজারের একটি স্থান।[৯]

২২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনে একজন মুয়াযযিনের আযান দেয়া।

٨٦٠. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ الَّذِىْ زَادَ التَّأْذِيْنَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِيْنَ كَثُرَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ يَعْنِىْ عَلَى الْمِنْبَرِ .

৮৬০. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনার অধিবাসীদের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল তখন জুমআর দিনে যিনি তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করলেন, তিনি হচ্ছেন উসমান ইবনে আফফান। যদিও নবী স.-এর সময়ে (জুমআর জন্য) একের অধিক আযানদাতা ছিল না। আর জুমআর দিনের আযান তখনই দেয়া হতো, যখন ইমাম বসতেন অর্থাৎ মিম্বারের ওপর খুতবা দেবার জন্য বসতেন।

৯. তৃতীয় আযান বলতে জুমআর নামাযে আহ্বান করার জন্য আজকাল যে প্রথম আযানটি দেয়া হয় তাকে বুঝানো হয়েছে।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের আওয়াজ শুনলে মিম্বারের ওপরে থাকা অবস্থায় ইমাম তার জবাব দেবে।

٨٦١. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر، قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَاَنَا فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَاَنَا فَلَمَّا اَنْ قَضٰى التَّأْذِيْنَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى هٰذَا الْمَجْلِسِ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّى مِنْ مَقَالَتِى ٠

৮৬১. মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. হতে বর্ণিত। তিনি (এক জুমআবারে যখন) মিম্বারের ওপর বসেছিলেন, তখন মুয়াযযিন আযান দিলেন। মুয়াযযিন বললেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তিনিও বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুয়াযযিন বললেন, আশহাদু আললা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনিও বললেন, ওয়া আনা (অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই)। মুয়াযযিন বললেন, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্। তিনিও বললেন, ওয়া আনা (অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল)। এ আযান শেষ হয়ে গেল তখন তিনি (উপস্থিত লোকদেরকে) বললেন, হে জনগণ! আমি এ স্থানেই মুয়াযযিনের আযান দেয়ার সময় আল্লাহর রসূলকে সেই কথা বলতে শুনেছি, যা এখন তোমরা আমাকে বলতে শুনলে।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সময় মিম্বারের ওপর বসা।

٨٦٢. عَنِ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّ التَّاْذِيْنَ الثَّانِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ حِيْنَ كَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّاْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ ٠

৮৬২. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের লোক সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন উসমান জুমআর দিনে দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ দান করেন। অথচ (ইতিপূর্বে) জুমআর দিনে ইমাম যখন (মিম্বারের ওপর) বসতেন তখন আযান দেয়া হতো।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার সময়ে আযান।

٨٦٣. عَنِ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اِنَّ الْاَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ اَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرُوْا اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ ٠

৮৬৩. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স., আবু বকর ও উমরের সময়ে জুমআর দিনে ইমাম যখন মিম্বারের ওপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেয়া হতো। অতপর যখন উসমানের খেলাফতের সময় আসে এবং লোকসংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়, তখন উসমান জুমআর দিনে তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন এবং 'যাওরা' থেকে (এ) আযান দেয়া হতে থাকে। অতপর এ সিলসিলা চলতে থাকে।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বার থেকে খুতবা দান, আনাস রা. বলেছেন, নবী স. মিম্বার থেকে খুতবা দিতেন।

٨٦٤. عَنْ اَبِىْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِىَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِى الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ ، وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِىْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَبِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِىْ اَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ ، فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَاْتَمُّوْا بِىْ وَلِتَعَلَّمُوْا صَلاَتِىْ .

৮৬৪ আবু হাযিম ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। (একবার) কিছুসংখ্যক লোক সাহল ইবনে সা'দ সাইদীর নিকট আগমন করে। তারা মিম্বারটি কোন্ কাঠের তৈরী ছিল তা নিয়ে মতবিরোধ করছিল। তারা সে সম্পর্কে তার নিকট প্রশ্ন করলো। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, সেটি কি কাঠের ছিল আমি তা অবশ্যই জানি। প্রথম যেদিন নির্মাণ ও সংস্থাপিত হয় এবং প্রথম যেদিন আল্লাহর রসূল তার ওপর বসেন, তা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহর রসূল স. আনসারদের অমুক মহিলার (বর্ণনাকারী বলেন, সাহল তার নামও উল্লেখ করেছিলেন) নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিস তৈরী করার নির্দেশ দাও, যার ওপর আমি লোকদের সাথে কথা বলার সময় বসতে পারি। অতপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী জায়গা) গাবার ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে নিয়ে আসে। মহিলাটি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট তা পাঠিয়ে দেন। নবী স. সেটি (সংস্থাপনের) আদেশ দেন। ফলে এখানেই তা সংস্থাপিত হয়। তারপর আমি দেখেছি, আল্লাহর রসূল স. তার ওপর নামায পড়েছেন, তার ওপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে রুকূ করেছেন ; অতপর সেখান থেকে পিছনের দিকে ফিরে এসে মিম্বারের গোড়ায় (দাঁড়িয়ে) সিজদা করেছেন এবং (এ সিজদা) পুনরায় করেছেন। তারপর নামায

শেষ করে (উপস্থিত) লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন, হে লোকেরা! আমি এটা এজন্য করেছি যে, তোমরা আমার ইক্তেদা করবে এবং আমার নামায শিখে নিবে।

٨٦٥.عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُوْمُ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرَ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ اَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتّٰى نَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ

৮৬৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মসজিদে নববীতে) এমন একটি খুঁটি ছিল, যার ওপর হেলান দিয়ে নবী স. দাঁড়াতেন। অতপর যখন তাঁর জন্য মিম্বার সংস্থাপিত হলো, তখন আমরা তা (খুঁটি) থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত ক্রন্দন করার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি নবী স. মিম্বার থেকে নেমে এসে তার (খুঁটির) ওপর নিজের হাত রাখলেন।

٨٦٦.عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ٠

৮৬৬. আবু সালেম রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে মিম্বারের ওপর হতে (জুমআর) খুতবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, যে লোক জুমআর উদ্দেশ্যে আসবে, তার গোসল করা আবশ্যক।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া। আনাস রা. বলেন, নবী স. দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

٨٦٧.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْآنَ ٠

৮৬৭. ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন—যেমন এখন তোমরা করে থাক।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার সময় লোকদের ইমামের দিকে মুখ করা। ইবনে উমর এবং আনাস রা. ইমামের দিকে মুখ করতেন।

٨٦٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىَّ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ٠

৮৬৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। নবী স. একদিন মিম্বারের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারদিকে (মুখ করে) বসলাম।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মা বা'দ' বলা। ইকরামা ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে নবী স. থেকে একথা বর্ণনা করেছেন।

٨٦٩. عَنْ اَسمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ اَلصِدِّيْقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ ، فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ، فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَىْ نَعَمْ، قَالَتْ فَاَطَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِدًا حَتّٰى تَجَلاَّنِى الْغَشْىُ وَاِلٰى جَنْبِىْ قِرْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ اَسُبُّ مِنْهَا عَلٰى رَأْسِىْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمْدَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ قَالَ وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ اِلَيْهِنَّ لاُسَكِّتُهُنَّ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ اَكُنْ اُرِيْتُهُ اِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَاِنَّهُ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ يُؤْتٰى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ، فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوْ قَالَ الْمُؤْقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاٰمَنَّا وَاَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِىْ فَاطِمَةُ فَاَوْعَيْتُهُ غَيْرَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ.

৮৬৯. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি (একবার) আয়েশার নিকট গেলাম। লোকেরা তখন নামায পড়ছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি ? তখন তিনি মাথার সাহায্যে আসমানের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ (আযাব, কিয়ামত বা অন্য কিছুর) আলামতের কথা বলছেন কি ? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করলেন, অর্থাৎ 'হ্যাঁ, বললেন। (তখন আমিও তাদের দেখাদেখি নামাযে যোগ দিলাম)। অতপর আল্লাহর রসূল স. (নামায) এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, আমি প্রায় বেহুশ হতে যাচ্ছিলাম। আমার পাশেই একটি চামড়ার মশকে পানি রাখা ছিল। আমি সেটি খুলে আমার মাথায় পানি দিতে শুরু করলাম। তারপর যখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তখন আল্লাহর রসূল স. নামায শেষ করে ফিরে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দান করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ (অতপর)। আসমা রা. বলেন, তখন আনসারদের কিছুসংখ্যক মহিলা যেন কিসের একটা গুঞ্জন তুললেন। তাই আমি তাদেরকে চুপ করাবার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। তারপর আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তিনি [নবী স.] কি বললেন ? আয়েশা বললেন, তিনি বলেছেন, এমন কোনো জিনিস নেই যা আমাকে দেখানো হয়নি, আমি আজ এ স্থানে

থেকেই সেসব কিছুই দেখে নিলাম। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। আমার নিকট প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে মসীহ দাজ্জালের ফেতনার (পরীক্ষার) ন্যায় বা প্রায় অনুরূপ ফেতনায় ফেলা হবে (অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে), তোমাদের প্রত্যেককে ওঠানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে ঃ এ লোকটি সম্পকে, [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. সম্পর্কে] তুমি কি জান ? তখন মুমিন অথবা মুকীন—নবী স. এ দুটোর মধ্যে কোন্ শব্দটি বলেছিলেন সে ব্যাপারে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে,—বলবে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল স., তিনি মুহাম্মাদ, তিনি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। অতপর আমরা ঈমান এনেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন তাকে বলা হবে, নেক্কার হিসাবে ঘুমিয়ে থাক। তুমি যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ তা আমরা অবশ্যই জানতাম। আর যে মুনাফিক বা মুরতাদ (সন্দেহ পোষণকারী কাফের)—রসূলুল্লাহ স. এ দুটির মধ্যে কোন্ শব্দটি বলেছিলেন সে সম্পর্কে হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে—তাকেও প্রশ্ন করা হবে যে, এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি জান ? জবাবে সে বলবে, আমি (কিছুই) জানি না ; অবশ্য মানুষকে তার সম্পর্কে কিছু একটা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলতাম। (বর্ণনাকারী) হিশাম বলেন, ফাতিমা (যিনি আসমা বিনতে আবু বকর হতে বর্ণনা করেছেন) আমার নিকট বলেছেন, তিনি (আমার নিকট) মুনাফিকের ওপর কঠিন আযাব সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা ছাড়া সবটুকু আমি উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি।

٨٧٠.عَنْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِمَالٍ اَوْ سَبْيٍ فَقَسَمَهُ فَاَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً فَبَلَغَهُ اَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُعْطِىْ الرَّجُلَ وَاَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِىْ اَدَعُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الَّذِىْ اُعْطِىْ وَلٰكِنْ اُعْطِىْ اَقْوَامًا لِمَا اَرٰى فِىْ قُلُوْبِهِ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلَىْ مَاجَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنٰى وَالْخَيْرِ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَوَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ ٠

৮৭০. আমর ইবনে তাগলিব রা. থেকে বর্ণিত। (একবার) আল্লাহর রসূল স.-এর নিকট কিছু ধন বা কয়েদী আনা হলো। তিনি লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে দিলেন না। তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, যাদেরকে তিনি দেননি তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন তিনি [নবী স.] আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন, অতপর বললেন, 'আম্মা বা'দ' আল্লাহর শপথ, আমি কোনো লোককে দেই এবং কোনো লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না সে আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয় যাকে আমি দেই। আর যাদের অন্তরে রয়েছে অধৈর্য ও অস্থিরতা কেবল সেই সকল লোককেই আমি দেই। আর যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ দান করেছেন, সেই সকল লোককে আমি তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেই। আমর ইবনে তাগলিব তাদের মধ্যে একজন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর শপথ, আল্লাহর রসূল স.-

এর বাণীর পরিবর্তে আমি (আরবের সর্বাধিক মূল্যবান) লাল উট (গ্রহণ করাকেও) পসন্দ করি না অর্থাৎ রসূল স.-এর বাণীই আমার নিকট সকল প্রিয় জিনিসের চেয়ে প্রিয়।

٨٧١. عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَاجْتَمَعَ اَكْثَرَ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهِ حَتّٰى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ لٰكِنِّى خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

৮৭১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। (একবার) আল্লাহর রসূল স. (কোনো এক) গভীর রাতে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে নামায (তারাবীহ) পড়লেন। লোকেরাও তাঁর নামাযের সাথে নামায পড়লো। পরের দিন তারা (এ নিয়ে) আলোচনা করলো। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চেয়ে অধিকসংখ্যক লোক একত্র হলো এবং তাঁর সাথে নামায পড়লো। পরের দিনও তারা (এ সম্পর্কে) আলোচনা করলো। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোক সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেল, আল্লাহর রসূল স. বের হলেন এবং লোকেরা তাঁর সাথে নামায পড়লো। চতুর্থ রাতে লোক এত অধিক হলো যে, মসজিদে স্থান সংকুলান হওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। তাই তিনি ভোরের নামাযের জন্য বের হলেন এবং ফজরের নামায শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। অতপর শাহাদাতের (তথা সাক্ষ্য দেয়ার) বাণী উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ (অতপর বক্তব্য এই যে,) তোমাদের এখানে উপস্থিতি (অর্থাৎ এ তারাবীহর নামাযের জন্য মসজিদে এরূপ আগ্রহ সহকারে একত্রিত হওয়া) আমার কাছে গোপন নয়। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের জন্য এটা ফরয করে দেয়া হবে এবং (তখন) তোমরা তা আদায় করতে পারবে না।

٨٧٢. عَنْ أَبِىْ حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِىِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ.

৮৭২. আবু হুমাইদ সাঈদী রা. হতে বর্ণিত। এক রাতে এশার নামাযের পর রসূলুল্লাহ স. দাঁড়ালেন এবং শাহাদাত বাণী উচ্চারণ করলেন। আর যথোপযুক্তরূপে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'আম্মা বা'দ'।

٨٧٣. عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ.

৮৭৩. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. (একদিন) দাঁড়ালেন। তারপর আমি তাঁকে শাহাদাত বাণী উচ্চারণের সাথে সাথে বলতে শুনলাম, 'আম্মা বা'দ'।

٨٧٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمِنْبَرَ وَكَانَ اٰخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِلَيَّ فَثَابُوْا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يَقِلُّوْنَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ اَنْ يَضُرَّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ

৮৭৪. ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) নবী স. মিম্বারের ওপর আরোহণ করলেন। আর এটিই ছিল তাঁর শেষ মজলিস, যাতে তিনি বসেছিলেন। তখন তাঁর দু কাঁধের ওপর একটি বড় চাদর জড়ানো ছিল এবং মাথায় বাঁধা ছিল কালো পট্টি। তিনি আল্লাহর প্রসংশা করলেন, তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন। তারপর বললেন, হে লোকেরা! তোমরা আমার নিকটে এসো। লোকেরা তাঁর কাছে একত্র হলো। এরপর তিনি বললেন, 'আম্মা বা'দ', শুনে রাখ, আনসারদের এ গোত্র সংখ্যায় কমে যেতে থাকবে এবং অন্য লোকেরা বাড়তে থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার কোনো জিনিসের অধিকারী হবে (শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে) এবং সে তার সাহায্যে কারোর ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা লাভ করবে, তার কর্তব্য হবে (আনসারদের) সৎলোকদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করে নেয়া এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেয়া।[১০]

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন দু খুতবার মাঝে বসা।

٨٧٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ·

৮৭৫. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দু খুতবা দান করতেন এবং তার মাঝেখানে বসতেন।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

٨٨٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ·

১০. মুসলিম উম্মাহর ওপর শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করার পর ক্ষমতাসীন ব্যক্তি অপরাধীর শুধু সেই অপরাধই মাফ করে দিতে পারবে যা 'হদ'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যে অপরাধের জন্য আল্লাহ তাআলা শাস্তি স্বরূপ 'হদ' নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা মাফ করার অধিকার কারো নেই।

৮৭৬. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যখন জুমআর দিন আসে (এবং নামাযের সময় হয়ে যায়) তখন মসজিদের দ্বারদেশে ফেরেশতারা অবস্থান করে এবং আগে আসার ক্রমানুসারে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকে। আর যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি বড় মোটা-তাজা উট কুরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি গাভী কুরবানী করে। এর পরবর্তী আগমনকারী মেষ কুরবানীর ন্যায়। তারপর আগমনকারী (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) মুরগী যবেহকারীর ন্যায়। এর পরবর্তী আগমনকারী একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতপর ইমাম যখন (হুজরা থেকে নামাযের উদ্দেশ্যে) বের হয় তখন তারা (ফেরেশতারা) তাদের দফতর বন্ধ করে দেয় এবং (ইমামের) খুতবা মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবা দেয়ার সময় ইমাম কাউকে যখন আসতে দেখবে তখন তাকে দু রাকআত নামায পড়ার আদেশ দেবে।

٨٧٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ ٠

৮৭৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর দিনে নবী স. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি (মসজিদে) এলো। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, হে অমুক! তুমি নামায পড়েছ কি ? সে বললো ঃ 'জিনা'। তিনি বললেন ঃ ওঠ, নামায পড়ে নাও।[১১]

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুতবা দেয়ার সময়ে যে (মসজিদে) আসবে সে সংক্ষিপ্তভাবে দু রাকআত নামায পড়বে।

٨٧٨. عَنْ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ٠

৮৭৮. জাবির রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) জুমআর দিনে নবী স. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে এলো। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, নামায পড়েছ কি ? সে বললো, "জিনা"। তিনি বললেন, ওঠ, দু'রাকআত পড়ে নাও।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবায় দু হাত তোলা।

٨٧٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ٠

৮৭৯. আনাস রা. হতে বর্ণিত। এক জুমআর দিনে নবী স. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং আরয করলো, হে রসূলুল্লাহ স.! (পানির অভাবে) ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল-বকরীও মরে যাচ্ছে, তাই দোআ করুন যেন আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি তখন দু হাত প্রসারিত করলেন এবং দোআ করলেন।

---

১১. হাদীসের অন্য কতিপয় বর্ণনার ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে এ সময়ে নামায না পড়াকে অধিকতর বিশুদ্ধ রীতি বলে গণ্য করা হয়েছে।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনের খুতবায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা।

٨٨٠.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيْهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْاُخْرَى وَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِيُّ اَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ اِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

৮৮০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর যামানায় এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় (এক জুমআর দিন) নবী স. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এক বেদুঈন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টি না হওয়ায়) সম্পদ[১২] ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজনও অনাহারে মরছে ; তাই আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোআ করুন। তিনি (দোআর জন্য) দু হাত তুললেন। সে সময়ে আমরা আকাশে একখণ্ড মেঘও দেখিনি। তারপর যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ (করে বলছি), দোআয় তিনি হাত (দুখানি) তুলেছিলেন মাত্র এমন সময় পাহাড়ের মত মেঘের বড় বড় বহু খণ্ড এসে একত্র হয়ে গেল। অতপর তাঁর মিম্বার থেকে নামার সাথে সাথেই দেখলাম তাঁর (পবিত্র) দাড়ির ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের ওখানে বৃষ্টি হলো সেই দিন। তারপর ক্রমাগত দুদিন এবং পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সকল দিন। (পরবর্তী জুমআর দিন) সেই বেদুঈন—অথবা সে ছাড়া অন্য কেউ—উঠে দাঁড়াল এবং আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টির কারণে এখন তো আমাদের বাড়ী-ঘর পড়ে যাচ্ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন। তিনি তখন দু হাত তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! (বৃষ্টি দাও) আমাদের চারদিকের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, আমাদের ওপরে (অর্থাৎ এ এলাকায়) নয়। (দোআর সাথে সাথে) তিনি মেঘের এক এক দিকের প্রতি হাত দিয়ে ইংগিত করছিলেন সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এতে করে সমগ্র মদীনাই একটি জলাশয়ের আকার ধারণ করলো এবং কানাত উপত্যকার পানি একমাস ধরে প্রবাহিত হতে থাকলো। (মদীনায় তখন) কোনো অঞ্চল থেকেই এমন কেউ আসেনি যে এ মুষলধারায় পতিত বৃষ্টির কথা আলোচনা করেনি।

১২. এখানে সম্পদ বলতে আসলে পশু-সম্পদ বুঝানো হয়। ইমাম মালেক র. তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে এক বর্ণনায় একথা সুস্পষ্ট করেছেন। পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অর্থ হচ্ছে এই যে, অনাবৃষ্টিতে চারণভূমিগুলো শুকিয়ে গেছে। কাজেই খাদ্যাভাবে পশুরা মারা যাচ্ছে।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন ইমামের খুতবা দেয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো। যদি কেউ তার সাথীকে (অন্য মুসল্লীকে) বলে, চুপ থাক, তাহলে সে একটা অর্থহীন কাজ করে। সালমান (ফারিসী) নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম কথা বলবে তখন চুপ থাকবে।

٨٨١. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ۰

৮৮১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, জুমআর দিনে যদি তোমার সাথীকে (অর্থাৎ পাশের লোককে) বল "চুপ থাক",—অথচ ইমাম তখন খুতবা দিচ্ছেন, তাহলে তুমি একটি অর্থহীন কাজ করলে।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনের একটি মুহূর্ত।

٨٨٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْاَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ۰

৮৮২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ স. খুতবা দান করলেন। (খুতবায়) তিনি বললেন, এদিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, কোনো মুসলমান বান্দা যদি এ সময়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া অবস্থায় আল্লাহর নিকট কোনো কিছু চায়, তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করেন। (এই বলে) তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর নামাযে কিছু লোক যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যায় তাহলে ইমাম ও অবশিষ্ট লোকদের নামায জায়েয হবে।

٨٨٣. عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ اَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا اِلَيْهَا حَتّٰى مَا بَقِىَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ۰

৮৮৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা নবী স.-এর সাথে (জুমআর) নামায পড়ছিলাম। এমন সময় একটি কাফেলা (উটের পিঠে) খাদ্যদ্রব্য বহন করে হাযির হলো এবং তারা (মুসল্লীরা) সেদিকেই বেশী মনোযোগী হলো যে, নবী স.-এর সাথে মাত্র বারজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিল, আর তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ۰

"আর যখন তারা ব্যবসায় বা খেল-তামাশা হতে দেখলো, তখন সেদিকেই আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল।"

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে নামায পড়া।

٨٨٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ·

৮৮৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. যোহরের পূর্বে দু রাকআত, যোহরের পরে দু রাকআত, মাগরিবের পরে নিজ গৃহে দু রাকআত এবং এশার পর দু রাকআত নামায পড়তেন। আর জুমআর পর (নিজ গৃহে) ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো নামায পড়তেন না। (নিজ গৃহে) ফেরার পরেই দু রাকআত পড়তেন।[১৩]

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ·

"নামায সমাপ্ত হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।"

٨٨٥. عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ فِيْنَا امْرَاَةٌ تَجْعَلُ عَلٰى اَرْبِعَاءَ فِى مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتِ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ اُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِى قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَيَكُوْنُ اُصُوْلَ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذٰلِكَ الطَّعَامَ اِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنّٰى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذٰلِكَ ·

৮৮৫. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বসবাসকারিণী জনৈকা স্ত্রীলোক আরবিআ নামক একটি ছোট নহরের পাশে বীটের চাষ করতো। জুমআর দিনে সে তার মূল তুলে এনে (রান্নার জন্য) ডেগে চড়াত এবং তার ওপর এক মুঠো যব ছেড়ে দিয়ে পাক করতো। তখন এ বীট মূলই তার গোশত (অর্থাৎ গোশতের বিকল্প) হয়ে যেত। আমরা জুমআর নামায থেকে ফিরে এসে তাকে সালাম দিতাম। সে তখন ঐ খাদ্য আমাদের সামনে পেশ করতো এবং আমরা (তৃপ্তির সাথে) খেতাম। আমরা প্রতি জুমআবারেই সে খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা করতাম।

٨٨٦. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدّٰى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ·

৮৮৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর পরেই আমরা কাইলুলা (দুপুরের শয়ন ও হালকা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম।

---

১৩. নবী স. জুমআর আগে পরে যে নামায পড়েছেন সে সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনায় অনুরূপ নামাযেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হানাফী মাযহাবের সকল বর্ণনার প্রেক্ষিতে জুমআর আগে চার রাকআত সুন্নাত ও পরে দু রাকআত নফল পড়াকেই অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর পরেই কাইলুলা।

٨٨٧.عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ ٠

৮৮৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমআর দিনে তাড়াতাড়ি (নামাযে অংশগ্রহণ) করতাম, তারপর (জুমআর নামায শেষ করার পর) কাইলুলা করতাম।

٨٨٨. عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُوْنُ الْقَائِلَةُ٠

৮৮৮. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (প্রথমে) নবী স.-এর সাথে জুমআ পড়তাম ; তারপর আমরা দুপুরের শয়ন ও হালকা নিদ্রা যেতাম।

❐

অধ্যায়-১২

اَبْوَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

(ভয়ের নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ ভয়ের নামায।

মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ "আর যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তখন নামায 'কসর' করলে তোমাদের কোন গুনাহ্ হবে না, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সংগে নামায কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারপর তারা সিজদা করলে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে। অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয় নাই, তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই ; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১০১-১০২

٨٨٩. عَنْ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِيْ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَاَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৮৮৯. শুআইব রা. যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যুহরীকে প্রশ্ন করেছিলাম, নবী স. কি ভয়ের নামায পড়েছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, সালেম বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নজদের দিকে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম, অতপর রসূলুল্লাহ স. আমাদের নামাযের ইমামতী করার জন্য দাঁড়ালেন। তখন (সৈন্যরা দু দলে বিভক্ত হয়ে) একদল তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়াল এবং অন্য দলটি শত্রুর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করলো। রসূলুল্লাহ স. তাঁর পিছনের দলটি নিয়ে একটি রুকূ' করলেন এবং দুটি

সিজদা দিলেন। এরপর এ দলটি যারা নামায পড়েনি, তাদের স্থানে চলে গেল এবং তারা রসূলের পেছনে এসে গেল। তখন আল্লাহর রসূল স. তাদের সাথে (অবশিষ্ট) এক রাকআত নামায পড়লেন, দুটি সিজদা দিলেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালো এবং এক এক রুকূ ও দু' দু' সিজদা দিয়ে নামায শেষ করলো।

২. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হাঁটা বা আরোহী অবস্থায় ভয়ের নামায পড়া।

٨٩٠. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ اِذَا اخْتَلَطُوْا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيُصَلُّوْا قِيَامًا وَرُكْبَانًا.

৮৯০. নাফে রা. ইবনে উমর থেকে মুজাহিদের বর্ণনার ন্যায় উদ্ধৃতি করেছেন যে, লোকেরা যখন একে অপরে মিশে যাবে, তখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নেবে। আর ইবনে উমর নবী স. থেকে বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের সংখ্যা যদি এর চেয়ে অধিক হয়ে যায়, তাহলে পায়ে হাঁটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে এবং আরোহী অবস্থায় যে প্রকারেই সম্ভব নামায সম্পন্ন করতে হবে।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ভয়ের নামাযে নামাযীদের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দেবে।

٨٩١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوْا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِيْنَ سَجَدُوْا وَحَرَسُوْا اِخْوَانَهُمْ وَاَتَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِىْ صَلَاةٍ وَلٰكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

৮৯১. ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (নামাযের জন্য) দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়াল। তিনি তাকবীর দিলেন, তারাও তাঁর সাথে তাকবীর দিলো। তিনি রুকূ করলেন এবং লোকদের কতকাংশ তাঁর সাথে রুকূ করলো। তিনি সিজদা দিলেন এবং তারাও তাঁর সাথে সিজদা দিলো। অতপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন যারা তাঁর সাথে সিজদা দিয়েছিল, তারা উঠে দাঁড়াল এবং তাঁদের ভাইদের পাহারা দিল ; আর দ্বিতীয় দলটি এসে তাঁর সাথে রুকূ করলো ও সিজদা দিলো। আর এভাবে সকলেই নামাযে শরীক হলো। অথচ একাংশ অন্য অংশকে পাহারাও দিল।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নামায। ইমাম আওযায়ী র. বলেছেন ঃ অবস্থা যদি এমন হয় যে, বিজয় আসন্ন কিন্তু শত্রুর ভয়ে সেনাদল (জামাআতে) নামায পড়তে সক্ষম হচ্ছে না তাহলে সবাই একাকী ইশারায় নামায আদায় করবে। কিন্তু ইশারায় আদায় করা সম্ভব না হলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করবে। এরপর নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হলে দু' রাকআত নামায আদায় করবে। তবে দু রাকআত পড়তেও সক্ষম না হলে একটি রুকূ ও দুটি সিজদা আদায় করবে এবং তাও সম্ভব না হলে শুধু তাকবীর বলে নামায শেষ করা জায়েয হবে না। বরং শান্তির পরিবেশ না হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করবে। মাকহূল র.-ও এরূপ মত পোষণ করতেন। আনাস রা. বর্ণনা

করেছেন ঃ (একটি যুদ্ধে) যখন ভোর বেলা তুসতার দুর্গের ওপর আক্রমণ চলছিলো এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করার কারণে লোকজন নামায পড়তে সক্ষম ছিল না। আমরা তখন আবু মূসা রা.-এর সাথে ছিলাম। সূর্য ওঠার বেশ পরে আমরা নামায পড়েছিলাম। আবু মূসা রা. বলেছেন ঃ ঐ নামাযের বিনিময়ে আমাদের দুনিয়া ও তার সবকিছু দিলেও খুশী হবো না। পরে আমরা সে দুর্গ দখল করেছিলাম।

٨٩٢.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغِيْبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ اِلٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَاغَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا ٠

৮৯২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক দিবসে উমর কুরাইশ গোত্রের কাফেরদেরকে গালি-গালাজ করলেন এবং (নবীর খেদমতে এসে) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সূর্য প্রায় ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আমি আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। তখন নবী স. বললেন, আল্লাহর শপথ, (সূর্য ডুবে যাওয়ার পরেও) আমি তা আদায় করতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর তিনি (মদীনার অন্যতম উপত্যকা) বুতহানে নেমে অযু করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের নামায আদায় করলেন এবং তারপরে মাগরিবের নামাযও আদায় করলেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রু পশ্চাদপসরণকারীর আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় নামায পড়া। ওয়ালীদ র. বলেছেন, আমি ইমাম আওযায়ী র.-এর কাছে ওয়াহবীল ইবনে সামত ও তাঁর অনুচরদের সওয়ার অবস্থায় নামায পড়ার বর্ণনা দিলে তিনি বললেন, নামায কাযা হওয়ার আশংকা দেখা দিলে আমরা এ ব্যবস্থাকে জায়েয মনে করি। এর দলীল হিসেবে ওয়ালীদ নবী স.-এর নির্দেশ—"তোমরা বনী কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে তবে আসরের নামায পড়বে"—পেশ করেন।

٨٩٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْاَحْزَابِ لاَ يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلاَّ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَاَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّىْ حَتّٰى نَاْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّىْ لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ٠

৮৯৩. ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স. আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে আমাদেরকে বললেন ঃ "বনু কুরাইযা পৌঁছার পূর্বে কেউ আসরের নামায আদায় করবে না।" অথচ অনেকের পথিমধ্যেই আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে (আসরের) নামায আদায় করবো না ; আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা নামায আদায় করে নেব। কেননা নিষেধ করার উদ্দেশ্য এ ছিল

না (যে আমরা নামায কাযা করবো)। নবী স.-এর নিকট একথা উল্লেখ করা হলে তিনি তাদের কাউকেই কোনোরূপ ভর্ৎসনা করেননি।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহু আকবার বলা, ভোরের অন্ধকারে নামায পড়া এবং পরাজিত শত্রুর মাল সংগ্রহ ও যুদ্ধ অবস্থায় নামায পড়া।

٨٩٤ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ وَيَقُوْلُوْنَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ وَالْخَمِيْسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِىَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ وَصَارَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا.

৮৯৪. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ভোরের অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করলেন, অতপর (সওয়ারীতে) আরোহণ করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহু আকবার', খায়বার বিনষ্ট হোক! যখন আমরা কোনো জনগোষ্ঠীর মাথার ওপর পৌঁছে যাই তখন সতর্ককৃতদের প্রভাব অকল্যাণকর হয়েই থাকে। কাজেই তারা (ইহুদীরা) গলির মধ্যে একথা বলতে বলতে দৌড়াতে লাগলো যে, মুহাম্মদ তাঁর 'খামীস' (বিশেষ বাহিনী) নিয়ে এসে পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, 'খামীস' হচ্ছে সৈন্যসামন্ত। অতপর রসূলুল্লাহ স. তাদের ওপর বিজয় লাভ করলেন। তিনি যোদ্ধাদেরকে হত্যা করলেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করলেন (এ সময়ে) বন্দিনী সফিয়া (প্রথমত) দিহইয়া কালবীর এবং পরে রসূলুল্লাহ স.-এর অংশে পড়লো। অতপর তিনি তাকে বিয়ে করলেন এবং তার মুক্তিদানকে মোহররূপে গণ্য করলেন।

❐

অধ্যায়-১৩

كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ

(দু' ঈদের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ দু' ঈদ ও তাতে সাজ-সজ্জার বর্ণনা।

٨٩٥.عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِى السُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِبْتَعْ هٰذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوُفُوْدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَاَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَاَرْسَلْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبِيْعُهَا اَوْ تُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ .

৮৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজারে বিক্রয় হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা উমর নিলেন এবং সেটি নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটি কিনে নিন। ঈদ ও প্রতিনিধিদলের (সাথে সাক্ষাতের দিনে) এ দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন, এটি তো তার পোশাক যার (আখেরাতে তথা জান্নাতে) কোনো অংশ নেই। এ ঘটনার পর উমর আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা ছিল ততদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ স. তাঁর নিকট একটি রেশমী জুব্বা (জামা) পাঠালেন। উমর তা গ্রহণ করলেন এবং সেটি নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বলেছিলেন, এ হচ্ছে তাদের পোশাক যাদের (আখেরাতে তথা জান্নাতে) কোনো অংশ নেই, এতদসত্ত্বেও এ জামা আপনি আমার নিকট পাঠিয়েছেন! রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি ওটা বিক্রি করে দাও এবং (বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে) নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করো।

২. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা।

٨٩٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِىْ وَقَالَ مِنْ مِزْمَارَةِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ

فَامَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَامَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَابَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي ٠

৮৯৬. আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (এক সময়ে) আমার নিকট এলেন। তখন আমার নিকটে দুটি মেয়ে 'বুআস' যুদ্ধ সংক্রান্ত গীত গাচ্ছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। ইতিমধ্যে আবু বকর এলেন। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে, তাও আবার নবী স.-এর কাছে! তখন রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ছেড়ে দাও। অতপর তিনি যখন অন্যদিকে আকৃষ্ট হলেন, তখন আমি তাদেরকে ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা (অর্থাৎ হাবশীরা) বর্শা ও ঢালের খেলা খেলতো। (একবার) হয় আমি রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট আরয করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি (তাদের খেলা) দেখতে চাও ? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে, এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের ওপর (অর্থাৎ পাশে)। তিনি তাদেরকে বলছিলেন ঃ "(খেলা) চালাও হে বনু আরফিদা!"[১] পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন তিনি আমাকে বললেন, "কি তোমার (দেখা) হয়েছে ?" আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চলে যাও।[২]

৩. অনুচ্ছেদ ঃ দু' ঈদে মুসলমানদের রীতি-নীতি।

٨٩٧ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا ٠

৮৯৭. বারাআ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি (তাতে) বলেছেন, আজকের এ দিনকে যে কাজ দিয়ে শুরু করা উচিত, তা হচ্ছে এই যে, প্রথমে আমরা নামায আদায় করবো, তারপর ফিরে আসবো এবং কুরবানী করবো। কাজেই যে এরূপ করবে সে আমাদের রীতি সঠিকভাবে পালন করবে।

٨٩٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا ٠

---

১. এটা হাবশীদের উপাধি। কেউ কেউ বলেছেন, হাবশীদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল আরফিদা।

২. এ হাদীস দ্বারা যেমন যুদ্ধাস্ত্রের খেলা বৈধ প্রমাণিত হয়, তেমনি পর-পুরুষের কাজের প্রতি মহিলাদের দৃষ্টি দেয়ার বৈধতাও প্রমাণিত হয়।

এ হাদীস দ্বারা পর-পুরুষের চেহারার প্রতি মহিলাদের দৃষ্টি দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কেননা পর্দার আয়াত তখনো নাযিল হয়নি।

৮৯৮. আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আবু বকর এলেন। তখন আনসারদের দুটি মেয়ে আমার নিকট (বসে) বুআস যুদ্ধের দিনে (নিজেদের প্রশংসা ও অপরের নিন্দা করে) আনসাররা পরস্পর যা বলেছিল, সে সম্পর্কে গীত গাচ্ছিল। তিনি বলেন, তারা (পেশাগত) গায়িকা ছিল না। আবু বকর বললেন, রসূলুল্লাহ্ স.-এর গৃহে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র! এটা (ঘটেছিল) ঈদের দিন। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির জন্যই ঈদ রয়েছে, আর এ হচ্ছে আমাদের ঈদ।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিতরের দিনে (নামাযের জন্য) বের হওয়ার পূর্বে আহার করা।

٨٩٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجِيُّ بْنُ رِجَاءٍ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا ·

৮৯৯. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু খেজুর না খেয়ে বাইরে (ঈদগাহে) বের হতেন না। অপর এক বর্ণনায় আনাস নবী স. থেকে বলেছেন, তিনি তা (অর্থাৎ খেজুর) বেজোড় সংখ্যক খেতেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন খাদ্য গ্রহণ করা।

٩٠٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ اَدْرِيْ اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ اَمْ لاَ·

৯০০. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, নামাযের পূর্বে যে যবেহ করবে তাকে তা (নামাযের পর) পুনরায় করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আজকের এ দিনটিতে শুধু গোশত খাওয়ারই আকাঙ্ক্ষা করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের (অবস্থা) উল্লেখ করলো। তখন নবী স. যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বললো, আমার এখন একটি এক বছর বয়সের মেষ শাবক আছে, যার গোশত দুটি বকরীর চেয়েও আমার নিকট পসন্দনীয়। নবী স. তাকে (সেটি কুরবানীর) অনুমতি দিলেন। অবশ্য আমি জানি না এ অনুমতি তার ছাড়া অন্যদের নিকট পৌঁছল কিনা।

٩٠١.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ فَقَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنِّيْ نَسَكْتُ شَاتِيْ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَاَحْبَبْتُ اَنْ

تَكُوْنَ شَاتِى اَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِىْ بَيْتِى فَذَبَحْتُ شَاتِىْ وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ اَنْ آتِى الصَّلاَةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ شَاتَيْنِ اَفَتَجْزِىْ عَنِّىْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

৯০১. বারাআ ইবনে আযেব রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (একবার) ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। (ভাষণে) তিনি বললেন, যে আমাদের মত নামায পড়লো এবং আমাদের মত কুরবানী করলো সে নিশ্চয়ই আমাদের রীতি (তরীকা) অবলম্বন করলো। আর যে নামাযের পূর্বে কুরবানী করলো, তা নামাযের পূর্বে হয়ে গেলো (অর্থাৎ তার কুরবানী কেবল গোশত খাওয়ার জন্য)। এতে তার কুরবানী হবে না। বারাআর মামা আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার তখন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো নামাযের পূর্বেই আমার বকরী কুরবানী করেছি। কেননা আমি মনে করেছি যে, আজকের দিনটি পানাহারের দিন। আমি এটাই ভাল মনে করলাম যে, আমার ঘরে আমার বকরীই সর্বপ্রথম যবেহ করা হোক। তাই আমি আমার বকরীটি যবেহ করেছি এবং নামাযে আসার পূর্বে (তা দিয়ে) নাশতাও করে এসেছি। তিনি [নবী স.] বললেন, তোমার বকরীটি গোশতের বকরী (কুরবানীর বকরী নয়)। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের এমন একটি মেষ শাবক আছে যা আমার নিকট দুটি বকরীর চেয়েও প্রিয়। এটা কুরবানী দিলে কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে তুমি ছাড়া অন্য কারোর জন্য যথেষ্ট হবে না।

৬. অনুচ্ছেদ : মিম্বার না নিয়ে ঈদগাহে গমন।

٩٠٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ فَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَاْمُرَ بِشَىْءٍ اَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمُصَلّٰى اِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ فَاِذَا مَرْوَانُ يُرِيْدُ اَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَجَبَذْتُهُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِىْ فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللّٰهِ ، فَقَالَ اَبَا سَعِيْدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا اَعْلَمُ وَاللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ اَعْلَمُ، فَقَالَ اَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ .

৯০২. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন এবং সেখানে তিনি সর্বপ্রথম যে কাজ করতেন তা হতো নামায। নামায শেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন এবং তারা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, অসিয়ত করতেন এবং (জরুরী বিষয়ে) হুকুম দান করতেন। অতপর সেনাবাহিনী গঠন করার ইচ্ছা থাকলে তিনি (তাদের মধ্য থেকে লোকদেরকে সেনাবাহিনীর জন্য) আলাদা করে নিতেন। অথবা কোনো কাজের ফরমান জারী করার ইচ্ছা করলে তিনি তা করতেন। এরপর তিনি ফিরে যেতেন। আবু সাঈদ বলেন, [নবী স.-এর পরেও] লোকেরা এ নিয়মই অনুসরণ করে চলতো। অথচ শেষে একবার আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরে শরীক হলাম। এ সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। আমরা যখন ঈদগাহে পৌঁছলাম, তখন (সেখানে আগে থেকেই রাখা) একটি মিম্বার দেখলাম। সেটি নির্মাণ করেছিল কাসীর ইবনে সল্ত। হঠাৎ মারওয়ান নামায আদায়ের আগেই তার ওপর (খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে) আরোহণ করতে উদ্যত হলো। আমি (তাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে) তার কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু সে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে মিম্বারে আরোহণ করলো এবং নামাযের আগেই খুতবা দিল। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর শপথ, তোমরা [রসূল স.-এর সুন্নাতকে] পরিবর্তিত করে ফেলেছ। সে বললো, হে আবু সাঈদ! তোমরা যা জানতে তা (অর্থাৎ তার দিন) চলে গেছে। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বললো, নামাযের পর লোকেরা আমাদের জন্য কিছুতেই বসে থাকে না। তাই আমি নামাযের আগেই খুতবা দিয়েছি।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে বা আরোহণ করে ঈদের জামাআতে যাওয়া এবং আযান ও ইকামত ছাড়াই (ঈদের) নামায জামাআতে পড়ার বর্ণনা।

٩٠٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

৯০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন (প্রথমে) নামায আদায় করতেন। তারপর নামাযান্তে খুতবা দান করতেন।

٩٠٤.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

৯০৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ঈদুল ফিতরের দিন বের হতেন। অতপর খুতবার আগেই নামায সম্পন্ন করতেন।

٩٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْاَضْحٰى .

৯০৫. ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, না ফিতরের দিন আযান দেয়া হতো, না আযহার দিন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের পর খুতবা দান।

٩٠٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ·

৯০৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স. আবু বকর, উমর ও উসমানের সাথে ঈদ উদযাপন করেছি। তাঁরা সবাই খুতবার পূর্বে নামায সম্পন্ন করেছেন।

٩٠٧. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ·

৯০৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স., আবু বকর ও উমর উভয় ঈদের নামায খুতবার পূর্বে সম্পন্ন করতেন।

٩٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ تُلْقِى الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا ·

৯০৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ঈদুল ফিতরে দু রাকআত নামায পড়লেন। এর পূর্বে কোনো নামায পড়লেন না এবং পরেও কোনো নামায পড়লেন না। অতপর তিনি বিলালকে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে (আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে) দানের জন্য বললেন। তখন তারা দান করতে শুরু করলো; কেউ দিল (সোনা বা রূপার) আংটি, আবার কেউবা দিল গলার হার।

٩٠٩. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِىْ شَىْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوْفِىَ اَوْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ ·

৯০৯. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, আজকের এ (ঈদের) দিনে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে নামায সম্পন্ন করা। তারপর আমরা (ঘরে) ফিরে আসবো এবং কুরবানী করবো। কাজেই যে ব্যক্তি এ কাজ করলো, সে আমাদের রীতি অনুসারেই কাজ করলো। কিন্তু যে নামাযের পূর্বেই কুরবানী করলো, তা কেবল গোশত (বলেই গণ্য) হবে; তা সে পরিবার-পরিজনদের জন্যই করেছে। তাতে কুরবানীর কিছুই

নেই। তখন জনৈক আনসার—যাকে আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার নামে ডাকা হতো—বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো (নামাযের পূর্বে) যবেহ করে ফেলেছি। এখন আমার কাছে এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দু' বছর বয়সের মেষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (এটা কুরবানী করলে হবে কি ?) তিনি বললেন, ওর জায়গায় এটাকেই যবেহ করে ফেল। তবে তুমি ছাড়া অন্য কারোর জন্য এটা কখনো (কুরবানীর জন্য) যথেষ্ট হবে না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের জামাআতে ও হারাম শরীফে অস্ত্র বহন ঘৃণিত কাজ। হাসান বসরী র. বলেছেন, শত্রুর ভয় না থাকলে ঈদের জামাআতে অস্ত্র বহন করে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

٩١٠. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِيْنَ اَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي اَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذٰلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ اَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَنْتَ اَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُن يُحْمَلُ فِيْهِ وَاَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ فِي الْحَرَمِ ·

৯১০. সাঈদ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তখন ইবনে উমরের সাথে ছিলাম যখন বর্শার অগ্রভাগ তার পায়ের তলদেশে বিদ্ধ হয়েছিল। আর তার পা রেকাবের সাথে লাগছিল। আমি তখন নেমে তা বের করে ফেললাম। এ ঘটনা ঘটেছিল মিনায়। এ খবর হাজ্জাজের নিকট পৌঁছলে তিনি দেখতে আসলেন। হাজ্জাজ বললেন, আপনাকে কে বিপদগ্রস্ত করেছে জানতে পারলে (অবশ্যই আমরা তাকে শাস্তি দিতাম)। তখন ইবনে উমর বললেন, আপনিই তো আমাকে বিপদগ্রস্ত করেছেন। তিনি বললেন, কেমন করে ? ইবনে উমর বললেন, যে (ঈদের) দিন অস্ত্র বহন করা হতো না, আপনি সেইদিন অস্ত্র বহন করে চলেছেন। আর আপনি অস্ত্রকে হারাম শরীফের মধ্যেও প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ হারাম শরীফের মধ্যে কখনো অস্ত্র প্রবেশ করানো হতো না।

٩١١. عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَاَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ اَصَابَكَ قَالَ اَصَابَنِي مَنْ اَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ ·

৯১১. আমর ইবনে সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমরের নিকট হাজ্জাজ এলেন। আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি কেমন আছেন, হাজ্জাজ এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, ভাল আছি। হাজ্জাজ প্রশ্ন করলেন, আপনাকে কে বিপদগ্রস্ত করেছে ? তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত করেছে যে (ঈদের) সেদিন অস্ত্র বহনের আদেশ দেয় যেদিন তা বহন করা বৈধ নয়, অর্থাৎ হাজ্জাজ।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের জন্য ভোরে রওয়ানা হওয়া। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর র. বলেছেন ঃ সালাতুত তাসবীহর সময় আমরা ঈদের নামায পড়ে শেষ করতাম।

٩١٢. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ خَالِي اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اُصَلِّيَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا اَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

৯১২. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নবী স. আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। তিনি বললেন, আজকের দিনে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো নামায আদায় করা, তারপর (বাড়ীতে) ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের রীতি (সুন্নাত) অনুসারে আমল করবে ; আর যে ব্যক্তি নামাযের আগেই (কুরবানীর জন্তু) যবাই করবে, তার ওটা কেবল গোশত খাওয়ারই আয়োজন, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াহুড়া করে করে ফেলেছে। কুরবানীর সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। তখন আমার খালু আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি তো নামাযের আগেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে এখন আমার কাছে এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষের চেয়েও উত্তম। তিনি [নবী স.] বললেন, তার বদলে ওটাকেই (কুরবানী) করো। অথবা তিনি বললেন, ওটাকেই যবাই করো। তবে তোমার পরে আর কারোর জন্যই মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী যথেষ্ট হবে না।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের মাহাত্ম্য। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওয়াযকুরু ইস্‌মাল্লাহি ফী আইয়্যামিম্‌মালূমাত—কুরআনের একথাটা বলতে (যিলহাজ্জের) দশ দিন বুঝায় এবং 'আল আইয়্যামুল মা'দূদাত' বলতে তাশরীকের দিনগুলোকে বুঝায়। ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা রা. 'দশ দিনে' (তাশরীকের) তাকবীর পড়তে পড়তে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাদের সাথে সাথে অন্য লোকেরাও তাকবীর পড়তো। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ফরয ছাড়া অন্যান্য নামাযের পরে তাকবীর পড়তেন।

٩١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي اَيَّامِ الْعَشْرِ اَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هٰذِهِ قَالُوْا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ اِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ .

৯১৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। [নবী স.] বলেছেন, যিলহাজ্জের (প্রথম দশকের) দিনগুলোতে (তাকবীরে তাশরীকের) এ আমলের চেয়ে উত্তম কোনো আমলই নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন, জিহাদও (কি উত্তম) নয় ? নবী স. বললেন, জিহাদও (উত্তম) নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মাল ধ্বংসের মুখে জেনেও জিহাদের দিকে এগিয়ে যায় এবং কিছু নিয়েই ফিরে আসে না।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মিনার দিনগুলোতে এবং আরাফাতে খুব সকালে যাওয়ার সময়ে পড়ার তাকবীর। উমর রা. মিনায় নিজের তাবুতে বসে তাকবীর বলতেন। মসজিদের লোকেরা তা শুনতে পেত এবং বাজারের লোকেরাও তাকবীর বলতো। ফলে সমস্ত মিনা তাকবীরের আওয়াযে মুখরিত হয়ে ওঠতো। ইবনে উমর ঐ দিনগুলোতে মিনায় তাকবীর বলতেন। তিনি সকল নামাযের পরে, বিছানায় থাকাকালে, বড় তাঁবুতে থাকার সময়ে, কোনো বৈঠকে কিংবা চলার সময়ে ঐ সকল দিনেই তাকবীর বলতেন। (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমুনা কুরবানীর দিন তাকবীর বলতেন এবং মহিলারা আব্বান ইবনে উসমান ও উমর ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে তাশরীকের রাতগুলোতে মসজিদে পুরুষদের সাথে সাথে তাকবীর বলতো।

٩١٤.عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِى بَكْرِ الثَّقَفِىُّ، قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُلَبِّى الْمُلَبِّى لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

৯১৪. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সাকাফী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মিনা হতে আরাফাতের দিকে সকাল বেলা যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইবনে মালেকের নিকট 'তালবিয়া'র কথা জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা নবী স.-এর সময়ে কি রকম করতেন ? তিনি উত্তর দিলেন, তালবিয়া পাঠকারী তালবিয়া পড়তো, কিন্তু [নবী স.] তাকে নিষেধ করতেন না। তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পড়তো, কিন্তু তাকেও তিনি নিষেধ করতেন না।

٩١٥.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ اَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ بِدُعَاءِ هِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ٠

৯১৫. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদেরকে বের হওয়ার আদেশ দেয়া হতো। আমরা কুমারী মেয়েদেরকে এমন কি ঋতুমতী মেয়েদেরকেও ঘর থেকে বের করতাম। অতপর পুরুষদের পেছনে থেকে তাদের তাকবীরের সাথে সাথে তাকবীর বলতাম এবং তাদের দোআর সাথে সাথে আমরাও ঐ দিনের বরকত এবং (গোনাহ হতে) পবিত্রতা লাভের আশায় দোআ করতাম।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন যুদ্ধের হাতিয়ারের কাছে নামায। মুহাম্মাদ ইবনে বাশার আবদুল ওয়াহাব, উবায়দুল্লাহ ও নাফে' র.-এর মাধ্যমে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

٩١٦.عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّىْ ٠

৯১৬. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, ফিতর ও কুরবানীর দিন নবী স.-এর জন্য তাঁর সামনেই যুদ্ধের হাতিয়ার রেখে দেয়া হতো, তারপর তিনি নামায আদায় করতেন।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের সামনে ছোট বর্শা ও যুদ্ধের হাতিয়ার বহন করা।

٩١٧.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا ·

৯১৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন ভোর বেলায় ঈদগায় যেতেন, তখন তাঁর সামনেই ছোট ছোট বর্শা বহন করা হতো এবং তাঁর সামনেই ঈদগায় সেগুলো রাখা হতো। অতপর তিনি সেগুলো সামনে রেখে নামায আদায় করতেন।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র ও ঋতুমতী মহিলাদের ঈদগাহে গমন।

٩١٨.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ قَالَ اَوْ قَالَتِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى ·

৯১৮. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদের উদ্দেশ্যে) আমাদেরকে সাবালিকা পর্দানশীন মেয়েদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হতো। হাফসা রা. থেকে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় তিনি বাড়িয়ে বলেছেন যে, ঈদগাহে ঋতমতী মহিলাদেরকে পৃথক রাখা হতো।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের ঈদগায় গমন।

٩١٩.عَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحَى فَصَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ·

৯১৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে ঈদুল ফিতর বা আযহার দিন বের হলাম। তিনি নামায আদায় করলেন। তারপর ভাষণ দিলেন। তারপর মহিলাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং তাদেরকে দান-সদকা করতে নির্দেশ দিলেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের ভাষণ (খুতবা) দেয়ার সময় ইমাম লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়ানো। আবু সাঈদ রা. বলেন, নবী স. লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন।

٩٢٠.عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ اَضْحٰى اِلَى الْبَقِيْعِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نَبْدَاَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا هُوَ شَئٌ عَجَّلَهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَئٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ ذَبَحْتُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اَذْبَحْهَا وَلاَ تَفِيْ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ ·

৯২০. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী স. কুরবানীর ঈদের দিন 'বাকী' নামক স্থানে গমন করেন। তিনি (তথায়) দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, আজকের দিনের সর্বপ্রথম ইবাদাত হলো আমাদের নামায আদায় করা। তারপর (বাড়ী) ফিরে গিয়ে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে আমাদের রীতি অনুসারেই কাজ করবে। আর যে তার (নামাযের) আগেই (কুরবানীর পশু) যবাই করবে, তার যবাই হবে এমন একটি কাজ, যা সে নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্যই তাড়াহুড়া করে করে ফেলেছে। তার সাথে (কুরবানীর) ইবাদাতের কোনো সম্পর্ক নেই। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো যবাই (নামাযের আগেই) করে ফেলেছি। তবে আমার কাছে (এখন) এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষের চেয়েও উত্তম। (সেটি কুরবানী করা যাবে কি ?) তিনি উত্তর দিলেন, ওটাই যবাই কর। তবে তোমার পরে এটা আর কারোর কুরবানীর জন্যই যথেষ্ট হবে না।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগায় নিশান দেয়া।

٩٢١.عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ اَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِى مِنَ الصِّغَرَ مَا شَهِدْتُهُ حَتّٰى اَتَى الْعَلَمَ الَّذِىْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ بِاَيْدِيْهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلٌ اِلٰى بَيْتِهِ.

৯২১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি নবী স-এর সাথে কখনো ঈদে শরীক হয়েছেন কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার শৈশবাবস্থা না হলে এবং কাছীর ইবনে সলতের গৃহের সামনে নিশানের নিকট তিনি [নবী স.] না এলে আমি শরীক হতে পারতাম না। নবী স. (সেখানে) নামায আদায় করলেন। তারপর ভাষণ (খুতবা) দিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তার সাথে ছিলেন বিলাল। তিনি মহিলাদেরকে উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং দান করার নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাদেরকে নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলালের কাপড়ে দান সামগ্রী নিক্ষেপ করতে দেখলাম। এরপর তিনি এবং বিলাল তাঁর বাড়ীর দিকে রওয়ানা করলেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি ইমামের উপদেশ ও নসীহত।

٩٢٢.عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٌ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِى فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ صَدَقَةً

يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِى فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ اَتُرَى حَقًّا عَلَى الاِمَامِ ذٰلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ اِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُوْنَهُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلُّوْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ اَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ : يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الاٰيَةَ ، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا اَنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكَ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لاَ يَدْرِى حَسَنٌ مَنْ هِىَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءً اَبِىْ وَاُمِّىْ فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَلْفَتَخُ الْخَوَاتِيْمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ٠

৯২২. আতা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, (একবার) নবী স. ফিতরের দিন দাঁড়ালেন, তারপর প্রথমে নামায আদায় করলেন, অতপর খুতবা দিলেন। খুতবা থেকে অবসর গ্রহণ করে নেমে আসলেন এবং মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলেন। এরপর বিলালের হাতের ওপর ভর দিয়ে তাদেরকে হিতোপদেশ দিলেন। বিলাল তাঁর কাপড় প্রসারিত করে দিলেন, আর মহিলারা তাতে দান সামগ্রী ফেলতে লাগলেন। ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, আমি আতা ইবনে আবু রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি সদকায়ে ফিতর দান করছিলেন ? তিনি বললেন, না বরং তারা নফল সদকা দিচ্ছিলেন। সে সময় কোনো একজন মহিলা তার বড় আংটিটি দান করলে অন্যান্য মহিলারাও তাদের বড় আংটিগুলো দান করছিল। আমি (পুনরায়) আতা ইবনে আবু রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম যে, মেয়েদের উপদেশ দান করা কি ইমামের জন্য ওয়াজিব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা অবশ্যই ওয়াজিব। তাদের (ইমামদের) কি হয়েছে যে, তারা এরূপ করে না ?

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, হাসান ইবনে মুসলিম তাউসের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমি নবী স., আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-এর সাথে ঈদুল ফিতরে নামায পড়েছি। তাঁরা সবাই নামাযের পরে খুতবা দিতেন। আমি যেন দেখছি নবী স. উঠে হাতের ইশারায় লোকদের বসিয়ে দিচ্ছেন এবং কাতার ঠেলে সামনে মেয়েদের কাছে উপস্থিত হলেন। বিলাল তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি [নবী স.] কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, "হে নবী! যখন ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে এ শর্তে বাইয়াত নিতে আসে যে, 'তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কারো বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা অপবাদ

গড়বে না এবং মারুফ বা সৎকাজের নির্দেশে তোমার অবাধ্য হবে না,' তখন তুমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"–(সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২)। আয়াত পাঠ শেষ করে নবী স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ বাইয়াতের ওপর অবিচল আছ? তাদের মধ্য হতে একজন মহিলা বললেন, জি, হ্যাঁ। সে ছাড়া আর কোনো মহিলাই তাঁর [নবী স.] প্রশ্নের জবাব দিল না। হাসান সে মহিলাটিকে চিনতেন না। এরপর নবী স. বললেন, তোমরা সদকা করো। সে সময় বিলাল তার চাদর বিছিয়ে ধরে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক। আপনারা দান করুন। তখন মেয়েরা তাদের ছোট ও বড় আংটিগুলো বিলালের কাপড়ের ওপর ফেলতে শুরু করলো। আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, জাহেলী যুগের বড় আংটিগুলোকে فتخ (ফাতাখ) বলা হতো।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য মহিলাদের ওড়না না থাকলে

٩٢٣. عَن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا اَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِىْ خَلَفٍ فَاَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ اَنَّ زَوْجَ اُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ غَزْوَةً فَكَانَ اُخْتُهَا مَعَهُ فِىْ سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِى الْكَلْمَى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلَى اِحْدَانَا بَأْسٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَ تَخْرُجَ ، فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ اَتَيْتُهَا فَسَاَلْتُهَا اَسَمِعْتِ فِىْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِاَبِىْ وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِىَّ ﷺ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبِىْ قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ شَكَّ اَيُّوْبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ قَالَتْ نَعَمْ اَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

৯২৩. হাফসা বিনতে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে বের হতে দিতাম না। একবার একজন মহিলা এলেন, তিনি বনু খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তার নিকট গেলে তিনি বললেন, তার ভগ্নিপতি নবী স.-এর সাথে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছে এবং এর ভেতর ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তার বোনও তার (স্বামীর) সাথে শরীক হয়েছে। আমার (এ) বোন বলেছে, আমরা (যুদ্ধে) রুগ্নদের সেবা করতাম, আহতদের শুশ্রূষা করতাম। একবার সে প্রশ্ন করেছিল, হে আল্লাহর রসূল! যখন আমাদের কারো প্রশস্ত দোপাট্টা না থাকে তখন তার বের হওয়ায় কোনো ক্ষতি আছে কি? তিনি [নবী

স.] বললেন, (এ অবস্থায়) তার সংগিনী যেন নিজ দোপাট্টা দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা করে নেয় এবং এভাবে কল্যাণকর কাজে ও মুমিনদের দাওয়াতে যেন শরীক হয়। হাফসা রা. বলেন, যখন উম্মে আতিয়া রা. এলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কি এসব ব্যাপারে কিছু শুনছেন ? তিনি বললেন, হাঁ, হাফসা রা. বলেন, আমার পিতা, রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য উৎসর্গিত হোক এবং তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ স.-এর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই একথা বলতেন। তাঁবুতে অবস্থানকারিণী যুবতীগণ এবং ঋতুমতী মহিলাগণ যেন বের হন। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ যেন সালাতের স্থান থেকে সরে থাকেন। তারা সকলেই যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দোআয় অংশগ্রহণ করেন। হাফসা রা. বলেন, আমি তাকে বললাম, ঋতুমতী মহিলাগণও ? তিনি বললেন, হাঁ ঋতুমতী মহিলা কি আরাফাত এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না ?

২১. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাদের পৃথক অবস্থান।

٩٢٤.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اُمِرْنَا اَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ اَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ .

৯২৪. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদে) আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঋতুমতী, সাবালিকা এবং পর্দানশীন মহিলাদেরকে নিয়ে বের হতাম। ইবনে আওন কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় রয়েছে, অথবা পর্দানশীন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদেরকে নিয়ে (বের হতাম)। যাই হোক, ঋতুমতী মহিলারা মুসলমানদের জামাআত এবং তাদের সামগ্রিক কাজের আহ্বানে শরীক হতো এবং তাদের ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করতো।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন ঈদগাহে কুরবানী।

٩٢٥.عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ اَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلّٰى.

৯২৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. ঈদগাহে কুরবানী করতেন অথবা যবেহ করতেন।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের ভাষণে ইমাম ও (উপস্থিত) লোকদের কথা বলা এবং ভাষণের সময় ইমামের নিকট কোনো প্রশ্ন করা হলে (তার উত্তর দেয়া)।

٩٢٦.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَاَكَلْتُ

وَاَطْعَمْتُ اَهْلِىْ وَجِيْرَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِىْ عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِىْ عَنِّى، قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

৯২৬. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) কুরবানীর দিন নামাযের পর আল্লাহ্র রসূল স. আমাদের সামনে ভাষণ (খুতবা) দিলেন। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়বে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী দেবে— সে যথার্থ কুরবানীকারী বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের আগেই কুরবানী করবে তার সেই কুরবানী (কুরবানী না হয়ে) কেবল গোশ্ত খাওয়া বলে গণ্য হবে। তখন আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র শপথ, আমি তো নামাযের জন্য বের হওয়ার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি মনে করেছি যে, আজকের এ দিনটি তো (বিশেষ) পানাহারের দিন। তাই আমি ওটা তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি। আমি ওটা নিজে খেয়েছি এবং আমার পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদেরকেও খাইয়েছি। তখন আল্লাহ্র রসূল স. বললেন, ওটা গোশ্ত খাওয়ার বকরী ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। আবু বুরদাহ বললেন, তবে আমার নিকট এখন এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দুটো (গোশতের) বকরীর চেয়েও ভাল! এটা কি আমার পক্ষে (কুরবানীর জন্য) যথেষ্ট হবে ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, তবে তোমার পরে অন্য কারোর জন্যই এটা কখনো যথেষ্ট হবে না।

٩٢٧. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَاَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ اَنْ يُعِيْدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِيْرَانٌ لِىْ اِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَاِمَّا قَالَ فَقْرٌ وَاِنِّىْ ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعِنْدِىْ عَنَاقٌ لِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْهَا.

৯২৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আল্লাহ্র রসূল স. কুরবানীর দিন (প্রথমে) নামায আদায় করলেন। তারপর ভাষণ (খুতবা) দিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগেই (কুরবানীর পশু) যবেহ করেছে তাকে তিনি পুনরায় যবেহ করার হুকুম দিলেন। তখন আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার প্রতিবেশীরা ছিল উপবাসী অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দরিদ্র। তাই আমি নামাযের আগেই (কুরবানীর পশু) যবেহ করে ফেলেছি। তবে আমার কাছে এখন এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দুটি গোশ্ত খাওয়ার বকরীর চেয়েও আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিনি [নবী স.] তাকে সেটি কুরবানী করার অনুমতি দিলেন।

٩٢٨. عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ اُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ.

৯২৮. জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কুরবানীর দিন (প্রথমে) নামায আদায় করলেন, তারপর খুতবা দিলেন, তারপর (কুরবানীর পশু) যবেহ করলেন। আর তিনি বললেন, নামাযের পূর্বে যে (পশু) যবেহ করবে তাকে তার স্থলে (নামাযের পরে) আরেকটি যবেহ করতে হবে। আর যে (নামাযের পূর্বে) যবেহ করেনি তার আল্লাহর নামে যবেহ করা উচিত।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন (বাড়ী) ফিরে আসার সময়ে যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসবে।

٩٢٩.عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ .

৯২৯. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ঈদের দিন (বাড়ী ফিরে আসার সময়ে) ভিন্ন পথে আসতেন।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ঈদ না পেলে সে দু রাকআত নামায আদায় করবে। মহিলারা এবং যারা বাড়ী ও পল্লীতে অবস্থান করবে তারাও এরূপ করবে। কেননা নবী স. বলেছেন, হে ইসলাম পন্থীরা! এ হচ্ছে আমাদের জাতীয় উৎসব। আর আনাস ইবনে মালেক রা. (বসরার নিকটবর্তী) জাবিয়ায় ইবনে আবু উতবাকে (এজন্য) আদেশ করেছিলেন। তাই তিনি তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদেরকে নিয়ে শহরের অধিবাসীদের ন্যায় তাকবীর সহ নামায আদায় করলেন। এছাড়া ইকরামা র. বলেছেন, সুয়াদের অধিবাসীরা ঈদের সময়ে জমায়েত হয়ে ইমামের ন্যায় দু রাকআত পড়তো। আতা র. বলেছেন, যখন তিনি ঈদ (এর নামায) না পেতেন তখন দু রাকআত নামায পড়তেন।

٩٣٠.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِيْ اَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَانَّمَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ اَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِيْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ اَمْنًا بَنِيْ اَرْفِدَةَ يَعْنِيْ مِنَ الْاَمْنِ

৯৩০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, (একদা) আবু বকর তাঁর নিকট এলেন। আর ঐ সময়ে মিনার দিনগুলোতে তাঁর নিকট দুটি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল, আর নবী স. তাঁর কাপড় মুড়ি দিয়ে (শায়িত) ছিলেন। আবু বকর রা. বালিকা দুটিকে ধমকালেন। তখন নবী স. চেহারা মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবু বকর, ওদেরকে বাধা দিও না। কেননা এ হচ্ছে উৎসবের দিন। আর ঐ দিনগুলো ছিল মিনার দিন। আয়েশা রা. আরো বলেছেন, হাবশীরা যখন মসজিদে খেলাধুলা করছিল তখন আমি তাদেরকে দেখছিলাম এবং নবী স. আমাকে ঢেকে রাখছিলেন। উমর হাবশীদেরকে ধমকালেন। তখন নবী স. বললেন, ওদেরকে ধমকিও না। হে বনু আরফিদা (অর্থাৎ হাবশীরা), তোমরা (যা করছিলে) করে যাও।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের আগে ও পরে নামায পড়া। আর আবুল মুআল্লাহ র. বলেছেন, আমি সাঈদকে ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তিনি ঈদের নামাযের পূর্বে কোনো নামায পড়া অপসন্দ করতেন।

٩٣١.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ ·

৯৩১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. ফিতরের দিন বের হলেন এবং দু রাকআত নামায আদায় করলেন। তিনি এর আগেও কোনো নামায আদায় করেননি এবং পরেও করেননি ; তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল।

❐

অধ্যায়-১৪

اَبْوَابُ الْوِتْرِ

(বিতর নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ বিতর সংক্রান্ত কথা।

٩٣٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْوِتْرِ حَتّٰى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ .

৯৩২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-এর নিকট রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। আল্লাহর রসূল স. উত্তরে বললেন, রাতের নামায দু' দু' (রাকআত) করে, আর তোমাদের মধ্যে যে সুবহের (ফজরের) নামাযের আশংকা করবে সে এক রাকআত (নামায) পড়বে। যে নামায সে পড়লো এ-ই তার জন্য বিতর হবে। নাফে' থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর বিতর পর্যায়ে এক ও দু' রাকআতের মাঝে সালাম ফিরাতেন ও কোনো দরকারী কাজের নির্দেশ দিতেন।

٩٣٣. عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَهِىَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَرِيْبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى رَأْسِىْ وَأَخَذَ بِاُذُنِىْ يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৯৩৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমুনার ঘরে রাত যাপন করেন। তিনি (মাইমুনা) ছিলেন তার খালা। (তিনি বলেন), আমি বালিশের আড়াআড়ি শয়ন করলাম। আর নবী স. ও তাঁর পরিবারস্থ অন্যরা লম্বালম্বি শয়ন করলেন। তিনি [নবী স.] রাতের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর তিনি

জাগ্রত হলেন এবং চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করে ফেললেন। অতপর তিনি (সূরা) আলে ইমরানের (শেষ) দশ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর আল্লাহর রসূল স. একটি ঝুলান মশকের নিকট গেলেন এবং অতি উত্তমরূপে অযু করলেন। তারপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর মতই (সবকিছু) করলাম এবং তাঁর পাশেই (নামাযের জন্য) দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার ওপর তাঁর ডান হাত রাখলেন এবং তারপর তিনি দু রাকআত নামায আদায় করলেন। তারপর আরো দু রাকআত, তারপর আরো দু রাকআত, তারপর আরো দু' রাকআত, তারপর আরো দু' রাকআত, তারপর আরো দু' রাকআত, তারপর তিনি বিতর আদায় করলেন। এরপর তিনি মুয়ায্যিনের আযান পর্যন্ত শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। এবারে উঠে দু রাকআত নামায পড়লেন। তারপর বের হলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

٩٣٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ .

৯৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, রাতের নামায দু' দু' (রাকআত) করে। আর যখন তুমি নামায থেকে অবসর নিতে চাইবে তখন এক রাকআত পড়বে। এতে করে তোমার আদায়কৃত নামায বিতরের নামায হবে।

٩٣٥. عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَ تِلْكَ صَلاَتَهُ تَعْنِىْ بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ .

৯৩৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. এগার রাকআত নামায আদায় করতেন। এটাই ছিল তার রাতের নামায। তাতে তিনি মাথা ওঠাবার পূর্বে তোমাদের কারোর পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সময় পর্যন্ত এক একটি সিজদা দিতেন এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দু' রাকআত নামায পড়তেন। তারপর তিনি নামাযের জন্য মুয়ায্যিনের আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের সময় ঃ আবু হুরাইরা বলেছেন, আল্লাহর রসূল স. আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

٩٣٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ رَاَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلوٰةِ الْغَدَاةِ اُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاْةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَاَنَّ الْاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ، قَالَ حَمَّادُ اَىْ سُرْعَةً .

৯৩৬. আনাস ইবনে সিরিন র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রা.-কে বললাম, ফজরের পূর্বের দু' রাকআতে আমি কিরাআত দীর্ঘ করবো কিনা, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, নবী স. রাতের নামায দু' দু' (রাকআত) করে আদায় করতেন এবং এক রাকআত দিয়ে বিতর পড়তেন। আর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে আযান হয় হয় এমন সময়ে দু রাকআত নামায পড়ে নিতেন। হাম্মাদ বলেন, এর অর্থ হলো, বিতরের অব্যবহিত পরই পড়তেন।

٩٣٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَانْتَهَى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ.

৯৩৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. প্রতি রাতেই বিতরের নামায পড়তেন এবং সাহরীর সময়ে তাঁর বিতর সমাপ্ত করতেন।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের সময়ে নবী স. কর্তৃক তাঁর পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দেয়া।

٩٣٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَيْقَظَنِى فَاَوْتَرْتُ .

৯৩৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. (রাতে) নামায আদায় করতেন, আর তখন আমি তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে ঘুমিয়ে থাকতাম। অরপর তিনি যখন বিতর পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমি বিতরের নামায আদায় করতাম।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ (রাতে) নামাযের শেষে বিতরের নামায পড়া উচিত।

٩٣٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

৯৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, রাতে তোমাদের নামাযের শেষে বিতরের নামাযের স্থান কর।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীর জন্তুর ওপর বিতরের নামায।

٩٤٠.عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيْدٌ فَلَمَّ خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيْتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَلَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ.

৯৪০. সাঈদ ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে একবার মক্কার পথে সফর করছিলাম। সাঈদ বলেন, যখন আমি সকাল হওয়ার আশংকা করলাম, তখন (সওয়ারীর জানোয়ারের ওপর থেকে) নেমে পড়লাম এবং বিতরের নামায পড়ে নিলাম। তারপর তার সাথে মিলিত হলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথায় ছিলে ? আমি উত্তর দিলাম, ভোর হওয়ার আশংকা করলাম ; তাই (সওয়ারী হতে) নেমে বিতর পড়ে এলাম। তখন আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর রসূলের মধ্যে কি তোমার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নেই ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ ! (অবশ্যই আছে)। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল স. খচ্চরের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় বিতরের নামায আদায় করতেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় বিতরের নামায।

٩٤١. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ اِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ اِلاَّ الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

৯৪১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সফরে তাঁর সওয়ারীতে অবস্থান করেই—সওয়ারী যেদিকেই ফিরুক না কেন—রাতের নামাযের ইশারার ন্যায় ইশারায় নামায আদায় করতেন। অবশ্য ফরয নামায ছাড়া। আর তিনি যানবাহনে থেকেই বিতরের নামায আদায় করতেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'র আগে ও পরে কুনূত পাঠ।

٩٤٢. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا .

৯৪২. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ভোরের নামাযে নবী স. কুনূত পড়েছেন কি ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হলো, তিনি কি রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, কিছুদিন পর্যন্ত রুকূ'র পরে পড়তেন।

٩٤٣. عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَاِنَّ فُلاَنًا اَخْبَرَنِىْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا اُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِيْنَ رَجُلاً اِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ دُوْنَ اُولٰئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ .

৯৪৩. আসেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেককে কুনূত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, কুনূত অবশ্যই পড়া হতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কি রুকূ'র আগে, না পরে? তিনি জবাব দিলেন, রুকূ'র আগে। আসেম (আরো) বললেন, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট আপনার সম্বন্ধে বলেছে যে, আপনি বলেছেন, তা রুকূ'র পরে। তিনি (আনাস) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর রসূল স. রুকূর পরে এক মাস ধরে কুনূত পাঠ করেছেন। মনে পড়ে, তিনি ৭০ (সত্তর) জন লোকের একটি দল—যাদেরকে কুররা (অভিজ্ঞ কুরআন পাঠকারী) বলা হয়—মুশরিকদের একটি কওমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এ কওমটি সেই কওম নয় যাদের মধ্যে এবং রসূল স.-এর মধ্যে চুক্তি ছিল। [অর্থাৎ মুশরিকদের যে কওমের সাথে নবী স.-এর আগে থেকেই চুক্তি ছিল এবং সেই চুক্তির বলে তিনি ক্বারীদের একটি দল পাঠিয়েছিলেন। আর তারা বিশ্বাসঘাতকতা তথা চুক্তিভঙ্গ করে ক্বারীদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। সেই কওম ছাড়া অন্য একটি কওমের কথা এখানে বলা হয়েছে]। আর আল্লাহর রসূল স. এক মাস ধরে (প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে) তাদের বিরুদ্ধে বদদোআয় কুনূত পাঠ করেছিলেন।

٩٤٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ

৯৪৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এক মাস ধরে (সালীম গোত্রের) রি'ল ও যাকওয়ান কবিলার বিরুদ্ধে বদদোআয় কুনূত পাঠ করেছিলেন।

٩٤٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ٠

৯৪৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুনূত পাঠ করা হতো মাগরিব ও ফজরের নামাযে।

❐

অধ্যায়-১৫

اَبْوَابُ الاسْتِسْقَاءِ

(বৃষ্টি প্রার্থনার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ও বৃষ্টি প্রার্থনায় নবী স.-এর গমন।

٩٤٦. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِيْ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

৯৪৬. আব্বাদ ইবনে তামীম রা.-এর চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন এবং তাঁর চাদর পরিবর্তন করলেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর প্রার্থনা, "এ বছরগুলোকে ইউসুফের বছরগুলোর মত করে দাও।"

٩٤٧.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ. قَالَ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ هٰذَا كُلُّهُ فِى الصُّبْحِ

৯৪৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখন শেষ রাকআত থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ! আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআকে রেহাই দাও। হে আল্লাহ! সালামা ইবনে হিশামকে রেহাই দাও। হে আল্লাহ! অলীদ ইবনে অলীদকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! দুর্বল ও অক্ষম মুমিনদেরকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের ওপর তোমার শাস্তি কঠিন করে দাও। হে আল্লাহ! এ বছরগুলোকে ইউসুফের বছরগুলোর মত করে দাও। নবী স. (আরো) বললেন, হে আল্লাহ! গিফার গোত্রকে ক্ষমা করে দাও এবং আসলাম গোত্রকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর। (আবু যিনাদ তার পিতা থেকে বলেন, এ দোআ ফজরের নামাযে পাঠ করা হতো)।

٩٤٨. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَاَى مِنَ النَّاسِ اِدْبَارًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى اَكَلُوْا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ وَيَنْظُرُ اَحَدُكُمْ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوْعِ فَاَتَاهُ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَبِصِلَةِ الرَّحْمِ وَاِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ

مُّبِيْنٌ الى قوله انَّكُمْ عَائِدُوْنَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى وَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَايَةُ الرُّوْمِ -

৯৪৮. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখন (ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে) মানুষকে পিছু হঠতে দেখেন, তখন আল্লাহর নিকট দোআ করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের সাত বছরের (দুর্ভিক্ষের) ন্যায় তাদের উপর (দুর্ভিক্ষের) সাতটি বছর চাপিয়ে দাও। ফলে তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ এসে গেল, সবকিছুই নির্মূল হয়ে গেল। এমন কি মানুষ তখন চামড়া, মৃতদেহ এবং পঁচা ও গলিত জানোয়ারও খেতে শুরু করলো। আর (ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থা এতদূর মারাত্মক হলো যে,) কেউ যখন আসমানের দিকে তাকাত তখন সে কেবল ধুঁয়াই দেখতে পেত। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান নবী স-এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনি তো আল্লাহর হুকুম মেনে চলা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ দান করেন। কিন্তু আপনার কওমের লোকেরা তো মরে যাচ্ছে। আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ .... يَوْمَ نَبْطِشِ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى -

"অতএব আপনি সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকুন, যখন আকাশ সুস্পষ্ট ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং তা মানুষকেও ঘিরে ফেলবে। এ হলো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এখন তারা বলে,) হে আমাদের মনিব, আমাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নাও, আমরা ঈমান আনব। তাদের গোমরাহী দূর হচ্ছে কোথায়? অথচ একজন প্রকাশ্য ও অকপট রসূল তাদের কাছে আগেই এসেছেন। তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে মানলো না। বরং বললো, "এতো অন্যের শেখানো বুলি আওড়ানো একজন পাগল।" ঠিক আছে, আমি আযাব একটুখানি সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা এরপরও আবার আগের মতোই আচরণ করবে।"-(সূরা দুখান ঃ ১০-১৬) হযরত আবদুল্লাহ বলেন, "সেই কঠিন আঘাত"-এর দিন ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। ধুঁয়াও দেখা গেছে, আঘাতও এসেছে। আর মক্কার মুশরিকদের 'নিহত ও গ্রেফতার হতে হবে' বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে সূরা আর রূমের এ আয়াতও (যে রূমবাসী দশ বছরের মধ্যে পারসিকদের ওপর আবার বিজয় লাভ করবে)।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভিক্ষের সময়ে ইমাম বা নেতার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য জনগণের আবেদন করা।

٩٤٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَبِيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِه - ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصمَةٌ لِلْاَرَامِلِ -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْتَسْقِىْ فَمَا يَنْزِلُ حَتّٰى يَجِيْشَ كُلُّ مِيْزَابٍ وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِه - ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ .

৯৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রা. তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে আবু তালিবের এ কবিতাটি পাঠ করতে শুনেছি। (কবিতার অর্থ

হলো) "মুহাম্মাদ বড় শ্বেতকায় সুন্দর! তাঁর পবিত্র চেহারার অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। তিনি ইয়াতীমদের খাবার পরিবেশনকারী এবং অনাথ-বিধবাদের রক্ষক।"

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখনই বৃষ্টির জন্য দোআ করা অবস্থায় নবী স.-এর চেহারার দিকে তাকাতাম, তখনই আবু তালিবের একটি কবিতা আমার মনে পড়তো। আর তাঁর মিম্বার থেকে নেমে আসার আগেই পয়-নালাগুলোকে (বৃষ্টি হওয়ার কারণে) প্রবাহিত হতে দেখতাম।

٩٥٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا قُحِطُوْا اِسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ ٠

৯৫০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব রা. দুর্ভিক্ষের সময়ে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা.-এর অসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোআ করতেন। (দোআয়) তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! (প্রথমে) আমরা আমাদের নবী স.-এর অসিলা দিয়ে দোআ করতাম এবং তুমি বৃষ্টি দান করতে। আর এখন আমরা আমাদের নবী স.-এর চাচার অসিলা দিয়ে দোআ করছি। তাই (এখনও তুমি দয়া করো এবং) আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। বর্ণনাকারী বলেন, দোআর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে চাদর উল্টানো। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, ওয়াহাব ইবনে জারীর, শোবা, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ও আব্বাদ ইবনে তামীমের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বৃষ্টির জন্য দোআ করার সময় নিজের চাদর উল্টিয়ে দিয়েছিলেন।

٩٥١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ٠

৯৫১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামাযের ময়দানে গেলেন, বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন, কেবলামুখী হলেন, নিজের চাদরখানি উল্টালেন এবং দু রাকআত নামায আদায় করলেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর সম্মানীয় জিনিসের যখন অসম্মান করা হয়, তখন তিনি দুর্ভিক্ষ দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ জামে মসজিদে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা।

٩٥٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَذْكُرُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وُجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا، قَالَ فَرَفَعَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا قَالَ اَنَسٌ وَلَا وَاللّٰهِ مَانَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ قَالَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا الشَّمْسَ سِبْتًا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَ وَخَرَجْنَا نَمْشِيْ فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكٌ فَسَاَلْتُ اَنَسًا اَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ قَالَ لَا اَدْرِيْ ۔

৯৫২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি লোক এক জুমআর দিন মিম্বারের সোজাসুজি (মসজিদের) দরযা দিয়ে প্রবেশ করলো। আল্লাহর রসূল স. তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল স.-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল স.! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাই আপনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দোআ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল স. তখন দু' হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও। আনাস রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা তখন দেখছিলাম, আকাশে কোনো মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুকরাও নেই—কিছু নেই, আর সালআ পর্বত ও ঘর-বাড়ীর মাঝের এলাকায়ও (মেঘের কোনো চিহ্ন) নেই। অথচ হঠাৎ সালআ পর্বতের পেছন দিকে শিরস্ত্রাণের মত মেঘ দেখা গেল এবং তা আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তারপর তা (প্রবলভাবে) বর্ষিত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্য দেখতে পাইনি। অতপর পরবর্তী জুমআর দিন সেই দরযা দিয়েই একটি লোক (মসজিদে) প্রবেশ করলো। আল্লাহর রসূল স. তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল এবং বললো, হে আল্লাহর রসূল! (গৃহপালিত পশুসহ সমস্ত) ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আপনি তাই আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য দোআ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল স. তখন দু' হাত তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টিবর্ষণ করুন এবং আমাদের ওপর বর্ষণ বন্ধ করুন। টিলা, পাহাড়, ময়দান এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস রা. বলেন, এতে করে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা রৌদ্রে চলাফেরা শুরু করলাম। শুরাইক বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কি আগের সেই লোক ? (অর্থাৎ যিনি বৃষ্টি হওয়ার জন্য দোআ করতে বলেছিলেন)। আনাস রা. বলেন, আমার জানা নেই।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলার দিকে না ফিরে জুমআর খুতবার বৃষ্টির জন্য দোআ করা।

٩٥٣.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ

دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، قَالَ اَنَسٌ وَلَا وَاللّٰهِ مَانَرَى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَاقَزَعَةٍ وَمَابَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَّرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ اَنْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ فَلَا وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِن ذٰلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَاقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِى فِى الشَّمْسِ.

৯৫৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমআর দিন দারুল কা'বার দিকের দরযা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো। আল্লাহর রসূল স. তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি আল্লাহর রসূল স.-এর দিকে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দেন। অতপর আল্লাহর রসূল স. তাঁর দু' হাত তুলে দোআ করলেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। আনাস রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! তখন আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘও নেই, মেঘের সামান্য টুকরাও নেই, এমনকি সালআ পর্বত তথা তার আশপাশের ঘর-বাড়ী ও আমাদের মাঝে কিছুই নেই। তিনি বলেন, হঠাৎ সালআর ওপাশ থেকে শিরস্ত্রাণের মত মেঘ উঠে এলো এবং চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেললো। তারপর খুব বর্ষিত হলো। (বর্ষণ এত অধিক হলো যে,) আল্লাহর শপথ! আমরা সাতদিন পর্যন্ত সূর্য দেখতে পাইনি। এরপর এক জুমআয় সেই দরযা দিয়ে একটি লোক প্রবেশ করলো। আল্লাহর রসূল স. তখন দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (অত্যধিক বৃষ্টির কারণে) ধন-সম্পদ (বিশেষ করে গৃহপালিত পশু) নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দোআ করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল স. তখন দু হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! টিলা, ময়দান, উপত্যকা অঞ্চল এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা রৌদ্রে চলাফেরা করতে আরম্ভ করলাম।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বারে থাকা অবস্থায় বৃষ্টি প্রার্থনা।

٩٥٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَحِطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللّٰهَ اَن يَسْقِيْنَا فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا اَنْ نَصِلَ اِلَى مَنَازِلِنَا فَمَازِلْنَا نُمْطَرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يُمْطَرُوْنَ وَلاَ يُمْطَرُ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ .

৯৫৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রসূল স. যখন জুমআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন একজন লোক এসে তাঁকে লক্ষ্য করে বললো, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টি হচ্ছে না, তাই আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি তখন দোআ করলেন। ফলে এতো অধিক বৃষ্টি হলো যে, আমাদের নিজ নিজ গৃহে যাওয়াই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো এবং এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সেই লোকটি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাদের ওপর বৃষ্টি আর না দেন। আল্লাহর রসূল স. তখন বললেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেলাম, মেঘ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তথাকার অধিবাসীদের ওপর খুব বর্ষিত হলো ; কিন্তু মদীনাবাসীদের ওপর বর্ষিত হলো না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য শুধু জুমআর নামাযকেই যথেষ্ট মনে করবে।

٩٥٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكُهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ اِنْجِيَابَ الثَّوْبِ .

৯৫৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে একজন লোক এসে বললো, গৃহপালিত পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও অচল হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি দোআ করলেন এবং সেই জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তারপর সেই লোকটি আবার এসে বললো, (অতি বৃষ্টির কারণে) ঘর-দোর পড়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাও চলার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে, এমন কি গৃহপালিত

পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। তিনি তখন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! টিলা, ময়দান, উপত্যকা এবং বৃক্ষমূলে বর্ষণ করুন। তখন (দেহ থেকে) কাপড়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় মদীনা থেকে মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ অতি বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে দোআ করা।

٩٥٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمُطِرُوْا مِنْ جُمُعَةٍ اِلَى جُمُعَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَى رُؤُسِ الْجِبَالِ وَالْاَكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ اِنْجِيَابَ الثَّوْبِ .

৯৫৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন। আল্লাহর রসূল স. তখন দোআ করলেন। ফলে সে জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। অতপর একটি লোক আল্লাহর রসূল স.-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘর পড়ে যাচ্ছে, রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং গৃহপালিত পশুগুলোও মরতে শুরু করেছে। আল্লাহর রসূল স. তখন বললেন, হে আল্লাহ! (আমাদের ওপর নয়, বরং) পাহাড়ের চূড়ায়, টিলায়, উপত্যকা এলাকায়, বৃক্ষের পাদদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। অতপর (দেহ থেকে) কাপড়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় সমস্ত মেঘ মদীনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জুমআর দিন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার সময়ে তিনি তাঁর চাদর উল্টাননি।

٩٥٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً شَكَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلاَكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِيْ وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

৯৫৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। একজন লোক নবী স.-এর নিকট সম্পদ (গৃহপালিত পশু প্রভৃতি) বিনষ্ট হওয়ার ও পরিবার-পরিজনদের কষ্টে কালাতিপাত করার অভিযোগ পেশ করলো। তিনি তখন আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোআ করলেন। বর্ণনাকারী একথা বলেননি যে, তিনি [নবী স.] তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন। আর একথাও বলেননি যে, তিনি কেবলামুখি হয়েছিলেন।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ যখন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ইমাম বা নেতাকে অনুরোধ করতো তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না।

৯৫৮ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ فَدَعَا اللّٰهَ فَمُطِرُوْا مِنْ جُمُعَةٍ اِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَى ظُهُوْرِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ اِنْجِيَابَ الثَّوْبِ ـ

৯৫৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) একজন লোক আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (গৃহপালিত) পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট (বৃষ্টির জন্য) দোআ করুন। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোআ করলেন। ফলে এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। অতপর আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে একজন লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘরগুলো পড়ে যাচ্ছে, রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে যাচ্ছে, পশুগুলোও মারা যাচ্ছে। আল্লাহর রসূল স. তখন (দোআ করতে গিয়ে) বললেন, হে আল্লাহ! (আমাদের ওপর নয়, বরং) পাহাড়ের গায়ে, টিলার ওপরে, উপত্যকা এলাকায় ও বৃক্ষের পাদদেশে বর্ষণ করুন। ফলে (দেহ থেকে) কাপড় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় মদীনা থেকে মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভিক্ষের সময়ে মুশরিকরা যখন মুসলমানদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আবেদন করবে।

৯৫৯.عَنْ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنَّ قُرَيْشًا اَبطَؤُاْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخَذَ هُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوْا فِيْهَا وَاَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ اَبُوْسُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَاْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَاِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ فَقَرَاَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ ثُمَّ عَادُوْا اِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَزَادَ اَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسَ حَوْلَهُمْ ـ

৯৫৯. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করছিল তখন নবী স. তাদের জন্য বদদোআ করলেন। ফলে তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, এ দুর্ভিক্ষে তারা মরতে লাগল। (জঠর জ্বালায়) তারা মরা লাশ ও হাড়ও খেতে লাগলো। তখন আবু সুফিয়ান নবী স.-এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! তুমি তো

আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দাও, অথচ তোমার স্বজাতি তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোআ করো। তখন তিনি তেলাওয়াত করলেন, فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين .... الاية (তুমি অপেক্ষা করো সে দিনের যেদিন আসমানে প্রকাশ্যে ধূম্র দেখা দিবে ------) অতপর (আল্লাহ যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করলেন তখন) তারা পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে গেল এবং (এরই ফলস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে আরো কঠোরভাবে যেদিন গ্রেফতার করবেন, সেদিন সম্পর্কে) আল্লাহর বাণী হচ্ছে ঃ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى (যেদিন আমি অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রেফতার করবো) অর্থাৎ বদরের দিন।

বর্ণনাকারী আসবাত মানসুর থেকে আরো বাড়িয়ে বলেছেন, (তখন) আল্লাহর রসূল স. (তাদের জন্য) দোআ করলেন। ফলে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। আর এ বৃষ্টি সাত দিন পর্যন্ত চলতে লাগলো। তখন লোকেরা অতিবৃষ্টির জন্য অভিযোগ করলো এবং তিনি [নবী স.] দোআ করলেন, আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। তখন তাঁর মাথার ওপর ভাগ থেকে মেঘ সরে গিয়ে তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের ওপর বর্ষিত হলো।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ অতি বর্ষার সময়ে আমাদের এলাকায় নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বর্ষণ করুন)—এরূপ দোআ করা।

٩٦٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوْا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللّٰهَ يَسْقِيْنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَانَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَاَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِىْ تَلِيْهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوْا اِلَيْهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا فَكَشَطَتِ الْمَدِيْنَةُ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنَّهَا لَفِىْ مِثْلِ الْاِكْلِيْلِ .

৯৬০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) জুমআর দিন আল্লাহর রসূল স. খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং উচ্চকণ্ঠে বললো, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টি নেই। ফলে গাছপালা লাল হয়ে গেছে এবং পশুগুলো মারা যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন, যেন তিনি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (বর্ণনাকারী বলেন), আল্লাহর শপথ! আমরা তখন আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখতে পাইনি। কিন্তু (হঠাৎ) মেঘ দেখা গেল এবং তা বৃষ্টি বর্ষণ করলো। তিনি [নবী স.]

মিম্বার থেকে অবতরণ করে নামায পড়লেন। তারপর যখন তিনি চলে যান, তখন থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকলো। অতপর যখন তিনি পরবর্তী (জুমআয়) খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা উচ্চকণ্ঠে তাঁর কাছে নিবেদন করলো, (অতিবৃষ্টি হেতু) ঘর পড়ে যাচ্ছে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী স. তখন মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। তখন মদীনা বৃষ্টি থেকে মুক্ত হলো এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি হতে থাকলো। (আশ্চর্য যে) মদীনায় তখন এক ফোঁটা বৃষ্টিও হলো না। আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মদীনা যেন তখন মুকুটের মধ্যে শোভা পাচ্ছিল।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে দোআ করা।

আবু নু'আইম যুহাইরের মাধ্যমে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী বৃষ্টির জন্য দোআ করতে বের হলে বারাআ ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকামও তার সাথে গেলেন। তিনি মিম্বার ছাড়াই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দোআ করলেন। অতপর আযান ও ইকামত ছাড়াই উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়ে দু' রাকআত নামায পড়লেন। আবু ইসহাক বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী নবী স.-কে দেখেছেন।

٩٦١.عَنْ عَبَّادُ بْنِ تَمِيْمٍ انْ عَمِّهِ وكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَه اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِىْ لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللّٰهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَ هُ فَأُسْقُوا .

৯৬১. আব্বাদ ইবনে তামীম রা. থেকে বর্ণিত তার চাচা নবী করীম স.-এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন। নবী স. লোকদেরকে নিয়ে তাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। তিনি দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই দোআ করলেন। অতপর কেবলার দিকে ফিরলেন এবং তাঁর চাদরখানি উল্টিয়ে দিলেন। এরপর তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় উচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ।

٩٦٢. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَسْقِىْ فَتَوَجَّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَ هُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَ ةِ .

৯৬২. আব্বাদ ইবনে তামীম তার চাচা (আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (একবার) নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। প্রথমে তিনি কেবলার দিকে মুখ করে দোআ করলেন, তারপর তাঁর চাদরখানি উল্টালেন, অতপর দু' রাকআত নামায পড়লেন। তিনি উভয় রাকআতে উচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ করলেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. মানুষের দিকে কিরূপে তাঁর পিঠ ফিরিয়েছেন।

٩٦٣. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِىْ قَالَ

فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ٠

৯৬৩. আব্বাদ ইবনে তামীম র. তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হতে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকদের দিকে তাঁর পিঠ ফিরালেন এবং কেবলামুখি হয়ে দোআ করলেন। অতপর তিনি তাঁর চাদর উল্টালেন এবং আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন। তিনি উভয় রাকআতেই উচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ করলেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায দু'রাকআত।

٩٦٤.عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ.

৯৬৪. আব্বাদ ইবনে তামীম র. তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। (একদা) নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন ঃ (তাতে) তিনি দু' রাকআত নামায পড়লেন এবং তাঁর চাদর উল্টালেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ময়দানে বৃষ্টি প্রার্থনা।

٩٦٥. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، قَالَ سُفْيَانُ فَاَخْبَرَنِى الْمَسْعُودِىُّ عَنْ اَبِى بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ ـ

৯৬৫. আব্বাদ ইবনে তামীম র. তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একদা) নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নামাযের ময়দানে গমন করলেন। তিনি কেবলামুখি হয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন এবং তাঁর চাদর উল্টালেন। সুফিয়ান র. বলেন, আবু বকর রা. থেকে মাসউদ রা. আমাকে বলেছেন, তিনি (চাদর পাল্টানোর ব্যাখ্যায়) বলেন ডান পাশ বাম পাশে দিলেন।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় কেবলামুখি হওয়া।

٩٦٦.عَنْ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ يَزِيدِ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّى وَاَنَّهُ لَمَّا دَعَا اَوْ اَرَادَ اَنْ يَدْعُو اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

৯৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (একদা) নামায পড়ার উদ্দেশ্যে নামাযের ময়দানে গেলেন। তিনি যখন দোআ করলেন অথবা (বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ) দোআর ইচ্ছা করলেন, তখন কেবলামুখি হলেন এবং তাঁর চাদরখানি উল্টালেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের সাথে লোকদের হাত ওঠানো।

٩٦٧. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَتَى رَجُلٌ اَعْرَابِيٌّ مِنْ اَهْلِ الْبَدْوِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ اَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُوْنَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى مُطِرْنَا فَمَازِلْنَا نُمْطَرُ حَتّٰى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْاُخْرٰى فَاَتَى الرَّجُلُ اِلَى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيْقُ .

৯৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একবার) জুমআর দিন জনৈক আরাবী বেদুঈন আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন মারা যাচ্ছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন আল্লাহর রসূল স. দোআর জন্য দু' হাত ওঠালেন ; আর লোকেরাও দোআর জন্য আল্লাহর রসূল স.-এর সাথে সাথে তাদের হাত ওঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। এমন কি পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকলো। তখন একটি লোক আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে গেল।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের হাত ওঠানো।

٩٦٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِنْ دُعَاءِهِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ وَاِنَّهُ يَرْفَعُ حَتّٰى يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

৯৬৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোথাও তার দোআর মধ্যে হাত তুলতেন না। আর তিনি হাত এতো পরিমাণ ওঠাতেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেত।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টিপাতের সময় কি বলা হবে।

٩٦٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

৯৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. যখন বৃষ্টি দেখতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! কল্যাণকারী বৃষ্টি দাও, মুষলধারে বৃষ্টি দাও।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এমনভাবে বৃষ্টিতে ভেজে যে তার দাড়ির ওপরও বৃষ্টি পতিত হয়।

٩٧٠. عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا اَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَبُ اَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلٰى لِحْيَتِهِ قَالَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَفِى الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ اِلَى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِىُّ اَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ اِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتّٰى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ فِىْ مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتّٰى سَالَ الْوَادِىْ وَادِىْ قَنَاةَ شَهْرًا، قَالَ فَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

৯৭০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স.-এর সময়ে একবার লোকেরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হলো। একদিন যখন আল্লাহর রসূল স. জুমআর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন অনাহারে থাকছে—তাই আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোআ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তখন আল্লাহর রসূল স. তাঁর হাত দুখানি তুললেন। ঐ সময়ে আকাশে কোনো মেঘের টুকরাও ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, অথচ (হঠাৎ) পাহাড়ের মত বহু মেঘ এসে জমা হলো। অতপর আমি দেখলাম, মিম্বার থেকে নবী স.-এর নামার পূর্বেই তাঁর দাড়ির ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়া শুরু হয়েছে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, সেদিন, তারপরের দিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সকল দিনই (খুব) বৃষ্টি হলো। অতপর সেই বেদুঈন কিংবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘরগুলো পড়ে যাচ্ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে, আপনি তাই আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন। আল্লাহর রসূল স. তখন তাঁর হাত দুখানি তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। অতপর তিনি হাত দিয়ে আকাশের এক এক দিকে ইশারা করলেন এবং সাথে সাথেই সেদিকের মেঘ কেটে গেল। এতে করে সমগ্র মদীনা একটি মেঘশূন্য স্থানে পরিণত হলো। আর কানাত উপত্যকা এক মাস ধরে প্রবাহিত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন যেদিক থেকে যে লোকই আসতো, সে এ অত্যধিক বৃষ্টির কথাই আলোচনা করতো।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়।

٩٧١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيْدَةُ اِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ.

৯৭১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করতো, তখন নবী স.-এর চেহারা দেখেই তা বুঝা যেতো। (অর্থাৎ চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতো।)

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "আমাকে সাবা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।"

٩٧٢.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُوْرِ

৯৭২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমাকে 'সাবা' দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর (আল্লাহদ্রোহী) 'আদ' জাতিকে 'দাবূর' দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।[১]

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ভূমিকম্প ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

٩٧٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ.

৯৭৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, কেয়ামত হবে না যে পর্যন্ত না (আলিমদের মৃত্যু এবং মূর্খদের আধিক্যের দরুন) ইল্‌মকে উঠিয়ে নেয়া হবে। ভূমিকম্প অধিক পরিমাণে হবে, সময় সংকীর্ণ হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং 'হারজ' অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। 'হারজ' হচ্ছে হত্যা, হত্যা— হত্যা এত অধিক হবে যে, (মানুষ কমে যাওয়ার কারণে) তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদ এতদূর বেড়ে যাবে যে, প্রয়োজনের তুলনায় তা বহুগুণে অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়াবে !

٩٧٤.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا قَالَ قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا فَقَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا قَالَ قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

৯৭৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে ও ইয়ামানে বরকত দান কর। (উপস্থিত) লোকেরা বললো, আমাদের নজদেও (বরকত দান করার জন্য দোআ করুন)। নবী স. বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে ও আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন। লোকেরা তখন বললো, আমাদের নজদেও (বরকত দান করার জন্য দোআ করুন)। নবী স. বললেন, সেখানে অত্যধিক ভূমিকম্প হবে, ফিতনা-ফাসাদ হবে এবং শয়তানের দল সেখান থেকেই বের হবে।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ পাকের বাণী ঃ

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ -

"তোমরা তোমাদের রিযিককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো।"-(সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৮২) ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ রিযিক দ্বারা এখানে কৃতজ্ঞতা বুঝানো হয়েছে।

٩٧٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ

---

১. কা'বামুখি হয়ে দাঁড়ালে ব্যক্তির পেছন থেকে যে হাওয়া তার সামনের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় 'সাবা' এবং এর বিপরীত দিকের হাওয়াকে বলা হয় 'দাবূর'।

الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَثَرِ سَمَاءٍ كَانَ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَاَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَالِكَ كَافِرٌ بِىْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ٠

৯৭৫. ইবনে খালিদ আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. আমাদেরকে নিয়ে হুদাইবিয়ায় ফজরের নামায আদায় করেন। ঐ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং বৃষ্টির পরেই এ নামায আদায় করেছিলেন। নবী স. নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বললো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন, আল্লাহ্ বলেছেন, আমার কিছু বান্দা আমার প্রতি ঈমানদার থাকে এবং কিছু বান্দা কাফির হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর ফযল ও অনুগ্রহে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয়ের কারণে (বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে), সে ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্ ছাড়া কেউ-ই জানে না যে, কবে বৃষ্টি হবে। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, পাঁচটি বিষয় এমন আছে যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ-ই জানে না।

٩٧٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَايَعْلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ لَايَعْلَمُ اَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِىْ غَدٍ وَلاَ يَعْلَمُ اَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِى الْاَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ، وَمَا يَدْرِىْ اَحَدٌ مَتَى يَجِئُ الْمَطَرُ.

৯৭৬. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, গায়েবের চাবি পাঁচটি। তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ-ই জানে না। (১) কেউ-ই জানেন না যে, আগামীকাল কি হবে, (২) কেউ-ই জানে না যে, মায়ের পেটে কি আছে, (৩) কেউ-ই জানে না যে, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে, (৪) কেউ-ই জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে এবং (৫) কেউ-ই জানে না যে, কবে বৃষ্টি হবে।[২]

২. আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এসব বিষয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় সে কেবল অনুমান মাত্র। অনুমান কখনো 'জ্ঞান', তথা 'ইলমে'র সমার্থক নয়। সঠিক ও নির্ভুলভাবে কোনো জিনিস জানাকেই 'ইলম' বা 'জ্ঞান' বলা হয়।

অধ্যায়-১৬

أَبْوَابُ الْكُسُوْفِ

(সূর্য গ্রহণের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে নামায।

٩٧٧. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.

৯৭৭. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমরা (যখন) নবী স.-এর কাছে ছিলাম (তখন) সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। আল্লাহর রসূল স. তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমরাও (তাঁর সাথে) প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং গ্রহণ ছেড়ে গেল। তিনি বললেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কারো মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন গ্রহণ হতে দেখবে, তখন ঐ অবস্থা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে এবং দোআ করতে থাকবে।

٩٧٨. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا.

৯৭৮. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের মধ্যে কারোর মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে ওটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। অতএব যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং নামায পড়বে।

٩٧٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا.

৯৭৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সাথে কারোর বাঁচা-মরার কোনো সম্বন্ধই নেই। এগুলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই নামায পড়বে।

٩٨٠. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ .

৯৮০. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে যেদিন (তাঁর পুত্র) ইবরাহীম মারা যায়, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বললো, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল স. (এর প্রতিবাদ করে) বললেন, কারোর মৃত্যু অথবা বেঁচে থাকার কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন (গ্রহণ) দেখবে তখন নামায পড়বে এবং আল্লাহর নিকট দোআ করবে।

২. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে দান।

٩٨١.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْاُوْلٰى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا، ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِيَ اَمَتُهُ ، يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

৯৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন আল্লাহর রসূল স. লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়েছিলেন। নামাযে তিনি দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন। তারপর পুনরায় যখন তিনি কেয়াম করেন, তখনও তিনি তা দীর্ঘক্ষণ করেন। অবশ্য প্রথম কেয়ামের চেয়ে তা কম ছিল। অতপর তিনি রুকূ করেন এবং এ রুকূ'ও দীর্ঘক্ষণ করেন। তবে প্রথম রুকূর চেয়ে কম ছিল। তারপর তিনি সিজদা করেন এবং সিজদাও দীর্ঘক্ষণ করেন। এরপর তিনি প্রথম রাকআতে যা করেছিলেন, দ্বিতীয় রাকআতেও তা-ই করেন এবং নামায শেষ করেন। আর ততক্ষণ গ্রহণও ছেড়ে যায়। এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশে খুতবা দান করেন। প্রথমে

তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তারীফ করেন। তারপর বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারোর মরা অথবা বেঁচে থাকার কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা গ্রহণ দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোআ করবে। তার মহত্ত্ব ঘোষণা করবে, নামায পড়বে এবং দান করবে। অতপর তিনি আরো বললেন, হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কোনো দাস বা দাসীর ব্যভিচারে আল্লাহর চেয়ে আর কেউ অধিক ক্রোধান্বিত ও ঘৃণাকারী হতে পারে না। হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে তাহলে খুব অল্পই হাসতে বরং বেশী করে কাঁদতে।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে 'আস-সালাতু জামেয়া' বলে আহ্বান জানান।

٩٨٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُوْدِيَ اِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ .

৯৮২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে যখন সূর্যগ্রহণ হতো তখন 'আস-সালাতু জামেয়া' বলে আহ্বান জানান হতো। (অর্থাৎ জামাআতের সাথে নামায পড়ার ঘোষণা দেয়া হতো।)

৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে ইমামের খুতবা দান। আয়েশা ও আসমা রা. বলেন ঃ নবী স. খুতবা দান করেছেন।

٩٨٣. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِيْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ هُمَا اٰيَتَانِ مِن اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلَاةِ .

৯৮৩. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্য গ্রহণ হয়। তিনি তখন মসজিদে গমন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর লোকেরা কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়াল। এরপর তাকবীর দেয়া হলো। আল্লাহর রসূল স. দীর্ঘ কেরায়াত পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ'

করলেন। এরপর বললেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্'। অতপর সিজদা না করেই দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কেরায়াত পাঠ করলেন, তবে তা প্রথম কেরায়াত অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন। তবে তা প্রথম রুকূ' অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্, 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বললেন এবং সিজদা করলেন। এরপর তিনি শেষ রাকআতেও ঐ একই রূপ (করলেন ও) বললেন এবং এরূপে চার সিজদায় চার রাকআত নামায সম্পন্ন করলেন। আর তাঁর নামায থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বেই সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল। তিনি তখন দাঁড়ালেন এবং সর্বপ্রথমে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এটা কখনো হয় না। অতএব তোমরা যখনই তা হতে দেখবে তখন ভীত হয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে গমন করবে।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ 'কাসাফাতিশ্‌শামসু' বা 'খাসাফাত' বলবে কি না ? আল্লাহ্ বলেছেন ঃ 'ওয়া খাসাফাল কামারু'।

٩٨٤. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ اَدْنٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ .

৯৮৪. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার যখন সূর্যগ্রহণ হয়, তখন আল্লাহর রসূল স. নামায আদায় করেন। তিনি প্রথমে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ কেরায়াত পাঠ করলেন। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন এবং মাথা তুলে বললেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং আগের মতই দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ কেরায়াত পাঠ করলেন। তবে এটা আগের কেরায়াতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, তবে এ রুকূ' আগের রুকূ'র চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ সিজদা করলেন। অতপর তিনি শেষ রাকআতেও প্রথম রাকআতের মতই করলেন এবং সালাম ফিরালেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণও ছেড়ে গেল। এরপর তিনি লোকের উদ্দেশ্যে খুতবা দান করলেন। খুতবায় তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা বেঁচে থাকার কারণে এটা কখনো হয় না। অতএব তোমরা যখনই তা দেখবে তখন ভীত হয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে গমন করবে।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "আল্লাহ্ তাআলা গ্রহণ দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান।" আবু মূসা রা. নবী স. থেকে একথা বর্ণনা করেছেন।

٩٨٥.عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ .

৯৮৫. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহর রসূল স. বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না ; বরং এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٩٨٦.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَتْ تَسْاَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِى قُبُوْرِهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلَةً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ، ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৯৮৬. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। একবার একজন ইয়াহুদী স্ত্রীলোক তাঁর নিকট কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে এলো। সে (দোআ হিসেবে) আয়েশাকে বললো, আল্লাহ্ আপনাকে কবর আযাব থেকে আশ্রয় দিন। আয়েশা রা. আল্লাহর রসূল স.-কে প্রশ্ন করলেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেয়া হবে ? আল্লাহর রসূল স. কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে বললেন, হ্যাঁ। অতপর আল্লাহর রসূল স. একদিন সকালে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। তখন সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হলো। তিনি আরো বেলা হলে ফিরে এলেন এবং (তাঁর সম্মানীয়া স্ত্রীদের) কামরাগুলোর পেছনের দিকে অবস্থান করলেন। অতপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াল। এরপর তিনি (নামাযে) দীর্ঘ সময় ধরে কেয়াম করলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন। তারপর পুনরায় তিনি দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করলেন। তবে এ কেয়াম পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, তবে এ রুকূ পূর্বের রুকূ অপেক্ষা কম

দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি (মাথা) তুললেন এবং সিজদা করলেন। এরপর আবার তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কেয়াম করলেন, তবে পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা এ কেয়াম কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ করলেন, তবে এটা প্রথম রুকূ অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি (মাথা) তুললেন এবং আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে কেয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ করলেন, তবে এটা প্রথম রুকূ অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি (মাথা) তুললেন এবং (যথারীতি) নামায শেষ করলেন। এরপর তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী খুতবা দিলেন। অতপর উপস্থিত লোকদেরকে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য গ্রহণের সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদা করা।

٩٨٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُوْدِىَ اِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِىُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِىْ سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهَا ٠

৯৮৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে যখন সূর্যগ্রহণ হতো, তখন জামাআতের সাথে নামায পড়ার ঘোষণা দেয়া হতো। নবী স. তখন এক রাকআতে দু'বার রুকূ' করতেন অতপর দাঁড়াতেন এবং পরবর্তী রাকআতেও দু'বার রুকূ' করতেন এবং যথারীতি বৈঠকে বসতেন। আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ ছেড়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা রা. বলেন, এ নামাযের ভেতর ছাড়া এত দীর্ঘকালীন সিজদা আর কোথাও করিনি।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় জামাআতে নামায পড়া। ইবনে আব্বাস রা. লোকদেরকে নিয়ে জমজমের সুফফায় নামায পড়েছেন এবং আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. লোকদেরকে একত্র করেছেন। ইবনে উমরও গ্রহণের নামায পড়েছেন।

٩٨٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا

يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهٖ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ اِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَصَبْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَاُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ اَفْظَعَ وَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ ، قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ٠

৯৮৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী স.-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলো। আল্লাহর রসূল স. তখন নামায পড়লেন। নামাযে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করতে যতখানি সময় লাগে প্রায় ততখানি সময় পর্যন্ত কেয়াম করলেন। অতপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ' করলেন। তারপর মাথা তুলে আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ' করলেন। তবে তা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ' করলেন। তবে তা পূর্বের রুকূ' অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি সিজদা করে আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে কেয়াম করলেন, তবে তা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ' করলেন, তবে তা পূর্বের রুকূ' অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে কেয়াম করলেন, তবে তা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ' করলেন, তবে তা পূর্বের রুকূ' অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি সিজদা করে (যথারীতি) নামায শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণও ছেড়ে গেল। অতপর তিনি বললেন, নিসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এদের গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা গ্রহণ দেখবে, তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে। লোকেরা প্রশ্ন করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল স.! (ঐ সময়ে) আমরা দেখলাম যে, আপনি নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন হাতে নিলেন এবং পরক্ষণেই পেছনে সরে গেলেন। তিনি [নবী স.] বললেন, আমি জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক থোকা আঙুরের প্রতি আমি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা নিয়ে এলে তোমরা অবশ্যই তা কেয়ামত পর্যন্ত খেতে পারতে। এর পরক্ষণেই আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আর আমি সেখানে আজকের মত ভয়ানক দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রীলোক। লোকেরা আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল স.! এর কারণ কি ? তিনি বললেন, এর কারণ তাদের 'কুফর'। প্রশ্ন করা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে ? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর সাথে কুফরী করে, ইহসানকে অস্বীকার করে। তোমাদের কেউ যদি তাদের কারোর প্রতি সারা জীবনও মহৎ আচরণ করে; অতপর সে তোমার মধ্যে (ঘটনাক্রমে সামান্য ক্রটিও পায়) তাহলে চট করেই সে বলে ফেলবে, তোমার কাছে সারা জীবন একটি ভালো ব্যবহারও পেলাম না।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য গ্রহণের সময় পুরুষদের সাথে নারীদের নামায।

৯৮৯.عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ، وَاِذَا هِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا اِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ فَاَشَارَتْ اَىْ نَعَمْ، قَالَ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلاَّنِى الْغَشْىُ فَجَعَلْتُ اَسُبُّ فَوْقَ رَاْسِى الْمَاءَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَىْءٍ كُنْتُ لَمْ اَرَهُ اِلاَّ قَدْ رَاَيْتُهُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، لَقَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِى اَيَّتَهُمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ يُؤْتَى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُؤْقِنُ لاَ اَدْرِى اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِىْ اَيَّتَهُمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ ، فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

৯৮৯. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশার কাছে গেলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল এবং লোকেরা সে জন্য নামাযে দাঁড়িয়েছিল, আর সেও নামাযে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, লোকেরা নামায পড়ছে কেন ? তখন সে 'সুবহানাল্লাহ' বলে হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইংগিত করলো। আমি বললাম, এটা কি কোনো আযাবের আলামত ? তখন সে হ্যাঁ সূচক ইংগিত করলো। বর্ণনাকারিণী বলেন, আমিও তখন (নামাযের জন্য) দাঁড়ালাম। পরিশেষে (গ্রহণজনিত) অন্ধকার কেটে গেল। আর আমি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে যে ক্লান্তি এসেছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যে) আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। আল্লাহর রসূল স. যখন (নামায) শেষ করলেন তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতপর বললেন, আমি এ স্থানে থেকেই যা দেখলাম তা হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম। আর আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি ফিতনায় লিপ্ত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, 'ন্যায় (মিসলা)' অথবা কাছাকাছি (কারীবা)—এ শব্দ দুটির কোন্‌টি আসমা বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই। তোমাদের প্রত্যেকের কাছেই আমাকে উপস্থিত করে তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, এ লোকটি সম্পর্কে কি জান ? অতপর যে ব্যক্তি ঈমানদার ও ইয়াকীনকারী হবে—বর্ণনাকারী বলেন, আসমা ঈমানদার (মু'মিন) শব্দ বলেছিলেন, না ইয়াকীনকারী (মুকীন) বলেছিলেন তা আমার

স্মরণ নেই—সে বলবে, ইনি মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তিনি সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা তাতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি এবং তা অনুসরণ করেছি। এরপর তাকে বলা হবে, তুমি নেককার বান্দারূপে ঘুমাও, আমরা নিশ্চিতরূপে জানলাম যে, তুমি ইয়াকীনকারী ছিলে। আর যে ব্যক্তি মুনাফিক বা সন্দেহকারী হবে—বর্ণনাকারী বলেন, আসমা মুনাফিক শব্দ বলেছিলেন, না সন্দেহকারী (মুরতাব) শব্দ বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই—সে শুধু বলবে, (এ ব্যক্তি কে তা) আমি বলতে পারছি না। (দুনিয়ায়) আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি এবং আমিও তা-ই বলেছি।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে যে দাস মুক্ত করতে পসন্দ করে।

٩٩٠.عَنْ اَسمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ ·

৯৯০. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সূর্য গ্রহণের সময়ে দাস মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে সূর্যগ্রহণের নামায।

٩٩١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِيْ قُبُوْرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُوْنَ السُّجُوْدِ الْاَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ، اَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ·

৯৯১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) একজন ইয়াহুদী নারী তার কাছে (কোনো কিছু) জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিল। (কথার মধ্যে) সে বলেছিল, আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব থেকে মুক্তি দিন। অতপর আয়েশা রা. আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে প্রশ্ন করলেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেয়া হবে ? তখন আল্লাহর রসূল স. আল্লাহর কাছে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে তার বক্তব্য রাখেন। অতপর একদিন ভোরে আল্লাহর রসূল স. একটি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। এরপর সূর্য

গ্রহণ আরম্ভ হলো। তিনি আরো বেলা হলে ফিরে এলেন এবং (তাঁর সম্মানীয়া স্ত্রীদের) কামরাগুলোর পেছনের দিকে অবস্থান করলেন। অতপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াল। নামাযে তিনি দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন। অতপর মাথা তুলে আবার দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করলেন। তবে এ কেয়াম আগের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি আবার দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, অবশ্য তা পূর্বের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদা করলেন। অতপর তিনি আবার দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করলেন, এটা আগের কেয়ামের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, এটা আগের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি পুনরায় দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ করলেন, অবশ্য এ রুকূ আগের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি সিজদা করেন, এ সিজদা আগের চেয়ে কম সময়ের ছিল। অতপর তিনি নামায শেষ করেন। তারপর তিনি আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবেক তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। পরিশেষে তিনি সবাইকে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দান করেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কারো মৃত্যু অথবা বাঁচার কারণে সূর্য গ্রহণ হয় না। আবু বাকরা, মুগীরা, আবু মূসা, ইবনে উমর রা. একথা বর্ণনা করেছেন।

৯৯২.عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا .

৯৯২. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে হয় না। এ দুটো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটো নিদর্শন মাত্র। অতএব তোমরা যখনই তা হতে দেখবে তখন নামায পড়বে।

৯৯৩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهِىَ دُوْنَ قِرَاءَتِهِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُرِيْهِمَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ .

৯৯৩. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। নবী স. তখন নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। নামাযে তিনি কেরায়াত দীর্ঘ করেন। তারপর তিনি রুকূও দীর্ঘক্ষণ ধরে করেন। অতপর তিনি মাথা তোলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে কেরায়াত করেন। তবে এবারের কেরায়াত আগের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি রুকূ করেন এবং দীর্ঘ সময় ধরেই রুকূ করেন। তবে এ রুকূ আগের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি মাথা তোলেন এবং

দুটি সিজদা করেন। এরপর তিনি দাঁড়ান এবং দ্বিতীয় রাকআতেও এরূপই সবকিছু করেন। পরিশেষে নামায শেষ করে দাঁড়িয়ে বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মরা বা বাঁচার কারণে হয় না। এ দুটো জিনিস আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটো নিদর্শন মাত্র। আল্লাহ তার বান্দাদেরকে এ দুটো দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখনই তা দেখবে তখন নামায (দান-খয়রাত)-এর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে সূর্যগ্রহণের সময়ে যিকরের বিষয় বর্ণিত আছে।

٩٩٤.عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ

৯৯৪. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) সূর্য গ্রহণ হলো। নবী স. তখন ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি কিয়ামত হওয়ার ভয় করছিলেন। অতপর তিনি মসজিদে এলেন এবং অত্যন্ত দীর্ঘ কেয়াম রুকূ ও সিজদা সহকারে নামায পড়লেন। এরপর তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে এমন নিদর্শন যা আল্লাহ প্রেরণ করে থাকেন। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এটা হয় না। বরং আল্লাহ এর দ্বারা তার বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখনই এর কিছু দেখবে, তখন আল্লাহর যিকর, তাঁর কাছে দোআ এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আবু মূসা ও আয়েশা রা. সূর্যগ্রহণের সময়ে দোআ করার বিষয় বর্ণনা করেছেন।

٩٩٥.عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُوْلُ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ اِنْكَسَفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوا حَتّٰى يَنْجَلِىَ ٠

৯৯৫. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [নবী স.-এর পুত্র] ইবরাহীম যেদিন ইন্তেকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তাই বললো যে, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল স. বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটো নিদর্শন মাত্র। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখনই এদের গ্রহণ দেখবে তখন ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর কাছে দোআ করতে এবং নামায পড়তে থাকবে।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আবু উসামা র. গ্রহণের খুতবায় ইমামের 'আম্মা বা'দ' বলার কথা বর্ণিত হয়েছে।

٩٩٦. عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ ٠

৯৯৬. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণ মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর রসূল স. নামায শেষ করলেন। অতপর খুতবা দিলেন। এতে তিনি প্রথমে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন, 'আম্মা বা'দ' (অতপর বক্তব্য)।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্রগ্রহণের নামায।

٩٩٧. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ٠

৯৯৭. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি তখন দু রাকআত নামায পড়লেন।

٩٩٨. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَاِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوْا حَتّٰى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ وَذٰلِكَ اَنَّ ابْنًا لِلنَّبِىِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ ، فَقَالَ النَّاسُ فِىْ ذٰلِكَ ٠

৯৯৮. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রসূল স.-এর যামানায় সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি তখন (মহল্লা থেকে) তাঁর চাদর টানতে টানতে বের হয়ে মসজিদে উপস্থিত হন। আর লোকেরাও সেখানে জমায়েত হলো। তিনি তখন তাদেরকে নিয়ে দু রাকআত নামায পড়েন। অতপর সূর্যগ্রহণ যখন ছেড়ে যায় তখন তিনি বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটো নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই গ্রহণ হবে, তখন তোমরা তা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে এবং দোআ করবে। একথা তিনি এ কারণে বলেছেন যে, নবী স.-এর এক ছেলে, যাকে ইবরাহীম নামে ডাকা হতো, (সেদিন) ইন্তেকাল করেছিলেন। আর লোকেরা তখন সে ব্যাপারে বলেছিল (যে, তাঁর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে)।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের প্রথম রাকআত অধিকতর দীর্ঘ।

٩٩٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِىْ سَجْدَتَيْنِ الْاَوَّلُ اَطْوَلُ٠

৯৯৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. সূর্য গ্রহণের সময়ে লোকদেরকে নিয়ে দু রাকআতে চার রুকূ' সহকারে নামায পড়েন। প্রথম রাকআত দ্বিতীয় রাকআতের চেয়ে দীর্ঘ ছিল।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য গ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত করা।

١٠٠٠.عَنْ عَائِشَةَ جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ صَلاَةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِى صَلاَةِ الْكُسُوْفِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - وَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الْوَلِيْدُ وَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِىُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ اَخُوْكَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى الاَّ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ اِذْ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ اَجَلْ اِنَّهُ اَخْطَاَ السُّنَّةَ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِى الْجَهْرِ -

১০০০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. চন্দ্র গ্রহণের নামাযে তাঁর কেরায়াত উচ্চস্বরে পাঠ করেন। কেরায়াত শেষ করার পর তাকবীর দেন এবং রুকূ' করেন। তিনি রুকূ' থেকে মাথা তুলে বললেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্।" অতপর (এই) সূর্য গ্রহণের নামাযেই তিনি পুনরায় কেরায়াত পাঠ করেন এবং দু রাকআত নামাযে চার রুকূ ও চার সিজদা করেন।

বর্ণনাকারী আওযায়ী র.-ও অন্যান্য রাবীগণ বলেন, যুহরী র.-কে উরওয়া র.-এর মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি একজনকে 'আস্‌সালাতু জামিয়াতুন' বলে ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হন এবং চার রুকূ' ও চার সিজদাসহ দু' রাকআত নামায আদায় করেন। ওয়ালীদ র. বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবনে নামির আরো বলেন যে, তিনি ইবনে শিহাব র. থেকে অনুরূপ শুনেছেন যুহরী র. বলেন যে, আমি উরওয়া র.-কে বললাম, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর র. এরূপ করেননি। তিনি যখন মদীনায় সূর্য গ্রহণ-এর নামায আদায় করেন, তখন ফজরের নামাযের ন্যায় দু' রাকাআত নামায আদায় করেন। উরওয়া র. বললেন, হাঁ, তিনি নিয়ম অনুসরণে ভুল করেছেন। সুলাইমান ইবনে কাসীর র. যুহরী র. থেকে সশব্দে কিরাআতের ব্যাপারে ইবনে কাসীর র.-এর অনুসরণ করেছেন।

❒

অধ্যায়-১৭

اَبْوَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ وَسُنَّتِهَا

(তেলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের সিজদা ও তা সুন্নত হবার বর্ণনা।

١٠٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ٠

১০০১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মক্কায় সূরা আন-নাজম তেলাওয়াত করলেন এবং তাতে সিজদা করলেন এবং একজন বুড়ো লোক ছাড়া তাঁর সাথের সবাই-ই সিজদা করলেন। এ বুড়ো লোকটি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিলো এবং তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বললো, আমার জন্য এ-ই যথেষ্ট। আমি পরে দেখেছি, এ ব্যক্তি কাফের অবস্থায় খুন হয়েছে। (ইসলাম তার ভাগ্যে হয়নি)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ 'তানযীলুস সাজদা'—সূরায় সিজদা।

١٠٠٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ الٓمّٓ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ ٠

১০০২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জুমআ বার ফজরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম, তানযীলুস সাজদা' এবং 'হাল আতা আলাল ইনসানি' সূরা দু'টি তেলাওয়াত করতেন।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'সাদ'এর সিজদা।

١٠٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﷺ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا ٠

১০০৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সূরা) 'সাদ' খুব জরুরী সিজদা - সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য নবী স.-কে আমি তা পাঠের পর সিজদা দিতে দেখেছি।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ আন নাজমের সিজদা। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আন-নাজ্‌মে সিজদা আছে।

١٠٠٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَبِهَا فَمَا بَقِىَ اَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ اِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا ٠

১০০৪. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। একবার নবী স. সূরা আন-নাজম পড়লেন এবং সেজন্য সিজদা করলেন। আর কাওমেরও এমন কেউ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁর সাথে সিজদা করেনি। কিন্তু এক ব্যক্তি এক মুঠো কংকর বা ধুলো মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে নিয়ে বললো, এ-ই আমার জন্য যথেষ্ট। আবদুল্লাহ বলেন, পরে আমি এই ব্যক্তিকে দেখেছি যে, কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সিজদা দেয়া অথচ মুশরিকরা অপবিত্র, তারা অযুর উপযুক্ত নয়। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর বিনা অযুতে তেলাওয়াতের সিজদা করতেন।

١٠٠٥.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ .

১০০৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (সূরা) আন নাজম পড়ার কারণে সিজদা দেন এবং তাঁর সাথে সমস্ত মুসলমান, মুশরিক, জ্বিন-ইনসান সিজদা দিয়েছিল।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সিজদা (এর আয়াত) পড়লো কিন্তু সিজদা দেয় না।

١٠٠٦.عَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَزَعَمْ اَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيْهَا .

১০০৬. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. সূরা আন নাজম তেলাওয়াত করলেন কিন্তু তাতে কোনো সিজদা দেননি।

١٠٠٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا .

১০০৭. যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাছে আন নাজম (সূরা) তেলাওয়াত করলাম। কিন্তু তিনি তাতে সিজদা দেননি।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইযাস সামাউন শাক্কাত সূরার সিজদা।

١٠٠٨.عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَلَمْ اَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ اَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ

১০০৮. আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবু হুরাইরাকে দেখলাম যে, ইযাস সামাউন শাক্কাত সূরা পড়লেন এবং সিজদা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হুরাইরা ! আমি কি আপনাকে সিজদা করতে দেখিনি ? তিনি জবাব দিলেন, আমি নবী স.-কে সিজদা দিতে না দেখলে সিজদা দিতাম না।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াত শুনে যে সিজদা করা হয়।

তামীম ইবনে হাযলাম নামক একটি বালক সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁকে সিজদা করতে আদেশ করে বললেন ঃ এ সিজদার ব্যাপারে তুমিই আমাদের ইমাম।

١٠٠٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ حَتَّي مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ .

১০০৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (একবার) আমাদের সামনে এমন একটি সূরা পড়লেন যাতে সিজদা রয়েছে। তাই তিনি সিজদা দিলেন এবং আমরাও সিজদা দিলাম। তখন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, (ভীড়ের কারণে) আমাদের কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছিল না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যারা মনে করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সিজদা অপরিহার্য করেননি।

١٠١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ .

১০১০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সিজদা (এর আয়াত বা সূরা) পড়তেন এবং আমরা যখন তাঁর কাছে থাকতাম, তখন তিনি সিজদা দিতেন এবং তাঁর সাথে আমরাও সিজদা দিতাম। আমাদের এত ভীড় হতো যে, আমাদের কেউ সিজদা দেয়ার জন্য কপাল রাখার জায়গাটুকুও পেত না।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ যারা মনে করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা সিজদা অপরিহার্য করেননি।

ইমরান ইবনে হুসাইনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যে লোক কুরআন শ্রবণের জন্য বসেনি। কিন্তু তার কানে যদি সিজদার আয়াত প্রবেশ করে তবে কি সে সিজদা করবে? তিনি বললেন ঃ সে যদি বসতো তাহলেও কি তাকে সিজদা করতে হতো? অর্থাৎ এ অবস্থায় তার মতে সিজদা ওয়াজিব হয় না। সালমান ফারসী বলেছেন ঃ আমরা এজন্য আসিনি। উসমান ইবনে আফ্ফান বলেছেন ঃ যে মনোযোগ সহকারে সিজদার আয়াত শুনে শুধু তার উপর সিজদা ওয়াজিব। যুহরী বলেছেন ঃ পবিত্র অবস্থায় সিজদা করতে হবে। আর সফর বা বাড়ীতে উভয় অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে সিজদা করবে। তবে সওয়ার অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব নয়, সওয়ারীর মুখ যেদিকে থাকবে সেদিকে সিজদা করতে পারবে। আর সায়েব ইবনে ইয়াজীদ বর্ণনাকারীদের কাহিনী শ্রবণকালে সিজদার আয়াত শুনে সিজদা করতেন না।

١٠١١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُوْرَةِ النَّحْلِ حَتَّى اِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى اِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى اِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُوْدِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ.

১০১১. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এক জুমআর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে সূরা আন-নাহ্ল তেলাওয়াত করলেন। এতে যখন সিজদার আয়াত এলো, তখন তিনি

মিম্বার থেকে নেমে সিজদা করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদা করলো। এভাবে যখন পরবর্তী জুমআ এলো তখন তিনি সে সূরাই পাঠ করলেন। আর এতে যখন সিজদার আয়াত এলো তখন তিনি বললেন, হে জনমণ্ডলী! আমরা হামেশা সিজদা দেই, তাই যে সিজদা দেয় সে ঠিকই করে, কিন্তু যে সিজদা দেয় না, সে কোনো গোনাহের ভাগী হয় না। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) এ সময়ে উমর সিজদা দিলেন না।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ যে নামাযে সিজদার আয়াত পড়ে এবং সে কারণে সিজদা দেয়।

١٠١٢. عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ فِيْهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ ٠

১০১২. আবু রাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) আবু হুরাইরার সাথে এশার নামায আদায় করেছিলাম। তিনি (নামাযে) 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' সূরাটি পড়লেন এবং তেলাওয়াতের সিজদা করলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, এটা কি করলেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আবুল কাসেম স.-এর পেছনে তিনি এ সূরা পড়েছিলেন বলেই (তাঁর সাথে) সিজদা দিয়েছিলাম। তাই তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে ঐ কারণে আমি সিজদা দিতে থাকবো।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ভীড়ের কারণে সিজদা দেয়ার জায়গা পায় না।

١٠١٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ السُّوْرَةَ الَّتِىْ فِيْهَا السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ ٠

১০১৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (যখন) এমন সূরা পড়তেন যাতে সিজদা রয়েছে। (তখন) তিনি সিজদা দিতেন এবং আমরাও সিজদা দিতাম। এমনকি (ভীড়ের কারণে) আমাদের কেউ কেউ তখন কপাল রাখার জায়গা পেত না।

❑

অধ্যায়-১৮

أَبْوَابُ التَّقْصِيْرِ

(নামায কসর করার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ কসর সম্বন্ধীয় কথা এবং কতদিন কসর করবে।

١٠١٤.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَاِنْ زِدْنَا اَتْمَمْنَا ·

১০১৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) নবী স. (সফরে) উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন এবং নামায সংক্ষেপ করলেন। তাই আমরাও উনিশ দিন (সফরে থাকলে) সংক্ষেপ (কসর) করতাম এবং এর চেয়ে বেশী হলে পুরোপুরিই পড়তাম।

١٠١٥.عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ·

১০১৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত গেলাম এবং সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি বরাবর দু' রাকআত দু' রাকআত নামায আদায় করতে থাকেন। তার নিকট প্রশ্ন করা হলো, মক্কায় তিনি কতদিন অবস্থান করেছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ দশ দিন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় নামায।

١٠١٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ اِمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا·

১০১৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনায় নবী স., আবু বকর এবং উমরের সাথে দু' রাকআত নামায পড়েছি এবং উসমানের সাথেও তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে দু' রাকআত পড়েছি। অতপর তিনি পুরো নামায পড়তে আরম্ভ করেন।

١٠١٧.عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ اٰمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ·

১০১৭. হারিছা ইবনে ওহাব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. অত্যন্ত শান্ত সমাহিত পরিবেশে মিনায় আমাদেরকে নিয়ে দু' রাকআত নামায আদায় করেন।

١٠١٨.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِمِنًى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَقِيْلَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

১০১৮. আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফান রা. মিনায় আমাদেরকে নিয়ে (পূর্ণ) চার রাকআত নামায আদায় করেন। অতপর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, উসমান কি মিনায় চার রাকআত নামায পড়েছিলেন? তিনি প্রথমে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন এবং তারপর বললেন, আমি মিনায় আল্লাহর রসূল স.-এর সাথে দু' রাকআত পড়েছি। মিনায় আবু বকর সিদ্দীকের সাথে দু' রাকআত পড়েছি এবং মিনায় উমর ইবনে খাত্তাবের সাথেও দু' রাকআত পড়েছি। তাই আফসোস! ঐ চার রাকআতের বদলে আমার ভাগে যদি দু' রাকআত কবুল হওয়া নামাযই জুটতো।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. হজ্জে কতদিন ইকামত (অবস্থান) করেছিলেন ?

١٠١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ .

১০১৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ ৪র্থ দিনের প্রভাত পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেন। অতপর তিনি তাদেরকে ওমরা করার নির্দেশ দেন তবে যাদের কাছে কুরবানীর পশু ছিল তারা তালবিয়া পড়েনি।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ কি পরিমাণ দূরত্বের সফরে নামায কসর বা সংক্ষিপ্ত করতে হবে। একদিন ও এক রাতের দূরত্বকে নবী স. সফর বলে উল্লেখ করেছেন। চার বুরদ দূরত্বের পথ হলে ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস কসর করতেন এবং রোযা রাখতেন না। ষোল ফারসাখ চার বুরদের সমান।

١٠٢٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ

১০২০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, কোনো মহিলাই কোনো মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে তিন দিনের সফর করতে পারবে না।

١٠٢١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ ثَلاَثَةً اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ

১০২১. ইবনে উমর নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো মহিলার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ না থাকলে সে কখনো তিনদিন সফর করতে পারবে না।

١٠٢٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ .

১০২২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে কোনো মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও একরাতের পথ সফর করা বৈধ নয়।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন নিজ স্থান থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর (সংক্ষিপ্ত) করবে। হযরত আলী রা. রওয়ানা হওয়ার পরই কসর করতেন। এমনকি বাড়ী দৃষ্টিগোচর হলেও। ফেরার সময় তাঁকে বলা হলো, ঐতো কুফা দেখা যাচ্ছে অথচ আপনি এখনও কসর করছেন। তিনি বললেন ঃ কুফায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত কসর করা ওয়াজিব।

١٠٢٣.عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ٠

১০২৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সাথে মদীনায় যোহরের (ফরয) নামায চার রাকআত আদায় করলাম। আর যুল হুলাইফায় আসর আদায় করলাম (চারের স্থানে) দু' রাকআত।

١٠٢٤.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَلصَّلاَةُ اَوَّلُ مَافُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّ صَلاَةُ الْحَضَرِ ٠

১০২৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম যে নামায ফরয হয় তা ছিল দু' রাকআত। পরে সেই দু' রাকআতই সফরের নামায হিসেবে স্থায়ী করে দেয়া হয় এবং সফরে না থাকা অবস্থায় পুরো নামায পড়তে হবে।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিবের নামায তিন রাকআতই পড়া হয়।

١٠٢٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَاَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِيْ عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ حَتّٰى سَارَ مِيْلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتّٰى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ٠

১০২৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে দেখেছি সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে তখন তিনি মাগরিবের নামায এতদূর বিলম্বিত করেছেন যে, মাগরিব এবং এশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সফরের ব্যস্ততার সময় অনুরূপ করতেন। অপর এক সূত্রে সালিম র. বলেন, ইবনে উমর রা. মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম র. আরও বলেন, ইবনে উমর রা. তাঁর স্ত্রী সাফীয়্যা বিনতে আবু উবাইদ-এর দুঃসংবাদ পেয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে মাগরিবের নামায বিলম্বিত করেন। আমি তাঁকে বললাম, নামাযের সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, চলতে থাক। আমি আবার বললাম, নামায ? তিনি বললেন, চলতে থাক। এমন কি (এভাবে) দু' বা তিন মাইল অগ্রসর হলেন। এরপর নেমে নামায আদায় করলেন। পরে বললেন, আমি নবী করীম স.-কে সফরের ব্যস্ততার সময় এরূপভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ (আরো) বলেছেন, আমি নবী স.-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে তখন তিনি মাগরিবের নামায দেরী করে আদায় করতেন এবং যখন আদায় করতেন তখন তিন রাকআতই পড়তেন। এরপর সামান্য দেরী করেই এশার নামায আদায় করতেন এবং এশার নামায দু' রাকআত পড়ে সালাম ফিরাতেন। আর এশার পরে কোনো নফল পড়তেন না। এরপর তিনি মধ্যরাতে (তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য) উঠতেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীর জন্তু যেদিকে ফিরুক না কেন সে দিকে ফিরেই নফল নামায আদায় করা।

١٠٢٦.عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِهِ .

১০২৬. আমের রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে তাঁর সওয়ারীর জন্তুর পিঠে যেদিকে তা ফিরেছিল সেদিকে ফিরেই নামায আদায় করতে দেখেছি।

١٠٢٧. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِىْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১০২৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এমন অবস্থায়ও নফল নামায আদায় করতেন যখন তাঁর সওয়ারী জন্তু কেবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে থাকতো।

١٠٢٨. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১০২৮. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর তার সওয়ারীর ওপর নামায পড়তেন এবং তার ওপর বিতরের নামাযও পড়তেন। আর তিনি বলেছেন যে, নবী স. এরূপ করতেন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীর জন্তুর ওপর থাকা অবস্থায় (নামাযের জন্য) ইশারা করা।

١٠٢٩. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ اَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُوْمِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ

১০২৯.আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর সফরে তার সওয়ারীর জন্তু যেদিকেই ফিরুক না কেন সেদিকে ফিরেই ইশারা করে নামায আদায় করতেন এবং আবদুল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, নবী স. এরূপ করতেন।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযের জন্য (সওয়ারী থেকে) অবতরণ করা।

١٠٣٠. عَنْ عَامِرِبْنِ رَبِيْعَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

১০৩০. আমের ইবনে রাবীআ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে তাঁর সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায় মাথা দিয়ে ইশারা করে সেদিকে ফিরেই নফল নামায আদায় করতে দেখেছি যেদিকেই তা ফিরতো। অথচ আল্লাহর রসূল স. ফরয নামাযে এরূপ করতেন না।

١٠٣١. عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوْبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১০৩১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. তাঁর সওয়ারীতে থাকা অবস্থায় পূর্ব দিক ফিরে নামায আদায় করতেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি (সওয়ারী থেকে) নেমে আসতেন এবং কেবলামুখী হতেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ গাধার পিঠে নফল নামায পড়া।

١٠٣٢. عَنْ اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِىْ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ اَفْعَلْهُ.

১০৩২. আনাস ইবনে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা. যখন শাম থেকে এলেন তখন আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং (ইরাকের দিকস্থ) আইনুত তামার নামক স্থানে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন আমি তাকে গাধার পিঠে বসে নামায আদায় করতে দেখলাম; সে সময় তাঁর মুখ ছিল ঐ দিকেই অর্থাৎ কেবলার বাম দিকে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আমি আপনাকে কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামায

পড়তে দেখলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমি যদি আল্লাহর রসূল স.-কে এরূপ করতে না দেখতাম তাহলে আমি ঐরূপ করতাম না।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পরে বা আগে নফল নামায পড়ে না।

١٠٣٣. عَنْ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُصَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‎.

১০৩৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাহচর্যে থেকেছি, কিন্তু সফরে (কখনো) তাঁকে নফল নামায পড়তে দেখিনি। আর আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"

١٠٣٤. عَنْ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لاَيَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ ‎.

১০৩৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সাহচর্যে থেকেছি। তিনি সফরে কখনো দু' রাকআতের বেশী (নামায) পড়তেন না। আবু বকর, উমর এবং উসমানও তদ্রূপ করেছেন।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সফরে ফরয নামাযের পূর্বে বা পরবর্তী সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে নফল নামায পড়বে। নবী স. সফরে ফজরের দু' রাকআত পড়তেন।

١٠٣٥. عَنْ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَنْبَأَ اَحَدٌ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِيْ بَيْتِهَا فَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلّٰى صَلاَةً اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ‎.

১০৩৫. ইবনে আবী লায়লা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী স. মধ্যাহ্নে দোহার নামায পড়েছেন, এ ধরনের সংবাদ উম্মে হানী ছাড়া কেউ-ই আমাদেরকে শুনায়নি। উম্মে হানি বলেছেন যে, নবী করীম স. মক্কা বিজয়ের দিন তার ঘরে গোসল করেছেন এবং আট রাকআত নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, আমি এত হালকা নামায নবীকে কখনো পড়তে দেখিনি অথচ তিনি রুকূ সিজদা পুরোপুরিভাবেই আদায় করেছেন।

١٠٣٦. عَنِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلٰى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ‎.

১০৩৬. আমের ইবনে রাবীআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল স.-কে সফরে রাত্রিকালে তাঁর সওয়ারীর ওপর বসে—যেদিকে মুখ করেই তা যাচ্ছিল সেদিকে মুখ করেই নফল নামায আদায় করতে দেখেছেন (যদিও তাঁর মুখ কেবলার দিকে ছিল না)।

١٠٣٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلٰى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُوْمِيْ بِرَأْسِهِ ،

১০৩৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল স. তাঁর সওয়ারী যেদিকেই মুখ করে চলতে থাকুক না কেন, তার পিঠের ওপরে বসে মাথা দিয়ে ইশারা করে নফল নামায আদায় করতেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া।

١٠٣٨. عَنْ اَبِيْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

১০৩৮. আবু সালিম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সফরে যখন কষ্ট হতো, তখন তিনি মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়তেন। ইবনে আব্বাস রা. তাঁর এক বর্ণনায় বলেন, আল্লাহর রসূল স. সফরের অবস্থায় যোহর ও আসর এক সাথে পড়তেন এবং মাগরিব ও এশার নামাযও এক সময়ে পড়তেন।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যখন মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে পড়বে তখন আযান অথবা ইকামত দিতে হবে কিনা ?

١٠٣٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَايُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ وَلَابَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتّٰى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

১০৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে দেখেছি, যখন সফরে তার কোনো ব্যস্ততার কারণ ঘটতো তখন তিনি মাগরিবকে বিলম্বিত করতেন এবং মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়তেন। সালেম বলেন, (বর্ণনাকারী) আবদুল্লাহ ইবনে উমরও যখন সফরে ব্যস্ত হয়ে যেতেন তখন তিনি মাগরিবের ইকামত দিতেন এবং তিন রাকআত মাগরিবের নামায আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই এশার ইকামত দিতেন এবং এশার দু' রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরাতেন ; এ মাগরিব ও এশার মাঝে তিনি এক রাকআতও নফল নামায পড়তেন না এবং এশার পরে কোনো

সিজদাও দিতেন না। (অর্থাৎ নফল পড়তেন না)। পরিশেষে গভীর রাতে তিনি নামায পড়তেন।

١٠٤٠. اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ يَعْنِى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

১০৪০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল স. সফরে এ দু' নামায অর্থাৎ মাগরিব ও এশা এক সাথে আদায় করতেন।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলার আগেই সফর শুরু করলে যোহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। ইবনে আব্বাস নবী স. থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٤١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. সূর্য ঢলার পূর্বেই যদি সফর শুরু করতেন তাহলে যোহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন, অতপর এক সাথে উভয় নামায আদায় করতেন। আর সফর শুরু করার আগে সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের নামায আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলে পড়ার পর যখন সফর শুরু করবে তখন প্রথমে যোহর আদায় করবে। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করবে।

١٠٤٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. সূর্য ঢলার পূর্বে যখন সফর শুরু করতেন, তখন যোহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। অতপর নেমে আসতেন এবং দু' নামায এক সাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর আরম্ভ করার আগেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে তিনি (প্রথমে) যোহর আদায় করতেন। তারপর (সওয়ারীতে) চড়তেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির নামায।

١٠٤٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا .

১০৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আল্লাহর রসূল স. যখন রুগ্ন ছিলেন তখন উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায় করলেন, আর মুকতাদীগণ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করলেন। তিনি তখন তাদের ইংগিত করে বললেন ঃ 'বসে পড়'। নামায শেষে তিনি বললেন, ইমাম এজন্যই যে তার অনুসরণ করতে হবে। কাজেই সে যখন রুকূ করবে তোমরাও তখন রুকূ করবে এবং সে যখন মাথা তুলবে তখন তোমরাও মাথা তুলবে।

١٠٤٤.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ سَقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ اَوْ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُوْدًا وَقَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔

১০৪৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ডান দিকের চামড়া কেটে যায়। তখন সেবা করার জন্য আমরা তাঁর কাছে গেলাম। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হলো। তিনি বসে বসে নামায পড়লেন এবং আমরাও বসে বসে নামায পড়লাম। তিনি বললেন, ইমাম এজন্যই যে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। অতএব যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন সে রুকূ' করবে, তখন তোমরাও রুকূ' করবে, যখন সে মাথা তুলবে তখন তোমরাও মাথা তুলবে, আর যখন সে বলবে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন তোমরা বলবে, 'রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'।

١٠٤٥.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُوْرًا قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ اِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ۔

১০৪৫. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি অর্শের রোগী ছিলেন। তিনি বলেন, বসে বসে নামায আদায়কারী সম্পর্কে আমি আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেন, সে যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তাহলেই উত্তম। যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী ব্যক্তির অর্ধেক, আর যে ব্যক্তি শায়িত অবস্থায় নামায পড়ে তার সওয়াব উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায়কারীর অর্ধেক।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট অবস্থায় ইশারায় নামায আদায় করা।

١٠٤٦.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُوْرًا قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ۔

১০৪৬. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন একজন অর্শের রোগী। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে যে লোক উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায় করে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে-ই উত্তম, আর যে উপবিষ্ট অবস্থায় নামায পড়ে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক এবং যে শায়িত অবস্থায় নামায পড়ে তার সওয়াব উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায়কারীর অর্ধেক।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যখন বসে নামায পড়তে অক্ষম হবে তখন কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে।

আতা ইবনে আবু রাবাহ্ বলেছেন ঃ কিবলার দিকে মুখ করতে সক্ষম না হলে যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করেই নামায পড়বে।

١٠٤٧.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ بِىْ بَوَاسِيْرُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ .

১০৪৭. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তার ছিল অর্শ রোগ। তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, দাঁড়িয়েই নামায পড়ো, তবে অক্ষম হলে বসা অবস্থায় নামায পড়ো। আর তাতেও অক্ষম হলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়ো।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ বসে বসে নামায পড়ার সময়ে রোগ সেরে গেলে কিংবা হালকাবোধ করলে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে।

হাসান বসরী বলেছেন ঃ রোগী ইচ্ছা করলে দু' রাকআত বসে এবং দু' রাকআত দাঁড়িয়ে পড়তে পারে।

١٠٤٨. عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا لَمْ تَرَرَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى صَلٰوةَ اللَّيْلِ قَائِدًا قَطُّ حَتّٰى اَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَقَرَاَ نَحْوًا مِنْ ثَلٰثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً ثُمَّ رَكَعَ .

১০৪৮. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহর রসূল স.-কে রাতের নামায কখনো বসা অবস্থায় পড়তে দেখেননি। অতপর যখন তাঁর বয়স অধিক হয় তখন তিনি বসে বসে নামাযে কেরায়াত করতেন। অতপর যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং প্রায় তিরিশ-চল্লিশ আয়াত তেলাওয়াত করে রুকূ করতেন।

١٠٤٩.عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهٖ نَحْوًا مِنْ ثَلٰثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ نَظَرَ فَاِنْ كُنْتُ يَقْظٰى تَحَدَّثَ مَعِىْ وَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اِضْطَجَعَ .

১০৪৯. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল স. বসে বসে নামায পড়তেন। বসা অবস্থায়ই কেরায়াত করতেন এবং কেরায়াতের তিরিশ অথবা চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতে তিনি দাঁড়াতেন এবং তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ করতেন। অতপর রুকূ' করতেন। তারপর সিজদা দিতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও এরূপ করতেন। নামায সমাপ্ত করার পর তিনি আমাকে জাগ্রত দেখলে আমার সাথে কথা বলতেন ; আর আমি ঘুমিয়ে থাকলে তিনি শুয়ে পড়তেন।

❐

অধ্যায়-১৯

كتَابُ التَّهَجُّد

(তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের নামায পড়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِه نَافِلَةً لَكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

"আর হে নবী! তুমি রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ আদায় কর। এ দায়িত্ব তোমার জন্য অতিরিক্ত। তোমার পরওয়ারদিগার অবশ্যই তোমাকে মাকামে মাহমুদে (এক প্রশংসিত স্থানে) প্রেরণ করাবেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯

١٠٥٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَحَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

১০৫০. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. রাতের বেলায় যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়তে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। তুমিই আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর ব্যবস্থাপক। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, তুমিই আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যস্থিত সকল কিছুর নূর বা আলো (প্রাণশক্তি)। সকল প্রশংসা তোমারই। একমাত্র তুমিই আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যস্থিত সকল জিনিসের মালিক। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমিই বাস্তব ও সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার সাথে সাক্ষাত সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, সকল নবীই সত্য, মুহাম্মাদ স. সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছি, তোমার ওপরই তাওয়াক্কুল করেছি, তোমাকে স্মরণে রেখেই আমার সকল কাজের ব্যবস্থাপনা করেছি, তোমার কারণে বিবাদে লিপ্ত হয়েছি এবং তোমার কাছেই সববিষয়ে মীমাংসার জন্য পেশ করেছি। অতএব, আমার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রকাশ্য ও গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমিই অগ্রবর্তী ও পরবর্তী। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ বা রব নেই অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা রব নেই।

২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলায় নামায আদায়ের মর্যাদা।

١٠٥١. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِىْ حَيٰوةِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا رَاٰى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرٰى رُؤْيَا فَاَقُصَّهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا وَكُنْتُ اَنَامُ فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُ فِى النَّوْمِ كَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَانِىْ فَذَهَبَا بِىْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِىَ مَطْوِيَّةٌ كَطَىِّ الْبِئْرِ وَاِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَاِذَا فِيْهَا اُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لِىْ لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ بَعْدُ لاَيَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

১০৫১. সালেম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী স.-এর জীবদ্দশায় কোনো ব্যক্তি কোনো স্বপ্ন দেখলে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে তা বর্ণনা করতো। (সালেমের পিতা আবদুল্লাহ বলেন,) সুতরাং আমি স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতাম, যেন আমি তা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ব্যক্ত করতে পারি। তখন আমি ছিলাম একজন যুবক। রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে আমি মসজিদে নববীতেই ঘুমাতাম। (একদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম, দুজন ফেরেশতা যেন আমাকে ধরে নিয়ে জাহান্নামের দিকে গেল। তা ছিল কূপের পাড়ের মতো পাড় বাঁধা এবং দুটি স্তম্ভ বিশিষ্ট। আর এর মধ্যে আমার পরিচিত অনেক লোক ছিল। (এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে) আমি বলতে থাকলাম, জাহান্নাম থেকে আমি আল্লাহর কাছে মুক্তি প্রার্থনা করছি। আবদুল্লাহ বলেন, আমাদের সাথে অন্য এক ফেরেশতার সাক্ষাত হলে সে আমাকে বললো, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি স্বপ্নের এ বৃত্তান্ত হাফসার [নবী স.-এর স্ত্রী] কাছে বর্ণনা করলে তিনি তা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে বর্ণনা করলেন। সব শুনে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ কতই-না উত্তম ব্যক্তি! সে যদি রাতের বেলা নামায আদায় করতো (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়তো) তাহলে কতই না ভালো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ রাতে অল্প সময়ই ঘুমাতেন। (অর্থাৎ তিনি রাতের অধিকাংশ সময় নামায পড়ে কাটাতেন)।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামাযে দীর্ঘস্থায়ী সিজদা করা।

١٠٥٢. عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَاُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَاْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهِ الْمُنَادِىْ لِلصَّلاَةِ.

১০৫২. উরওয়া রা. থেকে বর্ণিত। আয়েশা রা. তাকে জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ্ স. রাতের বেলায় এগার রাকআত নামায পড়তেন। এটিই ছিল তাঁর (রাতের বেলার) নামায। ঐ নামাযে তিনি সিজদা এতখানি দীর্ঘায়িত করতেন যে, তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠানোর আগে তোমাদের যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতে পারতো। আর ফজরের নামাযের পূর্বে তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করে মুয়ায্যিন ফজরের নামাযের জন্য তাঁর কাছে আসা পর্যন্ত তিনি ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ পীড়িত অবস্থায় রাতের নামায পরিত্যাগ করা।

١٠٥٣.عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُوْلُ اشْتَكَى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً اَوْ لَيْلَتَيْنِ .

১০৫৩. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জুনদুবকে বলতে শুনেছি, (এক সময়ে) নবী স. পীড়িত হয়ে পড়লে (রাতের নামায তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য) তিনি এক রাত অথবা দু' রাত (নামাযের জন্য) ওঠেননি।

١٠٥٤.عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُحْتُبِسَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اَبْطَاءَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ـ سورة الضحى : ١ـ٣

১০৫৪. জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কাছে জিবরাঈল আ.-এর আগমন (কিছুদিন) বন্ধ হয়ে থাকলে একজন কুরাইশ নারী বললো, তার [নবী স.-এর] শয়তানটি তাঁর কাছে আসতে বিলম্ব করে ফেলেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে (আয়াত) নাযিল হলো—"দিনের আলো এবং অন্ধকার রাতের শপথ করে বলছি, তোমার রব তোমাকে ভুলে যাননি অথবা অসন্তুষ্টও হননি।"—সূরা আদ্ দোহা ঃ ১-৩

৫. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা নামায আদায় করা এবং ওয়াজিব নয় এমন নফল নামাযের জন্য নবী স. কর্তৃক অনুপ্রাণিত হওয়া। এক রাতে নবী স. আলী ও ফাতেমার বাড়ীতে তাদেরকে রাতের নামাযের জন্য উৎসাহিত করতে গিয়েছিলেন।

١٠٥٥.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِى ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلة مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبُ الْحُجُرَاتِ يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ ـ

১০৫৫. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. এক রাতে জাগ্রত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! (মহান ও পবিত্র আল্লাহ) রাতের বেলায় কত রকমেরই না ফেতনা ও পরীক্ষার বস্তু এবং কত রকমেরই না (কল্যাণ) ভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে। কে এমন আছে যে, এসব কুঠরীর নারীদেরকে [নবী স.-এর স্ত্রীগণকে] জাগিয়ে দেবে। অনেক নারী এমন, যারা দুনিয়াতে কাপড় পরে থাকবে অথচ আখেরাতে থাকবে উলঙ্গ।

١٠٥٦. عَنْ عَلِيْ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ اَلاَ تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِيْنَ قُلْتُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَىَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْئٍ جَدَلاً -

১০৫৬. আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. এক রাতে তাঁর ও নবী স.-এর কন্যা ফাতিমার কাছে আগমন করে বললেন, তোমরা নামায আদায় করছো না কেন? আলী রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের প্রাণ তো মহান আল্লাহর হাতে। তিনি আমাদেরকে জাগানোর ইচ্ছা করলেই তো আমরা জাগতে পারি। একথা বললে নবী স. ফিরে গেলেন এবং আমার দিকে আর ফিরে চাইলেন না। আমি শুনতে পেলাম, তিনি (পিঠ) ফিরে যেতে যেতে উরুর ওপর হাত চাপড়িয়ে বলছিলেন, মানুষ খুবই ঝগড়াটে স্বভাবের।

١٠٥٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهُ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّىْ لَاُسَبِّحُهَا -

১০৫৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এমন একটি কাজ পরিত্যাগ করতেন অথচ যেটি ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। কাজটি এ আশংকায় পরিত্যাগ করতেন, যাতে লোকেরা সে কাজ করতে শুরু করে এবং তা ফরয হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ স. কখনও চাশ্‌তের নামায পড়েননি। কিন্তু আমি তা সবসময়ই পড়ে থাকি।

١٠٥٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ -

১০৫৮. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. মসজিদে নামায আদায় করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলো। পরবর্তী রাতেও তিনি নামায আদায় করলেন এবং বহু লোকের সমাগম হলো। এরপরে তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে লোকেরা সমবেত হলে রসূলুল্লাহ স. বাড়ী থেকে তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন না। সকালবেলা তিনি লোকদেরকে বললেন, (গতরাতে) তোমরা যা করেছ তা সবই আমি

দেখেছি। তোমাদের ওপর (এ নামায) ফরয করে দেয়া হবে বলে আমি আশংকা করেছিলাম। সে কারণেই আমি আসিনি। এ ঘটনাটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতেরবেলা নবী স.-এর নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনা। তিনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা দু'টি ফুলে যেত। আর আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পা দু'টি ফেঁটে যেত। আরবীতে فطور শব্দের অর্থ হলো ফেঁটে যাওয়া। সুতরাং انفرت শব্দের অর্থ হলো ফেঁটে গেছে।

١٠٥٩. عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَيَقُوْمُ اَوْ يُصَلِّىَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْسَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ـ

১০৫৯. যিয়াদ (ইবনে ইলাকাতুস সা'লাবী) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরাকে বলতে শুনেছি, রাতেরবেলা নবী স. এতক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা দু'টি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পায়ের নলা দু'টি ফুলে যেত। এ ব্যাপারে বলা হতো (আপনি এত কষ্ট করেন কেন, আল্লাহ তো আপনার অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন)। জবাবে তিনি বলতেন, আমি কি (আল্লাহর) শোকর গোযার (কৃতজ্ঞ) বান্দাদের একজন হবো না ?

৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের শেষ দিকে ঘুমান।

١٠٦٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ اَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ـ

১০৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বলেছিলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় ও প্রিয় নামায হলো দাউদের নামায [অর্থাৎ আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আ.-এর নামায]। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় রোযা হলো দাউদের রোযা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন এবং পুনরায় এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। আর একদিন পর পর রোযা রাখতেন।

١٠٦١. عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتٰى كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ عَنِ الْاَشْعَثِ قَالَ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلّٰى ـ

১০৬১. মাসরূক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী স.-এর কাছে কোন্ প্রকারের আমল সবচেয়ে বেশী পসন্দনীয় ? তিনি বললেন, যে আমল নিয়মিত করা হয়। আমি বললাম, রাতের বেলায় তিনি কখন উঠতেন ? তিনি

(আয়েশা) জবাব দিলেন, যখন মোরগের ডাক শুনতেন (তখন উঠতেন)।[১] আশআস রা. তার বর্ণনায় বলেন, নবী স. মোরগের ডাক শুনে উঠতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

١٠٦٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحْرُ عِنْدِىْ الاَّ نَائِمًا تَعْنِى النَّبِىْ ﷺ

১০৬২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আমার ঘরে রাত্রি যাপনকালে যখনই প্রভাত হয়েছে তখনই) সকাল বেলা আমি নবী স.-কে আমার কাছে নিদ্রিত অবস্থায়ই পেয়েছি।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সেহরী খাওয়ার পর ফজরের নামায না পড়ে যে ঘুমায় না।

١٠٦٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَزَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ تَسَحَّرَ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِىُّ اللّٰهُ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ فَصَلَّيَا فَقُلْنَا لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً

১০৬৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন নবী স. ও যায়েদ ইবনে সাবিত এক সাথে সাহ্রী খেলেন। সেহরী খাওয়া শেষ করে নবী স. নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দুজনই নামায (ফজরের নামায) আদায় করলেন। (কাতাদাহ্ বলেন,) আমরা আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সাহ্রী ও নামাযের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, যে সময়ের মধ্যে একজন লোক পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারে।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায দীর্ঘ করা।

١٠٦٤.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضى اللّٰه عنه قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىْ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سُوْءٍ قُلْنَا مَا هَمَمْتُ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَقْعُدَ وَاَذَرَ النَّبِىَّ ﷺ.

১০৬৪. আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী স.-এর সাথে নামায পড়লাম। নবী স. এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি অপসন্দনীয় কাজ করতে মনস্থ করে ফেললাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি মনস্থ করেছিলে? তিনি বললেন, আমি নবী স.-কে অনুসরণ করা পরিত্যাগ করে বসে পড়তে মনস্থ করেছিলাম।

١٠٦٥.عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىْ ﷺ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

১০৬৫. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. রাতে যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন।

---

১. ইমাম বুখারী বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সালাম আবুল আহওয়াসের মাধ্যমে আশআসের কাছ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যখন তিনি [নবী স.] মোরগের ডাক শুনতেন তখন উঠে নামায আদায় করতেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর নামায কিরূপ ছিল এবং রাতের বেলা তিনি কত রাকআত নামায পড়তেন।

١٠٦٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ -

১০৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! রাতের নামায কেমন হবে ? (অর্থাৎ রাত্রিকালীন নামায কিভাবে আদায় করতে হবে ?) (জবাবে) তিনি বললেন, দু' দু' রাকআত করে আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে এক রাকআত মিলিয়ে বেজোড় করে নিবে।[২]

١٠٦٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَلٰوةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يَعْنِىْ بِاللَّيْلِ .

১০৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর রাতের নামায ছিল তের রাকআত।

١٠٦٨.عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَاحِدٰى عَشَرَةَ سِوٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ -

১০৬৮. মাসরূক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (তাঁর রাতের নামায ছিল) সাত, নয় এবং ফজরের দু' রাকআত বাদে এগার রাকআত।

١٠٦٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرِ وَرَكَعَتَا الْفَجْرِ -

১০৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রাতের বেলায় বিতর ও ফজরের দু' রাকআতসহ মোট তের রাকআত নামায আদায় করতেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে নবী স.-এর নামায আদায় করা ও নিদ্রা যাওয়া। আর রাতের যে পরিমাণ অংশ জেগে নামায আদায় করা তার জন্য মানসূখ (বাতিল) করা হয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً، نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً، اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاَ، اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وطْأً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً، اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاًo - المزمل : ١-٥

২. দু'রাকআতের পর আর এক রাকআত মিলিয়ে বিতরের নামায পড়ে নিতে বলা হয়েছে। যিনি এশার নামাযের সাথে বিতর পড়েনি তার জন্য এ ব্যবস্থা।

"হে চাদর আচ্ছাদিত (নবী!) রাত্রি বেলা কিছু সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থেকো। (এটি) অর্ধেক রাত অথবা তারও কিছু কম সময়। অথবা এর চেয়েও কিছু (সময়) বাড়িয়ে নাও। আর কুরআনকে থেমে থেমে স্পষ্ট করে পড়। আমি তোমার প্রতি একটি গুরুভার বাণী নাযিল করতে যাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা এবং কুরআনকে সঠিকভাবে পড়ে উপলব্ধি করার উপযুক্ত সময়।"

মহান আল্লাহ্ আরো বলেছেন :

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ - يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - المزمل : ٢٠ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض نَشَاءُ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ وِطَاءً قَالَ مُوَاطَاةُ الْقُرْاٰنِ اَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ لِيُوَطِئُوْ لِيُوَافِقُوْا -

"তিনি (আল্লাহ্) জানেন, তোমরা সময় সংরক্ষণ করতে পার না। সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করেছেন। এখন থেকে কুরআনের যতটুকু অংশ সহজেই পড়তে পার, পড়। তিনি (আল্লাহ্) জানেন তোমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক থাকে পীড়িত আর কিছু লোক আল্লাহ্র ফযল অর্থাৎ কৃষি অন্বেষণের জন্য ভ্রমণরত থাকে এবং এছাড়াও আরো কিছু লোক থাকে যারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে। অতএব, কুরআনের যতটুকু অংশ অনায়াসে পাঠ করা যায়, ততটুকুই পাঠ কর। সাথে সাথে নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করযে হাসানা[৩] (উত্তম কর্জ) প্রদান কর। তোমাদের নিজেদের জন্য যাকিছু তোমরা আগে পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহ্র কাছে মওজুদ পাবে। এটিই (এ পথই) তোমাদের জন্য উত্তম এবং এর পুরস্কারও বিরাট। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"–মুয্যাম্মিল ঃ ২০

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হাবশী ভাষার 'نشاء' শব্দটির অর্থ, 'قَامَ' (উঠে দাঁড়াল) আর 'وطاء' শব্দের অর্থ হলো কুরআনের অধিক অনুকূল। অর্থাৎ তার কান চোখ এবং হৃদয়ের বেশী অনুকূল এবং তাই তা কুরআনের মর্ম অনুধাবনে অধিকতর উপযোগী। لنواطؤا শব্দের অর্থ হলো যাতে তারা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।

---

৩. করযে হাসানার শাব্দিক অর্থ হলো উত্তম কর্জ। এর অর্থ হলো এমন কর্জ যা নিছক নেকীর উদ্দেশ্যে স্বার্থহীনভাবে কাউকে প্রদান করা হয়। এভাবে যে সম্পদই আল্লাহর পথে খরচ করা হয় সেটিকে আল্লাহ্ তাঁর নিজ দায়িত্বে পরিশোধ্য কর্জ বলে গ্রহণ করেন এবং প্রদানকারীকে শুধু আসল অর্থ নয়, বরং তা কয়েক গুণ বেশী পরিশোধ করার ওয়াদা প্রদান করেন। শুধু শর্ত এই যে, যে কাজ আল্লাহ্ পসন্দ করেন একমাত্র সে কাজেই তা ব্যয় করতে হবে।

١٠٧٠. عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَّ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَأَيْتَهُ ـ

১০৭০. হুমাইদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আনাসকে বলতে শুনেছেন, কোনো মাসে রসূলুল্লাহ স. একেবারেই রোযা রাখতেন না, এমন কি আমরা মনে করে বসতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযা রাখবেন না। আবার কোনো মাসে তিনি ক্রমাগত রোযা রাখতেন, এমন কি আমরা মনে করে নিতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেন না। রাতে যখনই আমরা তাঁকে নামাযরত দেখতে চাইতাম তখনই তাঁকে নামাযরত পেতাম। আবার যখন নিদ্রিত দেখতে চাইতাম তখনই তাঁকে নিদ্রিত দেখতে পেতাম।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলায় নামায না পড়লে শয়তান ঘাড়ে গিরা লাগায়।

١٠٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ·

১০৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় একটি করে ফুঁ দিয়ে বলে, এখনো দীর্ঘ রাত অবশিষ্ট, সুতরাং ঘুমাতে থাক। সে যদি সেই সময় নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে পড়ে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে একটি গিরা খুলে যায়, অযু করলে আরেকটি গিরা খুলে যায় এবং নামায পড়লে আরো একটি (শেষ) গিরা খুলে যায়। তখন প্রফুল্ল ও চটপটে মন নিয়ে তার ভোর হয় অন্যথায় অলস ও অপবিত্র মন নিয়ে তার ভোর হয়।

١٠٧٢. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرُّؤْيَا قَالَ اَمَّا الَّذِى يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ

১০৭২. সামুরাহ ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. থেকে স্বপ্নে দেখা বৃত্তান্ত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলে নবী স. বললেন, আর পাথরের আঘাতে যে ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে, সে ব্যক্তি কুরআন মুখস্ত করে (তৎপ্রতি যত্নশীল না হওয়ার কারণে) ভুলে যায় এবং ফজর নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়।

١٠٧٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيْلَ مَازَالَ نَائِمًا حَتّٰى اَصْبَحَ مَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنِهِ ـ

১০৭৩. আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সামনে এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলা হলো, সকাল না হওয়া পর্যন্ত সে ঘুমাতেই থাকে। (একথা শুনে) নবী স. বললেন, শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছিল।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের শেষ ভাগে নামায পড়া ও দোআ করা। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ـ

"রাত্রিকালে তারা কমই ঘুমায় এবং অতি প্রত্যুষে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

١٠٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقِىْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبُ لَه مَنْ يَّسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ ـ

১০৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মহান ও কল্যাণময় আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কে এমন আছ যে আমাকে ডাকতে চাও? (ডাকো) আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে এমন আছ, যে আমাকে নিজের অভাব জানিয়ে তা দূর করার জন্য প্রার্থনা করতে চাও? (প্রার্থনা কর) আমি তাকে প্রদান করবো এবং কে এমন আছ, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাও? (ক্ষমা প্রার্থনা করো) আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমায় এবং শেষাংশে ঘুম ত্যাগ করে উঠে। সালমান আবুদ্দারদাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ঘুমিয়ে থাক এবং রাতের শেষের দিকে নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে পড়বে। এ বিষয়ে নবী স. বলেছিলেন, সালমান সত্য কথা বলেছে।

١٠٧٥. عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلٰوةُ النَّبِىْ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى فِرَاشِه فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَاِنْ كَانَتْ بِه حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَاِلاَّ تَوَضَّاءَ وَخَرَجَ ـ

১০৭৫. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স.-এর রাতের নামায কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, তিনি রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন এবং শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করতেন এবং তারপর আবার শুয়ে পড়তেন। পরে মুয়ায্যিন যখন আযান দিতো তখন তিনি (বিছানা ছেড়ে) দ্রুত উঠে পড়তেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকলে গোসল করে নিতেন, অন্যথায় (শুধু) অযু করে (মসজিদের দিকে) চলে যেতেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময়ে নবী স.-এর রাতের নামায।

١٠٧٦. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ

صَلٰوةُ رُسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَتَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلا تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلٰثًا قَالَتْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ -

১০৭৬. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রসূলুল্লাহ স. রমযান মাসে (রাতের বেলা) কিভাবে নামায পড়তেন ? জবাবে তিনি (আয়েশা) বললেন, রমযান বা অন্যান্য সময় রসূলুল্লাহ স. (রাতের বেলা) এগার রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না। প্রথমে তিনি চার রাকআত নামায আদায় করতেন। তাঁর (নামায) দীর্ঘ হওয়া ও (তাঁর নামায) সর্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। (অর্থাৎ এতো দীর্ঘ ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর যা প্রশ্নের অতীত।) পরে তিনি আরো চার রাকআত নামায আদায় করতেন। এরও সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও দীর্ঘ হওয়া সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ো না। (অর্থাৎ প্রশ্নাতীতভাবে তা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর) এরপর তিনি তিন রাকআত নামায আদায় করতেন। আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি বিতর আদায়ের পূর্বে ঘুমান ? জবাবে তিনি বললেন, হে আয়েশা আমার দু' চোখ ঘুমায় কিন্তু কালব (আত্মা) ঘুমায় না।

١٠٧٧.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ شَيْئٍ مِّنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا كَبِرَ قَرَاءَ جَالِسًا فَاِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ -

১০৭৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী স.-কে রাতের বেলার কোনো নামাযেই বসে কেরায়াত করতে দেখিনি। অবশ্য তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লে বসেই কেরায়াত করতেন। কিন্তু (শেষের দিকে) যখন সূরার ত্রিশ বা চল্লিশটি আয়াত অবশিষ্ট থাকতো, তখন দাঁড়িয়ে ঐ আয়াতগুলো পাঠ করতেন এবং রুকূতে যেতেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও দিনের বেলা পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ এবং অযুর পর নামায পড়ার ফযীলত।

١٠٧٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِىْ

الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِى سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ ـ

১০৭৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) নবী স. (একদিন) ফজরের নামাযের সময় বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক কাজের কথা আমাকে বল। কেননা, জান্নাতে আমি তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল বললেন, দিন বা রাতের মধ্যে যখনই আমি পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করেছি (অযু করেছি) তখনই সেই (অযু) দ্বারা আমার সামর্থ্য অনুসারে নামায আদায় করেছি। এছাড়া আর কিছু তো করিনি।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদাত-বন্দেগীতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়।

١٠٧٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ هٰذَا الْحَبْلُ قَالُوْا مَا هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَحُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِىْ اِمْرَاَةٌ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذُكِرَ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْاَعْمَالِ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا.

১০৭৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় নবী স. (আমাদের কাছে) এসে দেখতে পেলেন যে, দুটি খুঁটির মাঝে রশি টাঙানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ রশিটা কিসের জন্য? লোকেরা বললো, এ রশি যয়নাবের (লটকানো) রাতের বেলা তিনি ইবাদাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এর ওপর গা এলিয়ে দেন (অর্থাৎ এর ওপর ঝুলে পড়েন)। এসব শুনে নবী স. বললেন, না, ওটা খুলে দাও। মনে ফুর্তি ও সতেজ ভাব থাকা পর্যন্তই তোমাদের যে কোনো লোকের ইবাদাত বন্দেগী (ফরয ছাড়া) করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন তার বসে পড়া উচিত। অন্য এক ঘটনায় আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা, মালেক, হিশাম ইবনে উরওয়া ও তার পিতা (যুবায়ের)-এর মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, বনী আসাদ গোত্রের একজন মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ স. আমার কাছে আগমন করলেন এবং (মহিলাটিকে দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটি কে? আমি বললাম, অমুক মহিলা আর তার নামাযের কথা উল্লেখ করে বললাম যে, সে রাতে ঘুমায় না। এসব শুনে রসূলুল্লাহ স. (বিরক্তির স্বরে) বললেন, থামো! সাধ্য অনুসারেই তোমাদের আমল বা কাজ করা উচিত। কেননা, তোমরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ক্লান্ত

হন না। (অর্থাৎ তোমরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যখন কাজ বন্ধ করে দাও আল্লাহ তাআলা তখনই সওয়াব বা পুরস্কার প্রদান বন্ধ করে দেন)।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে নামায আদায় করতে অভ্যস্ত ব্যক্তির তা পরিত্যাগ করা মাকরূহ।

١٠٨٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ـ

১০৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি সে লোকের মত হয়ো না, যে রাতে উঠে নামায আদায় করতো, কিন্তু (এখন) তা পরিত্যাগ করেছে।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ

١٠٨١. عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ قَالَ لِىْ النَّبِى ﷺ اَلَمْ اَخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ اِنِّىْ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَاِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَّلاَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ

১০৮১. আবুল আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি যে, নবী স. তাঁকে বলেছিলেন, আমি কি এ বিষয়ে অবহিত নই যে, তুমি রাত জেগে নামায ও ইবাদাত বন্দেগী কর আর দিনে রোযা রাখ ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এসব করে থাকি। তখন তিনি [নবী স.] বললেন, যদি তুমি এরূপ করতে থাক তাহলে তোমার চোখ দুর্বল হয়ে যাবে এবং শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার আছে এবং তোমার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরও তোমার ওপর অধিকার আছে। সুতরাং কখনো রোযা রাখবে আবার কখনো রোযা ভাঙ্গবে এবং কখনো রাত জেগে ইবাদাত করবে আবার কখনো ঘুমাবে।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করে তার মর্যাদা।

١٠٨٢. عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرْ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَوْدَعَا اُسْتُجِيْبَ لَه فَاِنْ تَوَضَّاءْ قُبِلَتْ صَلاَتُهٗ ـ

১০৮২. উবাদা (ইবনে সামেত) রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বলে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু

লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির, আল হামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

"একক ও লা-শরীক আল্লাহ। মালিকানা ও রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সকল প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সবকিছুর ওপরই শক্তিমান। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, তিনি মহান ও পবিত্র। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অপর কারোর শক্তি বা ইখতিয়ার নেই।" অতপর সে যদি বলে, "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" অথবা সে যদি কোনো দোআ করে তবে তা গৃহীত হয়। আর যদি সে অযু করে নামায আদায় করে তাহলে তার নামায কবুল করা হয়।

١٠٨٣.اَخْبَرَالْهَيْثَمِ بْنِ اَبِىْ سِنَانٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَقُصُّ فِى قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَالَكُمْ لاَ يَقُوْلُ الرَّفَثَ يَعْنِى بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ - وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ اِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِّنْ الْفَجْرِ سَاطِعُ، اَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا، بِهٖ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ ، يَبِيْتُ يُجَافِىْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهٖ، اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ،

১০৮৩. হাইসাম ইবনে আবু সিনান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরাকে তাঁর কোনো একটি বক্তৃতায় রসূলুল্লাহ স.-এর কথা উল্লেখ করে এ বলে বক্তৃতা করতে শুনেছেন যে, তোমাদের এক ভাই (অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা) তাঁর (রসূলুল্লাহ) সম্পর্কে কোনো বাজে বা মিথ্যা কথা বলেন না। [তিনি তাঁর কোনো একটি কবিতায় নবী স. সম্পর্কে বলেছেন,] 'আমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল বর্তমান আছেন, যিনি আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে শোনান। আর তাতে ভোরে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার মতোই শাশ্বত ন্যায় ও সত্য উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। অন্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাদেরকে ন্যায় ও হেদায়াতের সঠিক পথ দেখিয়েছেন অতএব আমাদের হৃদয় তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর তিনি যা বলেছেন তা-ই বাস্তব। তিনি নিজের দেহটাকে আরামদায়ক বিছানা থেকে দূরে রেখে রাত কাটান। (অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ চিন্তায় ও আল্লাহর ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দেন।) পক্ষান্তরে মুশরিকদের জন্য বিছানা ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে।

١٠٨٤ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ كَاَنَّ بِيَدِىْ قِطْعَةُ اِسْتَبْرَقٍ فَكَاَنِّىْ لاَ اُرِيْدُ مَكَانًا مِّنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ اِلَيْهِ وَرَاَيْتُ كَاَنَّ اِثْنَيْنِ اَتَيَانِىْ اَرَادَ اَنْ يَّذْهَبَا اِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكُ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ خَلِّيَا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اِحْدٰى رُؤْيَاىَ فَقَالَ النَّبِىُّ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوْا لاَ يَزَالُوْنَ يَقُصُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَلرُّؤْيَا اَنَّهَا فِى اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ ـ

১০৮৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সময় আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে এক টুকরো রেশমী বস্ত্র আছে। আর আমি জান্নাতের যেখানেই যেতে চাচ্ছি বস্ত্রখণ্ডটি আমাকে সেখানেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপর একটি স্বপ্নে আমি দেখলাম যে, আমার কাছে দুজন লোক এসে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ইতিমধ্যে একজন ফেরেশতা তাদের সামনে এসে বললো, তাকে ছেড়ে দাও। আর আমাকে বললো, ভীত হয়ো না। আমার এ দুটি স্বপ্নের একটির বিষয় হাফসা [নবী স.-এর স্ত্রী] নবী স.-এর কাছে বর্ণনা করলে নবী স. বললেন, আবদুল্লাহ্ কত ভাল! যদি সে রাতের বেলা নামায পড়তো তাহলে কতই না ভাল হতো ! সুতরাং এরপর থেকে আবদুল্লাহ রাতে নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। লোকেরা নবী স.-এর কাছে তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করতো যে, লাইলাতুল কাদর বা কদরের রাত (রমযান) মাসের শেষ দশকের সপ্তম দিন। তাই নবী স. বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমাদের স্বপ্নগুলো (রমযান) মাসের শেষ দশকের ব্যাপারে মিল রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তা (শবে কদর) অনুসন্ধান করতে চায় তাহলে সে যেন (রমযান) মাসের শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করে।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ফরয নামাযের আগেই দু' রাকআত নামায নিয়মিত আদায় করা।

١٠٨٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلّٰى ثَمَانِيْنَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَائَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا اَبَدًا ـ

১০৮৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এশার নামায আদায় করার পর আট রাকআত নামায পড়েছেন ও পরে দু' রাকআত নামায বসে আদায় করেছেন। এরপর দু' আযান অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আরো দু' রাকআত নামায আদায় করেছেন এবং এ দু' রাকআত নামায তিনি কোনো সময়ই পরিত্যাগ করতেন না।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করা।

١٠٨٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتِى الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ـ

১০৮৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ফজরের দু' রাকআত (সুন্নাত) আদায়ের পর ডান দিকে কাত হয়ে শুতেন। (অর্থাৎ ফরয আদায়ের পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য ডান দিকে কাত হয়ে বিশ্রাম করতেন।)

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ফরযের পূর্বে দু' রাকআত (সুন্নাত) নামায আদায় করার পর যে ব্যক্তি না শুয়ে অন্যের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হয়।

١٠٨٧. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى يُؤَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ ـ

১০৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ফজরের দু' রাকআত (সুন্নাত) আদায় করার পর আমি জাগ্রত থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় নামাযের আযান (নামাযের ইকামত) না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায দু' দু' রাকআত করে আদায় করা সম্পর্কে হাদীসে যাকিছু আছে। ইমাম বুখারী বলেন, আম্মার (ইবনে ইয়াসার), আবু যার গিফারী, আনাস, জাবির ইবনে যায়েদ, ইকরামা ও যুহরী থেকে এটাই (নফল নামায দু' রাকআত করে আদায় করতে হবে) বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী বলেছেন, আমাদের এলাকার সকল ফকাহাও (ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ) দিবাভাগের নফল নামাযও দু' রাকআত বলে স্বীকার করেছেন।

١٠٨٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّىْ فِى دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاَقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ قَالَ وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ ـ

১০৮৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. আমাদেরকে যেমনিভাবে কুরআনের সূরাগুলো শিক্ষা দিতেন তেমনিভাবে আমাদের সব রকমের কাজের ব্যাপারে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নামায ছাড়া দু রাকআত নফল নামায আদায় করে এবং তারপরে এই বলে দোআ করে ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার ইলমের সাহায্যে তোমার কাছে আমার কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরত ও শক্তির সাহায্যে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার মহান করুণা ও ফযল প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি শক্তিমান কিন্তু আমি দুর্বল। তুমি জ্ঞানী, কিন্তু আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি সকল অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত। অতএব, হে আল্লাহ্! তুমি যদি মনে কর এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন ও রুজি এবং পরিণামে

(অথবা তিনি বলেছিলেন) আমার আশু পরিণাম বা শেষ পরিণামের জন্য কল্যাণকর, তবে তুমি তা আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ করে দাও, তা আমার জন্য সহজসাধ্য ও সহজলভ্য করে দাও এবং আমার জন্য তাতে কল্যাণ দান কর। আর তুমি যদি মনে করো, এ কাজটি আমার জন্য আমার দীন, আমার জীবন ও জীবিকা এবং পরিণামে (অথবা তিনি) বলেছিলেন, আমার আশু পরিণাম বা শেষ পরিণামের জন্য অকল্যাণকর, তবে তুমি তা আমার থেকে দূরে রাখ, আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ এবং আমার তাকদীরে কল্যাণ লিপিবদ্ধ করে দাও তা যেখানেই থাক না কেন। আর তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও। অতপর নবী স. বললেন, এরপর নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা উল্লেখ করবে।

١٠٨٩. عَنْ اَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رَبْعِي اَلاَنْصَارِىُّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسُ حَتّٰى يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ـ

১০৮৯. আবু কাতাদা ইবনে রাবয়ীল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে প্রথমে দু' রাকআত নামায পড়ে নিবে, তারপর বসবে।

١٠٩٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ ـ

১০৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দু' রাকআত নামায পড়ালেন এবং তারপর তিনি চলে গেলেন।

١٠٩١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ـ

১০৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে যোহরের পূর্বে দু' রাকআত, যোহরের পরে দু' রাকআত, জুমআর পরে দু' রাকআত, মাগরিবের পরে দু রাকআত এবং এশার পরে দু' রাকআত নামায আদায় করেছি।[৪]

١٠٩٢. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلْ رَكْعَتَيْنِ ـ

৪. যোহরের পূর্বে দু' রাকআত নামায আদায়ের কথা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই ইমাম শাফেয়ী র.-এর মাযহাব। ইমাম আবু হানীফার মাযহাব হলো যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত আদায় করা। হযরত আয়েশা রা. থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ী মুহাম্মাদ ইবনে মুলতাকারের মাধ্যমে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত নামায পড়া নবী স. কখনো পরিত্যাগ করতেন না। মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী আয়েশার হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. যোহরের পূর্বে আমার ঘরে চার রাকআত নামায আদায় করতেন। তিরমিযী আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. যোহরের পূর্বে (অর্থাৎ ফরযের পূর্বে) চার রাকআত নামায আদায় করতেন। এসব বর্ণনায় যোহরের পূর্বে আদায়কৃত সুন্নাত নামাযের রাকআত দু' থেকে চার পর্যন্ত দেখা যায়। এ ধরনের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সাধারণত পূর্ণতর সংখ্যাই গ্রহণ করা হয়। সুতরাং অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞ ও আইনশাস্ত্রবিদগণই যোহরের পূর্বে সুন্নাত নামাযের পূর্ণতর সংখ্যা চার বলে ঐ সংখ্যাটিকেই গ্রহণ করেছেন।

১০৯২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (আনসারী) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. খুতবা প্রদানকালে (বক্তৃতা দেয়ার সময়) বলেছেন, (জুমআর দিনে) তোমাদের কেউ যদি এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হয় তখন ইমাম খুতবা প্রদান করছে অথবা খুতবাদানের জন্য মিম্বারে উঠতে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সে যেন তখন মাত্র দু রাকআত নামায আদায় করে নেয়।

١٠٩٣. عَنْ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ اُتِىَ ابْنُ عُمَرَ فِى مَنْزِلَهُ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَاَقْبَلْتُ فَاَجِدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاَجِدِ بِلاَلاً عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الاُسْطُوَانَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِى وَجْهِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوْصَانِىْ النَّبِىُّ ﷺ بِرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَقَالَ عِتْبَانُ ابْنُ مَالِكٍ غَدًا عَلَىْ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ -

১০৯৩. মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরের কাছে তাঁর বাড়ীতে গেলে সেই সময় তাঁকে খবর দেয়া হলো যে, রসূলুল্লাহ স. এই মাত্র কা'বাঘরে প্রবেশ করেছেন। ইবনে উমর বলেন, আমি (দ্রুত) সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম রসূলুল্লাহ স. কা'বাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিলালকে দেখলাম কা'বা ঘরের দরযার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সুতরাং আমি বিলালকে বললাম, হে বিলাল! রসূলুল্লাহ স. কি খানায়ে কা'বার মধ্যে নামায আদায় করেছেন ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন্ জায়গায় ? তিনি বললেন, এ দুটি স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। অতপর তিনি বের হয়ে এসে কা'বার সামনে দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবী স. আমাকে দু' রাকআত চাশ্তের নামায পড়তে আদেশ করেছেন। আর ইতবান ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, একদিন বেশ বেলা হলে রসূলুল্লাহ স., আবু বকর ও উমর আমার কাছে আগমন করলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাঁতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করলেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু' রাকআত (সুন্নাত) নামায আদায়ের পর কথাবার্তা বলা।

١٠٩٤.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ كُنْتَ مُسْتَيْقَظَةً حَدَّثَنِىْ وَاِلاَّ اِضْطَجَعَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيْهِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ.

১০৯৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) নবী স. (ফজরের) দু' রাকআত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। এরপর আমি জাগ্রত থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন।

অন্যথায় শুয়ে পড়তেন। (আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেন,) আমি সুফিয়ানকে বললাম, এ দু' রাকআত নামাযকে কোনো কোনো বর্ণনাকারী ফজরের (ফরযের পূর্বের) দু' রাকআত বলে বর্ণনা করে থাকেন। সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ, এটাই (ঠিক)। (অর্থাৎ ঐ দু' রাকআত নামায ফজরের সুন্নাত নামায)।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (ফরয ছাড়া অপর) দু' রাকআত নামায যথাযথ পড়া, আর যারা এ দু' রাকআত নামাযকে নফল বলে মনে করেছেন।

١٠٩٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِّنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ـ

১০৯৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কোনো নফলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এতখানি গুরুত্ব প্রদান করতেন না, যতখানি ফজরের দু' রাকআত নামাযের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু' রাকআত নামাযে কি পড়তে হবে।

١٠٩٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ـ

১০৯৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. রাতে তের রাকআত নামায আদায় করতেন। অতপর সকালে আযান শোনার পর সংক্ষিপ্ত করে দু রাকআত নামায আদায় করতেন।

١٠٩٧.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى اَنِّيْ لَاَقُوْلُ هَلْ قَرَاَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ ـ

১০৯৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ফজরের নামাযের পূর্বের দু রাকআত নামায এত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন যে, আমি ভাবতাম, তিনি কি সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন ?

নফল নামাযের অনুচ্ছেদসমূহ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযের পর (নফল) নামায আদায় করা।

١٠٩٨.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَاَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِيْ بَيْتِهٖ وَحَدَّثَتْنِيْ اُخْتِيْ حَفْصَةُ اَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرِ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ اَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا ـ

১০৯৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে যোহরের পূর্বে (ফরযের পূর্বে) দু রাকআত, যোহরের পরে দু রাকআত, মাগরিবের পরে দু রাকআত, এশার পরে দু রাকআত এবং জুমআর পরে দু রাকআত নামায আদায় করেছি। তবে মাগরিবের ও এশার পরের দু রাকআত নামায (তিনি) বাড়ীতে আদায় করতেন। (ইবনে উমর বলেন,) আমার বোন হাফসা আমাকে বলেছেন, ভোরের আলো দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর নবী স. (ফজরের) দু রাকআত খুব সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। এ সময় আমি নবী স.-এর কাছে যেতাম না।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফরয নামায আদায়ের পরে নফল আদায় করে না।

١٠٩٩.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا قُلْتُ يَا اَبَا الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّهُ ـ

১০৯৯. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আট রাকআত এবং সাত রাকআত নামায এক সাথে আদায় করেছি। আমর বলেন, আমি আবু শা'ছাকে বললাম, হে আবু শা'ছা! আমার মনে হয় তিনি যোহর দেরী করে, আসর তাড়াতাড়ী করে এবং এশা তাড়াতাড়ী করে, মাগরিব দেরী করে আদায় করেছেন। তিনি বললেন, আমিও তাই মনে করি।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে চাশ্‌তের নামায আদায় করা।

١١٠٠.عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ اَتُصَلِّيْ الضُّحٰى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَاَبُوْ بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيْ ﷺ قَالَ لاَ اَخَالُهُ ـ

১১০০. মুওয়াররিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি চাশতের নামায আদায় করে থাকেন? তিনি বললেন, না, (আমি চাশতের নামায আদায় করি না)। আমি বললাম, উমর কি আদায় করতেন? তিনি বললেন, না (তিনিও আদায় করতেন না)। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, আবু বকর কি আদায় করতেন? তিনি বললেন, না (তিনিও আদায় করতেন না)। আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম। তাহলে নবী স. কি আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমার মনে হয়, (তিনিও আদায় করতেন) না।

١١٠١.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى يَقُوْلُ مَا حَدَّثَنَا اَحَدُ اَنَّهُ رَاٰى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِيْ فَاِنَّهَا قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ

فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ اَرَ صَلٰوةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ

১১০১. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একমাত্র উম্মে হানী ছাড়া আর কেউ-ই রসূলুল্লাহ স.-কে চাশতের নামায পড়তে দেখেছে বলে আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। উম্মে হানী বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী স. তাঁর বাড়ীতে গিয়ে গোসল করে আট রাকআত নামায আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে ঐ রকম সংক্ষিপ্ত নামায (আদায় করতে) আর কখনো দেখিনি। তবে তিনি সঠিকভাবেই রুকূ ও সিজদা আদায় করছিলেন।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি চাশতের নামায আদায় করেনি এবং আদায় করা আর না করা উভয়টাকে জায়েয মনে করে।

١١٠٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحٰى وَاِنِّيْ لاَ سَبِّحُهَا

১১০২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে চাশতের নামায পড়তে দেখিনি। কিন্তু আমি তা পড়ে থাকি।[৫]

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীতে অবস্থানকালে চাশতের নামায আদায় করা। ইতবান (ইবনে মালেক আনসারী র.) নবী স. থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٠٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلٰثٍ لاَ اَدَعُهُنَّ حَتّٰى اَمُوْتَ صَوْمِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلٰوةِ الضُّحٰى وَنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ -

১১০৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলিল (বন্ধু) নবী স. আমাকে তিনটি কাজের আদেশ প্রদান করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করবো না। (তাহলো,) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, চাশতের নামায পড়া এবং বিতরের পর ঘুমানো।

١١٠٤.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّيْ لاَ اَسْتَطِيْعُ الصَّلٰوةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ اِلٰى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ بِمَاءٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فَلاَنِ بْنُ الْجَارُوْدِ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى قَالَ اَنَسُ مَا رَأَيْتُهُ صَلّٰى غَيْرَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ -

৫. দোহা বা চাশ্‌তের নামায রসূলুল্লাহ স. কখনো নিয়মিতভাবে আদায় করেননি। কোনো সময় তিনি তা আদায় করতেন আবার কোনো সময় তা পরিত্যাগ করতেন। হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনার অর্থ হলো, তিনি নবী স.-কে কখনো ক্রমাগতভাবে চাশতের নামায পড়তে দেখেননি।

১১০৪. আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, আনসারদের এক ব্যক্তি যে অত্যন্ত মোটা ছিল নবী স.-এর কাছে এসে বললো, আমি তো আপনার সাথে নামায আদায় করতে পারি না। (অথচ আপনার সাথে নামায আদায় করতে আমি খুবই আগ্রহী) সুতরাং সে নবী স.-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বাড়ীতে ডেকে নিলো এবং তাঁর জন্য পানি দ্বারা চাটাইয়ের একটি কোণ পরিষ্কার করলো। নবী স. তার ওপর দু রাকআত নামায আদায় করলেন। ফুলান ইবনে ফুলান ইবনে জারূদ (আবদুল হামীদ ইবনে মুনযির ইবনে জারূদ) আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবী স. কি চাশতের নামায আদায় করতেন? জবাবে আনাস বললেন, ঐদিন ছাড়া আর কোনো দিন আমি তাঁকে চাশতের নামায আদায় করতে দেখিনি।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের আগে (যোহরের ফরযের আগে) দু রাকআত নামায আদায় করা।

١١٠٥.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةٌ لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ -

১১০৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী স. থেকে দশ রাকআত নামায স্মরণ করে রেখেছি। যোহরের আগে দু রাকআত, যোহরের পরে দু রাকআত, মাগরিবের পরে বাড়ীতে দু রাকআত, এশার পর বাড়ীতে দু রাকআত এবং ফজরের নামাযের আগে দু রাকআত। আর এ দু রাকআত তিনি এমন সময় আদায় করতেন যখন কেউ তাঁর কাছে প্রবেশ করতো না। ইবনে উমর বলেন, আমার বোন হাফসা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুয়ায্যিন যখন আযান দিত এবং ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠতো তখন তিনি [নবী স.] দু রাকআত নামায আদায় করতেন।

١١٠٦.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .

১১০৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু রাকআত নামায আদায় করা কখনো ছাড়তেন না।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের আগে নামায পড়া।

١١٠٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

১১০৭. আবদুল্লাহ আল-মুযনী রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, তোমরা মাগরিবের নামাযের আগে নামায আদায় করে নাও। তবে লোকেরা এটাকে

সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করুক এটা তিনি চান না তাই তিনি তৃতীয় বারে বললেন, যে ইচ্ছা করে (সে পড়তে পারে)।[৬]

١١٠٨. عَنْ مُرْثِدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيِّ قَالَ اَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ اَلاَ اُعْجِبُكَ مِنْ اَبِيْ تَمِيْمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْاٰنَ قَالَ الشُّغْلُ.

১১০৮. মুরছিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল ইয়াযানী রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উকবা ইবনে আমের জুহানীর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, আবু তামীম সম্পর্কে আমি আপনাকে একথা বলে কি বিস্মিত করে দেবো না যে, তিনি মাগরিবের নামাযের আগে দু রাকআত নামায আদায় করে থাকেন ? (একথা শুনে) উকবা বললেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময় তো আমরা এরূপ করতাম। (অর্থাৎ মাগরিবের আগে নামায পড়তাম)। আমি বললাম, তাহলে এখন করতে কি বাধা রয়েছে ? তিনি বললেন, 'ব্যস্ততা'।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায জামাআতে নামায আদায় করা। আনাস ও আয়েশা রা. নবী স. থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٠٩. عَنْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِي اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَحْمُوْدُ اَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِي وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ اُصَلِّي لِقَوْمِيْ بِبَنِيْ سَالِمٍ وَكَانَ يَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ وَادٍ اِذَا جَائَتِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اِجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّي اَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَاِنَّ الْوَادِيَّ الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ قَوْمِيْ يَسِيْلُ اِذَا جَائَتِ الْاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اِجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ اَنَّكَ تَاْتِيْ فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِيْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلِّيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَفْعَلَ فَغَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارِ فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ اُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلٰى خَزِيْرٍ تُصْنَعُ لَهُ

৬. হাদীসে মাগরিবের আগে যে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে তা নফল হিসেবে পড়ার কথা বলা হয়েছে। তবে লোকেরা এটাকে সুন্নাত মনে করে তা আদায় করা অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করতে পারে। এজন্য নবী স. তা আদায় করা ও না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা প্রদান করে বলেছেন, যে চায় সে আদায় করুক। এতে জানা যায় যে, এ হাদীসে মাগরিবের আগে যে নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে তা সুন্নাত নয়, নফল। তবে মাগরিবের আগে নফল নামায আদায় করা সম্পর্কে ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও যারা তা জায়েয বলে মনে করেন, তারা দলীল হিসেবে এ হাদীসটি ও অনুরূপ অন্যান্য হাদীস পেশ করে থাকেন।

فَسَمِعَ اَهْلُ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتّٰى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكٌ لاَ اَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُلْ ذَاكَ اَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ اَمَّا نَحْنُ فَوَ اللّٰهِ لاَ نَرٰى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيْثَهُ اِلاَّ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيْهِمْ اَبُوْ اَيُّوْبَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَتِهِ الَّتِيْ تُوُفِّيَ فِيْهَا وَيَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ أَرْضِ الرُّوْمِ فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ اَبُوْ اَيُّوْبَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَظُنُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ فَكَبُرَ ذَالِكَ عَلَيَّ فَجَعَلْتُ لِلّٰهِ عَلَيَّ اِنْ سَلَّمَنِيْ حَتّٰى اَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِيْ اَنْ اَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ اِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ اَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتّٰى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَيْتُ بَنِيْ سَالِمٍ فَاِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ اَعْمٰى يُصَلِّيْ لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَاَخْبَرْتُهُ مَنْ اَنَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَالِكَ الْحَدِيْثِ ، فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۔

১১০৯. মাহমুদ ইবনে রাবী আনসারী রা. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে স্মরণ করে রেখেছেন এবং তাদের বাড়ীতে যে কূপ ছিলো সেই কূপ থেকে পানি মুখে নিয়ে যে কুল্লি রসূলুল্লাহ স. তার মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন তাও তার স্মরণ আছে। মাহমুদ বলেছেন, তিনি ইতবান ইবনে মালেক আনসারীকে বলতে শুনেছেন, (এ ইতবান ইবনে মালেক আনসারী বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন) আমি আমার কওম বনী সালেমের নামাযে ইমামতী করতাম। আমার ও তাদের (আমার কওমের) মাঝে একটি মাঠ ছিল। বৃষ্টি হলে সেটা অতিক্রম করে তাদের মসজিদে যাওয়া-আসার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়তো। তাই আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি অন্ধ এবং আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। আমার ও আমার কওমের মাঝে যে মাঠ রয়েছে, বৃষ্টি হলে তা প্লাবিত হয়ে যায়। সুতরাং তা অতিক্রম করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। সে জন্য আমি চাই যে, আপনি আমার বাড়ী গিয়ে একটি জায়গায় নামায আদায় করবেন। আমি সে জায়গাটি (স্থায়ীভাবে আমার) নামাযের জায়গা করে নেব। রসূলুল্লাহ স. (সব শুনে) বললেন, ঠিক আছে, শীগগিরই যাব। পরদিন সকালে সূর্যতাপ বেশ কিছু প্রখর হলে রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর আমার কাছে (বাড়ী) গিয়ে উপস্থিত হলেন। রসূলুল্লাহ স. বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

তোমার বাড়ীতে কোন্ জায়গায় আমি নামায পড়বো ? আমি তাঁকে ইশারা করে জায়গা দেখিয়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ স. সেখানে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। আর আমরা তাঁর পেছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। তিনি সেখানে দু রাকআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। আমরাও সালাম ফিরালাম। আমি এরপর রসূলুল্লাহ স.-কে তাঁর জন্য তৈরী করা খাযীরা নামক এক প্রকার খাবার গ্রহণ করার জন্য পেশ করলাম। রসূলুল্লাহ স. আমার বাড়ীতে এসেছেন পার্শ্ববর্তী লোকেরা একথা শুনতে পেয়ে অনেক লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো, (আমার) ঘরের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক জমে গেল। তাদের মধ্য হতে একজন লোক বললো, মালেক (একজন লোকের নাম) কি করছো ? তাকে তো (এখানে) দেখছি না। তাদের মধ্যকার আরেকজন লোক বলে উঠলো, আরে সে তো মুনাফিক। সে তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পসন্দ করে না। একথা শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, এরূপ কথা বলো না। তোমরা কি দেখছো না যে, সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে ঘোষণা দিয়েছে ? সে (লোকটি) বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে, আল্লাহর শপথ! আমরা দেখি যে, তার ভালবাসা এবং কথাবার্তা ও আলাপ-সালাপ মুনাফিকদের সাথেই বেশী। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর ঘোষণা দিয়েছে এবং এ দ্বারা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে অতএব আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। মাহমুদ ইবনে রাবী বর্ণনা করেছেন, আমি এ হাদীসটি এমন একদল লোকের মধ্যে বর্ণনা করলাম যাদের মধ্যে সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী ছিলেন। আমি যে যুদ্ধের সময় এ বর্ণনা করেছিলাম সেই যুদ্ধেই তিনি রোম দেশে ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন। এ যুদ্ধে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া ছিল তাদের আমীর বা সেনাধ্যক্ষ। আবু আইয়ুব আমার বর্ণিত এ হাদীস এবং তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার মনে হয় না যে, তুমি যা বললে, তা রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন। এটা আমার কাছে বড় খারাপ লাগল। সুতরাং আমি আল্লাহর নামে এ বলে মানত করলাম, যদি তিনি আমাকে এ যুদ্ধ হতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন আর ইতবান ইবনে মালেককে তাঁর কওমের মসজিদে জীবিত দেখতে পাই, তাহলে এ হাদীস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবো। পরে আমি (যুদ্ধ থেকে নিরাপদে) ফিরে আসলাম এবং হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হয়ে মদীনায় পৌছলাম। তারপর বনী সালেমের মসজিদে গিয়ে ইতবানকে বৃদ্ধ ও অন্ধ অবস্থায় দেখতে পেলাম। দেখলাম তিনি তার কওমের ইমামতি করছেন। যখন তিনি নামাযের সালাম ফিরালেন, তখন আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার পরিচয় জানালাম এবং পরে উক্ত হাদীসের ঘটনা (যা ব্যক্ত করার পর আবু আইয়ুব আনসারী তা অস্বীকার করেছিলেন) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি হুবহু পূর্বের মতই আমাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীতে নফল নামায পড়া।

١١١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ·

১১১০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের নফল নামাযের কিছু তোমরা বাড়ীতে আদায় কর। তোমাদের ঘরগুলো তোমরা কবরে পরিণত করো না।

অধ্যায়-২০

كتَابُ فَضْلُ الصَّلاَةِ فِىْ مَسْجِد مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

(মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায় করার ফযিলত)

১. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায় করার মর্যাদা।

١١١١ـ عَنْ قَزَاعَةَ : قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ اَرْبَعًا، قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً ـ

১১১১. কাযআ' র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী রা.-কে চারটি বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী স. থেকে শুনেছি। আবু সায়ীদ খুদরী রা. নবী স.-এর সাথে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

١١١٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ٠

১১১২. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, মসজিদে হারাম, মসজিদে রসূল [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদে নববী] এবং মসজিদে আকসা ছাড়া আর কোনো (মসজিদ যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে সফর করবে না।[৭]

١١١٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ٠

১১১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার এ মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়া মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রাকআত নামায আদায় করার চেয়েও উত্তম।

২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কুবা।[৮]

١١١٤ـ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُصَلِّى مِنَ الضُّحٰى اِلاَّ فِىْ يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدُمُ بِمَكَّةَ فَاِنَّهُ كَانَ يَقْدُمُهَا ضُحًى فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَاْتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَاْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ اَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ فِيْهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ اَنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَزُوْرُهُ

৭. উপরোল্লিখিত হাদীসে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা ছাড়া আর কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং কোনো মাজার অথবা দরগাহ যিয়ারতের জন্য বা অনুরূপ কোনো কাজের জন্যই হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী সফর করা জায়েয বা বৈধ নয়।

৮. কুবা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। রসূলুল্লাহ স. হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে তিনি সর্বপ্রথম কুবায় এ মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং তিন দিন পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। অতপর মদীনার দিকে যাত্রা করেন। এ ছাড়াও কুবা ও মসজিদে কুবার আরো বহু মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَصْنَعُ كَمَا رَاَيْتُ اَصْحَابِىْ يَصْنَعُوْنَ وَلاَ اَمْنَعُ اَحَدًا اَنْ يُصَلِّى فِىْ اَىِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ غَيْرَ اَنْ لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبِهَا ٠

১১১৪. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুটি দিন ছাড়া ইবনে উমর আর কোনো দিনই চাশতের (সময়) নামায আদায় করতেন না। (প্রথমত) যেদিন তিনি মক্কা আগমন করতেন। কারণ সেখানে তিনি চাশতের সময়ই উপস্থিত হতেন। সুতরাং (তখনই) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দু রাকআত নামায আদায় করতেন। (দ্বিতীয়ত) যেদিন তিনি কুবার মসজিদে গমন করতেন। তিনি প্রতি শনিবার (সপ্তাহে একদিন) এখানে আগমন করতেন। তাই মসজিদে (কুবায়) প্রবেশের পর নামায আদায় না করে সেখান থেকে বের হওয়া পসন্দ করতেন না। নাফে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবনে উমর) তাঁকে (নাফে'কে) বলতেন, আমি আমার সাথীদেরকে যেমন করতে দেখেছি ঠিক তেমনটিই করে থাকি। তবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মুহূর্তে নামায পড়ার ইচ্ছা না করলে দিন বা রাতের যে কোনো মুহূর্তেই হোক না কেন কেউ যদি নামায আদায় করে তবে তাকে আমি বাধা প্রদান করি না।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুবা মসজিদে প্রতি শনিবারে গমন করে।

١١١٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَفْعَلُهُ ٠

১১১৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কখনো সওয়ারীতে আরোহণ করে আবার কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় আগমন করতেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমরও ঐরূপ করতেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ কখনো সওয়ারীতে আরোহণ করে আবার কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় আগমন করা।

١١١٦.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْتِىْ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ٠

১১১৬. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কোনো সময় সওয়ারীতে আরোহণ করে আবার কোনো সময় পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় আগমন করতেন। এ হাদীসের সাথে ইবনে নুমায়ের উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে নাফে' থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "অতপর তিনি [নবী স.] সেখানে দু রাকআত নামায আদায় করতেন।"

৫. অনুচ্ছেদ ঃ [নবী স.-এর] কবর ও মসজিদে নববীর মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের মর্যাদা।

١١١٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ٠

১১১৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযেনী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি অংশ।[৯]

١١١٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلَى حَوْضِىْ ·

১১১৮. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। আর আমার মিম্বার আমার হাওযের কিনারে অবস্থিত।[১০]

৬. অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল মাকদিসের মসজিদ।

١١١٩. عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ يُحَدِّثُ بِاَرْبَعٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَعْجَبْنَنِىْ وَاٰنَقْنَنِىْ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ يَوْمَيْنِ اِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ فِى يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالاَضْحى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الاَقْصى وَمَسْجِدِىْ ·

১১১৯. যিয়াদের আযাদকৃত গোলাম কাযাআ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে নবী স. থেকে চারটি বিষয় বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমাকে খুবই আনন্দিত ও বিস্মিত করেছে। তিনি [নবী স.] বলেছেন, স্বামী বা মাহরাম (শরীয়তের দৃষ্টিতে যার সাথে বিয়ে হারাম এমন) ব্যক্তির সাথে ছাড়া মেয়েরা দুদিনের পথের দূরত্বে সফর করবে না, 'ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এ দুদিন রোযা রাখবে না, দুটি নামাযের পর নামায পড়বে না, ফজরের নামাযের পর বেলা না ওঠা পর্যন্ত (নামায পড়বে না), আর আসরের নামাযের পর বেলা অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নামায পড়বে না) এবং মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) এ তিনটি মসজিদে (নামায পড়ার উদ্দেশে) ছাড়া আর কোনো মসজিদের উদ্দেশে সফর করবে না।

---

৯. আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি। কথাটির অর্থ নিয়ে হাদীসবিশারদ ও ব্যাখ্যাদানকারীদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন, ঐ জায়গাটুকু হুবহু জান্নাতে রূপান্তরিত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানসমূহের ন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবে না। কেউ বলেন, এ জায়গায় বসে যে ইবাদাত-বন্দেগী করা হবে তা ইবাদাত-বন্দেগীকারীকে নিশ্চিতভাবেই জান্নাতে পৌঁছার কারণ হবে। এজন্যই স্থানটিকে রূপকভাবে জান্নাতের বাগিচা বলা হয়েছে।

১০. "আমার মিম্বার আমার হাউযের কিনারে অবস্থিত" এ কথার সত্যিকার তাৎপর্য তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অবগত। তবে কুরআন ও হাদীসে এ পৃথিবীর শেষ অবস্থা, হাউয সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত তথ্য এবং রসূলের মিম্বার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী পর্যালোচনা করলে মনে হয় যেন শেষ বিচারের পর এ পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে অন্যরূপে রূপান্তরিত করা হবে এবং ময়দানে হাশর এখানেই অনুষ্ঠিত হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

يَوْمَ تَبَدَّلُ الاَرْضُ غَيْرَ الاَرْضِ ـ ابراهيم : ٤٨

"যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত করে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করা হবে।"-(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮) এ থেকে বুঝা যায় পৃথিবীতে মানুষ যেসব ন্যায়-অন্যায় করেছে তার বিচারকার্য এখানেই সমাধা করা হবে। বিভিন্ন হাদীসে হাউয ও এর দৈর্ঘ-প্রস্থের পরিমাণও উল্লেখ করা হয়েছে। দৈর্ঘ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোনো হাদীসে আকাবা উপসাগরের একেবারে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আয়লা থেকে নিয়ে ইয়ামানের সানআ পর্যন্ত, কোনো হাদীসে আয়লা থেকে আদন (এডেন) পর্যন্ত দৈর্ঘের কথা বলা হয়েছে। আর প্রস্থের কথা বলা হয়েছে আয়লা থেকে হুজফা (জিদ্দা ও রাবেগের মধ্যবর্তী একটি জায়গা) পর্যন্ত। এসব হাদীস সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করলে স্বভাবতই একটা ধারণা জন্মে যে, তাহলে বর্তমান লোহিত সাগরকেই হয়ত হাউযে রূপান্তরিত করা হবে। আর এভাবে রসূলুল্লাহ স.-এর মিম্বার হাউযের কিনারে অবস্থিত একথাটির তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ লোহিত সাগরের তীর থেকে মদীনার দূরত্ব সামনে রেখে দেখলে মদীনা লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত।

অধ্যায়-২১

أَبْوَابُ الْعَمَلِ فِى الصَّلاَةِ

(নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজসমূহ)

১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাতের দ্বারা সাহায্য নেয়া। তবে যদি তা নামাযেরই অঙ্গীভূত কোনো কাজ হয় তাহলে করা যেতে পারে। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নামায রত অবস্থায় যে কোনো লোক তার শরীরের সাহায্য নিতে পারে। নামাযরত অবস্থায় আবু ইসহাক তাঁর টুপি খুলে রেখে দিয়েছিলেন এবং আবার উঠিয়েছিলেন। আলী রা. তাঁর ডান হাতের তালু বাঁ হাতের কব্জির ওপরে রাখতেন। তবে শরীরের কোনো স্থানে (চামড়ার ওপর) চুলকালে তিনি তা চুলকাতেন অথবা কাপড় ঠিক করতেন।

١١٢٠. عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ اٰيَاتٍ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِى وَاَخَذَ بِاُذُنِى الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ·

১১২০. ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইব রা. তাঁর (ইবনে আব্বাস) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে আব্বাস) একদিন তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রা.-এর কাছে রাত্রি যাপন করলেন। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি বালিশের আড় দিকে (মাথা রেখে) শয়ন করলাম আর রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা) দৈর্ঘের দিকে মাথা রেখে শয়ন করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ স. ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত অর্ধেক হলে অথবা দুপুরের কিছু পূর্বে অথবা কি পরে রসূলুল্লাহ স. ঘুম থেকে জেগে উঠে বসলেন এবং দু হাত দিয়ে চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করলেন। তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। অতপর লটকান (পানি ভর্তি) মশকের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পানি দ্বারা উত্তমরূপে অযু করলেন এবং পরে নামাযে দাঁড়িয়ে

গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমিও উঠে তিনি [নবী স.] যা যা করেছিলেন তা করলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে (নামাযে) দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ স. তাঁর ডান হাত আমার মাথার ওপর রেখে আমার ডান কান ধরে মোচড় দিলেন। পরে তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন, তারপর দু রাকআত, তারপর দু রাকআত, তারপর দু রাকআত, তারপর দু রাকআত, তারপর আরো দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতর পড়ে শুয়ে পড়লেন। পরে মুয়ায্যিন এসে নামাযের কথা বললে, তিনি উঠে সংক্ষিপ্ত দু রাকআত নামায পড়লেন এবং (ঘর থেকে) বের হয়ে (মসজিদে) গিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে কথাবার্তা বলা নিষেধ।

١١٢١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلاَةِ شُغْلاً.

১১২১. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন সময় নবী স.-কে সালাম করতাম যখন তিনি নামাযে থাকতেন। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। কিন্তু আমরা নাজ্জাশীর কাছ থেকে (হাবশা হতে) ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিলে তিনি তার জবাব দিলেন না। বরং (পরে) বললেন, নামাযের অবস্থা বড় রকমের ব্যস্ততার অবস্থা। (অর্থাৎ বান্দা সে সময় স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সাথে ব্যস্ত থাকে, এটিই যে আর কোনো ব্যস্ততার চেয়ে বড় ব্যস্ততা। সুতরাং এ সময় আর কারো সাথে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়)।

١١٢٢. عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِى زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ اِنَّا كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتّٰى نَزَلَ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ الاٰيَةُ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ .

১১২২. আবু আমর শায়বানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে আরকাম আমাকে বলেছেন, নবী স.-এর সময় আমরা নামাযের মধ্যে (নামাযরত অবস্থায়) কথা বলতাম এবং আমাদের যে কেউ অপরের সাথে তার প্রয়োজন সম্পর্কেও কথাবার্তা বলতো। পরবর্তী সময়ে এ আয়াত, "তোমরা তোমাদের নামাযসমূহের পুরোপুরি হেফাযত করো" নাযিল হলে তখন আমরা চুপচাপ নামায পড়তে আদিষ্ট হলাম।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য নামাযে যে ধরনের তাসবীহ ও তাহমীদ পড়া জায়েয।

١١٢٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ

نَعَمْ اِنْ شِئْتُمْ فَاَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا التَّصْفِيْحِ هُوَ التَّصْفِيْقُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا الْتَفَتَ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّفِّ فَاَشَارَ اِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلّٰى

১১২৩. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বনী আমর ইবনে আওফের (আওস সম্প্রদায়ের একটি গোত্র) সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের কথাবার্তা ও আলোচনার জন্য বের হলেন। (আলাপ-আলোচনা চলাকালে) নামাযের সময় হলে বিলাল আবু বকরের কাছে এসে বললেন, নবী স. (তো কাজে) আটকে পড়েছেন, অতএব, (আপনি) চলুন, নামাযে লোকদের ইমামতী করবেন। তিনি (আবু বকর) বললেন হ্যাঁ, তোমরা যদি চাও তবে হতে পারে। তখন বিলাল (নামাযের জন্য) ইকামত দিলেন। আবু বকর সামনে এগিয়ে গেলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে নবী স. আগমন করলেন এবং কাতার ডিঙিয়ে সামনে এগোতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ সময় লোকেরা তাসফীহ্ করতে শুরু করলো। সাহল বললেন, তাসফীহ্ কাকে বলে জান ? তাসফীহ্ হলো হাতে তালি বাজানো। কিন্তু নামাযরত অবস্থায় আবু বকর সেদিকে কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপই করলেন না। তবে লোকেরা অধিক তালি বাজাতে থাকলে তিনি দৃষ্টি ফিরালেন এবং নবী স.-কে সামনের কাতারে দেখতে পেলেন। তিনি আবু বকরকে ইশারা করে বললেন, নিজ জায়গাতেই থাক। কিন্তু আবু বকর দু হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা (তাহমীদ) করলেন এবং পিছিয়ে আসলে নবী স. অগ্রসর হয়ে নামায আদায় করলেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামাযে কোনো কওম বা গোত্রকে নামকরণ করে সালাম করলো অথবা নামাযরত অবস্থায় অজানা লোককে সালাম দিলো।

١١٢٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَنُسَمِّيْ وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

১১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযে আততাহিয়াতু (মোবারকবাদ বা শুভেচ্ছা) বলতাম এবং নামকরণ করে বলতাম আর পরস্পরকে সালাম দিতাম। এসব শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা (এসব না বলে) বরং

বলো, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিইয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।" শুভেচ্ছা আল্লাহর জন্য। তাঁর কাছেই সমস্ত দোআ ও প্রার্থনা এবং সকল পবিত্রতাও তাঁরই। হে নবী, আপনার ওপর আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকতসমূহ নেমে আসুক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সকল সালেহ ও নেক বান্দার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ নেই বা মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ স. তাঁর বান্দা ও রসূল। তোমরা যখন এরূপ বলবে তখন আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল নেক বান্দার প্রতিই সালাম প্রেরণ করা হবে।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জন্য হাত তালি দেয়া।

١١٢٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

১১২৫. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, নারীদের জন্য তালি বাজানো এবং পুরুষের জন্য তাসবীহ পাঠ করা বিধেয়।[১১]

৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইমামের পিছিয়ে আসা অথবা প্রয়োজনে পেছনে থেকে কারো সামনে এগিয়ে গিয়ে ইমাম হওয়া। ---- সাহল ইবনে সা'দ রা. নবী স. থেকে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢٦.عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَاهُمْ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِهِمْ فَفَجَاَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يَفْتَتِنُوْا فِىْ صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ رَاَوْهُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ اَتِمُّوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَاَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّىَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ﷺ.

১১২৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক সোমবারে মুসলমানগণ ফজরের নামায পড়ছিলেন আর আবু বকর রা. তাঁদের নামাযে ইমামতী করছিলেন। এ সময় আকস্মিকভাবে নবী স. তাঁদের দৃষ্টিগোচর হলেন। তিনি আয়েশার ঘরের পর্দা উঠিয়ে তাদেরকে দেখছিলেন। তখন সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। তা দেখে তিনি [নবী স.] মৃদু হাসলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর (সামনে থেকে) পিছু হটে আসতে চাইলেন। তাঁর (আবু বকর) মনে হলো যেন রসূলুল্লাহ স. নামাযে আসতে চাচ্ছেন। মুসলমানগণ নবী স.-এর এ অবস্থা (রোগ মুক্তির লক্ষণ) দেখে খুশী হয়ে নামায ছেড়ে দিতে

১১. নামাযের মধ্যে ইমাম ভুল করলে মেয়েরা ইমামের সে ভুল শুধরাবার জন্য তালি বাজিয়ে তাকে অবহিত করবে। তালি বাজানোর নিয়ম হলো ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠে সজোরে মেরে শব্দ সৃষ্টি করবে। আর পুরুষেরা এ উদ্দেশ্যে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) বলবে। ইমাম তখন তার ভুল শুধরে নেবেন।

চাইলেন। নবী স. তাদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, নামায পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি (ঘরের) পর্দা ছেড়ে দিলেন আর সেদিনই ওফাত প্রাপ্ত হলেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মা যদি নামাযরত ছেলেকে আহ্বান করে তাহলে সেই মুহূর্তে ছেলের করণীয়।

١١٢٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزْ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادَتِ امْرَأَةٌ اَبْنَهَا وَهُوَ فِى صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّى وَصَلَاتِىْ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّى وَصَلَاتِىْ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّى وَصَلَاتِىْ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ لَا يَمُوْتُ جُرَيْجُ حَتّٰى يَنْظُرَ فِىْ وَجْهِ الْمَيَامِيْسِ وَكَانَتْ تَأْوِىْ اِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيْلَ لَهَا مِمَّنْ هٰذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جُرَيْجُ اَيْنَ هٰذِهِ الَّتِىْ تَزْعُمُ اَنَّ وَلَدَهَا لِىْ قَالَ يَا بَابُوْسُ مَنْ اَبُوْكَ قَالَ رَاعِى الْغَنَمِ.

১১২৭. আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আবু হুরাইরার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, একজন স্ত্রীলোক ইবাদাতখানায় নামাযরত পুত্রকে ডাকলো ঃ হে জুরাইজ! সে (পুত্র) বললো, হে আল্লাহ ! একদিকে আমার নামায অন্যদিকে আমার মায়ের ডাক। স্ত্রী লোকটি আবার ডাকলো, হে জুরাইজ! এবার সে বললো, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মায়ের আহ্বান অপরদিকে আমার নামায। তখন স্ত্রী লোকটি বদদোআ করলো, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত জুরাইজের যেন মৃত্যু না হয়। তার (জুরাইজ) ইবাদাতখানার পাশে এসে এক রাখালিণী বকরী চরাত। সে একটি অবৈধ সন্তান প্রসব করলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ সন্তান কার ? সে বললো, জুরাইজের। সে একদিন তার ইবাদাতখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। জুরাইজ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো। সেই স্ত্রী লোকটি কোথায় যে বলে যে, তার গর্ভের সন্তান আমার ? (অতপর স্ত্রী লোকটিকে সন্তানসহ উপস্থিত করা হলে জুরাইজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বললো, বাবুছ! বলতো তোমার পিতা কে ? সে (বাচ্চাটি) বললো, বকরীর রাখাল।[১২]

---

১২. এ ঘটনার সময় যে শরীআত কার্যকর ছিল তাতে নামাযরত অবস্থায় কথা বৈধ ছিল। তাই ছেলেকে জবাব দিতে না দেখে তার মা উক্ত বদদোআ করেছিল। কিন্তু জুরাইজ মনে করেছিল, আল্লাহর দাস তার রবের কাজ বাদ দিয়ে কোনো মানুষের সাথে ব্যস্ত হতে পারে না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও নামায অবস্থায় কথাবার্তা বলায় কোনো বাধা ছিল না। পরে কুরআন মজীদের একটি আয়াতের নির্দেশ মুতাবেক তা রহিত হয় এবং নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা ও সালাম দেয়া নিষিদ্ধ ও নাজায়েয বলে ঘোষিত হয়। সুতরাং ইসলামী শরীআতে নামযরত অবস্থায় পিতা-মাতা বন্ধু-বান্ধব যে কেউ ডাকুক না কেন তার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে কথাবার্তা বলা বা নামায ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা নবী স. বলেছেন, কোনো মানুষের আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া যাবে না। কেননা, শরীআত আল্লাহ তাআলার যে হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা পিতামাতা ও অন্যান্যদের হকের চেয়ে অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহর অধিকার পুরোপুরি পালন করার আগে অন্য কারোর অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেয়া যাবে না। তবে নামাযরত থাকাকালে পিতামাতা কেউ ডাকলে বা প্রয়োজন মনে করলে নামায সংক্ষিপ্ত করে তাদের ডাকে সাড়া দেয়াকে ওলামায়ে কেরামগণ উত্তম পন্থা বলে মনে করেন। কেননা, নামাযরত থাকাকালে কেউ নবী স.-এর প্রয়োজন মনে করলে অথবা তাকে ডাকলে তিনি নামায সংক্ষেপ করে ডাকে সাড়া দেয়া প্রয়োজন মনে করতেন। কিন্তু নামায বাতিল করতেন না। তবে কোনো মযলুম, ডুবন্ত ও আগুনে পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য বিনা আহ্বানেই নামায ভঙ্গ করা যেতে পারে।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কংকর বা অনুরূপ কিছু অপসারণ করা।

١١٢٨. عَنْ اَبِى سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُعَيْقِيبٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ـ

১১২৮. আবু সালামা মুআইকীব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। সিজদার জায়গায় মাটি সমতলকারী ব্যক্তি সম্পর্কে নবী স. বলেছেন, যদি তোমাকে এরূপ করতেই হয়, তাহলে মাত্র একবার তা করতে পার।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় সিজদার জন্য কাপড় বিছানো।

١١٢٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَن يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ـ

১১২৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে নামায আদায় করতাম। প্রচণ্ড গরমের জন্য আমাদের কেউ যখন মাটিতে কপাল স্থির রাখতে পারতো না তখন সে তার কাপড় বিছিয়ে তার ওপরে সিজদা করতো।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয।

١١٣٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَمُدُّ رِجْلِىْ فِى قِبْلَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَرَفَعْتُهَا فَاِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا ـ

১১৩০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সামনের দিকে (তিনি যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন) পা টান করে শুয়ে থাকতাম। তিনি সিজদা করার সময় আমার পায়ে খোঁচা দিতেন। আমি পা টেনে নিতাম এবং যখন তিনি (সিজদা থেকে) উঠে দাঁড়াতেন তখন আবার আমি পা টান করে বিছিয়ে দিতাম।

١١٣١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِىْ فَشَدَّ عَلَىَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَىَّ فَاَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ مِنهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اُوْثِقَهُ اِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَيَنْبَغِىْ لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ فَرَدَّهُ اللّٰهُ خَاسِئًا ـ

১১৩১. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] এক সময় নামায আদায় করে বললেন, শয়তান আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নামায নষ্ট করে দেয়ার জন্য আমার ওপর আক্রমণ করলো (এবং নামায পূর্ণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর করে দিল)। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর বিজয়ী করে দিলেন, আমি তাকে পরাস্ত করলাম এবং একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখতে চাইলাম যাতে সকালে উঠে তোমরা তাকে দেখতে পাও। কিন্তু

সুলাইমানের (সুলাইমান নবী) একটি কথা আমার মনে হলো। (তিনি আল্লাহর কাছে এই বলে আবেদন করছিলেন) হে রব, আমাকে এমন বাদশাহী ও রাজত্ব দান কর আমার পরে যা আর কারো জন্য হবে না। অতপর আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ নামায অবস্থায় কারো পশু ছাড়া পেয়ে পালাতে থাকলে তাকে কি করতে হবে ? কাতাদা র. বর্ণনা করেছেন, নামাযরত ব্যক্তির কাপড় যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে সে নামায পরিত্যাগ করে চোরের পশ্চাদ্ধাবন করবে।

١١٣٢. عَنِ الْاَزْرَقِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْاَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُوْرِيَّةَ فَبَيْنَا اَنَا عَلَى جُرُفِ نَهْرٍ اِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَاِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ اَبُوْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِهٰذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَاِنِّى غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ اَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَوْ ثَمَانِىَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيْرَهُ وَاِنِّى اِنْ كُنْتُ اَنْ اَرْجِعَ مَعَ دَابَّتِى اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَدَعَهَا تَرْجِعُ اِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَىَّ

১১৩২. আযরাক ইবনে কায়েস রা. বর্ণনা করেছেন, আহওয়ায নামক জায়গায় আমরা হারুরিয়া খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমরা একটি ঝর্ণার তীরে অবস্থান করছিলাম তখন এক ব্যক্তি এসে নামায আদায় করতে শুরু করলো। কিন্তু তার সওয়ারীর লাগাম তার হাতে ধরা ছিল। জন্তুটি তার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্য টানাটানি শুরু করলো আর লোকটি তার পেছনে পেছনে যেতে থাকলো। শো'বা বলেন, লোকটি ছিল আবু বারযা আসলামী। এসব দেখে একজন খারেজী বলতে লাগলো, হে আল্লাহ ! এ বুড়োর অকল্যাণ কর। বৃদ্ধ লোকটি নামায শেষ করে উঠে বললো, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ছয়, সাত অথবা আটটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং (নামাযের ব্যাপারে) তাঁকে সহজ পথ গ্রহণ করতে দেখেছি। অতএব জন্তুটিসহ (তার পিঠে আরোহণ করে) যদি ফিরে যেতে পারি তবে সেটা আমার কাছে ওকে পরিত্যাগ করে গোয়ালে ফিরে যেতে দিয়ে (আমার) কষ্ট করে (পায়ে হেঁটে) ফিরে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

١١٣٣. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَرَأَ سُوْرَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى ثُمَّ رَكَعَ حَتّٰى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِى الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوا حَتّٰى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا كُلَّ شَىْءٍ وُعِدْتُهُ حَتّٰى لَقَدْ رَأَيْتُ اُرِيْدُ اَنْ اٰخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِى جَعَلْتُ اَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِى تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِىْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ٠

১১৩৩. উরওয়া রা. থেকে বর্ণিত। আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময় একদিন সূর্যগ্রহণ হলে রসূলুল্লাহ স. নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি একটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করে রুকূ করলেন এবং দীর্ঘসময় রুকূতে থাকলেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা তুলে অন্য একটি সূরা (পাঠ করতে) শুরু করলেন। এরপর পূর্ণ রুকূ করে সিজদায় গেলেন। পরে দ্বিতীয়বারও (দ্বিতীয় রাকআতে) অনুরূপ করলেন। এরপর বললেন, এ দুটি হচ্ছে (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুটি নিদর্শন। যখন তোমরা এরূপ (চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ) দেখবে তখন গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে থাকবে। আমাকে যেসব জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সব-ই আমি এ জায়গা থেকে দেখলাম। এমনকি যখন তোমরা আমাকে অগ্রসর হতে দেখতে পেলে তখন আমি দেখতে পেলাম, আমি জান্নাতের ফলের একটি ছড়া নেয়ার ইচ্ছা করছি। আর যখন তোমরা আমাকে পেছনে হটতে দেখলে তখন আমি জাহান্নামকে দেখতে পেলাম তার অংশগুলো পরস্পরকে গ্রাস করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। আর সেখানে আমর ইবনে লুহাইকেও দেখলাম, যে সায়েবা প্রথার প্রচলন করেছিল।[১৩]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে (যেভাবে) থুথু নিক্ষেপ বা ফুঁ দেয়া জায়েয। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. চন্দ্রগ্রহণের নামাযে সিজদার সময় ফুঁ দিয়েছিলেন।

١١٣٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىْ نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى اَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ اَحَدِكُمْ فَاِذَا كَانَ فِى صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ اَوْ قَالَ لاَ يَتَخَعَّنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا بَزَقَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ

১১৩৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (একদিন) মসজিদের কিবলার দিকে নাকের ময়লা নিক্ষিপ্ত দেখে মসজিদের লোকদের ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের যে কোনো লোকের কিবলার দিকে। সুতরাং নামাযরত অবস্থায় সে যেন থুথু নিক্ষেপ না করে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বললেন, নাকের ময়লা নিক্ষেপ না করে। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এসে হাতের নখ দ্বারা চিমটে তা পরিষ্কার করলেন। ইবনে উমর রা. বলেছেন, তোমাদের কেউ থুথু ফেললে তা বাঁ দিকে ফেলবে।

١١٣٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِى صَلاَتِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ٠

১১৩৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযরত থাকে তখন সে তার রবের সাথে গোপন আলাপ আলোচনায় রত থাকে। সুতরাং সে যেন সামনে বা ডান দিকে থুথু না ফেলে বরং বাঁ দিকে বা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

---

১৩. সায়েবা প্রথা ছিল এরূপ—জাহেলী যুগে দেবতার নামে উট ছেড়ে দেয়া হতো, সে উটের দুধ পান করা হতো না এবং সে উটের ওপর কোনো বোঝা চাপান হতো না। ভার বহনের জন্য ব্যবহার করা হতো না।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতা বশতঃ যে ব্যক্তি নামাযে তালি বাজাবে তার নামায নষ্ট হবে না। এ বিষয়ে সাহল ইবনে সা'দ রা. নবী স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো মুসল্লীকে যদি বলা হয়, এগিয়ে যাও, অথবা (যদি বলা হয়) অপেক্ষা করো, আর তদনুযায়ী যদি অপেক্ষা করে তবে কোনো দোষ নেই।

١١٣٦.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوْ أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلٰى رِقَابِهِمْ فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا.

১১৩৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করতো এবং তাদের লুঙ্গী ছোট হওয়ার কারণে সেগুলো তারা গলার সাথে বেঁধে নিতো। তখন স্ত্রীলোকদেরকে বলা হলো, যতক্ষণ পুরুষেরা সিজদা থেকে মাথা তুলে ঠিক মতো না বসে ততক্ষণ যেন তারা (স্ত্রীলোকগণ) সিজদা থেকে মাথা না উঠায়।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় সালামের জবাব দিবে না।

١١٣٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَىَّ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ وَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلاَةِ شُغُلاً.

১১৩৭. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামাযে থাকাকালে আমি তাঁকে সালাম দিতাম আর তিনি আমাকে তার জবাব দিতেন। কিন্তু আমরা (হাবশা থেকে) ফিরে আসার পর আমি তাঁকে নামাযরত থাকাকালে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে তার জবাব দিলেন না। বরং বললেন, নামাযের মধ্যে (এক গুরুত্বপূর্ণ) ব্যস্ততা রয়েছে। (অতএব নামাযে থাকা অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া যাবে না।)

١١٣٨.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَوَقَعَ فِىْ قَلْبِىْ مَا اللّٰهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِىْ نَفْسِى لَعَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ عَلَىَّ اَنِّى اَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَوَقَعَ فِى قَلْبِىْ اَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَىَّ فَقَالَ اِنَّمَا مَنَعَنِى اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ اَنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ وَكَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

১১৩৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে তাঁর এক কাজে পাঠালেন। আমি চলে গেলাম আর কাজ করে ফিরে আসলাম। আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। এতে আমার মনে এতো দুঃখ হলো যে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি মনে মনে বললাম, হয়ত আমি

ফিরে আসতে দেরী করেছি, সে জন্য রসূলুল্লাহ স. আমার ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। আমি পুনরায় তাঁকে সালাম দিলে এবারও তিনি জবাব দিলেন না। এতে আমার মনে প্রথমবারের চেয়েও বেশী দুঃখ লাগলো। এরপর আবারও আমি তাঁকে সালাম দিলে এবার তিনি বললেন, আমি তোমার সালামের জবাব এজন্য দেইনি যে, আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি [নবী স.] তাঁর সওয়ারীর ওপর কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করেছিলেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণে নামাযে হাত উঠানো।

١١٣٩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِىْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيْحِ قَالَ سَهْلٌ التَّصْفِيْحُ هُوَ التَّصْفِيْقُ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَشَارَ اِلَيْهِ يَأْمُرُهُ اَنْ يُصَلِّىَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلاَةِ اَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ، اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১১৩৯. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জানতে পারলেন যে, কুবায় বনী আমর ইবনে আওফের মধ্যে কিছু বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবী সাথে নিয়ে তাদের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য রওয়ানা হলেন। (সেখানে গিয়ে) রসূলুল্লাহ স. আটকে পড়লেন (ব্যস্ত হয়ে পড়লেন) এমতাবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেলে বিলাল আবু বকরের কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর ! রসূলুল্লাহ স. তো (ব্যস্ততায়) আটকে পড়েছেন, আর এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে গেছে, আপনি কি লোকদের (নামাযের) ইমামতী করতে পারেন, তিনি (আবু বকর) বললেন, হ্যাঁ, তোমরা যদি চাও। বিলাল নামাযের জন্য ইকামত বললেন আর আবু বকর সামনে অগ্রসর হয়ে তাকবীর

বলে নামায শুরু করলেন। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ স. এসে কাতার ডিঙিয়ে সামনে এগুতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি (প্রথম) কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা তখন তালি বাজাতে শুরু করলো। [সাহল (ইবনে সা'দ) বলেন, তাসফীহ্ অর্থ তালি বাজান]। তিনি (সাহল ইবনে সা'দ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর তার নামাযে এদিক সেদিক দেখতেন না। কিন্তু লোকেরা যখন অধিক মাত্রায় (তালি বাজাতে) শুরু করলো তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েই রসূলুল্লাহ স.-কে দেখতে পেলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ইশারা করে নামায পড়তে বললেন। কিন্তু আবু বকর দু হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং উল্টো হেঁটে পিছনে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। তখন রসূলুল্লাহ স. অগ্রসর হয়ে লোকদেরকে নামায পড়িয়ে দিলেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, কি ব্যাপার ? নামাযরত অবস্থায় কোনো কিছু ঘটলে তোমরা তালি বাজাতে শুরু কর কেন ? তালি বাজানোর বিধান তো নারীদের জন্য। কারো নামাযে (অপ্রত্যাশিত) কিছু ঘটলে তাকে সুবহানাল্লাহ্ (আল্লাহ মহান ও পবিত্র) বলা উচিত। এরপর তিনি আবু বকরের দিকে চেয়ে বললেন, আমি (নামায পড়তে) ইশারা করার পরও তোমার নামায পড়াতে কি বাধা ছিল ? আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর রসূল স.-এর উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্রের (আবু কুহাফা আবু বকরের পিতার নাম) নামায পড়ানো সাজে না।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোমরের ওপর হাত রাখা। আবুন নো'মান হাম্মাদ, আইয়ুব ও মুহাম্মাদের মাধ্যমে আবু হুরাইরা রা. থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। হিশাম ও আবু হেলাল ইবনে সীরীনও আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী স. থেকে এটি (এ হুকুম) বর্ণনা করেছেন।

١١٤٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِىَ اَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ٠

১১৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নবী স.) কাউকে কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে দাঁড়িয়ে কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। উমর রা. বলেছেন, নামাযে দাঁড়িয়ে আমি আমার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিন্যস্ত করে থাকি।

١١٤١.عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَخَلَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأٰى مَا فِىْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يُمْسِىَ اَوْ يَبِيْتَ عِنْدَنَا فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ٠

১১৪১. উকবা ইবনে হারেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নবী স.-এর সাথে আসরের নামায পড়েছিলাম। সালাম ফিরাবার পর তিনি দ্রুত উঠে পড়লেন এবং কোনো একজন স্ত্রীর কাছে গেলেন আবার বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর ত্রস্তভাব দেখে লোকদের চোখেমুখে বিস্ময় জেগেছে। তিনি বললেন, আমি নামাযরত থাকাবস্থায় আমার

কাছে রাখা এক খণ্ড স্বর্ণ পিণ্ডের কথা স্মরণ হলে তা আমার কাছে রেখে সন্ধ্যা ও রাত যাপন করা পসন্দ করলাম না। সুতরাং তা বিলি করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম।

١١٤٢. عَنْ اَبُوْ هُرَيرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا اُذِّنَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعُ التَّأْذِيْنَ فَاذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ اَقْبَلَ فَاذَا ثُوِّبَ اَدبرَ فَاذَا سَكَتَ اَقْبَلَ فَلاَ يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُوْلُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُن يَذْكُرُ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِذَا فَعَلَ اَحَدُكُمْ ذَالِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ اَبُوْ سَلَمَةَ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ.

১১৪২. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এমনভাবে পালাতে থাকে যে, তার বায়ু নিঃসরণের শব্দ হতে থাকে যাতে সে আযানের শব্দ না শুনতে পায়। মুয়ায্যিন যখন আযান শেষ করে তখন সে আবার অগ্রসর হয়। আবার যখন তাকবীর বলা হয়, তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করে। কিন্তু মুকাব্বির (তাকবীর উচ্চারণকারী) যখন (তাকবীর শেষ করে) চুপ হয়ে যায়, তখন সে আবারও আগমন করে। পরে নামাযরত অবস্থায় সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে (মুসল্লীকে) যা সে স্মরণ করার নয় সে বিষয়ে বলতে থাকে, স্মরণ করো। এমনটি সে জানে না (ভুলে যায়) যে, সে কত রাকআত নামায আদায় করেছে। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, তোমাদের কারো ক্ষেত্রে যখন এরূপ ঘটবে (অর্থাৎ সে বলতে পারবে না কত রাকআত নামায আদায় করেছে) তখন সে বসে বসেই দুটি সিজদা করবে। আবু সালামা একথাটি আবু হুরাইরার কাছ থেকে শুনেছেন।

١١٤٣. عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِى قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ النَّاسُ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ رَجُلاً فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِى الْعَتَمَةِ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ فَقُلْتُ اَلَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلٰى قُلْتُ لٰكِنْ اَنَا اَدْرِىْ قَرَأَ سُوْرَةَ كَذَا وَكَذَا.

১১৪৩. সাঈদ মুকবিরী রা. বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, লোকেরা বলে যে, আবু হুরাইরা রা. অনেক বেশী সংখ্যায় হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। সুতরাং আমি (আবু হুরাইরা) এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, গত রাতে এশার নামাযে রসূলুল্লাহ্ স. কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করেছেন ? সে বললো, আমার জানা নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ঐ নামাযে উপস্থিত ছিলে না ? সে বললো, হ্যাঁ, ছিলাম। আমি বললাম, কিন্তু আমি জানি তিনি অমুক অমুক সূরা পাঠ করেছিলেন।

অধ্যায়-২২

كتَابُ السَّهْو

(সাজদাহ সুহুর বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ দু রাকআত ফরয নামায আদায় করে তাশাহ্হুদ না পড়েই দাঁড়িয়ে গেলে এর জন্য সিজদায় সুহু সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١١٤٤. عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ ·

১১৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে কোনো এক নামায পড়ালেন। তিনি দু রাকআত পড়ে না বসেই (তাশাহ্হুদ না পড়েই) উঠে পড়লে লোকেরাও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াল। নামায শেষ হলে আমরা তাঁর সালামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। তখন তিনি সালামের পূর্বে তাকবীর বলে বসে বসেই দুটি সিজদা করলেন এবং তারপর সালাম ফিরালেন।

١١٤٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ

১১৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যোহরের দু' রাকআত নামায আদায় করে না বসেই (তাশাহ্হুদ না পড়েই) দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায পূর্ণ করে তিনি দুটি সিজদা করলেন এবং তারপর সালাম ফিরালেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ যখন পাচ ওয়াক্ত নামায পড়া

١١٤٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى الظُّهْرِ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

১১৪৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামায পাঁচ রাকআত আদায় করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো নামাযে (রাকআত) কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, সে আবার কি? লোকেরা বললো, আপনি তো পাঁচ রাকআত আদায় করলেন। সুতরাং সালাম ফিরানোর পরেও তিনি আবার দুটি সিজদা করলেন।[১৪]

---

১৪. পূর্বের দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদায় সুহু সালামের পূর্বে করতে হবে আর এ হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালামের পরে করতে হবে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সিজদায় সুহু নামাযের পূর্বে বা পরে উভয়টাই বৈধ। কিন্তু উত্তম কোন্‌টা তা নিয়ে, মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, সালামের পূর্বে উত্তম আর ইমাম আবু হানীফার মতে পরে উত্তম। ইমাম মালেক র. বলেছেন, নামাযের কোনো কিছু কম করার কারণে হলে আগে এবং বেশী করে ফেলার কারণে হলে সালামের পরে সিজদায়ে সুহু করতে হবে।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ দু' রাকআতে বা তিন রাকআতে সালাম ফিরিয়ে ফেললে নামাযের সিজদার মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতর সিজদা করবে।

١١٤٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَقَصَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَصْحَابِهِ اَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدُ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِىَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ .

১১৪৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদের যোহর অথবা আসরের নামায পড়ালেন এবং সালাম ফিরালেন। যুল-ইয়াদাইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামায কি কম করা হয়েছে? (তার কথা শুনে) নবী স. তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে তা সত্য কি না? সবাই বললো, হ্যাঁ, (সে সত্যই বলছে)। সুতরাং তিনি আরো দু' রাকআত নামায আদায় করলেন এবং দুটি সিজদা করলেন। সা'দ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবাইরকে মাগরিবের নামায দু' রাকআত পড়ে সালাম ফিরাতে দেখেছি। এরপর তিনি কথাবার্তা বলেছেন এবং অবশিষ্ট নামায আদায় করে দুটি সিজদা দিয়েছেন এবং বলেছেন, নবী স. এরূপই করেছেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা সিজদায়ে সুহুতে তাশাহহুদ পড়েনি। আনাস ও হাসান তাশাহহুদ না পড়েই সালাম ফিরিয়েছেন এবং বলেছেন, কাতাদাহ তাশাহহুদ পড়তেন না।

١١٤٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ .

১১৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দু রাকআত নামায শেষ করলে যুল ইয়াদাইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! নামায কম বা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না কি আপনি ভুল করেছেন? (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ স. সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি ঠিকই বলছে? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, (সে ঠিকই বলছে)। তখন রসূলুল্লাহ স. উঠে দাঁড়ালেন এবং অপর দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর তাকবীর বলে প্রথম সিজদার মত অথবা তদপেক্ষা দীর্ঘ সিজদা করলেন অতপর (সিজদা হতে) মাথা উঠালেন।

١١٤٩. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

১১৪৯. সালামা ইবনে আলকামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, সিজদায়ে সুহুতে কি তাশাহ্হুদ পড়তে হবে ? জবাবে তিনি বললেন, আবু হুরাইরার হাদীসে তা উল্লেখ নেই।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায়ে সুহুতে তাকবীর বলা।

١١٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اِحْدَى صَلاَتَى الْعَشِىِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَكْثَرُ ظَنِّى الْعَصْرُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلَى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ فَهَابَا اَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا اَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ النَّبِىُّ ﷺ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتَ فَقَالَ لَمْ اَنس وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلٰى قَدْ نَسِيْتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ ٠

১১৫০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. সন্ধ্যাকালীন দুটি নামাযের একটি আদায় করলেন। মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, আমার দৃঢ় ধারণা যে, তা ছিল আসরের নামায। তিনি দু রাকআত নামায পড়েই সালাম ফিরালেন এবং মসজিদের সম্মুখের দিকে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সেটির ওপর নিজের হাত রাখলেন। আবু বকর ও উমর সেখানে ছিলেন। তাঁরা উভয়েই তাঁর [নবী স.] সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়াকারী লোকগুলো দ্রুত বেরিয়ে পড়ে বলা শুরু করলো, নামায কি সংক্ষিপ্ত হয়েছে ? কিন্তু এক ব্যক্তি—যাকে নবী স. যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকতেন—বললো, (হে আল্লাহর রসূল) আপনি ভুল করলেন, না কি নামাযই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ? তিনি [নবী স.] বললেন, আমি ভুল করিনি কিংবা নামাযও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। তিনি (যুল-ইয়াদাইন) বললেন, হ্যাঁ, আপনি ভুল করেছেন। তাই তিনি [নবী স. পুনরায়] দু রাকআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মতো অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতর সিজদা করলেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে আবার তাকবীর বললেন ও মাথা মাটিতে স্থাপন করলেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতর সিজদা করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন।

١١٥١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسْدِىِّ حَلِيْفِ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِىْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِىْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ كَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ ٠

১১৫১. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা আসদী রা.—যিনি বনী আবদুল মুত্তালিব গোত্রের মিত্র—থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামাযে (দু রাকআত আদায় করে বৈঠক না করেই) দাঁড়িয়ে গেলেন অথচ তখন ছিল তাঁর বৈঠকের সময়। পরে তিনি নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরানোর পূর্বে ভুল করে পরিত্যাগ করা বৈঠকের পরিবর্তে বসে বসেই দুটি সিজদা করলেন এবং প্রতিটি সিজদাতেই তাকবীর বললেন। আর লোকেরাও (মুসল্লীগণ) তাঁর সাথে সাথে সিজদা করলো।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ কয় রাকআত নামায আদায় করা হলো তা যদি মনে না থাকে তাহলে বসে বসেই দুটি সিজদা করবে।

١١٥٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ الْاَذَانَ فَاِذَا قُضِىَ الْاَذَانُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ اِنْ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ كَمْ صَلّٰى ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন নামাযের আহ্বান জানানো হয় (আযান দেয়া হয়) তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এমনভাবে পালাতে থাকে যে, তার বায়ু নিঃসরণের শব্দ হতে থাকে, যাতে সে আযানের আওয়ায শুনতে না পায়। আযান যখন শেষ হয় তখন সে ফিরে আসে। যখন আবার ইকামত বলা হয়, তখনও সে পালিয়ে যায় আর ইকামত শেষ হলে ফিরে এসে মানুষের (নামাযরত লোকদের) মনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। যা সাধারণত স্মরণ হওয়ার নয় সে সম্পর্কে সে বলে অমুক অমুক জিনিস স্মরণ করো। শেষ পর্যন্ত মানুষটি এমন হয়ে যায় যে, সে কয় রাকআত নামায পড়েছে তা আর মনে করতে পারে না। তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে বসে বসেই দুটি সিজদা (সিজদায়ে সূহু) করে নেবে।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয ও নফল নামাযে সিজদায়ে সূহু। ইবনে আব্বাস রা. বিতরের পরে দুটি সিজদা করেছিলেন।

١١٥٣.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১১৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার কাছে এসে তার মনে নানা প্রকার সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে। যার ফলে সে ব্যক্তি মনে রাখতে পারে না যে, কয় রাকআত নামায সে পড়েছে। তোমাদের কেউ যখন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন সে বসে বসেই দুটি সিজদা (সিজদায়ে সূহু) করবে।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির সাথে কেউ কথা বললে সে (নামাযরত ব্যক্তি) তার কথা শুনে যদি ইশারা করে। (অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তি যদি ইশারা করে জানায় যে, সে নামাযরত আছে, তবে তার হুকুম কি)।

١١٥٤.عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَزْهَرَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا اِنَّ اَخْبَرْنَا اِنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِيْ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِيْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِيْ بِهِ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْهَا ثُمَّ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِيْ نِسْوَةٌ مِنْ بَنِيْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِيْ بِجَنْبِهِ قُوْلِيْ لَهُ تَقُوْلُ لَكَ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَاْخِرِيْ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَاْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ اَبِيْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّهُ اَتَانِيْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ·

১১৫৪. কুরাইব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আযহার তাঁকে আয়েশা রা.-এর কাছে একথা বলে পাঠালেন যে, তাঁকে গিয়ে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সালাম বলবে এবং আসরের নামাযের পরের দু রাকআত নামায সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা জানতে পেরেছি যে, উক্ত দু' রাকআত নামায আপনিও আদায় করে থাকেন অথচ আমরা জানি যে, নবী স. তা পড়তে নিষেধ করেছেন। আর ইবনে আব্বাস বলেন, ঐ দু' রাকআত নামায পড়ার কারণে আমি উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে হয়ে লোকদেরকে পিটুনি দিতাম। কুরাইব বলেছেন, আমি আয়েশা রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁরা (ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আযহার) যে কথা বলে আমাকে পাঠিয়েছিলেন তা তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলাম (বললাম)। আয়েশা রা. বললেন, (এ ব্যাপারে) উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করো। (কুরাইব বলেন,) আমি সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁদেরকে (ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আযহার) আয়েশার কথাগুলো জানালাম। তাঁরা আবার আমাকে আয়েশার কাছে যে কথা বলে

পাঠিয়েছিলেন অনুরূপ কথা বলে উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। (সব কথা শুনে) উম্মে সালামা বললেন, ঐ নামায পড়তে আমি নবী স.-কে নিষেধ করতে শুনেছি, অবশ্য পরে তাঁকে আবার আসরের নামায পড়ার সময় পড়তেও দেখেছি। এরপর তিনি [নবী স.] আমার কাছে আগমন করলেন। সেই সময় আমার কাছে আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আমি তাঁর কাছে একজন দাসীকে পাঠিয়ে তাকে বলে দিলাম তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সালামা আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, এ দু' রাকআত নামায পড়তে আপনি নিষেধ করে থাকেন অথচ দেখছি আপনি নিজেই তা আদায় করছেন ? (একথা বলার পর) যদি তিনি হাতের ইশারা করেন তাহলে তাঁর কাছ থেকে পিছিয়ে এসো। দাসী অনুরূপ করলে তিনি [নবী স.] হাত দিয়ে ইশারা করলেন। তাই দাসী পিছু হটে আসলো। নামায শেষে ফিরে এসে তিনি [নবী স.] বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা ! আসরের পরের দু রাকআত নামায সম্বন্ধে তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ। ব্যাপার হলো এই যে, আবদুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক (আমার কাছে) এসে যোহরের পরের দু রাকআত নামায থেকে আমাকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। (অর্থাৎ যোহরের ফরযের পরের দু রাকআত নামায তাদের সাথে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি পড়তে পারিনি)। এ দু রাকআত (যা আমি এখন আদায় করলাম) হলো সেই দু রাকআত (যোহরের পরিত্যক্ত দু রাকআত)।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইশারা করা। কুরাইব উম্মে সালামার মাধ্যমে নবী স. থেকে এ বিষয় (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

١١٥٥.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ اَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ اُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُهُ اَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ اَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيْقِ اِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ

سُبْحَانَ اللّٰهِ فَانَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ الاَّ الْتَفَتَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৫৫. সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ স. জানতে পারলেন যে, বনী আমের ইবনে আওফের মধ্যে কিছু বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁর সাহাবীদের কিছুসংখ্যক লোক সাথে নিয়ে তিনি তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য গেলেন। সেখানে তিনি আটকে পড়লেন (ব্যস্ত হয়ে পড়লেন)। এমতবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হলে বিলাল আবু বকর রা.-এর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর ! রসূলুল্লাহ্ স. তো (ব্যস্ততায়) আটকে পড়েছেন। আর এদিকে নামাযের সময়ও তো হয়ে গেছে। আপনি কি লোকদের জন্য নামাযে ইমামতী করতে পারেন ? তিনি (আবু বকর) বললেন, হ্যাঁ, তুমি যদি চাও (তবে পারি)। সুতরাং বিলাল নামাযের জন্য ইকামত বললেন, আর আবু বকর সামনে অগ্রসর হয়ে (ইমাম হয়ে) তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে নামায শুরু করলেন। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ স. আগমন করলেন এবং কাতার ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত (প্রথম) কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা তখন তালি বাজাতে শুরু করলো। (সাহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন,) আবু বকর নামাযের সময় কোনো দিকে তাকাতেন না। কিন্তু লোকেরা অধিকমাত্রায় তালি বাজাতে থাকলে তিনি তাকালেন এবং তাকিয়েই রসূলুল্লাহ্ স.-কে দেখতে পেলেন। রসূলুল্লাহ্ স. তখন তাকে ইশারা করে নামায পড়তে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আবু বকর দু হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং উল্টা হেঁটে পেছনের কাতারে এসে দাঁড়ালেন। তাই রসূলুল্লাহ্ স. অগ্রসর হয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ঘুরে বললেন, হে লোকেরা ! কি ব্যাপার, নামাযরত অবস্থায় কোনো কিছু ঘটলে তোমরা তালি বাজাতে শুরু করো কেন ? তালি বাজানোর বিধান তো নারীদের জন্য। কারো নামাযে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে তাকে সুবহানাল্লাহ্ ! (আল্লাহ মহান ও পবিত্র) বলা উচিত। কেননা, কেউ যখন সুবহানাল্লাহ্ বলে তখন যে ব্যক্তিই তা শোনে না কেন, তাকিয়ে বা লক্ষ্য না করে পারে না। (এরপর তিনি আবু বকরের দিকে চেয়ে বললেন,) হে আবু বকর! আমি নামায পড়ার জন্য ইশারা করার পরও তোমার নামায পড়াতে কি বাধা ছিল ? জবাবে আবু বকর বললেন, আল্লাহর রসূলের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্রের জন্য নামায পড়ানো সাজে না।

١١٥٦. عَنْ اَسْمَاءَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِىَ تُصَلِّى قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا اَىْ نَعَمْ .

১১৫৬. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) আয়েশার কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন, আর লোকজন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ! লোকজন এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন ? জবাবে

তিনি মাথা দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, কোনো নিদর্শন ? তিনি (আবারও) মাথা দ্বারা ইশারা করলেন অর্থাৎ বললেন, হ্যাঁ।

١١٥٧. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا.

১১৫৭. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, পীড়িত অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. নিজের ঘরে বসে বসে নামায আদায় করলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলো। তাই তিনি তাদেরকে ইশারা করে বসতে বললেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে। অতএব ইমাম যখন রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে এবং ইমাম যখন মাথা উঠাবে তখন তোমরাও মাথা উঠাও।

❒

অধ্যায়-২৩

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

(জানাযার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা সংক্রান্ত যাকিছু বর্ণিত হয়েছে এবং যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য হবে "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্" ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কি জান্নাতের চাবি নয় ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে দাঁতবিহীন কোনো চাবিই হয় না, কাজেই যদি তুমি দাঁত বিশিষ্ট চাবি ব্যবহার কর, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে, অন্যথায় নয়।

١١٥٨. عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِيْ اٰتٍ مِنْ رَبِّيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَوْ قَالَ بَشَّرَنِيْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِيْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ٠

১১৫৮. আবু যার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার রবের কাছ থেকে জনৈক আগমনকারী (হযরত জিবরাঈল) এসে আমাকে এ খবর দিয়েছেন, অথবা তিনি বলেছেন, এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে জ্বিনা করে এবং যদি চুরি করে থাকে তবুও ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে জ্বিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।[১]

١١٥٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ اَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ٠

১১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমি (বর্ণনাকারী) বলছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পিছনে পিছনে চলা।

١١٦٠. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ ٠

১: কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ অথবা ক্ষমা লাভের পরই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

১১৬০. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে জানাযার পিছনে চলতে, রোগীর সেবা করতে, আহ্বানকারীর[২] আহ্বানের জবাব দিতে, মযলুমের সাহায্য করতে, শপথ পূর্ণ করতে, সালামের জবাব দিতে এবং হাঁচি[৩] প্রদানকারীর জন্য দোআ করার আদেশ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রূপার পাত্র, সোনার আংটি, রেশম জাতীয় পোশাক, গুটি পোকার আঁশে তৈরী কাপড়, কস মিশ্রিত পোশাক ও তসর বা তসরে সেলাইকৃত পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

١١٦١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ·

১১৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে, যথা—সালামের জবাব দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করা, জানাযার অনুগমন করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচি দাতার আল "হামদুলিল্লাহ"র জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

١١٦٢.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتّٰى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَتَيَمَّمَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مُسَجًى بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ لاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَاَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَاَبَى فَتَشَهَّدَ اَبُوْ بَكْرٍ فَمَالَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوْا عُمَرَ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ حَىٌّ لاَيَمُوْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ.......... اِلَى الشَّاكِرِيْنَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ حَتّٰى تَلاَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ بَشَرٌ اِلاَّ يَتْلُوْهَا ·

---

২. আহ্বানকারীর আহ্বান অর্থ সৎকাজ অথবা গোনাহ হবে না এমন কাজের দিকে আহ্বান বুঝায়।

৩. হাঁচি প্রদানকারীর জন্য দোআর অর্থ হচ্ছে তা "আলহামদু লিল্লাহ্" বলার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা। এ রেওয়ায়াতে নিষিদ্ধ সপ্তম বস্তুটি বাদ পড়েছে, তা হচ্ছে রেশমী গদি, যা সওয়ারীর পিঠে রাখা হয়।

১১৬২. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. তার 'সুনাহ' নামক স্থানের বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সোজা মসজিদে প্রবেশ করলেন, কারো সাথে কথা বললেন না। পরে আয়েশার কাছে এসে নবী স.-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি [নবী স.] নকশাবিহীন একখানা সাদা চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। অতপর নবী স.-এর মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ঝুঁকে চুমু খেলেন, তারপর কাঁদলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আমার পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক, আল্লাহ দু মৃত্যু আপনার মধ্যে একত্রিত করবেন না, অবশ্য যে মৃত্যু আল্লাহ আপনার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন তা আপনি বরণ করেছেন। আবু সালামা বলেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে একথাও বলেছেন যে, আবু বকর রা. বের হয়ে দেখলেন, উমর রা. লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আবু বকর রা. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি বসে পড়ুন। কিন্তু উমর রা. সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি বসে পড়ুন। কিন্তু উমর রা. সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি বসে পড়ুন। এবারও তিনি বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। এবার আবু বকর রা. কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। জনতা উমরকে ছেড়ে তাঁর দিকে ধাবিত হলো। তিনি বললেন, (শোন) তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ স.-এর ইবাদাত করতে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও যে, মুহাম্মদ স. সত্য সত্যই ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাত করছো তারাও সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হও যে, মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরবেন না।"-(আল কুরআনে) আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন ঃ "মুহাম্মাদ স. একজন রসূল ভিন্ন অন্য কিছু নন। তাঁর পূর্বেও বহুসংখ্যক নবী অতিবাহিত হয়ে গেছেন।" তিনি আয়াতটি الشاكرين পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর শপথ, এ আয়াতটি শোনার পর লোকদের মনে হচ্ছিল যেন আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেছেন এর পূর্বে কারো জানা ছিল না, আর আবু বকর রা. আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর উপস্থিত সবাই তাঁর কাছ থেকে তা শিখে নিল। শুধু এতটুকু নয়, যে ব্যক্তি তা শুনেছে সে তৎক্ষণাৎ তা তেলাওয়াত করেছে।

١١٦٣. اَنَّ اُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةٌ مِنَ الاَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فَاَنْزَلْنَاهُ فِيْ اَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي اَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ قَالَ فَوَ اللّٰهِ لاَ اُزَكِّيْ اَحَدًا بَعْدَهُ اَبَدًا.

১১৬৩. উম্মুল আ'লা নাম্নী আনসারদের জনৈক মহিলা যিনি রসূল স.-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন তিনি বলেন, [রসূল স.] মুহাজিরগণকে যখন লটারীর মাধ্যমে মদীনার আনসারদের মধ্যে (পুনর্বাসনের জন্য) ভাগ করছিলেন, তখন উসমান ইবনে মাযউন পড়েন আমাদের অংশে। আমরা তাঁকে আমাদের গৃহে স্থান দিলাম। পরে তিনি রোগাক্রান্ত

হলেন এবং সে রোগে মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পর তাঁকে গোসল দিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হলো, এমন সময় রসূলুল্লাহ স. আসলেন। (বর্ণনাকারিণী বলেন) আমি বললাম, হে আবু সায়েব ! (উসমানের উপাধি) তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মুল আ'লা ! তুমি একথা কেমন করে জানলে ? উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক, (যদি তিনি সম্মানিত না হয়ে থাকেন) তাহলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন ? তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, একথা নিশ্চিত যে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে, আল্লাহর শপথ! আমি কেবল মাত্র তার কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর শপথ! আমিও জানি না আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে, অথচ আমি আল্লাহর রসূল। উম্মুল আ'লা বলেন, আল্লাহর শপথ! এরপর থেকে আমি আর কখনো কারোর নিষ্পাপ ও পবিত্রাত্মা হবার কথা ঘোষণা করিনি।

١١٦٤.عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ اَبِىْ جَعَلْتُ اَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهٖ اَبْكِىْ وَيَنْهَوْنِىْ عَنْهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ لاَيَنْهَانِىْ فَجَعَلَتْ عَمَّتِىْ فَاطِمَةُ تَبْكِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَبْكِيْنَ اَوْ لاَ تَبْكِيْنَ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رَفَعْتُمُوْهُ.

১১৬৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (ওহুদের যুদ্ধে) শহীদ হলে আমি তাঁর মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। লোকেরা আমাকে (কাঁদতে) নিষেধ করছিল, অথচ নবী স. আমাকে নিষেধ করেননি। অতপর ফুফু ফাতেমা কাঁদতে থাকলে নবী স. বললেন, তোমরা কাঁদ আর না-ই কাঁদ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাকে সরাবে না ততক্ষণ ফেরেশতা তাদের পাখা দ্বারা তাকে ছায়া করতে থাকবে।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের পরিজনের কাছে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা।

١١٦٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

১১৬৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন নাজ্জাশীর[৪] মৃত্যু হয়, সেদিন রসূলুল্লাহ স. তার মৃত্যু সংবাদ লোকদের মধ্যে ঘোষণা করেন।[৫] তিনি নামাযের স্থানে লোকদেরকে কাতারবদ্ধ করলেন এবং চার তাকবীর উচ্চারণ করলেন। (অর্থাৎ জানাযার নামায আদায় করলেন)।

١١٦٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَاِنَّ عَيْنَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ -

---

৪. 'নাজ্জাশী' আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি। তার নাম ছিল 'আসহামস'। হানাফী মাযহাব মতে গায়েবানা জানাযার নামায জায়েয নয়। নাজ্জাশীর মৃত্যু নাসারার দেশে মুসলমান অবস্থায় হয়েছিল। সুতরাং বিশেষ কারণে, বিশেষ ব্যবস্থায় তা পড়া হয়েছে।

৫. মুসলমান পরস্পর ভাই, সুতরাং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব অনুযায়ী মুসলমানরা নাজ্জাশীর পরিজন।

১১৬৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, 'যায়েদ; পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শহীদ হয়েছে। তারপর 'জাফর' পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শহীদ হয়েছে। অতপর 'আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা' পতাকা তুলে ধরেছে, সেও শহীদ হয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন,) এ সময় রসূলুল্লাহর দু চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে নেতৃত্বের অন্য কোনো পূর্ব নির্দেশ না থাকায় 'খালিদ ইবনে ওয়ালীদ' পতাকা হাতে নিয়েছে এবং তার দ্বারাই বিজয় সূচিত হয়েছে।[৬]

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান মারা গেলে সে জন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী স. (অভিযোগের সুরে) বলেন, তোমরা আমাকে কেন খবর দাওনি ?

١١٦٧.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ اِنْسَانٌ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوْهُ لَيْلاً فَلَمَّا اَصْبَحَ اَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَامَنَعَكُمْ اَنْ تُعلِمُوْنِيْ قَالُوْا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَ ظُلْمَةٌ اَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَاَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১১৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল, সবসময় রসূলুল্লাহ স. যার খোঁজ-খবর নিতেন। লোকেরা রাতেই তাকে দাফন করেছিল। পরদিন সকালে রসূলুল্লাহ স.-কে সে সংবাদ জানালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমাকে তখনি জানাওনি কেন ? উত্তরে তারা বললো, রাতের কারণে আমরা আপনাকে সংবাদ দেয়া পসন্দ করিনি। বিশেষ করে অন্ধকার রাতে আপনাকে কষ্ট দেয়া আমাদের পসন্দ হয়নি। অতপর তিনি সে ব্যক্তির কবরের পাশে এসে দোআ করলেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান মারা গেলে সেজন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, এবং ধৈর্যধারণকারীদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।

١١٦٨.عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ .

১১৬৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তাদের (শিশু সন্তান) প্রতি অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

١١٧٩. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَقَالَ شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الْاَصْبِهَانِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُغُواالْحِنْثَ ـ

৬. সিরিয়া এলাকায় 'বালকা' নামক স্থানে ৮ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। নবী স. মদীনা থেকেই মুসলমানদেরকে সমর ক্ষেত্রের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'মুতার যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

১১৬৯. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক মহিলা নবী স.-এর কাছে আবেদন করলো, আপনি আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করুন। নবী স. তাদের আবেদন মঞ্জুর করে একদিন তাদেরকে নসীহত করলেন। তিনি বললেন, যে নারীর তিনটি সন্তান মারা যায় তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াবে। জনৈক মহিলা প্রশ্ন করলো, যদি দুটি সন্তান মারা যায় ? উত্তরে নবী স. বললেন, হ্যাঁ, দু'টিও।

ইমাম বুখারী র. বলেন, 'শুরাইক' নামক একজন বর্ণনাকারী ইবনে আসবিহানী থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু ছালেহ আমাকে আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা হতে এবং তারা উভয়ে নবী স. থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য আবু হুরাইরার বর্ণনায় 'যে সমস্ত সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়েছে'। কিন্তু আবু সাঈদের বর্ণনায় সে বাক্যটির উল্লেখ নেই।[৭]

١١٧٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْـرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجُ النَّارَ الاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاِنْ مِنْكُمْ الاَّ وَارِدُهَا ٠

১১৭০. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে, এমন হতে পারে না। তবে কেবলমাত্র শপথ রক্ষার্থে (জাহান্নামে যাবে)।[৮] হযরত আবু আবদুল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের আগুনে প্রবেশ না করে গত্যন্তর নেই।"

৭. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে কোনো ব্যক্তির, কোনো নারীকে সবর করার নসীহত করা।

١١٧١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِىَ تَبْكِىْ فَقَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ ٠

১১৭১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. এমন এক নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবরের পাশে কাঁদছিল। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতকে কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে গোসল ও অযু করানো। ইবনে উমর রা. সাঈদ ইবনে যায়েদের মৃত পুত্রকে খোশবু লাগিয়েছেন, তাকে বহন করেছেন এবং জানাযা পড়েছেন। (এরপরে) অযু করেননি। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, মুসলমান জীবিত ও মৃত কোনো অবস্থায়ই অপবিত্র হয় না। সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস রা. বলেন, যদি মৃত দেহ নাপাক হতো তাহলে আমি তাকে স্পর্শ করতাম না। নবী স. বলেছেন, মুমিন নাপাক হয় না।

١١٧٢. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ

৭. উভয় বর্ণনাকারীর বর্ণনায় যে শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে এ স্থানে ইমাম বুখারী র. কেবল তা-ই প্রকাশ করেছেন।

৮. কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ مِنْكُمْ الاَّ وَارِدُهَا "শপথ, তোমাদের প্রত্যেকের অগ্নিতে প্রবেশ না করে গত্যন্তর নেই।" অর্থাৎ প্রত্যেককে 'পুলসিরাত' পার হতেই হবে এবং তা রয়েছে জাহান্নামের ওপরে। সুতরাং প্রত্যেক জান্নাতবাসীকে অন্ততঃ একবার সে শপথ রক্ষার্থে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ تَعْنِي اِزَارَهُ.

১১৭২. আনসার মহিলা উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কন্যা (যয়নবের) ইন্তেকাল হলে তিনি আমাদের কাছে বললেন, তোমরা একে কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে তিনবার, অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর অথবা কর্পুর জাতীয় অন্য কোনো খোশবু তাতে মিশাও। এসব শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে জানালে তিনি নিজের তহবন্দ আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটা তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মুস্তাহাব।

١١٧٣.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ فَقَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْسَبْعًا وَكَانَ فِيْهِ اَنَّهُ قَالَ ابْدَؤُا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ قَالَ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ.

১১৭৩. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা একে কুলপাতা সিক্ত পানি দ্বারা তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবার তাতে কর্পুর মিশাও এবং এসব কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) সবশেষ করে আমরা তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের তহবন্দ আমাদের দিকে ছুঁড়ে বললেন, এটাকে তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

বর্ণনাকারী আইয়ুব রা. বলেন, হাফসা বিনতে সীরীনও আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের বর্ণনানুযায়ী রেওয়ায়াত করেছেন, অবশ্য হাফসার রেওয়ায়াতে বে-জোড় সংখ্যায় তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার গোসল দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেখানে একথারও উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা তার ডানদিক থেকে আরম্ভ কর এবং অযুর স্থানগুলো সর্বাগ্রে ধুয়ে নাও। সেখানে একথাও আছে যে, উম্মে আতিয়া রা. বলেন, আমরা তার চুলগুলো আঁচড়ে তিনটি গোছায় বিভক্ত করে দিয়েছি।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের গোসল ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে।

١١٧٤.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

১১৭৪. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. তাঁর কন্যার গোসল দেয়ার ব্যাপারে বলেন, তোমরা তার ডান দিক হতে এবং অযুর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল দেয়া আরম্ভ কর।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের অযুর স্থানগুলো প্রথমে ধুয়ে দেয়া।

١١٧٥. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا ابْدَؤُا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ٠

১১৭৫. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা নবী স.-এর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা তার ডান দিক হতে এবং অযুর স্থানগুলো থেকে গোসল দেয়া আরম্ভ কর।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের তহবন্দ দিয়ে নারীকে কাফন দেয়া যাবে কি ?

١١٧٦.عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ تُوُفِّيَ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاَذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اَذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ اِزَارَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ ٠

১১৭৬. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কন্যা (যয়নব) ইন্তেকাল করলে তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা একে তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল করাও এবং তোমাদের কাজ শেষ হলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা গোসলের কাজ শেষ করে তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের তহবন্দ খুলে দিয়ে বললেন, এটা তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের শেষবারে কর্পূর মিশানো।

١١٧٧. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ من ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاَذِنَّنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اَذَنَّاهُ فَاَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ اِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ ٠

১১৭৭. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কোনো এক কন্যার ইন্তেকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা পানি ও কুলপাতা দিয়ে একে তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবারে কর্পূর অথবা কর্পূর জাতীয় কোনো খোশবু তাতে মিশাও। এ কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের

তহবন্দ আমাদের দিকে ছুঁড়ে বললেন, এটাকে তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। আইয়ুব হাফসাহ্ হতে এবং তিনি উম্মে আতিয়া হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য উক্ত রেওয়ায়াতে একথাও আছে যে, (বর্ণনাকারিণী বলেন,) রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে তিনবার, পাঁচবার, সাতবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাফসা বলেন, উম্মে আতিয়া একথাও বলেছেন যে, আমরা তার চুলগুলোকে তিনটি গোছায় ভাগ করে দিয়েছিলাম।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের চুল খুলে দেয়া। ইবনে সীরীন র. বলেছেন, নারীদের চুল খুলে দেয়ার মধ্যে কোনো গোনাহ্ নেই।

١١٧٨.عَنْ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيْرِيْنَ قَالَتْ حَدَّثَنَا اُمُّ عَطِيَّةَ اَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ ·

১১৭৮. হাফসা বিনতে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়া আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা (মহিলারা) নবী স.-এর দুহিতার মাথার চুল তিন গোছায় বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা প্রথমে তার চুল খুলে দিয়েছি, অতপর তা ধুয়ে ফেলে তিনটি গোছায় বিভক্ত করে দিয়েছি।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে ? এ প্রসংগে হাসান বসরী র. বলেছেন, ভেতরের পঞ্চম কাপড়খানা দিয়ে জামার নীচে উরু ও নিতম্বদ্বয়কে শক্ত করে বাঁধতে হবে।

١١٧٩.عَنِ ابْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ جَاءَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ مِنَ اللاَّتِىْ بَايَعْنَ النَّبِىَّ ﷺ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ اِبْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَاَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ وَلاَ اَدْرِىْ اَىُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ اَنَّ الْاِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ وَكَذٰلِكَ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَاْمُرُ بِالْمَرْاَةِ اَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ·

১১৭৯. ইবনে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী আনসার রমণী উম্মে আতিয়া তার এক পুত্রের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে বসরায় আসেন, কিন্তু কোনো কারণে তিনি পুত্রের দেখা পাননি। তিনি হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, নবী স. যখন আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি আদেশ করলেন, তোমরা কুলপাতা সিক্ত পানি দ্বারা তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার তাকে গোসল দাও এবং শেষবারে তাতে কর্পূর মিশাও আর এ কাজ সম্পন্ন হলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা এ কাজ সম্পন্ন করলে তিনি আমাদের দিকে নিজের ইযার (তহবন্দ) নিক্ষেপ করে বললেন, এটা

তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। বর্ণনায় এর অধিক আর কোনো কথা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই ইনি রসূলুল্লাহর কোন্ কন্যা ছিলেন। তিনি এ ধারণাও করেন যে, মেয়েরা উক্ত ইযারখানা কাফনের ভেতর তার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। ইবনে সীরীন অনুরূপভাবে মেয়েদের গায়ের সাথে কাপড় জড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন, কেবলমাত্র চাদর আবৃত করা যথেষ্ট মনে করতেন না।[৯]

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের চুলগুলো কি তিন গোছায় ভাগ করা হবে ?

١١٨٠. عَنْ اُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِىْ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ وَقَالَ وَكِيْعٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ·

১১৮০. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর কন্যার চুলগুলোকে গুচ্ছাবদ্ধ করেছিলাম, অর্থাৎ তিনটি গোছায় ভাগ করেছিলাম। ওয়াকী সুফিয়ান থেকে রেওয়ায়াত করে বলেছেন, কপালের চুল নিয়ে এক গোছা এবং মাথার দু পাশের চুল নিয়ে দু গোছা (এভাবে তিন গোছা) করেছিলাম।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের চুলগুলো তিন গোছায় বিভক্ত করে পেছনের দিকে ছেড়ে দেয়া হবে।

١١٨١. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ وَاَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا -

১১৮১. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কোনো এক কন্যার ইন্তেকাল হলে, তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা একে পানি ও কুলপাতা দ্বারা বেজোড় সংখ্যায় তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবারে কর্পুর অথবা কর্পুর জাতীয় খোশবু লাগাও। তোমরা এসব কাজ সমাপ্ত করলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি নিজের ইযার (লুঙ্গী) আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতপর আমরা তার চুলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে পেছনের দিকে ছেড়ে দিলাম।[১০]

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কাফনের জন্য সাদা কাপড়।

١١٨٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ·

১১৮২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে ইয়ামন দেশীয় তিন খণ্ড সাদা সুতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

---

৯. কাফনে মেয়েদের পাঁচটি এবং পুরুষের তিনটি কাপড় হওয়াই সুন্নাত।

১০. হানাফী মাযহাব মতে, মেয়েদের চুল দু ভাগ করে বুকের ওপর দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে এবং উল্লেখিত হাদীসের জবাবে বলা যায়, তা হাদীস বর্ণনাকারিণী উম্মে আতিয়ার কথা ও কাজ।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাফনে দু কাপড়ও যথেষ্ট।

١١٨٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَّاحِلَتِه فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔

১১৮৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি আরাফাতে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ সে সওয়ারী হতে পড়ে গেল। সওয়ারী তার ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিল। অথবা আপনা আপনিই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ সে মারা গেল)। অতপর নবী স. বললেন, কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে তাকে গোসল দাও এবং (পরিহিত) কাপড় দুটি দিয়েই কাফন দাও। কিন্তু (তার গোসলে অথবা কাফনে) কোনো প্রকার সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন 'তালবিয়া' পাঠ করা অবস্থায় উঠবে।[১১]

২০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের দেহে খোশবু লাগানো।

١١٨٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ مِنْ رَّاحِلَتِه فَاَقْصَتْهُ اَوْ قَالَ فَوَقَصَتْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا۔

১১৮৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আরাফাতে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী হতে পড়ে গেল। সওয়ারী তার ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিল অথবা আপনা আপনিই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ সে মারা গেল)। রসূলুল্লাহ স. বললেন, পানি এবং কুলপাতা দিয়ে তোমরা তাকে গোসল দাও এবং (পরিহিত) দু কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তার গায়ে কোনো প্রকার সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন 'তালবিয়াহ' পাঠ করা অবস্থায় উঠাবেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিমকে কিভাবে কাফন দেয়া হবে ?

١١٨٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ۔

১১৮৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির উট তাকে নীচে নিক্ষেপ করে পদদলিত করে। সে সময় আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সেখানে ছিলাম। সে ব্যক্তি ছিল 'মুহরিম'। নবী স. বললেন, তাকে পানি ও কুলপাতা দ্বারা গোসল দাও এবং (পরিহিত)

---

১১. ইহরাম অবস্থায় হাজীগণ যে নির্দিষ্ট দোআ উচ্চারণ করেন তাকে 'তালবিয়াহ' বলা হয়।

কাপড় দুটির সাহায্যে তাকে কাফন পরাও। কিন্তু কোনো প্রকারের সুগন্ধি তাকে স্পর্শ করাবে না। তার মাথাও (কাপড় দ্বারা) আবৃত করবে না ; কেননা আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন 'তালবিয়া' উচ্চারণরত অবস্থায় উঠাবেন।

١١٨٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ قَالَ اَيُّوْبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَاَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَانَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا قَالَ اَيُّوْبُ يُلَبِّيْ وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِّيًا.

১১৮৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর সাথে আরাফাতে উপস্থিত ছিল। সে তার সওয়ারীর ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। (জনৈক বর্ণনাকারী) আইয়ুব বলেন, সওয়ারী তাকে পদদলিত করেছিল। অপরদিকে (অন্য এক বর্ণনাকারী) আমর বলেন, আপনা আপনি পড়েই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল। ফলে সে মৃত্যুবরণ করেছিল। নবী স. বললেন, পানি ও কুলপাতা সহকারে তাকে গোসল দাও এবং তার কাপড় দুটির সাহায্যে তাকে কাফন পরাও, কিন্তু তার গায়ে খোশবু লাগাবে না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। আইয়ুব বলেন, সে তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং আমর বলেন, সে তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠবে।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন জামায় কাফন দেয়া এবং যে ব্যক্তিকে জামা ছাড়াই কাফন দেয়া হয়েছে।

١١٨٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَاَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ فَقَالَ اٰذِنِّيْ اُصَلِّيْ عَلَيْهِ فَاٰذَنَهُ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَلَيْسَ اللّٰهُ نَهَاكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ : فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ.

১১৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু হলে তার পুত্র নবী স.-এর খেদমতে এসে আবেদন জানাল, আপনার পিরহানটি (জামা) দান করুন, এতেই তাকে কাফন দেব এবং আপনি তার জানাযা পড়াবেন ও তার জন্য মাগফিরাত চাইবেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) নবী স. তাকে নিজের পিরহানটি দান করলেন এবং বললেন, আমাকে সংবাদ দিলে আমি তার জানাযা পড়বো। অতপর নবী স.-কে খবর দিলে তিনি জানাযা পড়তে উদ্যত হলেন। এমন সময় উমর রা. তাঁর জামা ধরে টেনে বললেন, মুনাফিকদের জন্য দোআ করতে আল্লাহ কি আপনাকে নিষেধ করেননি ? উত্তরে তিনি

বললেন, দোআ করা বা না করা আমার ইচ্ছাধীন (উভয় সমান)। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন, "তুমি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর আর না-ই কর, যদি সত্তরবারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৮০ এ বলে তিনি তার জানাযা পড়লেন। তৎক্ষণাৎ আয়াত নাযিল হলো ঃ "আপনি আর কখনও তাদের কারো ওপর জানাযা পড়বেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৮৪

١١٨٨.عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَاَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ.

১১৮৮. আমর ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের রা.-কে বলতে শুনেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দাফন করার পর নবী স. সেখানে এসে তাকে কবর থেকে বের করালেন এবং তার মুখে নিজের থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং নিজের জামাটিও তাকে পরিয়ে দিলেন।[১২]

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ পিরহান (জামা) ছাড়াও কাফন দেয়া যায়।

١١٨٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ سَحُوْلَ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

১১৮৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে তিন খণ্ড সাদা সুতী কাপড়ে দাফন দেয়া হয়। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

١١٩٠.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اَبُوْ نُعَيْمٍ لاَ يَقُوْلُ ثَلاَثَةٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدُ عَنْ سُفْيَانُ يَقُوْلُ ثَلاَثَةٌ.

১১৯০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না। (ইমাম বুখারী বলেন) আবু নুয়াঈম তার রেওয়ায়াতের মধ্যে 'তিন' শব্দটি বলেননি। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ালিদ সুফিয়ান সওরী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'তিন' শব্দটি বলেছেন।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ীবিহীন কাফন দেয়া।

١١٩١.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

১২. অধিকাংশের মতে, বদরের যুদ্ধবন্দী রসূলুল্লাহ স.-এর চাচা আব্বাসকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামা পরানো হয়েছিল, তখন আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেননি, আজ নবী স. চাচার তরফ থেকে তার প্রতিদান দিলেন।

১১৯১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে তিনটি সাদা সুতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দাফন সম্পন্ন করতে হবে, এটিই আতা, যুহরী, আমর ইবনে দীনার ও কাতাদা র.-এর অভিমত। আমর ইবনে দীনার বলেন, মৃতের জন্য ব্যবহৃত খোশবুও সমস্ত সম্পদ থেকেই আদায় করতে হবে। ইবরাহীম নখয়ী র. বলেন, মৃতের সমস্ত সম্পদ থেকে প্রথমে কাফন অতপর ঋণ এবং সবশেষে অসিয়ত পূরণ করতে হবে। সুফিয়ান সওরী র. বলেন, মৃতের কবর এবং গোসল দেয়ার পারিশ্রমিক কাফনের অংশ।

١١٩٢. عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّيْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلاَّ بُرْدَهُ وَقُتِلَ حَمْزَةُ اَوْ رَجُلٌ اٰخَرَ خَيْرٌ مِنِّيْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلاَّ بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِيْ حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ.

১১৯২. সা'দ রা. তাঁর পিতা (ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান) রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আবদুর রহমান ইবনে আউফের সামনে খাদ্য বস্তু হাযির করা হলে তিনি বলেন, মুসয়াব ইবনে উমাইরকে শহীদ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অথচ তাঁর কাফনের জন্য একখানা বুরদাহ (চাদর) ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। হামযা অথবা আর এক ব্যক্তিকেও শহীদ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অথচ তাঁর কাফনের জন্যও একখানা বুরদাহ (চাদর) ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। কাজেই আমাদেরকে দুনিয়ার যিন্দেগীতেই আগে ভাগে আমাদের কর্মের প্রতিদান বা পুরস্কার দিয়ে দেয়া হয়েছে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। অতপর তিনি কাঁদতে শুরু করেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যখন একখানা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

١١٩٣. عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ كُفِّنَ فِيْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَاِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَابُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ۔

১১৯৩. সা'দ ইবনে ইবরাহীম রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা আবদুর রহমান ইবনে আউফের জন্য খাদ্য বস্তু পেশ করা হলো। তিনি রোযাদার ছিলেন। তিনি বলেন, মুসয়াব ইবনে উমাইরকে শহীদ করা হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। তাঁকে কেবলমাত্র একখানা চাদর দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। তার সাহায্যে যদি তাঁর মাথা ঢাকা

হতো, তাহলে পা দুটি বের হয়ে পড়তো। আর যদি পা দুটি ঢাকা হতো, তাহলে মাথা বের হয়ে পড়তো। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি একথাও বলেছেন যে,) হামযাও শহীদ হয়েছেন, অথচ তিনিও ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অতপর আমাদের জন্য প্রশস্ত করা হয়েছে (দুনিয়ার সম্পদ)। অথবা তিনি বলেন, আমাদেরকে দেয়া হয়েছে দুনিয়ার এক বিরাট অংশ। তাই আমাদের এ আশংকা হচ্ছে, আমাদের পুরস্কার আগে ভাগেই আমাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বলে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এমনকি খাদ্যও পরিহার করলেন।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেবলমাত্র মৃতের মাথা বা পা দুটি ঢেকে দেবার মত কাফন পাওয়া যায়, তখন তা দিয়ে অবশ্য মাথাই ঢেকে দিতে হবে।

١١٩٤. عَنْ خَبَّابُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاْكُل مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَن أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِد مَانُكَفِّنُهُ اِلاَّ بُرْدَةٌ اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رِجلاَهُ وَاِذَا غَطَّينَا رِجلَيهِ خَرَجَ رَاْسُهُ، فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَن نُغَطِّىَ رَأْسَهُ وَاَن نَجعَلَ عَلَى رِجْلَيهِ مِنَ الاذخِرِ.

১১৯৪. খাব্বাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা নবী স.-এর সাথে হিজরত করেছি। সুতরাং এর পুরস্কার আল্লাহর কাছেই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু এর পুরস্কার কিছুই ভোগ করতে পারেননি। তাঁদের একজন হচ্ছেন মুসয়াব ইবনে উমাইর। আবার এর মধ্যে কারো ফল পেকেছে এবং সে তা দু হাতে কুড়িয়ে নিচ্ছে। মুসয়াবকে ওহুদের দিন শহীদ করা হয়েছে। তাঁর কাফনের জন্য আমরা একখানা চাদর ছাড়া আর কিছুই পাইনি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যখন আমরা তা দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত করতাম, তখন তাঁর পা দুটি বের হয়ে পড়তো। এমতাবস্থায় নবী স. তাঁর মাথা আবৃত করার এবং পা দুটির ওপর 'ইযখির' নামক ঘাস বিছিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।[১৩]

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নবী স.-এর যুগেই কাফন প্রস্তুত করে রেখেছে, কিন্তু তাকে নিষেধ করা হয়নি।

١١٩٥. عَنْ سَهْلٍ اَنَّ اِمْرَاةً جَاءَ تِ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوْجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا اَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِى فَجِئْتُ لِاَكْسُوكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ فَقَالَ اكْسُنِيْهَا مَا اَحْسَنَهَا فَقَالَ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا

১৩. ফল পাকা এবং দু হাতে তা কুড়ানোর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদের মালিক হয়ে সুখ-শান্তি ভোগ করা। কিন্তু মুসয়াব রা.-এর অবস্থা হচ্ছে এর বিপরীত। তিনি এখানে কিছুই ভোগ করতে পারেননি। বরং তাঁর প্রাপ্য সমুদয় ফল আখেরাতেই পাবেন।

ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ اَنَّهُ لاَيَرُدُّ قَالَ اِنِّى وَاللّٰهِ مَا سَأَلْتُهُ لاَلْبَسَهُ اِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُوْنَ كَفَنِى قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ ·

১১৯৫. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে এমন একখানা বুরদাহ (চাদর) নিয়ে আসলো, যার পাড় সাথেই বুনা ছিল। (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, বুরদাহ কি ? উত্তরে তারা বললো, 'চাদর'। তিনি বললেন, হ্যাঁ। মহিলাটি নবী স.-কে বললো, আমি এটি স্বহস্তেই বুনেছি এবং আপনাকে পরাতে এনেছি। নবী স. এমন আগ্রহ সহকারে তা গ্রহণ করলেন, যাতে মনে হচ্ছিল যেন ওটি তাঁর প্রয়োজনও ছিল। অতপর তিনি তহবন্দ আকারে সেটি পরিধান করে আমাদের কাছে আসলে জনৈক ব্যক্তি তার প্রশংসা করে ; সে অনুরোধ করে বলে, বাহ্ কাপড়টা কতই-না সুন্দর! ওটা আমাকে পরতে দিন। লোকেরা বলে উঠলো, তুমি ভাল কাজ করলে না। (কারণ) নবী স. প্রয়োজনবশতঃ ওটা পরিধান করেছেন, আর তুমি তা চেয়ে বসলে ? অথচ তুমিও জান যে নবী স. কাউকে বিমুখ করেন না। উত্তরে সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি ওটা পরিধানের উদ্দেশ্যে চাইনি, বরং আমার কাফনের জন্যই চেয়েছি। সাহল বলেন, অবশেষে ওটা তার কাফনই হয়েছিল।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় মেয়েদের অংশগ্রহণ।

١١٩٦. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّهَا قَالَتْ نُهِيْنَا عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ·

১১৯৬. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে (মেয়েদেরকে) জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের ওপর কড়াকড়ি করা হয়নি।[১৪]

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করা।

١١٩٧.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ تُوُفِّىَ ابْنٌ لاُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِيْنَا اَنْ نُحِدَّ اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ اِلاَّ بِزَوْجٍ ·

১১৯৭. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়ার এক পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। তৃতীয় দিবসে তখন তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন। অতপর তা গায়ে মেখে বললেন, আমাদেরকে (মেয়েদেরকে) মৃত স্বামী ছাড়া আর কারো জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১৫]

١١٩٨.عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْىُ اَبِى سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِصُفْرَةٍ فِى الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ اِنِّى كُنْتُ عَنْ هٰذَا لَغَنِيَّةً لَوْلاَ اَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

১৪. ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে জানাযায় মেয়েদের উপস্থিত হওয়া অনুচিত।
১৫. বিধবা নারীর ইদ্দত বা স্বামীর জন্য শোক প্রকাশের মুদ্দত চার মাস দশ দিন।-আল কুরআন

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۔

১১৯৮. যয়নব বিনতে আবী সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়া হতে আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে [আবু সুফিয়ানের কন্যা ও নবী স. পত্নী] উম্মে হাবীবাহ তৃতীয় দিবসে কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন। অতপর তা নিজের গায়ে ও উভয় বাহুতে মেখে বললেন, আমার এতটুকুও করার প্রয়োজন হতো না। যদি না আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনতাম, যে নারী আল্লাহ্ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে তার জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। কেননা সে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে।

١١٩٩. عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَخُوْهَا فَدَعَ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ مَالِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۔

১১৯৯. নবী স.-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, যে নারী আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে কেবল মাত্র স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করতে পারে। (বর্ণনাকারিণী যয়নব বিনতে আবু সালামাহ বলেন,) অতপর আমি যয়নব বিনতে জাহশের কাছে গেলাম, যখন তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন এবং তা গায়ে মেখে বললেন, আমার খোশবু ব্যবহার করার আদৌ প্রয়োজন হতো না, যদি না আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনতাম, কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন এবং অন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত করা।

١٢٠٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرٍ قَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ قَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّىْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِىْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى ۔

১২০০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এমন একটি মেয়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে একটি কবরের কাছে বসে কাঁদছিলো। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। সে (বিরক্তির সাথে) বললো, তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও, তুমি তো আর আমার মতো বিপদে পড়নি? অবশ্য সে মেয়েটি নবী স.-কে চিনতো না। পরে তাকে বলা হলো, তিনি তো ছিলেন নবী স.। সে নবী স.-এর দ্বারে হাযির হলো। সেখানে এসে কোনো প্রহরী দেখতে পেলো না, ক্ষমার সুরে আরয করলো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। উত্তরে নবী স. বললেন, প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. বলেছেন, পরিজনের কারো কোনো কোনো কান্না মৃতের আযাবের কারণ হয়, যদি সে মাতম তার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا "তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।" নবী স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক ও দায়িত্বশীল। অতএব তোমাদের প্রত্যেককেই নিজের অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কিন্তু যদি তা তার ইচ্ছানুযায়ী না হয়ে থাকে, তাহলে তা যেমন হযরত আয়েশা রা. বলেছেন ঃ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى "কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" এবং যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ "যদি কোনো ভার বহনকারী তার বোঝা উঠাবার জন্য অন্যের সাহায্য কামনা করে তাহলে তার দ্বারা এর সামান্য পরিমাণও উত্থিত হবে না। আর যে কান্নার স্বীকৃতি রয়েছে তা হচ্ছে মাতমবিহীন কান্না। নবী স. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হবে তখন আদম আ.-এর প্রথম পুত্রের ওপর সে খুনের দায়ের একাংশ অর্পিত হবে। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম অন্যায় খুনের প্রবর্তক।

١٢٠١. عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ اِلَيْهِ اِنَّ ابْنًا لِيْ قُبِضَ فَائْتِنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ كَاَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

১২০১. আবু উসমান র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ রা. আমাকে বলেছেন, নবী স.-এর কন্যা তাঁর [নবী স.-এর] কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমার একটি পুত্র

মুমূর্ষু, সুতরাং আপনি আমাদের এখানে আসুন। নবী স. সালাম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁরই এবং সেটাও তাঁরই যা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জিনিসের জন্য তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়সূচি রয়েছে। অতএব সে যেন পূর্ণ ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের আশা রাখে। কিন্তু তিনি (নবী দুহিতা) পুনরায় এ শপথ দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি [নবী স.] যেন অবশ্যই তার কাছে আসেন। অতপর তিনি রওয়ানা হলে—সা'দ ইবনে উবাদাহ, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এবং আরো অনেকেই তাঁর সাথী হলেন। শিশুটিকে রসূলুল্লাহ স.-এর কোলে তুলে দেয়া হলো, তখন তার প্রাণ ধড়ফড় করছিল। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার ধারণা 'উসামা' একথাও বলেছেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে এমনভাবে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো যেন, তা একটি পুরাতন মশক। সা'দ বলে উঠলেন, এটা আবার কি ? হে আল্লাহর রসূল ! উত্তরে তিনি বললেন, এটা আল্লাহর দয়া-মমতা, যা আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দার অন্তরে রেখেছেন। (স্মরণ রাখবে) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদেরকেই দয়া করেন।

١٢٠٢ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِنَبِيِّ ﷺ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا ٠

১২০২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর এক কন্যা (উম্মে কুলসুম)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। রসূলুল্লাহ স. কবরের পাশে বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর [রসূলুল্লাহ স.-এর] দু চোখ অশ্রুসজল দেখেছি। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি যে, এ রাতে স্ত্রীসহবাস করেনি ? উত্তরে আবু তালহা বললেন, আমি। তিনি বললেন, তবে তুমি কবরে নাম। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর তিনি কবরে নামলেন।

١٢٠٣.عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاِنِّىْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا اَوْقَالَ جَلَسْتُ اِلَى اَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُ فَجَلَسَ اِلَى جَنْبِىْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ ؟ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلاَءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا صُهَيْبٌ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اُدْعُهُ لِىْ فَرَجَعْتُ اِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ

ارْتَحِلْ فَالْحَقْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَلَمَّا أُصِيْبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِيْ يَقُوْلُ وَا اَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اَتَبْكِيْ عَلَى وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ وَاللّٰهِ مَاحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ : وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ وَاللّٰهِ مَاقَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا ۔

১২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় উসমানের এক কন্যার মৃত্যু হলে, আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাসও সেখানে হাযির হয়েছিলেন। আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে বসেছিলাম। অথবা তিনি বলেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলে, দ্বিতীয়জন এসে আমার পাশে বসলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আমর ইবনে উসমানকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি কাঁদতে নিষেধ করছ না ? কেননা রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মৃতের জন্য পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেয়া হয়। একথা শুনে ইবনে আব্বাস রা. বললেন, অবশ্য উমরও এমন কিছু বলতেন। অতপর ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদা উমরের সাথে মক্কা হতে ফেরার পথে যখন আমরা বাঈদা নামক স্থানে পৌঁছি তখন বাবলা গাছের ছায়ায় তিনি একটি কাফেলা দেখতে পান। তিনি আমাকে বললেন, এখানে গিয়ে দেখ তো ওরা কারা ? তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে আমি 'সুহাইবকে' দেখি। ফিরে এসে উমরকে একথা জানালে, তিনি বললেন, তাকে এখানে ডাক। সুতরাং আমি গিয়ে তাকে বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাত করুন। যখন উমর আহত হয়েছিলেন তখন সুহাইব সেখানে প্রবেশ করে বিলাপের সুরে হে আমার ভাই ! হে আমার বন্ধু ! বলে কাঁদতে আরম্ভ করলে উমর নিষেধের সুরে বললেন, হে সোহাইব ! তুমি কি আমার জন্য কাঁদছ ? অথচ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মৃতের জন্য পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় তাকে শাস্তি দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, উমর রা.-এর ইন্তেকালের পর আমি এ হাদীসটি আয়েশা রা.-কে পৌঁছালে তিনি বলেন, আল্লাহ উমরের প্রতি সদয় হোন। আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ স. একথা বলেননি যে, মৃত মু'মিনের পরিজনের কোনো কোনো কান্না তার আযাবের কারণ হয়। বরং রসূলুল্লাহ স. একথা বলেছেন যে, কাফেরের পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় আল্লাহ তার শাস্তি বৃদ্ধি করেন। অতপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ বললেন, কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, "কোনো বহনকারী বহন করবে না অন্যের বোঝা।" একথা শুনে ইবনে আব্বাস রা. বলে উঠলেন,

"আল্লাহই হাসান এবং কাঁদান।" (বর্ণনাকারী বলেন,) ইবনে আবু মুলাইকাহ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! (এ আলোচনায়) ইবনে উমর নির্বাক ছিলেন।

١٢٠٤. عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا اُصِيْبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُوْلُ وَا اَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ·

১২০৪. আবু বুরদাহ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন উমর রা.-কে আহত করা হয়েছিল, তখন সোহাইব 'হে আমার ভাই' বলে বিলাপ করছিলেন। একথা শুনে উমর নিষেধের সুরে বললেন, তুমি কি জান না নবী স. বলেছেন, নিশ্চয়ই জীবিতের কোনো কোনো কান্নায় মৃতকে শাস্তি দেয়া হয় ?

١٢٠٥. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِيْ عَلَيْهَا اَهْلُهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا ·

১২০৫. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর পত্নী আয়েশা রা.-কে একথা বলতে শুনেছেন যে, একদা রসূলুল্লাহ স. এমন একটি ইয়াহুদী মেয়ের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার জন্য তার পরিজন কান্নাকাটি করছিল। তখন নবী স. বললেন, এরা অবশ্য তার জন্য কাঁদছে, অথচ তাকে কবরের ভেতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ-ক্রন্দন নিষিদ্ধ।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ওফাতের সংবাদে যখন তাঁর পরিবার-পরিজন কান্না-কাটি করছিল তখন উমর রা. বলেছিলেন, তাদেরকে আবু সুলায়মানের (খালিদ ইবনে ওয়ালীদের উপাধি) জন্য কাঁদতে দাও, যতক্ষণ না তারা মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে কিংবা উচ্চস্বরে কাঁদে।

١٢٠٦. عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ ·

১২০৬. মুগীরা রা, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার সমতুল্য নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আমার ওপর স্বেচ্ছায় মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন নিশ্চিতরূপে জাহান্নামে তার বাসস্থান প্রশস্ত করে নেয়। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি নবী স.-কে একথাও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মৃতের জন্য মাতম সুরে কাঁদবে তার কাঁদার কারণে তাকে আযাব দেয়া হবে।

١٢٠٧.عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

১২০৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, মৃতের জন্য কাঁদার দরুন তাকে কবরের ভেতর আযাব দেয়া হয়।[১৭]

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ

١٢٠٨.عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جِئَ بِأَبِيْ يَوْمَ اُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتّٰى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ ثُمَّ ذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَاَمَر رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا ابْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِيْ اَوْ لاَتَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ .

১২০৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন আমার পিতাকে বিকৃত অবস্থায় কাপড়ে ঢেকে রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে রাখা হয়েছিল। আমি সে আবরণ খোলার ইচ্ছা করলে আমার গোত্রীয় লোকেরা আমাকে বাধা প্রদান করে। পুনরায় আমি তা খুলতে গেলে এবারও আমার গোত্রীয় লোকেরা আমাকে বাধা দেয়। অতপর রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশে (লাশ) উঠিয়ে নেয়া হয়। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন ক্রন্দনরতা একটি নারীর কণ্ঠ। জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে ? লোকেরা বললো, আমরের কন্যা অথবা আমরের ভগ্নি। তিনি বললেন, সে কেন কাঁদছে ? অথবা তুমি কেঁদো না। যতক্ষণ না তাকে (মৃতদেহকে) এ স্থান হতে উঠানো হয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে ছায়াদান করে রেখেছিল।[১৮]

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি (শোকার্ত হয়ে) বক্ষের জামা ছিঁড়ে সে আমাদের (দলভুক্ত) নয়।

١٢٠٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

---

১৭. আলোচ্য হাদীসে تابعه শব্দ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এটাই প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যে, তাঁর উস্তাদ 'আবদান' এ স্থানে যে হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন, তাঁর আর এক উস্তাদ 'আবদুল আ'লাও আবদানের অনুসরণে রেওয়ায়াত করেছেন। তাদের মধ্যে কোনো শাব্দিক বিরোধ নেই। অবশ্য তাঁর তৃতীয় এক উস্তাদ 'আদম' عن শব্দের সাহায্যে সংশয় মিশ্রিত বর্ণনা করেন যে, 'জীবিত ব্যক্তির কোনো কোনো কান্না মৃতের জন্য শাস্তির কারণ হয়।'

১৮. হাত, পা, নাক ও কান ইত্যাদি অঙ্গ কেটে বিকৃত করাকে (مثله) মুসলাহ বলা হয়। এরূপ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

১২০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি (শোকাতুর হয়ে) গাল চাপড়ায়, বুকের জামা ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের রীতি অনুযায়ী চিৎকার করে সে আমাদের (দলভুক্ত) নয়।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ সাআদ ইবনে খাওলার প্রতি রসূল স.-এর শোক প্রকাশ।

١٢١٠. عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ اِنِّى قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ اِبْنَةٌ لِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَى مَالِىْ قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ اَوْ كَثِيرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِى فِىْ امْرَاَتِكَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا اِلاَّ اَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلَى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

১২১০. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি কোনো এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রসূল স. বার বার আমাকে দেখতে আসেন, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার রোগ কি অবস্থায় পৌছেছে তা তো আপনি দেখছেন। আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি, একমাত্র কন্যাই আমার উত্তরাধিকারিণী। সুতরাং আমি কি আমার সম্পদের দু-তৃতীয়াংশ সদকা (দান) করতে পারি ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক ? তিনি বললেন, না। এক-তৃতীয়াংশ (সদকা করতে পার), আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিসগণকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াই হবে উত্তম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যা ব্যয় করবে সে জন্য তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও সে জন্যও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কি আমার সাথীদের পশ্চাতে (মক্কায়) রেখে যাওয়া হচ্ছে ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, যদি তোমাকে রেখে যাওয়াই হয়, আর তুমি সৎকাজ করো, তবে তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ-ও হতে পারে যে, তুমি দীর্ঘজীবি হবে আর বহু সম্প্রদায় উপকৃত হবে এবং অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (রাসূলুল্লাহ স. দোআ করলেন) হে আল্লাহ ! আমার সাথীদের হিজরত অক্ষুণ্ন রাখ, তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ো না। কিন্তু

সা'দ বিন খাওলার জন্য আফসোস! রাসূলুল্লাহ স.. তার জন্য শোক প্রকাশ করলেন, কেননা মক্কাতেই তার ইন্তেকাল হয়েছিল।[১৯]

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ শোকাতুর অবস্থায় মাথা মুড়ানো নিষিদ্ধ।

١٢١١.عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ وَجِعَ اَبُوْ مُوْسٰى وَجَعًا فَغُشِىَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِىْ حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِئٌ مِّمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ .

১২১১. আবু বুরদাহ ইবনে আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু মূসা রোগযন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তখন তাঁর মাথা পরিবারস্থ কোনো এক মহিলার কোলে ছিল, মহিলাটি ক্রন্দন করছিল। কিন্তু তার কান্না বন্ধ করার মতো শক্তি তাঁর ছিল না, অতপর যখন তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন তখন বললেন, রসূলুল্লাহ স. যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুত রসূলুল্লাহ স. সে সমস্ত নারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন যারা শোকে বিলাপ করে, মাথা মুড়ায় এবং কাপড় ছিঁড়ে।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সে আমাদের দলে নয় যে মাথা চাপড়ায়।

١٢١٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেন, যে লোক শোকে মাথা চাপড়ায়, জামা ছিঁড়ে এবং বিলাপ সুরে জাহেলী যুগের উক্তি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিপদকালে ধ্বংস ডাকা ও শরীয়ত বিরোধী জাহেলী বিলাপ করা নিষিদ্ধ।

١٢١٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, যে লোক হা-হুতাশে কপাল চাপড়ায়, জামা ছিঁড়ে এবং বর্বর যুগের ন্যায় অনৈসলামী প্রলাপ বকে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১৯. সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা চলে আসছিলো যে, যে স্থান হতে হিজরত করা হয় পুনরায় সে স্থানে মৃত্যু হলে হিজরত বাতিল হয়ে যায়। সে ধারণানুযায়ী সা'দ বিন আবু ওয়াককাস সাথীদের পেছনে থেকে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এ ভিত্তিহীন ধারণার নিরসন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন, (তোমার দ্বারা কারো উপকার এবং কারো ক্ষতি হবে) ইতিহাসে প্রমাণিত যে, এরপরও এ সাহাবী চল্লিশ বছরের বেশী জীবিত ছিলেন। হযরত ওমর রা.-এর যুগে সমস্ত 'ইরাক' তাঁর দ্বারা বিজিত হয়, এতে প্রচুর ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে আর মুশরিকদের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বিপদকালে বিষণ্ন হয়ে বসে থাকে এবং দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

١٢١٤.عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ـ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَضْ فَاَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللّٰهِ غَلَبْنَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ فَاَحْثُ فِى اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا اَمَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ ٠

১২১৪. হযরত আমরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যখন রসূল স.-এর কাছে হারেসাহ, জাফর এবং ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি এমনিভাবে বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে শোক চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। আমি দরযার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম, এক ব্যক্তি এসে জাফরের পরিবারস্থ নারীদের কান্নাকাটির কথা বললো। তিনি তাদেরকে কান্না বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। লোকটি চলে গেল। দ্বিতীয়বার এসে জানাল, মহিলাগণ তার কথা শুনছে না। তিনি পুনরায় বললেন, তাদেরকে নিষেধ কর। লোকটি তৃতীয়বার এসে তাঁকে সংবাদ দিল যে, হে আল্লাহর রসূল স. ! আল্লাহর শপথ ! তারা আমাদেরকে হার মানিয়েছে। হযরত আয়েশার ধারণা, তখন তিনি একথাও বলেছেন যে, তবে তাদের মুখের মধ্যে মাটি পুরে দাও।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এরপর আমি সে ব্যক্তিকে বললাম, আল্লাহ তোমার বরবাদ করুক, রসূলুল্লাহ স. তোমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাও করতে পারছো না, আবার রসূলুল্লাহকে বার বার বিরক্ত করতেও ছাড়ছ না।

١٢١٥.عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ اَشَدَّ مِنْهُ ٠

১২১৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। যখন ক্বারী সাহাবীগণ শহীদ[২০] হলেন, তখন রসূল স. এক মাস পর্যন্ত 'দোআ কুনূত' পড়েছেন।[২১] তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে কখনো এর চেয়ে অধিক শোকাভিভূত হতে দেখিনি।

---

২০. ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত স. কয়েকজন বিশিষ্ট ক্বারী সাহাবীকে 'নজদ' এলাকায় প্রেরণ করলে সুলাইম গোত্রীয় সরদার আমের বিন তুফাইল বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের অনেককে শহীদ করে দেয়। ইতিহাসে এটা 'বীরে মাউনার' ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ।

২১. মুসলমানদের ওপর যখন সার্বিকভাবে কোনো বিপদ অথবা শত্রুর আক্রমণ দেখা দেয় তখন ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের রুকুর পর দণ্ডায়মান অবস্থায় 'ইমাম' একটি নির্দিষ্ট দোআ উচ্চস্বরে পাঠ করবেন, আর মুক্তাদীগণ চুপে চুপে 'আমীন' বলবেন এটাই 'কুনূতে নাযেলা'–এ সময় এ দোআ পাঠ করা সুন্নত।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ বিপদকালে যে ব্যক্তি তার দুঃখ প্রকাশ করে না। মুহাম্মাদ বিন কা'ব র. বলেছেন ঃ অধৈর্য ও অস্থিরতা হচ্ছে কুবাক্য ও কুধারণারই ফল।

হযরত ইয়াকুব আ. বলেছেন, আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার ফরিয়াদ আল্লাহর কাছেই করছি।

١٢١٦. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِشْتَكَى ابْنُ لاَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَاَتُهُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِىْ جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلاَمُ قَالَ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَاَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا اَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَعْلَمَتْهُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اَخْبَرَ النَّبِىَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِىْ لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهَا تِسْعَةَ اَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ.

১২১৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। হযরত আবু তালহার একটি অসুস্থ পুত্র মারা যায়। এ সময় আবু তালহা বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখল ছেলেটি মারা গেছে, তখন কিছু বস্তু সংগ্রহ করে তাকে ঘরের এক পাশে রেখে দিল। আবু তালহা এসে ছেলেটির অবস্থা জানতে চাইলেন। সে বললো, এখন সে আরামে আছে। আমি আশা করি সে এখন বিশ্রাম করছে। আবু তালহা মনে করলো তাঁর স্ত্রী সত্যই বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাত যাপন করে ভোরে গোসল করলেন। যখন তিনি বাইরে যাচ্ছিলেন তখন তার স্ত্রী জানাল যে ছেলেটি মারা গেছে। তিনি নবী স.-এর সাথে নামায পড়লেন এবং নিজের ঘটনাটি তাঁকে অবগত করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, হয়ত আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এ রাত্রিটি মুবারক করবেন। সুফিয়ান বলেন, জনৈক আনসারী বলেছেন, আমি আবু তালহার নয়জন সন্তান দেখেছি যাদের সবাই কুরআন পড়েছে।[২২]

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ দুসংবাদ শুনার প্রারম্ভে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য। এরূপ ধৈর্যধারণের প্রতিদান সর্বোত্তম। বলেছেন হযরত উমর (রা)। এদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা বলেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন–আহা, কতোই না উত্তম কথা। (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন) তাদের রবের কাছ থেকে তাদের ওপর দয়া-অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। আর তারাই হচ্ছেন হেদায়াতপ্রাপ্ত।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৬, ১৫৭

আল্লাহর এ নির্দেশ ঃ "তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মারফতে সাহায্য প্রার্থনা করো, যদিও তা আল্লাহভীরু ছাড়া অন্যদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৫

١٢١٧. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلَى.

---

২২. আবু তালহার উক্ত রাতের সহবাস জাত পুত্র 'আবদুল্লাহর' এরূপ নয়জন সন্তান ছিল।

১২১৭. সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি যে, নবী স. বলেছেন, বিপদের প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে বলেছিলেন, নিসন্দেহে আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাতুর এবং হযরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, তাঁর চক্ষু ছিল অশ্রুসজল এবং অন্তর ছিল ভারাক্রান্ত।

١٢١٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِاِبْرَاهِيْمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمُ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ .

১২১৮. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে তাঁর পুত্র ইবরাহীমের ধাত্রীর স্বামী কর্মকার আবু সাইফের কাছে গেলাম। রসূল স. ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং আদর করলেন। এরপর আবার আমরা তার কাছে গিয়ে দেখলাম ইবরাহীমের মুমূর্ষু অবস্থা। তখন রসূল স.-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আবদুর রহমান বিন আওফ রা. বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনিও (কাঁদছেন ?)। তিনি বললেন, হে ইবনে আউফ ! এটি মমতা। পুনরায় অশ্রুপাত করতঃ বললেন, নিসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় হয় ব্যথিত। কিন্তু আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব পসন্দ করেন। হে ইবরাহীম ! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত।[২৩]

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ পীড়িতদের নিকট কান্নাকাটি করা।

١٢١٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِشْتَكٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوٰى لَهُ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَ سَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِىْ غَاشِيَةِ اَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضٰى فَقَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكَى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ اَلَا تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ اَوْ يَرْحَمُ وَاِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَ يَرْمِىْ بِالْحِجَارَةِ وَ يَحْثِىْ بِالتُّرَابِ .

২৩. নবী স.-এর পুত্র ইবরাহীমের যখন মৃত্যু হয় তখন তার বয়স ছিল চার বছর।

১২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে ওবাদাহ রা. কোনো এক রোগে ভুগছিলেন। নবী স. আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সহ তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি পরিজন দ্বারা বেষ্টিত। জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি মারা গেছেন? তারা বললো, না, হে আল্লাহর রসূল! একথা শুনে নবী স. কেঁদে ফেললেন। নবী স.-এর কান্না দেখে তারাও কাঁদতে লাগল। তখন তিনি বললেন, তোমরা শোন, নিসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু এবং অন্তরের শোকের জন্য কাউকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু শাস্তি দেবেন অথবা দয়া করবেন এর জন্য, (এ বলে তিনি) নিজ জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। নিসন্দেহে মৃতের প্রতি পরিজনের বিলাপের দরুন তাকে শাস্তি দেয়া হয়। আর হযরত উমর রা.-এর অবস্থা ছিল এরূপ যে, তিনি এরূপ কাঁদার জন্য লাঠির দ্বারা আঘাত করতেন, কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং মুখে মাটি পুরে দিতেন।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত বিলাপ ও কান্নাকাটি করা নিষেধ করা হয়েছে এবং তিরস্কার করা হয়েছে।

١٢٢٠.عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ بِاَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ اَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَاَمَرَهُ الثَّانِيَةَ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَى فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِيْ اَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَاحْثُ فِيْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابِ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ فَوَاللّٰهِ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ ٠

১২২০. আমরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন হযরত যায়েদ বিন হারিসাহ, জাফর এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ পৌছল, তখন নবী স. এমনভাবে বসে পড়লেন যে, তাতে শোকের ছাপ দেখা গেল। আমি দরযার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! জাফরের পরিবারের নারীগণ কান্নাকাটি করছে, তিনি তাদেরকে নিষেধ করতে আদেশ করলেন। লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে জানাল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি কিন্তু তারা আমার কথা মানছে না। তিনি দ্বিতীয়বার তাদেরকে নিষেধ করতে বললেন। সে চলে গেল। পুনরায় ফিরে এসে জানাল, আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে অথবা (বললো) আমাদেরকে হার মানিয়েছে। রাবী বলেন, এ সন্দেহটি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাওশাব হতে সংঘটিত হয়েছে। হযরত আয়েশার ধারণা নবী স. তাকে একথাও বলেছেন যে, তাদের মুখের মধ্যে মাটি পুরে দাও।

অতপর হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুক। আল্লাহর শপথ ! তোমার ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাতো সমাধা করতে পারছ না, আবার রসূলুল্লাহ স.-কে বার বার বিরক্ত করতে ছাড়ছ না।

١٢٢١. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوْحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ أَبِيْ سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٌ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ابْنَةَ أَبِيْ سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ وَامْرَأَةُ أُخْرَى .

১২২১. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. 'বাইআত' করার সময় আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা (মৃতের জন্য) বিলাপ করবো না। কিন্তু পাঁচজন ছাড়া কোনো নারীই তা রক্ষা করতে পারেনি। (তারা হচ্ছেন) উম্মে সুলাইম, উম্মে আ'লা, আবু ছাবরার কন্যা—মুআযের স্ত্রী এবং অন্য দুজন মহিলা। অথবা (বলেছেন,) আবু ছাবরার কন্যা, মুয়াযের স্ত্রী এবং অন্য আর একজন মহিলা।[২৪]

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়াবার নির্দেশ।

١٢٢٢. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ الْحُمَيْدِيْ حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ .

১২২২. আমের ইবনে রাবিয়া রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা কোনো জানাযার খাট বহন করে যেতে দেখলে তা চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। সুফিয়ান হতে হুমাইদীর একটি বর্ণনা আছে। সেখানে একথাটি অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে—তোমরা সে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তা তোমাদেরকে অতিক্রম করে যায় অথবা নীচে নামিয়ে রাখা হয়।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ালে কখন বসবে ?

١٢٢٣. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا اَوْ تُخَلِّفَهُ اَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخَلِّفَهُ.

১২২৩. আমের ইবনে রাবিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো জানাযা যেতে দেখবে, যদি সে তার সহযাত্রী না হয় তাহলে সে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না তা চলে যায়। অথবা নামিয়ে রাখা হয়।[২৫]

١٢٢٤. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فَأَخَذَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ

---

২৪. পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে অঙ্গীকার করাকে 'বাইআত' বলা হয়। বাইআত এখানে ইসলাম গ্রহণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৫. জানাযার জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ اَنْ تُوْضَعَ فَجَاءَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَدَقَ۔

১২২৪. সাঈদ মাকবারী রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তা নামিয়ে রাখার পূর্বে আবু হুরাইরা মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং উভয়ে বসে পড়লেন। এ সময় আবু সাঈদ খুদরী এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, উঠুন, আল্লাহর শপথ ! ইনি (আবু হুরাইরা) অবগত আছেন যে, রসূল স. আমাদেরকে এ থেকে (জানাযা নীচে রাখার পূর্বে বসতে) নিষেধ করেছেন। একথা শুনে আবু হুরাইরা রা. বলে উঠলেন ঃ তিনি ঠিকই বলেছেন।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বসতে পারবে না যতক্ষণ না লোকেরা তাদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে রাখে। আর যদি বসে পড়ে, তাহলে তাঁকে দাঁড়াতে বলবে।

١٢٢٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتّٰى تُوْضَعَ۔

১২২৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তোমরা কোনো জানাযা গমন করতে দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে, আর যে জানাযার সহযাত্রী হবে, সে তা নামিয়ে রাখা পর্যন্ত বসবে না।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদীদের জানাযা গমন দর্শনে যিনি দাঁড়িয়েছেন।

١٢٢٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا۔

১২২৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তা দেখে নবী স. উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! এটা তো একজন ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেন, তোমরা যখনই যে কোনো জানাযা যেতে দেখবে তখনই দাঁড়িয়ে যাবে।

١٢٢٧. عَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا اِنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اَىْ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِىٍّ فَقَالَ اَلَيْسَتْ نَفْسًا

১২২৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল বিন হুনাইফ এবং কায়েস বিন সা'দ (কুফার নিকটবর্তী) 'কাদেসিয়া' নামক এক স্থানে

বসেছিলেন। এমন সময় তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তা দেখে উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ তাঁদেরকে বললো, এ হচ্ছে 'যিম্মির' (অমুসলিমের) জানাযা। তাঁরা বললেন, একদা নবী স.-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তা দেখে তিনি দাঁড়ালেন। কেউ তাকে বলেছিল যে, এ তো 'ইয়াহুদীর' জানাযা, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তবে সেটা কি মানব দেহ নয় ?

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা বহন করার দায়িত্ব কেবল পুরুষদের, নারীদের নয়।

١٢٢٨. عَنْ اَبَا سَعِيْدِ اَلْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ.

১২২৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যখন মৃতকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা তাদের কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি সে পুণ্যবান হয়, তখন সে বলে, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল। আর যদি সে পুণ্যবান না হয়, তাহলে বলে হায় ! এরা এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? তার এ চীৎকার মানুষ ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। যদি (মানুষ) শুনতো (এ চীৎকার) তাহলে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতো।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা তাড়াতাড়ি কবরস্থ করার নির্দেশ।

আনাস রা. বলেছেন, তোমরা হচ্ছো (মৃত ব্যক্তিকে) বিদায় দানকারী। অতএব তার সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বামে চলবে। আর অন্য একজন বলেছেন, তবে তার কাছাকাছিই চলতে হবে।

١٢٢٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

১২২৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা জানাযাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। কারণ যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে সে উত্তম ব্যক্তি। তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। আর যদি সে অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে সে একটি 'আপদ' তাড়াতাড়ি তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে দাও।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ খাটিয়ার মধ্য থেকে মৃতের আবেদন, তোমরা আমাকে সামনে নিয়ে চল।

١٢٣٠. عَنْ اَبَا سَعِيْدِ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ، فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ : قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ .

১২৩০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, মৃতকে খাটিয়ায় রেখে যখন লোকেরা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি সামনে নিয়ে চল। আর যদি পুণ্যবান না হয়, তাহলে সে আপন পরিজনকে বলে, হায় ! 'তোমরা এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?' মানুষ ছাড়া প্রত্যেক বস্তুই তার সে চীৎকার শুনতে পায়, কিন্তু মানুষ যদি তা শুনতো তাহলে বেহুঁশ হয়ে পড়তো।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য ইমামের পেছনে দু অথবা তিন সারি করা।

١٢٣١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى اَوِ الثَّالِثِ.

১২৩১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী স. নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছেন, আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সারিতে ছিলাম।

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য কয়েক কাতারে সারিবদ্ধ হওয়া।

١٢٣٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى النَّبِىُّ ﷺ اِلَى اَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

১২৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সাহাবীগণকে নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ জানালেন। তিনি সামনে দাঁড়ালে সাহাবীগণ তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলেন এবং তিনি চার তাকবীর উচ্চারণ করলেন।

١٢٣٣. حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ اَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

১২৩৩. শাইবানী শা'বী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যিনি নবী স.-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী স. একটি পরিত্যক্ত স্থানের পাশে এসে দাঁড়ালেন। লোকেরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হন, আর তিনি চার তাকবীর উচ্চারণ করেন। শাইবানী বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে এ সংবাদ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা.।

١٢٣٤. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى.

১২৩৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, আজ আবিসিনিয়ার একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং তোমরা চল এবং তাঁর জন্য নামায (জানাযা) পড়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কয়েক কাতারে সারিবদ্ধ হলাম এবং নবী স. নামায পড়ালেন। আবু যুবায়ের জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় পুরুষদের সাথে বালকদের সারি।

١٢٣٥.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتٰى دُفِنَ هٰذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَفَلا اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالُوْا دَفَنَّاهُ فِىْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ .

১২৩৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এমন একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাকে (গত) রাতে দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একে কখন দাফন করা হয়েছে? লোকেরা বললো, গত রাতে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন আমাকে সংবাদ দাওনি? তারা বললো, আমরা তাকে অন্ধকার রাতেই দাফন করেছি। এ সময় আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করা আমরা পসন্দ করিনি। এরপর তিনি (কবরের পাশে) দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলাম।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম এবং তার জানাযা পড়েছিলাম।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের নিয়মাবলী।

নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়বে (সে এক কীরাত পুরস্কার পাবে)। তিনি আরো বলেছেন, [এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে কিন্তু ঋণ শোধ করা যেতে পারে এ পরিমাণ সম্পদও সে রেখে যায়নি, তিনি [নবী স.] সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন,] তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়বে। আবিসিনিয়ার অধিপতির মৃত্যু সংবাদে নবী স. বলেছেন, তোমরা নাজ্জাশীর উপর জানাযার নামায পড়। নবী স. জানাযাকে নামায নামে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এ নামাযের রুকূ ও সিজদা নেই এবং এতে কথাবার্তাও বলা যায় না। এতে আছে তাকবীর ও পরে সালাম। হযরত ইবনে উমর রা. পবিত্রতা ছাড়া জানাযার নামায পড়তেন না এবং সূর্যোদয় ও অস্তকালীন সময়ও পড়তেন না। তিনি তাকবীরের সাথে হাত উঠাতেন।

হাসান বসরী র. বলেন, আমি সাহাবায়ে কেরামকে এ নিয়মে জানাযা আদায় করতে পেয়েছি যে, তাঁরা এমন ব্যক্তিকে জানাযার জন্য অগ্রাধিকার দিতেন, যাকে তাঁরা নামাযের জন্য পসন্দ করতেন। কেননা তাঁরা এটাকে ফরয মনে করতেন। যদি কোনো ব্যক্তির ঈদের নামাযে অথবা জানাযার সময় অযু ভেঙ্গে যেত, তাহলে পানি খোঁজ করতেন, তায়াম্মুম করতেন না। আর যখন জানাযার কাছে পৌঁছে দেখতেন যে লোকেরা নামায পড়ছে, তখন তিনি তাকবীর উচ্চারণ করে তাদের সাথে নামাযে শামিল হতেন।

ইবনে মুসাইয়্যেব র. বলেন, রাতে ও দিনে, স্বদেশে ও বিদেশে (অর্থাৎ স্বগৃহে ও সফরে) জানাযায় চার তাকবীরই হবে। আনাস রা. বলেন, এক তাকবীর হচ্ছে নামায আরম্ভ করার জন্য। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, "তাদের (মুনাফিকদের) কোনো মৃতের ওপর কখনো জানাযার নামায পড়বেন না।" এবং জানাযার মধ্যে কয়েকটি সারি ও ইমামের ব্যবস্থা থাকবে।

١٢٣٦.عَنِ الشَّيْبَانِىْ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَاَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا.

১২৩৬. শাইবানী শা'বী রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি তোমাদের নবী স.-এর সাথে বিচ্ছিন্ন একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নবী স. আমাদের ইমামতী করেছেন। আর আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পেছনে পেছনে চলার ফযীলত।

যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেছেন, তুমি জানাযার নামায পড়ে থাকলে তোমার দায়িত্বই পালন করেছ। হুমাইদ বিন হেলাল বলেন, জানাযা থেকে চলে আসবার অনুমতি নিতে হবে এমন কথা আমরা জানি না। তবে হ্যাঁ, যে জানাযা পড়ে ফিরবে সে এক 'কীরাত' পরিমাণ সওয়াব পাবে।

١٢٣٧. حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَقَالَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِىْ عَائِشَةَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ فَقَالَ إِبْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ .

১২৩৭. ইবনে উমর রা.-কে বলা হয়েছে যে, আবু হুরাইরা রা. বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে সে এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। একথা শুনে তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. অতি মাত্রায় হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, (অর্থাৎ তাঁর কোনো কোনো কথা সন্দেহযুক্ত) তখন আয়েশা রা.-ও আবু হুরাইরার সমর্থন করে বললেন, আমিও রসূল স.-কে এরূপ বলতে শুনেছি। তখন ইবনে উমর র. বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক কীরাতই হারিয়েছি।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ (লাশ) দাফন করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি অপেক্ষা করেছে।

١٢٣٨. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّىَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ .

১২৩৮. আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে নামায পড়বে সে 'এক কীরাত' পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত থাকবে সে দু কীরাত পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কীরাত' কি ? বললেন, দুটি বৃহৎ পর্বত সমতুল্য।[২৬]

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের সাথে বালকদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

١٢٣٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوْا هٰذَا دُفِنَ اَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ، قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا .

---

২৬. 'কীরাত' দেরহামের এক ষষ্ঠমাংশ, এখানে 'সওয়াব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরিমাণ শুধু আল্লাহই অবগত আছেন। 'দুটি বৃহৎ পর্বত' দ্বারা বিরাট পুরস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১২৩৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কোনো একটি কবরের পাশে এলে পর লোকেরা বললো, এ (পুরুষ) কিংবা এ (নারী)-কে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এরপর আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলে তিনি কবরের ওপর জানাযা পড়লেন।

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহ্ এবং মসজিদে জানাযার নামায পড়া।

١٢٤٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ يَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلّٰى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا.

১২৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাশীর মৃত্যু হলো সেদিন রসূল স. আমাদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর।

আবু হুরাইরা রা. হতে অন্য এক রেওয়ায়াতে একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নবী স. তাঁদেরকে নিয়ে ঈদগাহে সারিবদ্ধ হয়েছেন। এরপর চার তাকবীর উচ্চারণ করে তার জন্য নামায পড়েছেন।

١٢٤١.عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِّنْهُمْ وَاِمْرَأَةٍ زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَّوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

১২৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীগণ তাদের মধ্য থেকে এমন এক পুরুষ এবং এক নারীকে নবী স.-এর কাছে নিয়ে এলো যারা যিনা করেছিল। তিনি নির্দেশ দিলে তাদেরকে মসজিদের কাছে জানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানের কাছেই পাথর নিক্ষেপ করা হলো।[২৭]

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ অপসন্দনীয় প্রসঙ্গে। আলী রা.-এর পৌত্র হাসানের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী এক বছর নাগাদ কবরের ওপর একটি তাবু তৈরী করে রেখেছিলেন। অবশ্য পরে সেটা উঠিয়ে নেন। (একদা) তাঁরা একটি চীৎকার শব্দ শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে, শোন ! এরা যা হারিয়েছিল তা পেয়েছে কি ? অপর একজন জবাব দিল, না ; বরং তারা নিরাশ হয়ে ফিরেছে।

١٢٤٢. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ، لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا قَالَتْ وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لاُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنِّى اَخْشٰى اَنْ يُّتَّخَذَ مَسْجِدًا.

২৭. হানাফী মাযহাব মতে কোনো ওযর ছাড়া মসজিদে জানাযার নামায পড়া জায়েয নেই।

১২৪২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যে রোগে ইন্তেকাল করেন, সে রোগের সময় তিনি বলেছিলেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, যদি এ আশংকা না হতো তাহলে তাঁর 'রাওজা মুবারক'কে প্রকাশ্য অবস্থায় রাখা হতো। তবুও আমার ভয় হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে তা মসজিদে পরিণত করা হবে।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ প্রসূতির জন্য জানাযা পড়তে হবে, যখন প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

١٢٤٣. عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاتَ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا ٠

১২৪৩. সামুরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর পেছনে এমন এক স্ত্রীলোকের জানাযা পড়েছিলাম, যে প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। নবী স. তার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ নারী এবং পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

١٢٤٤. عَنْ سَمُرَةَ بْنُ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاتَ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا ٠

১২৪৪. সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স. এর পেছনে এমন এক নারীর জানাযা পড়েছিলাম, যে প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল, তিনি তার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।[২৮]

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় তাকবীর চারটি। হুমাইদী র. বলেন, একদা হযরত আনাস রা. আমাদেরকে তিন তাকবীরে জানাযা পড়িয়েছিলেন। কেউ তাঁকে বললে তখন তিনি কেবলামুখী হলেন এবং চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফেরালেন।

١٢٤٥. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ

১২৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করলে রসূল স. তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন এবং লোকদেরকে নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হন। তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চার তাকবীর বলে জানাযার নামায পড়েন।

١٢٤٦. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيْمٍ اَصْحَمَةَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ٠

---

২৮. পুরুষের জানাযার ইমামকে যে স্থানে দাঁড়াতে হবে নারীর জন্য তিনি সে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং পুরুষের কথা হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করে নিতে হবে, এটাই ইমাম বুখারীর অভিমত।

১২৪৬. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নাজ্জাশী আসহামার জানাযার নামায চার তাকবীরে আদায় করেন।[২৯]

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা। হাসান র. বলেছেন, জানাযায় শিশুদের ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে এবং এই বলে দোআ করতে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তুমি এ মৃত শিশুকে আমাদের জন্য জান্নাতের পথে অগ্রগামী হিসেবে গ্রহণ কর এবং আমাদের পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ কর।

١٢٤٧.عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِتَعْلَمُوا اَنَّهَا سُنَّةٌ.

১২৪৭. তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসের পেছনে জানাযার নামায আদায় করেছি। তিনি (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে জানাযার নামায আদায় করলেন এবং পরে বললেন, (আমি এরূপ এজন্য করলাম) যাতে লোকেরা এটাকে সুন্নত বলে জানতে পারে।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাফন করার পর কবরের ওপর জানাযা আদায় করা।

١٢٤٨. عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ.

১২৪৮. শা'বী রা. বর্ণনা করেছেন, তাকে একটি লোক খবর দিয়েছিল যে, সে নবী স.-এর সাথে একটা বিচ্ছিন্ন কবরের পাশে গিয়েছিল। তিনি জানাযার নামাযে তাদের ইমামতী করেছিলেন। আর তারা তার পেছনে নামায পড়লো।

١٢٤٩.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَسْوَدَ رَجُلاً اَوِ امْرَأَةً كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانُ قَالُوْا مَاتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِيْ فَقَالُوْا اِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتَهُ قَالَ فَحَقَّرُوْا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّوْنِيْ عَلٰى قَبْرِهِ فَأَتٰى قَبْرَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ.

১২৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আসওয়াদ নামক একজন পুরুষ অথবা মহিলা মসজিদে থাকতো এবং মসজিদ ঝাড়ু দিতো। সে মারা গেল, কিন্তু নবী স. তার মৃত্যুর কথা জানতে পারলেন না। একদিন তার কথা স্মরণ হলে তিনি বললেন, ঐ লোকটি কোথায় ? সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল, সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেন ? তারা লোকটির কাহিনী বলে বললো, সে তো এরূপ এরূপ লোক ছিল

২৯.'নাজ্জাশী' আবিসিনিয়ার শাসকের উপাধি। কিন্তু তাঁর নাম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম বুখারী র.-এর মতে, তাঁর নাম 'আসহামাহ'ই ছিল। যার মৃত্যুতে নবী স. জানাযা পড়েছিলেন।

(অর্থাৎ তাকে যেন খাটো করলো)। নবী স. তখন বললেন, তার কবর কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। এরপর তিনি তার কবরের পাশে উপস্থিত হলেন এবং (জানাযার নামায) আদায় করলেন।

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তি জুতার আওয়ায শুনতে পায়।

١٢٥٠. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتُوُلِّىَ وَذَهَبَ اَصْحَابُهُ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَاَقْعَدَاهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ .

১২৫০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার বন্ধু-বান্ধব সেখান থেকে ফিরে চলে যায়। সে তখনও তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। এমন সময় তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে দেন। মুহাম্মাদ স.-কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? সে তখন বলবে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল ! তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থানটি দেখে নাও। সেটি পরিবর্তন করে আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতে একটি জায়গা প্রদান করেছেন। সে দুটিই এক সাথে দেখতে পাবে। কিন্তু কাফের মুনাফেক বলবে, অন্যান্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতেও না বুঝতেও না। এরপর লোহার একটি মুগুর দিয়ে উভয় কানে এমন জোরে আঘাত করা হবে যে, সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জ্বিন ও মানুষ ছাড়া নিকটবর্তী সবাই তার এ চিৎকার শুনতে পাবে।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিস বা অনুরূপ কোনো পবিত্র ভূমিতে সমাহিত হতে পসন্দ করে।

١٢٥١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى مُوْسٰى فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ اِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ اَرْسَلْتَنِىْ اِلٰى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَىْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْاٰنَ فَسَاَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُدْنِيَهُ

مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ ٠

১২৫১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসার কাছে পাঠানো হলো। ফেরেশতা তাঁর কাছে এলে পর তিনি (মূসা) তাকে (ফেরেশতাকে) চপেটাঘাত করলেন। (ফেরেশতার চোখ অন্ধ হয়ে গেল)। ফেরেশতা তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললো, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতাকে বললেন, আবার তার কাছে গিয়ে তাকে বল একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে। তাঁর হাত যতটুকু জায়গার ওপর পড়বে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের বদলে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। একথা তাঁকে জানানো হলো। তিনি আল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলেন। হে আমার রব! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ্ বললেন, তারপর মৃত্যু। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছে পবিত্র ভূমি (বায়তুল মাকদাস) থেকে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার প্রার্থনা করলেন। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, এ সময় আমি যদি সেখানে (বায়তুল মাকদাসের পবিত্র এলাকায়) থাকতাম, তবে পথি পার্শ্বে বালুর লোহিত ঢিবির কাছে তাঁর (মূসার) কবর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে লাশ দাফন করার বর্ণনা। আবু বকরকে রাত্রিকালে দাফন করা হয়েছিল।

١٢٥٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ٠

১২৫২. আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তিকে রাতে দাফন করা হয়েছিল। পরে নবী স. তার জানাযার নামায আদায় করলেন। নবী স. তার (দাফনকৃত ব্যক্তি) পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো, তাকে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। নবী স. ও তাঁর সাহাবীগণ সেখানে গেলেন এবং লোকটির নামাযে জানাযা আদায় করলেন।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ।

١٢٥٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاُمُّ حَبِيْبَةَ اَتَتَا بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اُولٰئِكَ اِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ ٠

১২৫৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. পীড়িত হয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রীদের একজন মারিয়া নামক একটি গীর্জা ঘরের কথা তাঁকে বললেন, যা তিনি [নবী স.-এর স্ত্রী] হাবশা দেশে দেখেছিলেন। (তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে) উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা হাবশায় গিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনই এ গীর্জা ঘরের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য এবং ভেতরের চিত্রসমূহের বর্ণনা দিলেন। (এসব কথা শুনে) নবী স. তাঁর মাথা তুলে বললেন, ঐসব (হাবশাবাসী) লোকদের মধ্য থেকে কোনো সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তাদের চিত্র নির্মাণ করে এর মধ্যে রাখত। ঐসব লোক আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য বলে গণ্য।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ যারা নারীদের কবরে নামতে পারবে।

١٢٥٤.عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ اَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا.

১২৫৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কন্যার জানাযায় ও দাফনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. (কন্যার) কবরের পাশে বসেছিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দু চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে সহবাস করেনি (তোমাদের মধ্যে) এমন কেউ কি আছে? আবু তালহা রা. বললেন, আমি আছি। নবী স. তাকে বললেন, তুমি তার কবরে নেমে পড়।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদদের নামাযে জানাযা আদায়ের বর্ণনা।

١٢٥٥.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلَى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

১২৫৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দু' দু'জন শহীদকে নবী স. একই কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের মধ্যে কোন্‌জন কুরআনের বেশী হাফেয? দুজনের যার দিকে ইশারা করে বলে দেয়া হলো প্রথমে তাকেই কবরে নামানো হলো। এরপর তিনি বললেন, এদের জন্য আমিই কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবো। এরপর তিনি রক্তসহ বিনা গোসলেই তাদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে গোসলও দেয়া হলো না এবং নামাযের জানাযাও পড়া হলো না।

١٢٥٦. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا

شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّى وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلَى حَوْضِى الْاٰنَ، وَاِنِّى اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّى وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِى وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا.

১২৫৬. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন বের হয়ে ওহুদের শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে মৃতদের নামাযে জানাযা আদায় করার মতো নামায আদায় করলেন। এরপর ফিরে এসে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের আগেই চলে যাব। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষীও বটে। আর আল্লাহর শপথ, আমি এ মুহূর্তে আমার হাউযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি, আমাকে তো পৃথিবীর সম্পদরাশির চাবি প্রদান করা হয়েছে, অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পৃথিবীর চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি না যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। বরং পার্থিব স্বার্থ অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে বলে ভয় করি।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ একই কবরে দু বা তিনজনকে দাফন করার বর্ণনা।

١٢٥٧. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ.

১২৫৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু' দু'জনকে একত্রিত করে দাফন করেছিলেন।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি শহীদদেরকে গোসল দিতে দেখেননি।

١٢٥٨. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُدْفِنُوْهُمْ فِى دِمَائِهِمْ يَعْنِى يَوْمَ اُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

১২৫৮. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তাদেরকে (শহীদদেরকে) রক্তমাখা দেহেই দাফন কর। একথা তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন। আর ঐসব শহীদদেরকে গোসলও দেননি।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ লাহাদ বা কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে? লাহাদ এজন্য বলা হয় যে, এ ধরনের কবর এক পাশে খুঁড়ে করা হয়। আর এ কারণে সকল অত্যাচারীকে মুলহিদ বলা হয়ে থাকে। (কেননা, সে ন্যায় ও হক থেকে দূরে সরে থাকে)। মুলতাহাদা শব্দের অর্থ হলো, পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার জায়গা। আর কবর যদি সোজা হয় তবে তাকে দারীহ বলা হয়।

١٢٥٩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلَى

اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلاَءِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَاَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِقَتْلٰى اُحُدٍ اَيُّ هٰؤُلاَءِ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ اَبِيْ وَعَمِّيْ فِيْ نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.

১২৫৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ওহুদ যুদ্ধের দু' দু'জন শহীদকে একত্রিত করে একই কাপড়ে কাফন দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী অর্জন করেছিল ? জবাবে তাঁকে যখন দুজনের মধ্যে একজনের প্রতি ইশারা করে বলে দেয়া হলো, তখন তাকেই প্রথমে কবরে রাখছিলেন এবং বলছিলেন, এদের জন্য আমিই কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবো। এরপর রক্তমাখা দেহেই তাদেরকে দাফন করছিলেন। তিনি তাদের কাউকেই গোসল দেননি আর জানাযাও পড়েননি। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, আওযায়ী যুহরীর মাধ্যমে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.) বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করেছিলেন, এদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী অর্জন করেছিল ? জবাবে যখন কারো প্রতি ইশারা করে নির্দেশ করা হচ্ছিল, তখন তার সাথীর আগে তাকে কবরে রাখছিলেন। জাবির রা. বলেন, আমার আব্বা ও চাচাকে একই সাথে একখানা নকশা করা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কবরে ইযখির বা অন্য কোনো ঘাস দেয়ার বর্ণনা।

١٢٦٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللّٰهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لاَحَدٍ بَعْدِي اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا.

১২৬০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম (মহা সম্মানিত) করে দিয়েছেন। আমার পূর্বে তা কারো জন্য হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। হ্যাঁ, তবে আমার জন্য এটি দিনের অল্প কিছু সময়ের জন্য তা হালাল করা হয়েছিল (মক্কা বিজয়ের দিন)। এখানকার ঘাস উঠানো যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকারকে ভাগানো যাবে না এবং ঘোষণা করে জানানোর উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। (এসব কথা শুনে) আব্বাস রা. বললেন, কেননা আমাদের স্বর্ণকারদের ও কবরের জন্য ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। তখন নবী স. বললেন, হ্যাঁ, ইযখির ছাড়া। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে "আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য" কথা দুটি বর্ণনা করেছেন।

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ লাশ কোনো কারণে কবর বা লাহাদ থেকে উঠানো যাবে কি না।

١٢٦١. جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ فَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا وَقَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْبِسْ اَبِىْ قَمِيْصَكَ الَّذِىْ يَلِىْ جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَلْبَسَ عَبْدَ اللّٰهِ قَمِيْصَهُ مُكَافَاَةً لِمَا صَنَعَ ٠

১২৬১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর রসূলুল্লাহ স. সেখানে আগমন করলেন। তিনি তাকে কবর থেকে উঠাবার আদেশ করলেন। তিনি তাকে দু' হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং স্বীয় মুখের লালা ফুঁকে দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। এ ঘটনা সত্য কি না তা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এক সময়ে আব্বাসকে তার গায়ের জামা পরিয়েছিলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর গায়ে তখন দুটি জামা ছিল। তাই আবদুল্লাহর পুত্র বললো, হে আল্লাহর রসূল ! যে জামাটি আপনার শরীর স্পর্শ করে আছে ঐটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন। সুফিয়ান বলেন, সকলের ধারণা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহর কৃত বদান্যতার বদলে তাকে স্বীয় জামা প্রদান করেছিলেন।

١٢٦٢. عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ اُحُدُ دَعَانِىْ اَبِىْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا اُرَانِى اِلاَّ مَقْتُوْلاً فِىْ اَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنِّى لاَ اُتْرُكُ بَعْدِى اَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ عَلَىَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاَصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِيْلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ اٰخَرُ فِى قَبْرِهِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِىْ اَنْ اَتْرُكَهُ مَعَ الْاٰخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ اُذُنِهِ ٠

১২৬২. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের সময় নিকটবর্তী হলে আমার পিতা (আবদুল্লাহ) রাতের বেলা আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় নবী স.-এর আসহাবদের মধ্যে যারা নিহত হবেন, আমি তাদের প্রথম ব্যক্তি হবো। এমতাবস্থায় একমাত্র নবী স. ছাড়া তোমার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছি না। আমি ঋণগ্রস্ত আছি। ঋণ পরিশোধ করে দেবে এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে ও ভাল উপদেশ প্রদান করবে। পরদিন সকাল হলে দেখলাম, তিনিই

প্রথম শহীদ হলেন। তাঁর কবরে অন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর সাথে দাফন করা হলো। কিন্তু অন্য একজনের সাথে তাঁকে কবরে রাখা আমার কাছে ভালো মনে হলো না। তাই ছয় মাস পরে আমি তাঁকে কবর হতে উঠালাম। তার কান ছাড়া সমগ্র শরীর এমন ছিল যেন ঐদিন কিছুক্ষণ আগেই তাকে দাফন করা হয়েছে।

١٢٦٣.عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِى رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِى حَتّٰى اَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِىْ قَبْرٍ عَلٰى حِدَةٍ ٠

১২৬৩. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতার সাথে অন্য আর একজন লোককে দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে তা পসন্দ হলো না। তাই তাঁকে কবর থেকে উঠিয়ে অন্য আরেকটি কবরে দাফন করলাম।

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ কবরে লাহাদ বা গর্ত করা।

١٢٦٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ فَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

১২৬৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু' দু'জন পুরুষের লাশ এক সাথে করে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী রাখে। তাঁকে যখন কোনো একজনের প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া হতো, তখন তিনি তাকেই প্রথমে লাহাদে রাখছিলেন এবং বলছিলেন, কিয়ামতের দিন আমি নিজে এঁদের সাক্ষী হবো। এরপর রক্তমাখা শরীরেই তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের গোসলও দিলেন না।

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো বালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক যদি ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায়, তাহলে কি তার জানাযা পড়া হবে এবং ছোট ছেলেদের কি ইসলামের দাওয়াত দেয়া যাবে ? হাসান, শুরাইহ্, ইবরাহীম ও কাতাদাহ্ বলেছেন, পিতামাতার কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করলে সন্তান মুসলমান জনের সাথে থাকবে। ইবনে আব্বাস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মায়ের সাথে ছিলেন, পিতার সাথে তার (পিতার) বংশের দীনের অনুসারী ছিলেন না। নবী স. বলেছেন, ইসলাম বিজয়ী, তা কখনও বিজিত হয় না।

١٢٦٥.عَنْ اِبْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَضَهُ وَقَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهِ

فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِيْنِىْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّى قَدْ خَبَاتُ لَكَ خَبِيًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اِخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوْ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرٍ دَعِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَلَكَ فِىْ قَتْلِهِ وَقَالَ سَالِمُ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ ثُمَّ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَىِ بْنُ كَعْبٍ اِلَى النَّخْلِ الَّتِىْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَسْمَعَ مِن ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعُ فِى قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ اَوْ زَمْرَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِى بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُوْ اِسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هٰذَا مُحَمَّدُ ﷺ فَثَارِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ .

১২৬৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। উমর (ইবনুল খাত্তাব) নবী স.-এর সাথে সাথে ইবনে সাইয়াদের কাছে গমন করলো। আরো কিছু লোক সাথে ছিল। তারা সবাই ইবনে সাইয়াদকে বনী মাগালার টিলার পাদদেশে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতে দেখতে পেল। সে সময় ইবনে সাইয়াদ সাবালকত্বে পৌছার কাছাকাছি। সে নবী স.-এর আগমন আঁচ করতে পারার আগেই নবী স. তার গায়ে হাত রাখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রসূল ? তখন ইবনে সাইয়াদ তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখল এবং বললো, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি উম্মীদের রসূল। অতপর ইবনে সাইয়াদ নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ? একথা শুনে নবী স. তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর তিনি ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখতে পাও ? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে। নবী স. বললেন, তোমার কাছে প্রকৃত ব্যাপার অস্পষ্ট হয়ে আছে বা এলোমেলো হয়ে গেছে। নবী স. এবার তাকে বললেন, আমি একটি বিষয় তোমার কাছে গোপন করেছি, পারলে তা বলে দাও। ইবনে সাইয়াদ বললো, তাহলো ধূয়া। একথা শুনে নবী স. বললেন, তুমি লাঞ্ছিত হও, দূর হও। তুমি নিজের ক্ষমতা বা সীমার বাইরে যেতে পারো না। অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির বিশেষ উৎস অহী সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। এ সময় উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী স. বললেন, এ যদি সে-ই হয় অর্থাৎ মসীহে দাজ্জাল হয় তাহলে তুমি তাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে না হয় তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার কোনো লাভ নেই। সালেম বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, এরপর রসূলুল্লাহ স. ও উবাই

ইবনে কা'ব একটি খেজুর বাগানে গেলেন যেখানে ইবনে সাইয়াদ ছিল। তিনি ধারণা করছিলেন যে, ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনবেন। নবী স. তাঁকে দেখলেন, একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে এবং গুন গুন করছে। ইবনে সাইয়াদের মা দেখতে পেল যে, তিনি [নবী স.] খেজুর শাখায় নিজেকে আড়াল করে অগ্রসর হচ্ছেন। সুতরাং সে ইবনে সাইয়াদকে ডাকলো, হে সাফ (এটি ইবনে সাইয়াদের নাম) দেখছ না মুহাম্মাদ এসেছেন ? ইবনে সাইয়াদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়লো। নবী স. বললেন, সে (ইবনে সাইয়াদের মা) যদি তাকে অমনি থাকতে দিতো, তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

١٢٦٦ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِىٌّ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلَى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

১২৬৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একটি ইয়াহুদী বালক নবী স.-এর খেদমত করতো। সে পীড়িত হয়ে পড়লে নবী স. তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন এবং বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। বালকটি তখন তার পিতার দিকে চেয়ে দেখল। তার পিতা কাছেই উপস্থিত ছিল। সে বললো, আবুল কাসেম [নবী স.] যা বলছেন তা-ই কর। সুতরাং ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী স. সেখান থেকে বের হয়ে এসে বললেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি তাকে (বালকটিকে) জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।

١٢٦٧. عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ اَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَاُمِّى مِنَ النِّسَاءِ.

১২৬৭. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমি ও আমার মা ছিলাম অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত। আমি ছিলাম শিশু আর আমার মা ছিলেন মহিলা।

١٢٦٨. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ مَوْلُوْدٍ مُتَوَفًّى وَاِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْاِسْلاَمِ يَدَّعِى اَبَوَاهُ الْاِسْلاَمَ اَوْ اَبُوْهُ خَاصَّةً وَاِنْ كَانَتْ اُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْاِسْلاَمِ اِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّىَ عَلَيْهِ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَيَسْتَهِلُّ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ سِقْطٌ فَاِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الاية.

১২৬৮. ইবনে শিহাব রা. বলেছেন, প্রতিটি নবজাত মৃত শিশুর নামাযে জানাযা আদায় করতে হবে, যদিও সে ব্যভিচারিণীর সন্তানও হয়। কেননা সে ইসলামী স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। যদি তার পিতা-মাতা উভয়েই ইসলামের দাবীদার (মুসলমান) হয় অথবা শুধু পিতা ইসলামের দাবীদার হয় এবং মাতা ইসলামের অনুসারী না থাকে আর জন্মের পর সে (শিশুটি) যদি চিৎকার করে (কেঁদে) থাকে, তবে তার নামাযে জানাযা পড়া হবে। কিন্তু যে শিশু চিৎকার করে কাঁদবে না, তার নামাযে জানাযা আদায় করা হবে না। কেননা, সে গর্ভপাতে নষ্ট হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই, যে ইসলামী স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিউপাসক করে গড়ে তোলে। অর্থাৎ তারা নিজেরা যেটার অনুসরণ করে উক্ত শিশুকেও সেই মতাবলম্বী করে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত চতুষ্পদ জন্তু রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি তার নাক বা অন্য কোনো অংশ কাটা দেখতে পাও ? এরপর আবু হুরাইরা রা. কুরআনের এ আয়াতের আবৃত্তি করলেন ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (এটিই) আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"

١٢٦٩. اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيهَا مِنْ جَدعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ .

১২৬৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই, যে ইসলামী স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিউপাসক করে গড়ে তোলে। (অর্থাৎ পিতা-মাতা যে ধর্ম বিশ্বাস বা মতামত পোষণ করে সন্তানকেও ঠিক সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করেই গড়ে তোলে)। যেরূপ চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটা চতুষ্পদ জন্তুরূপেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা দেখতে পাও কি ? অতপর আবু হুরাইরা রা. কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, (এটিই) আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এ নিয়ম বা প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সরল সঠিক দীন।-(আল কুরআন)

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক মৃত্যুর সময় لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বললে।

١٢٧٠. عَنِ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبِىْ طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى اُمَيَّةَ يَا اَبَا

طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ اَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ بِهٖ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاَبٰى اَنْ يَقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ : الاية.

১২৭০. সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু তালিবের মৃত্যুর লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠলে রসূলুল্লাহ্ স. তার কাছে গেলেন। সেখানে তিনি আবু জাহল ইবনে হিশাম ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ স. আবু তালিবকে বললেন, হে আমার চাচা ! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' একথাটি বলুন। এর দ্বারাই আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবো। তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়া বললো, হে আবু তালিব ! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (পরিত্যাগ করবে)? রসূলুল্লাহ্ স. বার বার তাঁর কথাটি পেশ করতে থাকলেন আর তারা দুজনও (আবু জাহল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু উমাইয়া) তাদের কথা বার বার বলতে থাকলো। এ ব্যাপারে আবু তালেব শেষ কথা যা বললেন তাহলো, তিনি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সাথে সাথে তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। এতে রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, আল্লাহর শপথ ! তবুও যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয় আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ এ আয়াত নাযিল করলেন, "নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভা পায় না—যদিও তারা (মুশরিকরা) নিকটাত্মীয় হয়। কেননা, তারা জাহান্নামবাসী হবে এটা (তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমেই) স্পষ্ট হয়ে গেছে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১১৩)

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর তাজা ডাল বা শাখা গেড়ে দেয়া। বুরাইদা আসলামী অসিয়ত করেছিলেন যেন তাঁর কবরের ওপর দুটি শাখা পুঁতে দেয়া হয়। ইবনে উমর আবদুর রহমানের কবরের ওপর তাঁবু টাঙানো দেখে বললেন, হে বালক ! ওটি সরিয়ে নাও। কেননা, তাঁর আমল বা কৃতকর্মই তাকে ছায়াদান করবে। খারেজা ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম (সাবালক হলাম)। আর আমরা উসমানের সময়কালে যুবক ছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় লম্ফ প্রদানকারী তাকেই মনে করা হতো যে উসমান ইবনে মাযউনের কবর লাফ দিয়ে ডিঙ্গাতে সক্ষম হতো। উসমান ইবনে হাকীম বর্ণনা করেছেন, খারেজা (ইবনে যায়েদ) আমার হাত ধরে কবরের ওপর বসিয়ে দিলেন এবং তার চাচা ইয়াযীদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণনা করে আমাকে বললেন যে, তিনি (ইয়াযীদ ইবনে সাবেত) অযুহীন ব্যক্তির জন্য এরূপ করা (কবরের ওপর বসা) মাকরূহ বা অপসন্দনীয় মনে করতেন। নাফে' বর্ণনা করেছেন, ইবনে ওমর কবরের ওপর বসতেন।

١٢٧١. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا

لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الاُخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا .

১২৭১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, কবর দুটিতে আযাব হচ্ছে। তিনি বললেন, কবরের দুজন অধিবাসীকেই আযাব দেয়া হচ্ছে। অবশ্য কোনো বড় গোনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। একজনকে এজন্য আযাব দেয়া হচ্ছে যে, সে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত। এরপর তিনি একটি তাজা ডাল ভাঙলেন এবং সেটা দু' টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একখানা করে পুঁতে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! কি উদ্দেশ্যে আপনি এরূপ করলেন ? জবাবে তিনি বললেন, যতক্ষণ এ দুটি শুকিয়ে না যাবে ততক্ষণ তাদের আযাব লঘু করা হবে।

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে মুহাদ্দিসের নসীহত প্রদান এবং সাথীদের তার চারদিকে বসা।

١٢٧٢.عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا كَانَ مِنَّا مِن اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى : الاية .

১২৭২. আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে নবী স. আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর কাছে একটি ছড়ি ছিল। তিনি আস্তে আস্তে ছড়িখানা দিয়ে মাটির ওপর আঘাত করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এমন কোনো প্রাণী নেই, জাহান্নাম বা জান্নাতে যার জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়নি অথবা

সৌভাগ্যশালী বা দুর্ভাগা বলে নির্দিষ্ট হয়নি। (একথা শুনে) এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের সেই লিখিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আমল বা কাজ কর্ম পরিত্যাগ করবো না? কেননা আমাদের যারা সৌভাগ্যশালী বলে লিখিত হয়েছে তারা অচিরেই সৌভাগ্যশালীদের মত কাজ করতে অগ্রসর হবে আর যারা ভাগ্যাহত বলে লিখিত তারাও অচিরে সে মতে কাজ করতে অগ্রসর হবে। জবাবে রসূলুল্লাহ স. বললেন, সৌভাগ্যশালীদের জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয় আর দুর্ভাগাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। এরপর তিনি (তাঁর কথার সমর্থনে) কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, فَـأَمَّـا مَنْ اَعْـطٰى وَاتَّقٰى অর্থাৎ "যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলো এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করলো।"

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে।

١٢٧٣.عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبُ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ اَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِي عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

১২৭৩. সাবেত ইবনে দাহ্হাক নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী বলে মিথ্যা শপথ করে তাকে উক্ত ধর্মের লোক বলেই গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে সে অস্ত্র দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।

অন্য একটি সূত্রে হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল, জাবির ইবনে হাযেম এবং হাসানের মাধ্যমে বর্ণনাকারী জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন ঃ

كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করলো। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করলো। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

١٢٧٤.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِيْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ .

১২৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেন, যে ফাঁসী লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি

দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিঁধিয়ে শাস্তি দিবে।

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকদের নামাযে জানাযা পড়া এবং মুশরিকদের জন্য দোআ করা মাকরূহ। ইবনে উমর এ হাদীসটি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٢٧٥. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ اِبْنُ سَلُوْلَ دُعِىَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَبْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّى عَلَى ابْنِ اُبَىٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا اُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَخِّرْ عَنِّى يَا عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اِنِّى خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ اَعْلَمُ اَنِّى اِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٍ : وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا...وَهُمْ فَاسِقُوْنَ : قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْاَتِى عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ .

১২৭৫. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল মারা গেলে রসূলুল্লাহ স.-কে তার জানাযার নামায পড়ার জন্য ডাকা হলো। রসূলুল্লাহ স. তার জানাযা পড়তে উঠে দাঁড়ালে (অর্থাৎ জানাযা পড়তে যেতে উদ্যত হলে) আমি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়তে চান ? অথচ সে তো অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল। এরপর আমি এক এক করে তার ভূমিকা তুলে ধরতে থাকলাম। (এসব শুনে) রসূলুল্লাহ স. মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, হে উমর, আমার পেছনে চলে যাও। যখন আমি অনেক কিছু বলতে শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন, আমাকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আমি সেই ইখতিয়ারকে কাজে লাগাচ্ছি। যদি আমি জানতাম যে, আমি তার জন্য সত্তরবারের অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তবে আমি সত্তরবারেরও বেশী ক্ষমা চাইতাম। উমর রা. বর্ণনা করেন, তিনি [নবী স.] তার জানাযা পড়লেন এবং ফিরে দাঁড়ালেন। এর অল্পক্ষণ পরেই সূরা বারায়াতের দুটি আয়াত নাযিল হলো, "হে নবী ! তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের কারো জন্যই তুমি কখনোই দোআ বা ক্ষমা প্রার্থনা করো না। (নামাযে জানাযা পড়ো না) কিংবা তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না। কেননা, তারা আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং এমতাবস্থায়ই মারা গেছে। সুতরাং তারা ফাসেক।" উমর রা. বলেন, পরে আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে আমার ঐ দিনের এ সাহসিকতার জন্য বিস্মিত হয়েছি। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক পরিজ্ঞাত।

বু–১/৭৫—

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা।

١٢٧٦. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ وَجَبَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا وَجَبَ قَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ۰

১২৭৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা একটি জানাযার কাছ দিয়ে যাবার সময় তারা লোকটির প্রশংসা করলে নবী স. বললেন, ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযার কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে তারা সেই মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ ও বদনাম করলে নবী স. বললেন, ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। (একথা শুনে) উমর ইবনুল খাত্তাব নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, কি ওয়াজিব হলো ? জবাবে তিনি বললেন, এ লোকটি—যার তোমরা প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যে লোকটির তোমরা নিন্দাবাদ বা বদনাম করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। কেননা, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী।

١٢٧٧. عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرٰى فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ وَجَبَتْ، قَالَ اَبُو الْاَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلٰثَةٌ قَالَ وَثَلٰثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ ۰

১২৭৭. আবুল আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মদীনা আগমন করলে দেখলাম, সেখানে একটি রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমি উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে বসলাম। সেখান দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। এতে উমর রা. বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলেও মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ করা হলে এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! কি ওয়াজিব হলো ? উত্তরে উমর রা. বললেন, নবী স. যা বলেছিলেন আমিও ঠিক তাই বললাম। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমান সম্পর্কে চারজন যদি ভাল কথা বলে, আল্লাহ

সেই মুসলমানকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যদি তিনজন বলে তাহলে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনজন হলেও। আমরা আবার বললাম, যদি দুজন হয়, তাহলে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দুজন হলেও। অতপর আমরা একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করিনি।

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمُ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْهُوْنَ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ: سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ، وَقَوْلُهُ : وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ- اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ، اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ.

"হে নবী ! যদি আপনি যালেমদের ঐ সময়ের অবস্থা দেখতেন, যখন তারা মৃত্যুর কঠিন আযাবে ভুগতে থাকবে আর ফেরেশতাগণ নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের করে আনো। তোমাদের আমলের বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে কঠিন লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে। (সূরা আল আনআম ঃ ৯৩)। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী র. বলেছেন ঃ (هون) হুন আর (هون) হাওন শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য হলে, (هون) 'হুন' অর্থ আযাব বা শাস্তি যা লাঞ্ছনাকর আর (هون) 'হাওন' শব্দের অর্থ হলো বিনম্রতা, বিনয়ীভাব। আল্লাহর বাণী ঃ

سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ- التوبة : ١٠١

"আমি তাদেরকে দু'বার আযাব দান করবো, এরপর আবার তাদেরকে কঠিন আযাবের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০১

আল্লাহর বাণী ঃ

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ، اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ - المؤمن : ٤٥

"আর ফেরাউনের অনুসারীরা নিজেরাই নিকৃষ্টতম আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তারা জাহান্নামের আগুনের সামনে আনীত হয়। আর কিয়ামতের সময় উপস্থিত হলে এই বলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর।"

١٢٧٨.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقْعِدَ مُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهِ اُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ - ابراهيم : ٢٧

১২৭৮. বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন তার কবরে তুলে বসানো হয় এবং তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তখন এ বলে সাক্ষ্য প্রদান করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল) এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, একটি প্রতিষ্ঠিত কথা দ্বারা আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখবেন।[৩০]–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

١٢٧٩. عَنِ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ اِطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيْلَ لَهُ تَدْعُوْ اَمْوَاتًا قَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لاَ يُجِيْبُوْنَ.

১২৭৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. সেই কূপের কিনারে গিয়ে উঁকি দিলেন যেখানে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তোমরা অবিকল তা-ই পেয়েছ তো ? তাঁকে [নবী স.-কে] বলা হলো, আপনি তো মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন। তিনি বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে কমই শুনতে পাও। (তারা তোমাদের চেয়ে বেশী শুনছে) কিন্তু তারা জবাব দিতে পারছে না।

١٢٨٠.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْاٰنَ اَنْ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ، وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى .

১২৮০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, এখন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে, আমি তাদেরকে যা বলতাম, তা সত্য। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, হে নবী ! তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না।

١٢٨١.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ صَلّٰى صَلَاةً اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرُ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ .

৩০. গুন্দার বলেছেন, উপরোক্ত সনদের মাধ্যমেই শো'বা আমার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

১২৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজন ইয়াহুদী মহিলা তাঁর কাছে আগমন করে (কথা প্রসঙ্গে) কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করলো। সে বললো, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। পরে আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ স.-কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য। আয়েশা রা. বলেছেন, এরপর আমি রসূলুল্লাহ স.-কে এমন কোনো নামায পড়তে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা করেননি।

١٢٨٢.اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً۔

১২৮২. আসমা বিনতে আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে কবরে মানুষকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে সে সম্পর্কে বক্তব্যের মধ্যে বর্ণনা দিলেন। যখন তিনি বর্ণনা দিলেন তখন কবর আযাবের ভয়াবহতা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

١٢٨٣.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَلَنَا اَنَّهُ يُفْسَحُ فِىْ قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ اَنَسٍ قَالَ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ ۔

১২৮৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা (তার সাথে কবর পর্যন্ত যারা গিয়েছিল) ফিরে আসতে থাকে তখন সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের জুতার (খটখট) আওয়াজ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসে এবং তাকে তুলে বসিয়ে মুহাম্মাদ স.-কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থান দেখে নাও। এটার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। সে তখন এক সাথে দুটি জায়গায়ই দেখতে পাবে। কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন এবং আমার কাছেও বর্ণনা করা হয়েছে যে,

তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এরপর আবার আনাস রা. বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (আনাস) বলেন, মুনাফিক অথবা কাফেরকে [নবী স.-কে দেখিয়ে] বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? সে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলতো আমিও তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চাওনি অথবা পড়েও দেখনি। (অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাও বুঝতে সচেষ্ট হওনি এবং শুনেও গ্রহণ করনি)। এরপর লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জ্বিন ও মানুষ ছাড়া এ চিৎকার নিকটবর্তী সবাই শুনতে পাবে।

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

١٢٨٤.عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِىْ قُبُوْرِهَا .

১২৮৪. আবু আইয়ুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূর্য অস্তমিত হয়েছে এমন সময় নবী স. বের হলেন। তিনি একটি শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, ইয়াহুদীকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

١٢٨٥.عَنْ اِبْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِى ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১২৮৫. খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রা.-এর কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছেন।

١٢٨٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُو : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

১২৮৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দোআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফেতনা থেকে এবং মসীহে দাজ্জালের ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ গীবত (পরনিন্দা) ও পেশাব থেকে অসাবধান থাকার কারণে কবর আযাব।

١٢٨٧.عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِى ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ ، وَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا.

১২৮৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, এ দুটি কবরের অধিবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনো বড় গোনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, তাদের দুজনের মধ্যে একজন পরনিন্দা চর্চা করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি [নবী স.] গাছের একটি তাজা শাখা ভেঙ্গে দু' টুকরো করে এক এক টুকরো এক এক কবরে পুঁতে দিলেন এবং বললেন, হয়ত এ দুটি (শাখা) শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের আযাব হালকা করা হবে।

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ সকাল-সন্ধা মৃত ব্যক্তির আবাস প্রদর্শন।

١٢٨٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ·

১২৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে সকাল ও সন্ধ্যায় জাহান্নাম অথবা জান্নাতে তোমাদের জায়গা দেখানো হবে। সে জান্নাতী হওয়ার উপযুক্ত হলে জান্নাতে এবং জাহান্নামী হওয়ার উপযুক্ত হলে জাহান্নামে তার জায়গা দেখানো হবে। তাকে বলা হবে এ হলো তোমার (উপযুক্ত) জায়গা। আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করে উঠাবেন এবং এ জায়গা দান করবেন।

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সময় বা পরে মৃত ব্যক্তির কথা বলা।

١٢٨٩.عَنْ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَ صَالِحَةً قَالَ قَدِّمُوْنِيْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ·

১২৮৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, জানাযা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা যখন তা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি মৃত ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় তাহলে সে বলে, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল। আর যদি সে সৎকর্মশীল না হয় তাহলে বলে, হায় ! হায় ! (আমাকে নিয়ে) তোমরা কোথায় যাচ্ছ। মানুষ ছাড়া তার এ ক্রন্দন ধ্বনি সবাই শুনতে পায়। মানুষ তা শুনতে পেলে অবশ্যই ভয়ে চিৎকার করে উঠতো।

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের নাবালেগ মৃত সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, কারো যদি তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যায় তবে তারা জাহান্নামের আগুন থেকে ঐ ব্যক্তিকে আড়াল করে রাখবে। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٢٩٠.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ الاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ.

১২৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যদি কোনো মুসলমানের তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যায়, সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ-মমতার কারণে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন।

١٢٩١.عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ .

১২৯১. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রসূলুল্লাহ্ স.-এর পুত্র] ইবরাহীম মারা গেলে রসূলুল্লাহ্ স. বললেন, জান্নাতে তার জন্য একজন দুধ মা থাকবে।

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের নাবালেগ সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে।

١٢٩٢.عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اِذْ خَلَقَهُمْ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১২৯২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ স.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বললেন, যেহেতু আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব তিনিই ভাল জানেন তারা জীবিত থাকলে কি করতো।

١٢٩٣.عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১২৯৩. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ স.-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্-ই ভাল জানেন, বেঁচে থাকলে তারা কি ধরনের আমল করতো।

١٢٩٤. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَو يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيْهَا جَدْعَاءَ

১২৯৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, প্রত্যেকটি নবজাত শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী করে গড়ে তোলে অথবা নাসারা করে গড়ে তোলে অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে। ঠিক যেমন পশু চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তার নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখতে পাও কি ?

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ[৩১]

. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى صَلاَةً اَقْبَلَ عَلَيْهَا
بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَاِنْ رَاٰى اَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُوْلُ مَا شَاءَ
اللّٰهُ فَسَاَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَاٰى اَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لاَ قَالَ لٰكِنِّىْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ
رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَاِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ
وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ مُوْسَى بِيَدِهِ كَلُّوْبٌ مِنْ
حَدِيْدٍ يُدْخِلُهُ فِىْ شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْاٰخَرِ مِثْلَ ذٰلِكَ
وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هٰذَا فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى
اَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَاْسِهِ بِفِهْرٍ اَوْ صَخْرَةٍ
فَيَشْدَخُ بِهِ رَاْسَهُ فَاِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ لِيَاْخُذَهُ فَلاَ يَرْجِعُ اِلَى
هٰذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَاْسُهُ وَعَادَ رَاْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ اِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالاَ
انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا اِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ اَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَاَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ
تَحْتَهُ نَارًا فَاِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوْا حَتَّى كَادَ اَنْ يَخْرُجُوْا فَاِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا
وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَا عَلَى
نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ
الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهَرِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلِ بِحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهُ
حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا
هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا اِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ
وَفِىْ اَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَاِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا
فَصَعِدَا بِىْ فِى الشَّجَرَةِ وَاَدْخَلاَنِىْ دَارًا لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا فِيْهَا رِجَالٌ
شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ، ثُمَّ اَخْرَجَانِىْ مِنْهَا فَصَعِدَا بِى الشَّجَرَةَ
فَاَدْخَلاَنِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ : فِيْهَا شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ طَوَّفْتُمَانِىْ

---

৩১. মূল বুখারীতে কোনো শিরোনাম নেই।

اللَّيْلَةَ فَاَخْبِرَانِىْ عَمَّا رَأَيْتُ قَالاَ نَعَمْ : اَمَّا الَّذِىْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِى رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَل فِيْهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِى رَأَيْتَهُ فِى الثُّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِىْ رَأَيْتَهُ فِى النَّهَرِ اَكِلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِىْ اَصْلِ الشَّجَرَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَاَوْلاَدُ النَّاسِ وَالَّذِىْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْاُوْلَى الَّتِىْ دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاِذَا فَوْقِىْ مِثْلُ السَّحَابِ قَالاَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِىْ اَدْخُلْ مَنْزِلِىْ قَالاَ اِنَّهُ بَقِىَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَواسْتَكْمَلْتَ اَتَيْتَ مَنْزِلَكَ ۔

১২৯৫. সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখনই ফজরের নামায আদায় করতেন, নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং বলতেন, আজ রাতে তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি ? সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, এমতাবস্থায় কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতো এবং তিনি আল্লাহ যেমন চাইতেন সেভাবে তার তা'বীর বা ব্যাখ্যা করতেন। একদিন তিনি আমাদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, তোমাদের কেউ কি (আজ) স্বপ্ন দেখেছ ? আমরা জবাব দিলাম, না, (আমরা কেউ স্বপ্ন দেখিনি)। তখন তিনি বললেন, আমি কিন্তু আজ রাতে স্বপ্নে দুজন লোককে দেখেছি। তারা আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে এক পবিত্র স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে তার পাশেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, তার হাতে আছে লোহার কাটা। সেটি সে বসা মানুষটির চোয়ালে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তা চিরে ফেলছে এবং অনুরূপভাবে অপর চোয়ালেও ঢুকিয়ে তা চিরে ফেলছে। ইতিমধ্যে তার প্রথমোক্ত চোয়ালটি জোড়া লেগে ভাল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে এ চোয়ালটিতে আবার কাটা ঢুকিয়ে আগের মতো করছে। নবী স. বলেন, আমি বললাম, এ কি ব্যাপার ? তারা দুজন বললো, চলুন। সুতরাং আমরা যেতে থাকলাম এবং এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম, সে চিত হয়ে শুয়ে আছে আর অপর এক ব্যক্তি মাথার কাছে এক খণ্ড পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং পাথরটি তার মাথার ওপর নিক্ষেপ করছে। যখন সে তাকে মারছে প্রস্তর খণ্ডটি ছিটকে মস্তক থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে। লোকটি তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু ফিরে আসার আগেই এ ব্যক্তির মাথা জোড়া লেগে পূর্বের মতই হয়ে যাচ্ছে। তারপর লোকটি ফিরে এসে পাথর দ্বারা আবার তাকে আঘাত করছে। নবী স. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? তারা দুজন বললো, আগে চলুন। আমরা অগ্রসর হলাম এবং তন্দুরের মতো একটি গর্তের পাশে গিয়ে পৌঁছলাম। এটির উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ। কিন্তু নিম্নভাগ প্রশস্ত,

আর এর নীচে ছিল জ্বলন্ত আগুন। আগুনের শিখা যখন ওপরে উঠছে তখন ভিতরের লোকগুলো যেন বের হয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে এবং আগুন যখন থেমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও নীচে চলে যাচ্ছে। ঐ সংকীর্ণ মুখ গর্তের মধ্যে উলঙ্গ নারী ও পুরুষদের রাখা হয়েছে। নবী স. বলেন, আমি সাথী দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, একি কাণ্ড ? তারা বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা তখন অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্ত নদীর কিনারে উপনীত হলাম, যার মধ্যে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াযীদ ইবনে হারুন এবং ওয়াহাব ইবনে জারীর ইবনে হাযেম বর্ণনা করেছেন, নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে এবং নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে কিছু পাথর রাখা আছে। ইতিমধ্যে নদীর মাঝখানে দণ্ডায়মান ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি সে যখন তীরে উঠার চেষ্টা করলো তখন অপর লোকটি তার মুখের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দিল। এভাবে যখন-ই সে তীরে উঠতে চাচ্ছে তখনই লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। আর সে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি ব্যাপার দেখছি ? তারা দুজন বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা এগিয়ে চললাম এবং এমন একটি শ্যামল তরতাজা বাগিচায় প্রবেশ করলাম যেখানে একটি বিরাট গাছ ছিল। গাছটির নীচে এক বৃদ্ধ ও কিছু সংখ্যক শিশু বসেছিল। গাছটির অদূরেই একজন লোক তার সামনে আগুন জ্বালাচ্ছিল। আমার সাথী দুজন আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যার চেয়ে উত্তম ও সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। সেখানে যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা অবস্থান করছিল। অতপর তারা দুজন সেখান থেকে আমাকে বের করে আনলো এবং পুনরায় আমাকে নিয়ে অন্য একটি গাছে আরোহণ করে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর। আর সে ঘরের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র বৃদ্ধ ও যুবকেরা।

[নবী স. বলেন,] আমি তাদেরকে (আমার দু' সাথীকে) বললাম, তোমরা তো আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করালে। এখন যেসব কিছু আমি দেখতে পেলাম সে সম্পর্কে আমাকে কিছু অবহিত কর। তারা বললো, হ্যাঁ, তাই করছি। যাকে আপনি দেখলেন যে, তার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছে সে হলো মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা কথা বলে বেড়াত। লোকেরা তার থেকে ঐ কথা শুনে অন্যদেরকে তা বলতো এবং এভাবে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। এখন কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ আচরণ করা হবে। যে ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণ করা হচ্ছে, এ হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন, কিন্তু তা থেকে গাফেল হয়ে সে রাতে ঘুমিয়েছে আর দিনেও সে অনুসারে কাজ করেনি। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণ করা হবে। যাদেরকে আপনি তন্দুর সদৃশ গর্তের মধ্যে দেখতে পেলেন তারা সবাই হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। রক্তের নদীতে যাকে দেখলেন, সে হলো সুদখোর। গাছের নীচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম আ. আর তার চতুর্দিকের শিশুরা হলো মৃত নাবালেগ সন্তানগণ। যাকে আগুন জ্বালাতে দেখলেন, সে হলো জাহান্নামের ফেরেশতা মালেক। প্রথম যে ঘরে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তাহলো সাধারণ ঈমানদারদের ঘর আর এটি হলো শহীদদের ঘর। আমি হলাম জিবরাঈল এবং ইনি হলেন মিকাঈল। এরপর সে বললো, আপনি মাথা উঠান। আমি মাথা তুলে ওপরে মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তারা দুজন বললো, ওটি আপনার জায়গা। আমি

বললাম, আপনারা আমাকে আমার জায়গায় যেতে দিন। জবাবে তারা দুজন বললেন, আপনার আয়ু তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তা এখনো পূর্ণ হয়নি। আপনি তা পূরণ করলে, আপনার ঘরে যেতে পারবেন।

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করলে।

١٢٩٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ فِيْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ فِيْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِيْ اَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ قَالَ فَاَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالَتْ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ قَالَ اَرْجُوْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ اِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ اغْسِلُوْا ثَوْبِيْ هٰذَا وَزِيْدُوْا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهَا قُلْتُ اِنَّ هٰذَا خَلَقٌ قَالَ اِنَّ الْحَيَّ اَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ اِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّى حَتَّى اَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ ·

১২৯৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু বকরের কাছে গমন করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কত খণ্ড কাপড়ে নবী স.-কে কাফন দিয়েছিলে ? জবাবে তিনি (আয়েশা) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাহুলী (জায়গার নাম) কাপড় দ্বারা। যার মধ্যে কোর্তা বা আমামা ছিল না। তিনি (আবু বকর) তাঁকে (আয়েশাকে) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিনে তাঁর [নবী স.-এর] ওফাত হয়েছিল ? তিনি বললেন, সোমবার দিন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজকে কোন্ দিন ? তিনি (আয়েশা) জবাব দিলেন, সোমবার। এরপর তিনি (আবু বকর) বললেন, আমি আশা করছি যে, রাতের মধ্যেই আমি চলে যাব। এরপর তিনি নিজের গায়ের কাপড়ের দিকে তাকালেন, অসুস্থ অবস্থায় যা তিনি পরিধান করেছিলেন এবং যাতে জাফরান রঙের কিছু আভা ছিল। তিনি বললেন, আমার এ জামা ধুয়ে দাও এবং এর সাথে আরও দু'খানা কাপড় যোগ করে তাদ্বারা আমাকে কাফন দিবে। (আয়েশা বলেন,) আমি তখন বললাম, এ কাপড় তো পুরান হয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিত লোকেরাই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার। কেননা, মৃত ব্যক্তির কাফন তো পুঁজ ও গলিত পদার্থের জন্য। সে দিন থেকে মঙ্গলবারের সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওফাত পাননি। তিনি মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় ওফাত পেয়েছিলেন এবং ভোর হবার আগেই তাকে দাফন করা হয়েছিল।

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিক মৃত্যু।

١٢٩٧. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ·

১২৯৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমার মা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলতে পারতেন

তাহলে কিছু দান-খয়রাত সম্পর্কে কথা বলতেন। এখন যদি আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তিনি তার সওয়াব পাবেন ? জবাবে নবী স. বললেন, হ্যাঁ, পাবেন।

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. আবু বকর ও উমরের কবর সম্পর্কে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী فَاقْبَرَه তাকে কবরস্থ করলেন। اَقْبَرْتُ اَقْبِرُهُ الرَّجُلَ তখন বলবে যখন তুমি কারোর জন্য কবর তৈরী করবে। قَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ অর্থাৎ কবরস্থ করা كِفَاتًا অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করবে ও মৃত্যুর পর এর মধ্যে দাফন করা হবে।

١٢٩٨.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِيْ مَرَضِهِ اَيْنَ اَنَا الْيَوْمَ اَيْنَ اَنَا غَدًا اِسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِيْ قَبَضَهُ اللّٰهُ بَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَدُفِنَ فِيْ بَيْتِيْ.

১২৯৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. তার মৃত্যু পীড়ায় আয়েশার ঘরে থাকার দিন আসতে দেরী আছে দেখে ওযর হিসেবে বলতেন, আজ আমি কোথায় আছি আর কালকেই বা কোথায় (কার ঘরে) থাকবো ? হযরত আয়েশা রা. বলেন, অতপর আমার ঘরে থাকার দিনই আমার ক্রোড়ে মাথা রাখা অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এবং আমার ঘরেই তাঁকে দাফন করা হলো।

١٢٩٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلاَ ذٰلِكَ اُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِيَ اَوْ خُشِيَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلاَلٍ قَالَ كَنَّانِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُوْلَدْ لِيْ .

১২৯৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. পীড়িত অবস্থায় বলেছিলেন, (এ পীড়া থেকে তিনি আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি) ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। যদি এ আশংকা না হতো যে, তাঁর কবরকে মসজিদ (সিজদার জায়গা) বানানো হবে তবে তাঁর কবরকে চিহ্নিত করে দেয়া হতো।

١٣٠٠. عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاٰى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا.

১৩০০. সুফিয়ান তাম্মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী স.-এর কবর গম্বুজাকৃতি দেখেছেন।

١٣٠١.عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِيْ زَمَانِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَخَذُوْا فِيْ بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهَا قَدَمُ

النَّبِىِّ ﷺ فَمَا وَجَدُوْا اَحَدًا يَعْلَمُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لاَ وَاللّٰهِ مَا هِىَ قَدَمُ النَّبِى ﷺ مَا هِىَ اِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ

١٣٠١(الف) وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَوْصَتْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ لاَ تَدْفِنِّىْ مَعَهُمْ وَادْفِنِّىْ مَعَ صَوَاحِبِىْ بِالْبَقِيْعِ لاَاُزَكِّى بِهِ اَبَدًا۔

১৩০১. হিশাম ইবনে উরওয়া রা. তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় [নবী স.-এর রওযার] দেয়াল যখন ধ্বসে পড়ে তখন সবাই তা পুনর্নির্মাণ শুরু করলেন। হঠাৎ একটি পা বেরিয়ে পড়লো। সবাই এ ভেবে ভীত হয়ে পড়লো যে, এটি নবী স.-এর পা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক জানে এমন কাউকেই তারা পেল না। অবশেষে উরওয়া তাঁদেরকে জানালেন, আল্লাহর শপথ ! এটি রসূলুল্লাহ স.-এর পা নয়। বরং এটি অবশ্যই উমরের পা হবে। হিশাম তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩০১(ক). হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা ও দাদার সূত্রে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আয়েশা) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে অসিয়ত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের [নবী স., আবু বকর ও উমর] পাশে দাফন করো না, বরং আমার সঙ্গিনীদের (সতীনদের) সাথে বাকীতে দাফন কর। কারণ, তাদের পাশে দাফন করলেই আমি পবিত্র হয়ে যাব না।

١٣٠٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنَ الْاَوْدِىِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اِذْهَبْ اِلَى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ ثُمَّ سَلْهَا اَنْ اُدْفِنَ مَعَ صَاحِبَىَّ قَالَتْ كُنْتُ اُرِيْدُهُ لِنَفْسِىْ فَلاَؤْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِىْ ، فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ اَذِنَتْ لَكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مَا كَانَ شَىْءٌ اَهَمَّ اِلَىَّ مِنْ ذٰلِكَ الْمَضْجِعِ فَاِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُوْنِىْ ثُمَّ سَلِّمُوْا ثُمَّ قُلْ يَسْتَاْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاِنْ اَذِنَتْ لِىْ فَادْفِنُوْنِىْ وَاِلاَّ فَرُدُّوْنِىْ اِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّىْ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا اَحَقُّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْ هٰؤُلاَءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنِ اسْتَخْلَفُوْا بَعْدِىْ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا فَسَمّٰى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللّٰهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِى الْاِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هٰذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِىْ يَا ابْنَ اَخِىْ وَذٰلِكَ

كَفَافًا لاَ عَلَى وَلاَ لِىَ أُوْصِى الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِى بِالْمُهَاجِرِيْنَ الاَوَّلِيْنَ خَيْرًا اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَاَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالاِيْمَانَ اَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَن يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَاَنْ لاَ يُكَلَّفُوْا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ ·

১৩০২. আমর ইবনে মায়মুনা আওদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে দেখলাম, তিনি (নিজের পুত্রকে ডেকে) বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ! তুমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার কাছে গিয়ে বলো যে, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করো যে, আমি (উমর) আমার দু' সাথীর [নবী স. ও আবু বকর রা.] পাশে দাফন হতে চাই, এ ব্যাপারে তাঁর মত কি ? এসব কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বললেন, জায়গাটি আমি নিজের জন্য পসন্দ করে রেখেছিলাম। আজ আমি নিজের চেয়ে উমরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ফিরে আসলে উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর নিয়ে এলে ? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আয়েশা আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। শুনে তিনি (উমর) বললেন, আজ ঐ নিদ্রার জায়গাটির (কবরের জায়গা) ব্যাপার ছাড়া গুরুত্ববহ আর কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি মৃত্যুবরণ করলে, আমাকে (তাঁর কাছে) বহন করে নিয়ে যাবে এবং সালাম জানিয়ে আরয করবে, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন, যদি তিনি (আয়েশা) অনুমতি প্রদান করেন, তবে সেখানেই দাফন করবে অন্যথায় মুসলমানদের কবরে (অর্থাৎ অন্যান্য মুসলমানদের যেখানে দাফন করা হয়, সেখানে) দাফন করবে। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি তাঁদের চেয়ে উপযুক্ত আর কাউকে মনে করি না, ইন্তেকালের সময় রসূলুল্লাহ যাঁদের প্রতি খুশী ছিলেন। আমার পরে এঁরা যাঁকেই খলীফা মনোনীত করবে, তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। অতপর তিনি উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাসের নাম উল্লেখ করলেন। এ সময় একজন আনসার যুবক তাঁর কাছে আগমন করে বলে উঠলো, হে আমীরুল মু'মিনীন ! মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দেয়া শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। ইসলামে আপনার যে মর্যাদা ও অগ্রাধিকার তা আপনি নিজেই অবহিত আছেন। এরপর আপনি খলীফা নির্বাচিত হয়েও ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করেছেন এবং এসবের পরে রয়েছে শাহাদাতের মর্যাদা। এসব কথা শুনে উমর বললেন, ভাতিজা, কতইনা উত্তম হতো যদি আমি শুধু নাজাতপ্রাপ্ত হতাম অর্থাৎ পুরস্কার যদি নাও পাই তবুও গোনাহর জন্য যদি পাকড়াও না হতাম, আমার জন্য কতই না উত্তম হতো। শাস্তি বা পুরস্কার কোনোটাই না পেয়ে যদি আমি নাজাত পেতাম তাহলে সেটাই আমার জন্য অত্যন্ত ভালো হতো। আমার পরে যিনি খলীফা মনোনীত হবেন, তাঁকে আমি মুহাজিরীনে আওয়ালীনদের (প্রথম হিজরতকারীগণ) সাথে উত্তম ব্যবহার, অধিকার প্রদান ও তাদের মর্যাদা এবং সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে সর্বশেষ উপদেশ দান করছি। আনসারদের সাথেও উত্তম ব্যবহারের

উপদেশ প্রদান করছি, যারা নিজেদের (মুহাজিরদের) বাড়ী-ঘরে আশ্রয় দান করেছিল এবং ঈমান গ্রহণ করেছিল। এদের ইহ্সানকে (উপকারীর উপকারকে) স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ এবং ছোট ছোট অপরাধকে ক্ষমা করতেও উপদেশ দান করছি। আল্লাহ্ ও রসূলের তরফ থেকে যিম্মাদারী গ্রহণের দায়িত্বের কথাও আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে দেয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে, তাদের পক্ষে তাদের শত্রুদের মুকাবিলা করতে এবং সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু তাদের ওপর চাপিয়ে না দিতেও আমি উপদেশ প্রদান করছি।

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিদের গাল-মন্দ দেয়া নিষিদ্ধ।

١٣٠٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِى ﷺ لاَتَسُبُّوا الاَمْوَاتَ فَانَّهُمْ قَدْ اَفْضَوا الَى مَا قَدَّمُوْا.

১৩০৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গাল-মন্দ দিও না। কেননা, তারা যাকিছু করেছে তারা তার ফলাফলের মুখোমুখি পৌঁছে গেছে।

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বিষয়গুলো আলোচনা করা।

١٣٠٤.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعَنَةُ اللّٰهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ تَبًّالَكَ سَائِرِ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ : تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ .

১৩০৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী স.-কে বলেছিল, সারাটি দিন ধরেই যেন তোমার অকল্যাণ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল সূরা লাহাব। "আবু লাহাবের হাত ভেংগে গেছে।"

১ম খণ্ড সমাপ্ত